

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী  
(বিবিধ)



# শমিষ্ঠা নাটক

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[ ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত ]

সম্পাদক :

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা-৬

প্রকাশক  
শ্রীসত্যকুমার শাস্ত্রী  
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—কৈলাস, ১৩৪৮; দ্বিতীয় মুদ্রণ—চৈত্র, ১৩৫০;  
তৃতীয় মুদ্রণ—আষাঢ়, ১৩৫৫; চতুর্থ মুদ্রণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪  
মূল্য দেড় টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীসত্যকুমার শাস্ত্রী  
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলিকাতা-৩৭  
১১—২৫।১১।১২৫৭

## প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

‘শর্মিষ্ঠা নাটক’ মধুসূদনের প্রথম বাংলা গ্রন্থ ; বাংলা সাহিত্যের সহিত তাঁহার যোগাযোগের এইটিই প্রথম সূত্র। এই নাটক-রচনার বিস্তৃত ইতিহাস ‘জীবন-চরিতে’ ( ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২২৭-২৩০ ) এবং ‘মধু-স্মৃতি’তে ( পৃ. ১০৮-১১৬ ) দেওয়া হইয়াছে। সংক্ষেপে সেই ইতিহাস এইরূপ—

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি মধুসূদন মাদ্রাজ-প্রবাস হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। কিছু দিন পূর্ব হইতেই মাতৃভাবার সাহিত্য-সেবা করিবার বাসনা নানা কারণে তাঁহার মনে জাগ্রত হয়। কিশোরীচাঁদ মিত্রের সহায়তায় কলিকাতার পুলিশ-আদালতের হেডক্লার্কের পদ গ্রহণ করিয়া তিনি কলিকাতায় স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করেন। পরে তিনি উক্ত আদালতের দোভাষীর ( ইন্টারপ্রিটার ) পদে উন্নীত হন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পাইকপাড়া রাজাদের বেলগাছিয়াস্থিত বাগানবাড়ীতে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মধুসূদনের ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু গৌরদাস বসাক এই নাট্যশালার সহিত যুক্ত ছিলেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘রত্নাবলী’ নাটক লইয়া নাট্যশালার সূত্রপাত হয়—প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ জুলাই, শনিবার। এই অভিনয়ে সে কালের অনেক প্রসিদ্ধ ইংরেজের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, তাঁহাদের সুবিধার জন্ত ‘রত্নাবলী’র ইংরেজী অনুবাদের প্রয়োজন হয়। গৌরদাস বসাকের মধ্যস্থতায় মধুসূদনের উপর অনুবাদের ভার পড়ে। নাটকটি অনুবাদ করিতে করিতে বাংলা নাটকের চরবন্দার কথা তাঁহার মনে উদ্ভিত হয় ও ইহা লইয়া গৌরদাসের সহিত তাঁহার আলোচনা চলে। তিনি নিজে বাংলা নাটক রচনা করিতে মনস্থ করেন। ইহা হইতেই ‘শর্মিষ্ঠা নাটক’র উৎপত্তি।

মধুসূদনের জীবনীকারেরা বলেন, গৌরদাসের সহিত মধুসূদনের কথা-বার্তার পরই তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে তৎকালপ্রচলিত বাংলা ও সংস্কৃত নাটকাদি আনিয়া পাঠ করেন এবং অতি অল্প কালের মধ্যে ‘শর্মিষ্ঠা নাটক’র কিয়দংশ লিখিয়া গৌরদাসকে দেখিতে দেন। এই অভাবনীয় ব্যাপারে সে কালের বিদ্বজ্জনসমাজ বিস্মিত ও কৌতূহলাবিষ্ট

হন। এই সূত্রেই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই 'শশ্মিষ্ঠা নাটক' রচনা সম্পর্কে যতীন্দ্রমোহন গৌরদাসকে এক পত্র লেখেন। পত্রটি এইরূপ :—

My dear Gour Babu. Accept my best thanks for your present, a present which I prize no less for its intrinsic value than for the kindness of the donor.

I am very anxious to have a perusal of your friend's manuscript drama, for I am pretty sure that he who wields his pen with such elegance and facility in a foreign language may contribute something to the meagre literature of his own country, which cannot but be prized by all. I shall feel myself honoured by his visit to my humble garden, and shall wait there to receive him any evening that he may appoint.

16th July, 1858. Believe me, sincerely yours J. M. Tagore.

—'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১০২-১০।

'শশ্মিষ্ঠা নাটক' ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়—অনেকে এইরূপ লিখিয়াছেন। পুস্তকের উৎসর্গ-পত্রের "১৫ পৌষ, সন ১২৬৫ সাল" তারিখ হইতেই এই ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা যে প্রকৃত পক্ষে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি প্রকাশিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার সম্ভব কারণ আছে। ৯ জানুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে গৌরদাস বসাককে লিখিত মধুসূদনের একটি পত্রে আছে :—

I hope to send you copies, English and Bengali, when ready, and you shall have an opportunity of judging for yourself.—

'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১১৩।

ঐ বৎসরের ১৯ জানুয়ারি তারিখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'শশ্মিষ্ঠা নাটক' উপহার পাইয়া প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন ('মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১১৩)। সুতরাং পুস্তকটি যে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই হইতে ১৯এ জানুয়ারির মধ্যে বাহির হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৮৪। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

শশ্মিষ্ঠা নাটক। / শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। / মন্তব্যঃ কবিবিশ্বঃপ্রার্থী  
গমিত্যাম্যপহাস্তাং। / প্রাণ্ডলভ্যে ফলে লোভাচ্ছাছাছিব্বি বাননঃ। / কালিদাস।  
কলিকাতা। / শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে /  
ইষ্টান্ধোপশয়ে বহ্নিত। / সন ১২৬৫ সাল। /

মধুসূদনের জীবিতকালে এই পুস্তকের তিনটি সংস্করণ হয়। দ্বিতীয় সংস্করণটি আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ১২৭৬ সালে প্রকাশিত (পৃ. ৮৪) তৃতীয় সংস্করণের পাঠই আমরা বর্তমান গ্রন্থাবলীতে আদর্শ পাঠরূপে গ্রহণ করিয়াছি। প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের পাঠভেদ পরিশিষ্টে প্রদর্শিত হইয়াছে।

‘শশ্মিষ্ঠা নাটকে’র ভাষা ও রচনা-রীতি সংশোধন লইয়া দুইটি কাহিনী জীবন-চরিতগুলিতে দেওয়া হইয়াছে। ‘মধু-স্মৃতি’ হইতে সেগুলি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল।

...মধুসূদন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে ‘শশ্মিষ্ঠা’র পাণ্ডুলিপি প্রদান করিলে, তিনি তাঁহার পরিচিত কোন শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা উহা তাঁহাদের সভাপণ্ডিত বিখ্যাত আলঙ্কারিক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের নিকট প্রেরণ করিয়া বলেন যে, “বে-বে-স্থলে নাটকখানির দোষ আছে, সেই-সেই-স্থলে তিনি যেন দাগ দিয়া দেন। তাঁহার দাগ দেওয়া হইলে, আপনি গ্রন্থখানি লইয়া আসিবেন।” তত্রলোকটি তর্কবাগীশের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই কথা বলিয়া গ্রন্থখানি তাঁহার হস্তে দিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় গ্রন্থখানি কিয়ৎক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়া তত্রলোকটিকে বলিলেন, “আপনি এখন বান, আমি কিছু পরে স্বয়ং গ্রন্থখানি লইয়া রাজাদিগের নিকট বাইতেছি।” বখাসময়ে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ নাটকখানি লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। ঘটনাক্রমে মধুসূদনও সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তর্কবাগীশকে দেখিয়াই মধুসূদন বলিলেন, “আপান আপত্তিকর স্থানসমূহে দাগ দিয়াছেন কি?” তর্কবাগীশ হাসিয়া বলিলেন, “দাগ দিতে গেলে কিছু থাকবে না। তবে কি না, আমি বে চোখে দেখছি, সে রকম চোখ আর গোটা দুই লোকের আছে; আমরা ফতে হইয়ে গেলে তোমার বই খুব চলে যাবে, বাহবা বাহবা পড়বে।”

মধুসূদনকে তাঁহার কোন-কোন বন্ধু শশ্মিষ্ঠা নাটক সম্বন্ধে তদানীন্তন নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অহুরোধ করিয়াছিলেন। মধুসূদন তর্করত্নকে কেবল মাত্র নাটকের ব্যাকরণগুচ্ছ সংশোধন করিতে বলেন; কিন্তু তিনি মধুসূদনকে নাটকখানি সংস্কৃত রীত্যুহুসারে পরিবর্তিত করিতে পরামর্শ দেন। মধুসূদন এই প্রসঙ্গে গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন, ‘জীবন-চরিত’ (পৃ. ২৩০-৩২) হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

SUNDAY

My Dear Gour,

You must excuse me for not complying with your request. The fact is, I do not like the idea of showing my play to our friends, in so incomplete a state. However, as I have promised, you shall have the first three Acts by the end of this week.

## मधुसूदन-प्रभावर्तनी

Ram Narayan's "version," as you justly call it, disappoints me. I have at once made up my mind to reject his aid. I shall either stand or fall by myself. I did not wish Ram Narayan to recast my sentences—most assuredly not. I only requested him to correct grammatical blunders, if any. You know that a man's style is the reflection of his mind, and I am afraid there is but little congeniality between our friend and my poor-self. However, I shall adopt some of his corrections.

If you should speak of the drama to your friends, when you meet them to-day, pray, don't say a word about Ram Narayan. I shan't have him. He has made my poor girls talk d—d cold prose.

I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my Drama; but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well-maintained, what care you if there be a foreign air about the thing? Do you dislike Moore's poetry because it is full of Orientalism? Byron's poetry for its Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanism? Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with Western ideas and *modes of thinking*; and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit.

Do not let me frighten you by my audacity. I have been showing the Second Act, already complete, to several persons totally ignorant of English, and I do assure you, upon my word, that they have spoken of it in terms so high that, at times, I feel disposed to question their sincerity; and yet I have no reason to believe that those men would flatter me.

In matters literary, old boy, I am too proud to stand before the world, in borrowed clothes. I may borrow a neck-tie, or even a waist-coat, but not the whole suit.

Don't let thy soul be perturbed, old cock, for I promise you a play that will astonish the old [rascals] in the shape of Pandits. When you see Joteendra and the Rajas, puff away—there's nothing like that to raise the price of an article in the market, I have no objection to allow a few alterations and so forth, but recast all my sentences—the Devil!! I would sooner burn the thing.

Yours, as usual,  
M. S. Dutt.



প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের ধারণা যাহাই হউক, নব্য-সম্প্রদায় কিন্তু এই নাটকটি পাইয়া অতিশয় উল্লসিত হইয়াছিলেন এবং উচ্চকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথম প্রশংসাকারীদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যতীন্দ্রমোহন ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ নবেম্বর মধুসূদনকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"I am of opinion that Sermistha is the best drama we have in our language ;...it is at once classical, chaste and full of genuine poetry !"—‘মধু-স্মৃতি,’ পৃ. ১১২, পাটটাকা।

ঈশ্বরচন্দ্র লেখেন ( ১০ ডিসেম্বর, ১৮৫৮ )—

...the drama is a complete success, abounding as it does with ideas and similies that are scarcely to be found in any Bengalee book I have come across.—ঐ।

পুস্তক প্রকাশিত হইলে সে কালের সাময়িক পত্রিকাগুলিতেও কম আন্দোলন হয় নাই। মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র ‘বিবিধার্থ-সঙ্গ্ৰহে’ এবং পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিজ্ঞানভূষণ ‘সোমপ্রকাশে’ বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। আমরা রাজেন্দ্রলালের সমালোচনাটি অংশতঃ উদ্ধৃত করিতেছি—

বাঙ্গালী নাট্যকারে ও দস্তজয়ে এই বিশেষ প্রভেদ যে পুরুষোক্তেরা অভিনয়ে কি প্রকার বাক্যে কি প্রকার ফলোৎপত্তি হইবে তাহার বিবেচনা না করিয়া নাটক রচনা করেন ; দস্তজ তাহার বিপরীতে অভিনয়ে কি প্রয়োজন ; কি উপায়ে অভিনয়ের বস্ত্ত সুন্দররূপে ব্যক্ত হইবে ; এবং কোন প্রণালীর অবলম্বনে নাটক দর্শকদিগের আশু হৃদয়গ্রাহী হইবেক ইহা বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক শর্মিষ্ঠা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবেরও কোন ব্যাঘাত হয় নাই। নাটকরচনার এক প্রধান নিয়ম এই যে তাহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হয় তৎসমুদায়কে এক উদ্দেশ্যের অঙ্গুল হওয়া কর্তব্য, এবং সেই উদ্দেশ্য বর্ণনীয় বিষয়ের মুখ্য ঘটনা। প্রত্যেক গর্ত্তাকে সেই মুখ্য ঘটনার উপায় ক্রমশঃ প্রস্তুত হইতে থাকে ; তাহা হইলেই অসংলগ্নত্ব দোষের সম্ভাবনা হয় না। উত্তম নাটকে ভয়ানক রস বর্ণিতব্য হইলেও মধ্যে২ রহস্যজনক ব্যাপারেরও বর্ণন থাকে ; কিন্তু সঙ্গ্রহকারেরা এতাদৃশ কৌশলে তাহার বিনিয়োগ করেন যে তাহাতে রসের অপলাপ হয় না। দস্তজ এ বিষয়ে পরমপণ্ডিত। তিনি অনেকগুলি অনাবশ্যক কৌতুক বাক্য এমত চতুরতার সহিত প্রস্তাবিত নাটকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে তাহা কোনমতে অসংলগ্ন বোধ হয় না।

নাটকমধ্যে প্রথমতঃ যে কএকটি গীত অভিনিবেশিত হইয়াছিল তাহার রচনা গবীচীনই বটে ; কিন্তু মনোজ্ঞ বরের সহিত তাহার অনৈক্য বিধায় কোন সঙ্গর

ব্যক্তি অপর কএকটি গীত প্রস্তুত করত ঐ সকলের স্থানীভূত করিয়াছেন।...ঠাহার রসামুভাবতার সাহায্যে শেবোক্ত গীত কএকটি প্রস্তুত হইয়াছে ঠাহাকে ধনুবাদ করিতে সতৃষ্ণ হইলাম। ফলতঃ আমরা শশ্মিষ্ঠার পাঠ ও অভিনয় উভয় প্রকারে ঠাহার সৌন্দর্য সন্তোষ করিয়াছি, স্ততরাং কেবল দর্শক বা পাঠক আমাদের তুল্য আনন্দিত হইতে পারেন না; তত্রাপি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে যে সকল বাঙ্গলা নাটক এ পর্যন্ত প্রকটিত হইয়াছে তন্মধ্যে সাধারণ জনগণে শশ্মিষ্ঠাকে সর্বশ্রেষ্ঠা বলিবেন, সন্দেহ নাই।—‘বিবিধার্থ-সঙ্গ হ,’ ১৭৮০ শকাব্দা, মাঘ, পৃ. ২৪০।

উপরে উল্লিখিত গীত-রচয়িতা “কোনও সন্দ্রদয় ব্যক্তি” যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। “শেষাক্ষের শিব-স্তোত্র বিষয়ক সুমধুর সঙ্গীতটি ঠাহারই রচিত।”\*

‘শশ্মিষ্ঠা নাটক’ পাইকপাড়ার রাজাদের ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল। বাঙ্গলা ভাষায় অনভিজ্ঞ দর্শকগণের জন্ম, অভিনীত নাটক ইংরাজীতে অনুবাদ করা হইয়াছিল।\* মধুসূদন নিজেই নিজের গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন।† অনুবাদ নাটকখানি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মধুসূদন ইহাও রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে উৎসর্গ করেন।

‘শশ্মিষ্ঠা নাটকে’র বিষয়বস্তু মধুসূদন মহাভারত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরেজী নাটকের Advertizement-এ তিনি লিখিয়াছিলেন—

The work—of which the following pages contain a translation—is the first attempt in the Bengali language to produce a classical and regular Drama. The story of Sermista will be found in the First Book of the Mahabharata—almost immediately after that of Sakuntala—rendered so famous by the splendid genius of Kalidasa.

‘শশ্মিষ্ঠা নাটকে’র অভিনয় সম্পর্কে মধুসূদন এই বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন—

Sermista is to be acted at the elegant private Theatre attached to the Belgatchia Villa of the Rajas of Paikpara. Should the Drama ever again flourish in India, posterity will not forget these noble gentlemen—the earliest friends of our rising national Theatre.

\* ‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ২৩০।

† ‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ২৩২।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে বেঙ্গাছিয়া নাট্যশালায় মহাসমারোহে 'শর্মিষ্ঠা নাটক'র প্রথম অভিনয় হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণীর জন্য 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় ইতিহাস' দ্রষ্টব্য। এই অভিনয়ে মধুসূদন নিজে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন—

When Sharmista was acted at Belgachia the impression it created was simply indescribable. Even the least romantic spectator was charmed by the character of Sharmista and shed tears with her. As for my own feelings, they were "things to dream of not to tell." Poor old Ramchandra,\* was half mad and grasped my hand, "Why my dear Madhu, my dear Madhu, this does you great credit indeed! Oh it is beautiful."—'জীবন-চরিত', পৃ. ২৩৫।

বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইলে মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা নাটক' লইয়া ইহার সর্বপ্রথম অভিনয় হয়। মধুসূদনের অসহায় সম্ভানগণের সাহায্যার্থে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট 'শর্মিষ্ঠা নাটক' অভিনীত হইয়াছিল। সম্পূর্ণ বিবরণ 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় ইতিহাসে' (৩য় সং., পৃ. ৪৭-৮) দেওয়া আছে।

মধুসূদন ও তাঁহার বন্ধুদের পরস্পর লিখিত অনেক চিঠিপত্রে 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনা, অনুবাদ ও অভিনয় সম্পর্কে অনেক তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে। আমরা 'মধু-স্মৃতি' ও 'জীবন-চরিত' (৪র্থ সংস্করণ) হইতে উল্লিখিত পত্রগুলির প্রয়োজনীয় অংশ নির্বাচিত করিয়া নিম্নে মুদ্রিত করিলাম।

১। মধুসূদন গৌরদাস বসাককে (৯ জানুয়ারি, ১৮৫৯)

"Sermista" has turned out to be a most delightful girl, if I am to believe those who have already inspected her. Jotindra says it is the best drama in the language, "chaste, classical and full of genuine poetry!" The Chota Raja writes in raptures about it and swears the "Drama is a complete success!" But I dare say, you have heard their opinions before this. There is to be an English translation.

I hope to send you copies, English and Bengali, when ready, and you shall have an opportunity of judging for yourself. —'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১১২-১৩।

\* হিন্দু-কলেজের বাংলা শিক্ষক বাবু রামচন্দ্র মিত্র

২। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুসূদনকে ( ১৯ জানুয়ারি, ১৮৫৯ )

My dear Sir, Accept my best thanks for your kind present ; it is a gem truly worthy of the talented donor. I will preserve it carefully as an invaluable contribution to the rising literature of our country, and I doubt not but Sermistha will take the first place among the dramas in the vernaculars.

I am glad to know that an English version of "Sermistha" is in the press. From what I have seen of the "Ratnavali" and considering that in the present instance the author is himself the translator, I am sanguine in my expectation.

The actors are doing marvellously well ; they have already got by heart, the greater portion of the Book, and I fully believe, they will be able to do justice to the conceptions of the Post.—'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১১৩।

৩। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুসূদনকে ( ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৯ )

I shewed the first portion of your English version *Sermistha* to my friend, the Chota Raja and he liked it exceedingly ; for my own part I verily believe, that if it is finished in the style in which it is begun, (and I doubt not but it will be so), your present translation will even surpass that of *Ratnavali*.—'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১১৩-১৪।

৪। মধুসূদন গৌরদাসকে ( ১৯ মার্চ, ১৮৫৯ )

I have nearly finished the translation of *Sharmista*. If I am to believe all those that have already seen it—and among them are the Rajas and Tagore—it will materially add to the little reputation *Ratnavali* has given me. Every one says it is superior to that book ; as for the Bengali original, the only fault found with it, is that the language is a *little* too high for such audiences as we may expect *now* to patronize it. This, I need scarcely tell you, is nothing ; for if the book is destined to occupy a permanent place in the literature of the country, it will not be condemned on this head, twenty years hence, for everyone is learning Bengali. To tell you the candid truth, I never thought I was capable of doing so much all at once. This *Sharmista* has very nearly put me at the head of all Bengali writers. People talk of its poetry with rapture. But you must judge for yourself.—'জীবন-চরিত,' পৃ. ২৪৭।

৫। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ গৌরদাস বসাককে ( ২৪ মার্চ, ১৮৫৯ )

For the present I shall speak of Sarmista—the production of your friend, Michael M. S. Dutt, Esqr. You know all about it, and that it is going to be acted on the boards of our Belgatchia Villa. I shall first of all give you the names of the *Dramatis Personae*, and as I am going to send you the book through to-day's post, you will be able to know more from it than what one, placed at such a distance from the seat of action, can possibly know. You will see, from what I am going to show you, some new faces in our Corps, though few there are that you do not know. Amongst the latter is our Heroine. He or she, as you might choose to call, is a real acquisition. To a melodious female voice he combines one of the sweetest tones that it has ever been my lot to hear, and, to crown all, he is daily showing a capacity for the stage that has not only satisfied the most sceptic but surprised every one of us by his powers, though not yet fully developed, for histrionic representations.

Now,

TO THE DRAMATIS PERSONÆ

King Yayati ... ..	Preonath Dutt.
Madhobya ... Bidhusaka ...	Kesab Chundra Ganguly
Montri ... Minister ...	Nabin Chundra Mukerjee
Sukraocharjya ... Bishi ...	Deno Nath Ghose.
Kopil ... His disciple ...	Sarat Chander Ghose
Bokseur ... General ...	Issur Chunder Singh.
Daitya ... An Officer ...	Tara Chand Guha.
1st Citizen ...	Huris Chundra Mookherjee.
2nd do ...	Russick Lal Law.
3rd do ...	Brojo Dullal Dutt.
Courtiers ...	Jotindra Mohan Tagore. Preonath Sett and Rajendra Lal Mitter.
Chopdars ...	Dwarkanath Mulliek & Mohesh Chunder Chunder.
Durwan ...	Jodu Nath Ghose (my brother-in-law).
Debjani ...	Hem Chunder Mookerjee (our Shagarika)
Sharmista ...	Kristodhon Banerjee (a new-comer).
Purnika ...	Kally Das Sandel (formerly our dancing-girl).
Dabika ...	Aghor Chander Dhagria (our Susongota).
Notes ...	Ohuni Lal Bose (as before).
Maldservant ...	Kally Prasanna Mookerjee.
Dancing-girls...	The same as before, plus Bunkim Chunder Mukerjee.

Here you have as complete a list of the characters as I could give you, and I believe none can give you better the names

of the characters than the manager of the theatre. Now as to other particulars, the rehearsals are going on twice a week, on Sundays and Thursdays respectively. Almost everybody is prepared and we can get up the play at ten days notice; but our Raja's father is unfortunately dead, and that will delay us. My brother, moreover, is now at Kandi. He is gone there a second time this year, but he is likely to return soon, and we expect to appear before the public in all April. No less than eight scenes have to be newly painted; most of them are already finished, and beautiful and magnificent they are without doubt.

I have not spoken anything about the drama, and I shall not do it. No one knows what effect such a thing as the 'Sharmista' will have on the Stage. It is still a matter of doubt whether it will be as popular as Ratnabali. I will give no opinion concerning it unless it has passed the ordeal of public criticism. \* \* \*

With my sincere and hearty good wishes to yourself.

I remain, yours ever sincerely

ISSUR CHUNDER SINGH.

—'ଜୀବନ-ଚରିତ', ପୃ. ୨୭୩-୭୫ ।

୬ । ଗୌରଦାସ ସମ୍ଭୁଦନଙ୍କେ ( ୨୯ ଏପ୍ରିଲ, ୧୮୫୯ )

How is Sermista going on? When does it come out? The more I read the more I am enamoured of her.—'ସମ୍ଭୁ-ସ୍ମୃତି,' ପୃ. ୧୧୫ ।

୭ । ରାଜନାରାୟଣ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ଭୁଦନଙ୍କେ

None of your works has been unread by me; "Sermista" is exactly after the pure classical model, is in many places full of sterling poetry, and displays considerable knowledge of human nature! I shall never forget the sweet resigning spirit of the gentle Sermista, the tender interview between her and the king, the pathetic meeting between Devajani and her father and the mean tiresome jokes of the clown.—'ସମ୍ଭୁ-ସ୍ମୃତି,' ପୃ. ୧୧୫

୮ । ସମ୍ଭୁଦନ ଗୌରଦାସଙ୍କେ ( ୩ ମେ, ୧୮୫୯ )

...In addition to all this, I have been finishing my English Sermista and the New play, which I trust will distance its predecessor.

I am glad you like Sermista. I dare say you will also like the English. Pray, tell your cousin at the Asiatic to send your name for a copy to the Publisher. I have nothing to do with the sale of the book, for its proceeds will be paid to the Rajahs in liquidation of the money they have kindly advanced me.

You must wait for some time yet for the New Play. All that I can tell you is that there are few *prettier* plots in any Drama that you have read! I invented it one blessed Sunday. Tagore and the Rajahs exclaimed "Beautiful." I only hope I have done justice to it. This morning I am going to send Act No. IV to Tagore. I wish I could run up to spend some little time with you, but at present that is out of the question. Upon my soul, you are damnably mistaken if you think that I like Caloutta. I would be *happier* I think, even in the Soonderbuns. I lead a quiet life and seldom or never go out anywhere. —'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১১৪-১১৫।

৯। যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনকে ( ১ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯ )

I think the first public performance of Sermistha is to take place this Saturday—we expect it will come off gloriously. —'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১২৩।

১০। যতীন্দ্রমোহন গৌরদাসকে ( ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯ )

The representation of the drama of *Sermistha* has come off gloriously! Night before last was the sixth of last night of its performances and the Lieut. Governor and several other respectable gentlemen Native and European were present on the occasion. You must have read the very handsome notices in the papers, so I will not write to trouble you with details. —'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১১৬।

১১। যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনকে ( ৩১ ডিসেম্বর, ১৮৫৯ )

The Chota Raja saw me this morning and I am glad to tell you, he has agreed to pay in advance the printing charges of the two farces and a portion of the amount due from him on account of the English Sermistha. —'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১২৮।

১২। যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনকে ( ২২ মে, ১৮৬০ )

...but you must excuse me, my dear sir, if I still betray a greater leaning towards our favourite দেৱতারাজ্যবাসী। It may be

that a longer and more intimate acquaintance with her has made me partial to her merits ; but this is simply a matter of opinion, and I hope you will not take my remarks amiss. —‘আবন-চরিত,’ পৃ. ২৬৪।

১৩। বিশ্বনাথ কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে

How are you getting on with “Sharmista”—my Garrick ? Have you seen “Padmavati” ? Will it do as Sharmista’s successor ?—‘আবন-চরিত,’ পৃ. ৪৬।

## চতুর্থ মুদ্রণের ভূমিকা

শ্রীমান সনৎকুমার গুপ্ত ‘শর্মিষ্ঠা নাটক’ অভিনয়কালে বিতরিত একটি প্রাচীন “বিজ্ঞাপন”-পত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে নাটকে গীত গানগুলি একত্র মুদ্রিত হইয়াছে। “প্রস্তাবনা” ও “উপসংহার” শীর্ষক দুইটি গান সমেত ইহাতে আটটি গান মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মাত্র চারিটি গান—১। উদয় হইল সখি, সরস বসন্ত, ২। আমি ভাবি যার ভাবে, সে তো তা ভাবে না, ৩। এই তো সে কুসুম কানন, ৪। জয়, উমেশশঙ্কর সর্ব গুণাকর—গ্রন্থমধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে। কেবল, “বিজ্ঞাপনে” তৃতীয় গানে “শোভা ধরে” স্থলে “শোভা করে” এবং চতুর্থ গানে “বিরিকিবাছিত” স্থলে “বিরিকিবন্দিত” পাঠ আছে। বাকি চারিটি গান বিজ্ঞাপনসহ নিম্নে মুদ্রিত হইল।—

### “বিজ্ঞাপন

শর্মিষ্ঠা নাটকে ইত্যথ্যে যে সমস্ত গান রচিত হইয়াছিল, তাহা হরের সহিত অসম্বন্ধ না হওয়াতে, তাহার পরিবর্তে এই কয়েকটি নূতন গান প্রস্তুত ও মুদ্রিত হইল। ইতি।

### প্রস্তাবনা।

রাগিণী কেদারা, তাল মধ্যমান।

ইকি অসম্বন্ধ সব, সময়েরি দোষে।

ওদিগণ শূন্য হলো, ভায়তবরণে ॥



ব্যাস আদি কবিগণ, কালিদাস বিচক্ষণ,  
 ক্রমে ক্রমে অদর্শন, হয়েছে কালের বশে ।  
 সংগীত স্থাণ্ড্যর ধার, নাটকের রস সার,  
 কোথাও না দেখি আর, দেশ পুরিলো কুরসে ।  
 ভারত ভূমি গো আর, যুগাবে কি অনিবার,  
 মধু কহে একবার, দেখ হুঃখ বাবে কিসে ।

পঞ্চমাস্কের দ্বিতীয় গর্ভাক ।

অঙ্গরীগণ ( আকাশে । )

রাগিণী সাহানা, তাল একতাল ।

- প্রথম অঙ্গরী । ধরণীপতি গুণনিধি, ধরণীপতি গুণনিধি,  
 ওহে দয়াময়, তোমারে সদয়, রমানাথ  
 আর, উমানাথ বিধি ।
- সকলে । ভবতু সদা শুভং শুভং, ভবতু সদা শুভং শুভং ।
- দ্বিতীয় অঙ্গরী । দীনগণে কর্যে করুণা প্রকাশ,  
 চিরজীবি হয়ে স্থখে কর বাস,  
 পরিজনগণ আর দাসী দাস,  
 সর্বজননে রাখ স্থখে নিরবধি ।
- সকলে । ভবতু সদা শুভং শুভং, ভবতু সদা শুভং শুভং ।
- প্রথম অঙ্গরী । বতনে করিয়ে স্বকার্য সাধন,  
 প্রবল করহ নানা রাজ্যধন,  
 প্রভার পালনে সদা রাখ মন,  
 রাজনীতি যথা আছে বেদে বিধি ।
- সকলে । ভবতু সদা শুভং শুভং, ভবতু সদা শুভং শুভং ।
- দ্বিতীয় অঙ্গরী । পুরাকৃত তপফলে যে তোমার,  
 পুরু নামে চাক্র সুরূপ কুমার,  
 হইবে ইহার ক্রমে অধিকার,  
 সমুদয় ক্ষিতি সহিত জলধি ।
- সকলে । ভবতু সদা শুভং শুভং, ভবতু সদা শুভং শুভং ।
- তৃতীয় অঙ্গরী । ওহে দয়াময়, তোমারে সদয়, রমানাথ  
 আর, উমানাথ বিধি ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

পঞ্চদশোঃ অধ্যায়ঃ

(চৈতন্য ।)

রাগিনী শুন, ভাল খেয়ল ।

ধরনীনাথ সঙ্গ, কুশলে কর বাস ।

বস্ত্র নৃপপণে, রাগিণী নিজ অধীনে,

ভুল বিক্রমে, শত্রু সকলে কর ধাঁশ ।

সুজন পালন, করি অতি বজনে,

যেন কখন, যাজ্যে ঘটে না কোন জাস ।

তব বশ শুনে, দশদিক পুরিলো,

হবে গহত, সফল তব অভিলাষ ।

হেরি বস্ত্র সুখ, আজি রাজতবনে,

যেন এমনি, নয়নে হেরি বারমাস ।

উপসংহার ।

(মটী ।)

রাগিনী সংকীরণ বেহাগ, ভাল ভেহট ।

কৃপা করি শুন নিবেদন ।

সুভাক্ষন বস্ত্র সত্যসঙ্গণ ।

গতবার অভিনয়ে, সবার আদর পেয়ে,

প্রকাশি শর্দিষ্টা করি বস্তন ।

যদি মনোনীত হয়, পুনরায় অভিনয়,

করিব নব কোন প্রকরণ ।”

গানগুলির সম্ভবতঃ সব কয়টিই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর রচিত ।

“বিজ্ঞাপন”শেষে মুদ্রকের পরিচয় এই ভাবে দেওয়া হইয়াছে—

“I. C. Bose & Co., 185, Bow-Bazar Road, Calcutta.”

বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬ ।

ভূমিকায় সর্বত্র ‘জীবন-চরিত’ ৪র্থ সংস্করণ ও ‘মধু-স্মৃতি’ ১ম সংস্করণ ব্যবহৃত হইয়াছে ।

## শশিষ্ঠা নাটক

[ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে ]



## মঙ্গলাচরণ

মদেকসদয়বর

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর,

তথা

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা দীপকচন্দ্র সিংহ বাহাদুর,

মহোদয়েষু।

নমস্কার পুরঃসর নিবেদনমিদং।

আমি এই দৈত্যরাজবালা শর্মিষ্ঠাকে মহাশয়দিগকে অর্পণ করিতেছি।  
যত্বেপি ইনি আপনাদের এবং শ্রোতৃবর্গের অল্পগ্রহের উপযুক্ত পাত্রী হইলেন,  
তবে আমার পরিজ্ঞম সকল হইবে এবং আমিও কৃতকার্য হইব।

মহাশয়দিগের বিজ্ঞানুরাগে এ দেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকার  
হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য। আমি এই প্রার্থনা করি যে  
আপনাদিগের দেশহিতৈষিতাদি গুণরূপে এ ভারতভূমি যেন বিজ্ঞাবিষয়ক  
স্বীয় প্রাচীন শ্রী পুনর্দারণ করেন ইতি।

কলিকাতা।

১৫ গৌর, সন ১২৬৫ সাল।

শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্তস্ব।

## নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

যযাতি

মাধব্য ( বিদূষক )

রাজমন্ত্রী

শুক্লাচার্য্য

কপিল ( তস্য শিষ্য )

বকাসুর

অশ্ব এক জন দৈত্য

এক জন ব্রাহ্মণ

দৌবারিক

---

দেবযানী

শশ্মিষ্ঠা

পূর্ণিকা ( দেবযানীর সখী )

দেবিকা ( শশ্মিষ্ঠার সখী )

নটী

এক জন পরিচারিকা

ছই জন চেটী

---

নাগরিকগণ

সভাসদগণ ইত্যাদি



1901 176





# শান্তি নাটক

প্রথম দৃশ্য

প্রথম পর্ভাট

হিবানর পর্বত—হুয়ে ইয়পুখী অরণ্যবতী

( এক জন দৈত্য যুদ্ধবেশে । )

দৈত্য । ( স্বগত ) আমি প্রতাপশালী দৈত্যরাজের আদেশানুসারে এই পর্বতপ্রদেশে অনেক দিন অবধি ত বাস করি ; দ্বিবারাজের মধ্যে রণকালও অজ্ঞানে থাকি না ; কারণ, এই দুঃখবর্তী নগরে দেবতার বে কখন কি করে, কখনই রাঁ কেঁ সেখান হতে রণসজ্জার নির্গত হয়, তার সংবাদ অশুরপতিরা নিকটে তৎক্ষণাৎ লয়ে বেতে হয় । ( পরিক্রমণ ) আর এ উপত্যকাতুমি যে নিতান্ত অরম্যের তাও নয় ;—স্থানে স্থানে তরুশাখার নামা বিহঙ্গমগণ মধুর স্বরে গান কচে ; চতুর্দিকে বিবিধ বনকুমুম বিকশিত ; এই সুস্থিত নগর হতে পারিজাত পুষ্পের সুগন্ধ সহকারে বৃহৎ মল্ল পূবন সজ্জার হচে ; আর কখন কখন মধুরকণ্ঠ অশ্রুস্রাবের ডানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীতও কর্ণকুহর শীতল করে ; কোথাও ভীষণ সিংহের নাদ, কোথাও ব্যাঘ্র মহিষাদির ভয়ঙ্কর শব্দ, আবার কোথাও বা পর্বতনিঃসৃত বেগবতী নদীর কুলকুল ধ্বনি হচে । কি আশ্চর্য্য ! এই স্থানের গুণে স্বজন বান্ধবের বিরহহঃখও আমি প্রায় বিন্মৃত হয়েছি । ( পরিক্রমণ ) অহো ! কার বেন পদশব্দ ঐতিগোচর হলো না ! ( চিন্তা করিয়া ) তা এ ব্যক্তিটা শত্রু কি মিত্র, তাও ত অনুমান কচে পাচ্ছি না ; বা হোক, আমার রণসজ্জার প্রস্তুত থাকা উচিত । ( অসি চর্চ গ্রহণ ) বোধ হয়, এ কোন সামান্ত ব্যক্তি না হবে । উঃ ! এর পদভরে পৃথিবী বেন কম্পমানা হচোন ।

( বকাজের প্রবেশ । )

( প্রবেশে ) কহা ?

বক । দৈত্যপতি বিজয়ী হইল; আমি তাঁরই অহুত্রে ।

দৈত্য। (সচকিতে) ও মহাশয়! আস্তে আস্তে আঙ্গা হউক। নমস্কার।  
বক। নমস্কার। তবে দৈত্যবর, কি সংবাদ বল দেখি?

দৈত্য। এ স্থলের সকলি মঙ্গল। দৈত্যপুরীর কুশলবার্তার  
চরিতার্থ করুন।

বক। তাই হে, তার আর বলবো কি, অস্ত্র দৈত্যকুলের এক প্রকার  
পুনর্জন্ম।

দৈত্য। কেন কেম, মহাশয়?

বক। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য ক্রোধে হয়ে দৈত্যদেশ পরিত্যাগে উদ্ভত  
হয়েছিলেন।

দৈত্য। কি সর্বনাশ! এ কি অদ্ভুত ব্যাপার, এর কারণ কি?

বক। ভাই, ক্রীড়াতি সর্বত্রই বিবাদের মূল। দৈত্যরাজকন্তা  
শর্মিষ্ঠা, গুরুকন্তা দেবযানীর সাহিত কলহ করে, তাঁকে এক অন্ধকারময়  
কূপে নিক্ষেপ করেন, পরে দেবযানী এই কথা আপন পিতা তপোধনকে  
অবগত করালে, তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হতাশনের স্রায় একেবারে অলে  
উঠলেন। আঃ! সে ব্রহ্মারিতে যে আমরা সনগর দণ্ড হই নাই, সে  
কেবল দেবদেব মহাদেবের কৃপা, আর আমাদের সৌভাগ্য।

দৈত্য। আজে তার সন্দেহ কি। কিন্তু গুরুকন্তা দেবযানী রাজকুমারী  
শর্মিষ্ঠার প্রাণস্বরূপ, তা তাঁদের উভয়ে কলহ হওয়াও ত অতি অসম্ভব।

বক। হাঁ, তা যথার্থ বটে, কিন্তু ভাই, উভয়েই নববৌবন-মদে উন্নত।

দৈত্য। তার পর কি হলো মহাশয়?

বক। তার পর মহর্ষি শুক্রাচার্য্য, ক্রোধে রক্তনয়ন হয়ে, রাজসভায়  
গিয়ে মুক্তকণ্ঠে বলেন, রাজনু! অজ্ঞাবধি তুমি ক্রীড়ন্ত হবে, আমি এই  
অবধি এ স্থান পরিত্যাগ কল্যেঁম, এ পাপনগরীতে আমার আর অবস্থিতি  
করা কখনই হবে না। এই বাক্যে সভাসদ সকলের মস্তকে বেন  
বহুপাত হলো, আর সকলেই ভয়ে ও বিস্ময়ে স্পন্দহীন হয়ে রইল।

দৈত্য। তার পর মহাশয়?

বক। পরে মহারাজ কৃতাজলিপুটে অনেক ভব করে বললেন, ওরো!  
আমি কি অপরাধ করেছি, যে আপনি আমাকে সরংশে নিধন কত্বে উদ্ভত  
হয়েছেন? আমরা সপরিবারে আপনার ক্রীতদাস, আর আপনার প্রসাদেই  
আমার সকল সম্পত্তি। তাতে মহর্ষি বললেন, সে কি মহারাজ? তুমি

দৈত্যকুলপতি, আমি একজন তিক্তাজীবী ব্রাহ্মণ, আমাকে কি তোমার এ কথা বলা সম্ভবে ? রাজা তাতে আরো কাতর হয়ে, মহর্ষির পদতলে পতিত হলেন, আর বলতে লাগলেন, গুরো, আপনার এ ভয়ানক ক্রোধের কারণ কি, আমাকে বলুন।

দৈত্য। তা মহর্ষি এ কথায় কি আজ্ঞা কল্যেন ?

বক। রাজার নম্রতা দেখে মহর্ষি ভূতল হতে তাঁকে উখিত কল্যেন, আর আপনার কন্ঠার সহিত রাজকুমারীর বিবাদের বৃদ্ধান্ত সমুদয় জ্ঞাত করিয়ে বললেন, রাজন্। দেবযানী আমার একমাত্র কন্যা, আমার জীবনাপেক্ষাও স্নেহপাত্রী, তা, যে স্থানে তার কোনরূপ ক্লেশ হয়, সে স্থান আমার পরিত্যাগ করাই উচিত। রাজা এ কথায় বিস্ময়াপন্ন হয়ে, করযোড় করে এই উত্তর দিলেন, প্রভো ! আমি এ কথায় বিন্দু বিন্দুও জানি নে, তা আপনি সে পাপশীলা শর্মিষ্ঠার যথোচিত দণ্ড বিধান কর্যে ক্রোধ সত্বর করুন, নগর পরিত্যাগের প্রয়োজন কি ?

দৈত্য। ভগবান্ ভার্গব তাতে কি বল্যেন ?

বক। তিনি বল্যেন, এ পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত কি আছে ? তোমার কন্যা চিরকাল দেবযানীর দাসী হয়ে থাকুক, এই আমার ইচ্ছা।

দৈত্য। উঃ ! কি সর্বনাশের কথা !

বক। মহারাজ এই বাক্য শুনে বেন জীবন্তের স্তায় হলেন। তাতে মহর্ষি সক্রোধে রাজাকে পুনর্ব্বার বললেন, রাজন্। তুমি যদি আমার বাক্যে সন্মত না হও, তবে বল, আমি এই মুহূর্ত্তেই এ স্থান হতে প্রস্থান করি। মহর্ষি ভার্গবকে পুনরায় ক্রোধান্বিত দেখ্যে মন্ত্রিবর কৃতাজলিপূর্ব্বক মহারাজকে সম্বোধন করে বললেন, মহারাজ ! আপনি কি একটি কন্ঠার জন্তে সবংশে নির্বংশ হবেন ? দেখুন দেখি, যদি কোন বণিক সুবর্ণ, রৌপ্য ও নানাবিধ মহামূল্য রত্নজাত-পরিপূর্ণ একখানি পোত লয়ে সমুদ্রে গমন করে, আর যদি সে সময়ে ঘোরতর ঘনঘটাঘারা আকাশমণ্ডল আবৃত হয়ে প্রবলতর ঝটিকা বইতে থাকে, তবে কি সে ব্যক্তি আপনার প্রাণরক্ষার নিমিত্তে সে সময়ে সে সমুদায় মহামূল্য রত্নজাত গভীর সমুদ্রে মধ্যে নিক্ষেপ করে না ?

দৈত্য। তার পর মহাশয় ?

বক। দৈত্য্যধিপতি মন্ত্রিবরের এই হিতকর বাক্য শুনে দীর্ঘ নিশ্বাস

পরিভ্রমণ করে রাজকুমারীকে অপরিত্যক্ত সত্যের আনয়ন করতে অল্পমতি দিলেন; পরে রাজহুহিতা সত্য উপস্থিতা হলে, মহারাজ অক্ষপূর্ণলোচনে ও গদগদবচনে তাঁকে সমুদয় অবগত করালেন আর বললেন, “বৎসে! অস্ত্র তোমার হস্তেই দৈত্যকুলের পরিত্রাণ। যদি তুমি মহর্ষির এই নির্ভর আজ্ঞা প্রতিপালন কৃত্যে স্বীকার না কর, তবে আমার এ রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হবে, এবং আমিও চিরবিরোধী দুর্দান্ত দেবগণ কর্তৃক পরাজিত হয়ে নানা ক্লেশে পতিত হব!”

দৈত্য। হায়! হায়! কি সর্বনাশ!—রাজকুমারী পিতার এতাদৃশ পিতার বাক্য শ্রবণে কি প্রত্যুত্তর দিলেন?

বক। ভাই হে! রাজতনয়ার তৎকালীন মুখচন্দ্র মনে করলে পাষণ্ড হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। রাজকুমারী যখন সত্য উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডল শরচ্ছত্রের আয় প্রসন্ন ছিল, কিন্তু পিতৃবাক্যে মেঘাচ্ছন্ন শশধরের আয় একেবারে মলিন হয়ে গেল। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিভ্রমণ করিয়া) হা হতদৈব! এমন সুন্দরীর অন্তরে কি এই ছিল! অনন্তর রাজপুত্রী শর্মিষ্ঠা সত্য হতে পিতৃ-আজ্ঞায় সন্মতা হয়ে প্রস্থান করলে পর, মহারাজ যে কত প্রকার আক্রমণ ও বিলাপ করতে আরম্ভ করলেন, তা স্মরণ হলে অর্ধৈর্ষ্য হতে হয়! (দীর্ঘনিশ্বাস।)

দৈত্য। আহা, কি দুঃখের বিষয়! তবে কি না বিধাতার নির্বন্ধ কে লঙ্ঘন করতে পারে? হে ধর্মুর্জারিন্! এক্ষণে আচার্য্য মহাশয়ের কোপাশ্রিত্তি নির্বাহণ হয়েছে?

বক। আর না হবে কেন?

দৈত্য। তবে আপনি যে বলেছিলেন অস্ত্র দৈত্যকুলের পুনর্জন্ম হলো তা কিছু মিথ্যা নয়। (চিন্তা করিয়া) হে অসুর-শ্রেষ্ঠ! যখন মহর্ষির সহিত মহারাজের মনাস্তর হবার উপক্রম হয়েছিল, তখন যদি ঐ দুর্দান্ত দেবগণেরা এ সংবাদ প্রাপ্ত হতো, তা হলে যে তারা কি পর্য্যন্ত পরিভ্রষ্ট হতো, তা অল্পমান করা যায় না।

বক। তা সত্য বটে। আর আমিও তাই জানতে এসেছি যে দেবতারা এ কথাই কিছু অল্পসন্ধান পেয়েছে কি না। তুমি কি বিবেচনা কর, দেবেশ্ব্রে প্রভৃতি দৈত্যারিগণ এ সংবাদ পায় নাই?

দৈত্য। মহাশয়! সেবদন্তেরা পরম মায়াবী, এবং তাদের গতি

মনোরথ আর সৌদামিনী অপেক্ষাও বেগবতী ; স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল। এই ত্রিভুবনের মধ্যে কোন স্থানই তাদের অগম্য নয়।

বক। তা যথার্থ বটে, কিন্তু দেখ, ঐ নগরে সকলেই স্থিরভাবে আছে। বোধ করি, অমরগণ দৈত্যরাজের সহিত ভগবান্ ভার্গবের বিবাদের কোন সূচনা প্রাপ্ত হয় নাই, তা হলে তারা তৎক্ষণাৎ রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নগর হতে নির্গত হতো।

দৈত্য। মহাশয়! আপনি কি অবগত নন, যে প্রবল বাত্যারস্তরে পূর্বে সমুদায় প্রকৃতি স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন?—বা হউক, সুকুমারী রাজকুমারী এখন কোথায় আছেন?

বক। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তিনি এখন গুরুকণ্ঠা দেবযানীর সহিত আচার্য্যের আশ্রমেই অবস্থিতি কচোন। ভাই হে! সেই সুকুমারী রাজকুমারী ব্যতিরেকে দৈত্যপুত্রী একেবারে অন্ধকারময়ী হয়ে রয়েছে। রাজমহিষীর রোদনধ্বনি শ্রবণ করলে বন্ধঃস্থল বিদীর্ণ হয়, এবং মহারাজের যে কি পর্য্যন্ত মনোভুঃখ, তা স্মরণ হলে ইচ্ছা হয় না যে দৈত্যদেশে পুনর্গমন করি। (নেপথ্যে রণবাত্ত, শব্দনাদ, ও হুঙ্কার ধ্বনি।)

দৈত্য। মহাশয়! ঐ শ্রবণ করুন,—শত বজ্রশব্দের শ্রায় হৃদ্যাস্ত দেবগণের শব্দনাদ ক্রটিগোচর হচে। উঃ, কি ভয়ানক শব্দ!

বক। হুঁট দস্যুদল তবে দৈত্যদেশ আক্রমণে উত্তত হলো না কি? নেপথ্যে। দৈত্যকুল সংহার কর! দৈত্যদেশ সংহার কর!

দৈত্য। অহো! এ কি প্রলয়কাল উপস্থিত, যে সপ্ত সমুদ্রে ভীষণ গর্জনপূর্ব্বক তীর অতিক্রম কচে?

বক। ওহে বীরবর! এ স্থলে আর বিলম্ব করবার প্রয়োজন নাই; হুঁট দেবগণের অভিলাষ সম্পূর্ণরূপেই প্রকাশ পাচে। চল, স্বরায় দৈত্যরাজের নিকট এ সংবাদ লয়ে যাই। ঐ হুঁট দেবগণের শব্দধ্বনি শুনলে আমার সর্ব্বশরীরের শোণিত উক হয়ে উঠে।

[ উভয়ের প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দৈত্য-দেশ—শুক শুক্রাচার্যের আশ্রম।

( শশ্মিষ্ঠার সখী দেবিকার প্রবেশ । )

দেবি । ( আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত ) সূর্য্যদেব ত প্রায়  
অস্তগত হলেন । এই যে আশ্রমে পক্ষিসকল কূজনধ্বনি করে চারি দিক্  
হতে আপন আপন বাসায় ফিরে আসচে ; কমলিনী আপনার প্রিয়তম  
দিনকরকে গমনোন্মুখ দেখে বিবাদে মুদিতপ্রায় ; চক্রবাক ও চক্রবাকবধু,  
আপনাদের বিরহ-সময় সন্নিহিত দেখে, বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট হয়ে, উভয়ে  
উভয়ের প্রতি একদৃষ্টে অবলোকন কচে ; মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় হোমায়িত্তে  
সায়ংকালীন আছতি প্রদানের উত্তোগে ব্যস্ত ; ছুঙ্কভারে ভারাক্রান্ত  
গাভীসকল বৎসাবলোকনে অতিশয় উৎসুক হয়ে বেগে গোষ্ঠে প্রবিষ্ট  
হচে । ( আকাশমণ্ডলের প্রতি পুনদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ) এই ত  
সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, কিন্তু রাজকুমারী যে এখনও আসচেন না, কারণ কি ?  
( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) আহা ! প্রিয়সখীর কথা মনে উদয় হলে,  
একবারে হৃদয় বিদীর্ণ হয় ! হা হতবিধাতঃ ! রাজকূলে জন্মগ্রহণ করে  
শশ্মিষ্ঠাকে কি যথার্থই দাসী হতে হলো ? আহা ! প্রিয়সখীর সে পূর্ব  
রূপলাবণ্য কোথায় গেল ? তা এতাদৃশী ছুরবস্থায় কি প্রকারেই বা সে  
অপরূপ রূপলাবণ্যের সম্ভব হয় ? নির্মল সলিলে যে পদ্ম বিকশিত হয়,  
পঙ্কিল জলে তাকে নিক্ষেপ করলে তার কি আর তাদৃশী শোভা থাকে ?  
( অবলোকন করিয়া সহর্ষে ) ঐ যে আমার প্রিয়সখী আসচেন !

( শশ্মিষ্ঠার প্রবেশ । )

( প্রকাশে ) রাজকুমারি ! তোমার এত বিলম্ব হলো কেন ?

শশ্মি । সখি ! বিধাতা এক্ষণে আমাকে পরাধীনা করেছেন, সুতরাং  
পরবশ জনের স্বেচ্ছানুসারে কর্ম করা কি কখন সম্ভব হয় ?

দেবি । প্রিয়সখি ! তোমার হৃৎখের কথা মনে হলে আমার হৃদয়  
বিদীর্ণ হয় ! হা কুসুমসুকুমারি ! হা চারুশীলে ! তোমার অদৃষ্টে যে  
এত ক্লেশ ছিল, এ আমি স্বপ্নেও জান্তেম না ! ( রোদন । )

শর্মি। সখি! আর বৃথা ক্রন্দনে ফল কি ?

দেবি। প্রিয়সখি! তোমার হৃৎখে পাবাণও বিগলিত হয়!

শর্মি। সখি! হৃৎখের কথার অন্তঃকরণ আর্দ্র হয় বটে, কিন্তু কৈ, আমার এমন হৃৎখ কি ?

দেবি। প্রিয়সখি! এর অপেক্ষা হৃৎখ আর কি আছে? শশধর আকাশমণ্ডল হতে ভূতলে পতিত হয়েছেন! দেখ, রাজহুহিতা হয়ে দাসী হলে! হা হৃর্দৈব! তোমার কি এ সামান্য বিভ্রম্ননা!

শর্মি। সখি! যদিও আমি দাসীত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধা, তথাপি ত আমি রাজভোগে বঞ্চিতা হই নাই। এই দেখ! আমার মনে সেই সকল সুখই রয়েছে! এই অশোক-বেদিকা আমার মহার্হ সিংহাসন (বেদিকোপরি উপবেশন) এই তরুণের আমার ছত্রধর; ঐ সমুখস্থ সরোবরে বিকশিতা কুমুদিনীই আমার প্রিয়সখী! মধুকর ও মধুকরীগণ গুণ্গুণস্বরে আমারই গুণকীর্তন কচে; স্বয়ং সুগন্ধ মলয়মারুত আমার বীজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়েছে; চন্দ্রমণ্ডল নক্ষত্রগণ সহিত আমাকে আলোক প্রদান কচেন। সখি! এ সকল কি সামান্য বৈভব? আমাকে এত সুখভোগ করতে দেখেও তোমার কি আমাকে সুখভোগিনী বলে বোধ হয় না?

দেবি। (সম্মিত বচনে) রাজনন্দিনি! এ কি পরিহাসের সময়?

শর্মি। সখি! আমি ত তোমার সহিত পরিহাস কচি না। দেখ, সুখ হৃৎখ মনের ধর্ম; অতএব বাহ্য সুখ অপেক্ষা আন্তরিক সুখই সুখ। আমি পূর্বে যে রূপ ছিলাম, এখনও সেইরূপ; আমার ত কিঞ্চিৎগাত্রও চিত্তবিকার হয় নাই।

দেবি। সখি! তুমি যা বল, কিন্তু হতবিধাতার এ কি সামান্য বিভ্রম্ননা? (রোদন।)

শর্মি। হা ধিক্! সখি! তুমি বিধাতাকে বৃথা নিন্দা কর কেন? দেখ দেখি, যদি আমি কোন ব্যক্তিকে দেবভোগ তুল্য উপায়ে মিষ্টার ভোজন করতে দি, আর সে যদি তা বিষ সহকারে ভোজন করে চিররোগী হয়, তবে কি আমি সে ব্যক্তির রোগের কারণ বলে পণ্য হতে পারি?

দেবি। সখি, তাও কি কখন হয়?

শর্মি। তবে তুমি বিধাতাকে আমার জ্ঞে দোষ দেও কেন? বিধাতার এ বিষয়ে দোষ কি? গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত আমার

বিবাদ বিসম্বাদ না হলে ত আমাকে এ দুর্গতি ভোগ করতে হতো না। দেখ, পিতা আমার দৈত্যরাজ; তিনি প্রভাবে আদিত্য, আর ঐশ্বর্যে ধনপতি; তাঁর বিক্রমে দেবগণও সশঙ্কিত; আমি তাঁর প্রিয়তমা কন্যা। আমি আপন দোষেই এ দুর্দশায় পতিত হয়েছি,—আমি আপনি মিষ্টায়ের সহিত বিষ মিশ্রিত করে ভক্ষণ করেছি, তায় অশ্বেয় দোষ কি ?

দেবি। প্রিয়সখি! তোমার কথা শুনে অস্তুরাশ্বা শীতল হয়। তোমার এতাদৃশী বাক্পটুতা, বোধ হয়, যেন স্বয়ং বান্ধেবীই অবনীতে অবতীর্ণা হয়েছেন। হা বিধাতঃ! তুমি কি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করবার আর স্থান পাও নাই? এমত সরলা বালাকেও কি এত যজ্ঞণা দেওয়া উচিত? (রোদন।)

শর্মি। সখি! আর বৃথা রোদন করো না! অরণ্যে রোদনে কি ফল?

দেবি। ভাল, প্রিয়সখি! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—বলি, দাসী হয়েই কি চিরকাল জীবন যাপন করবে?

শর্মি। সখি! কারাবদ্ধ ব্যক্তি কি কখন স্বৈচ্ছানুসারে বিমুক্ত হতে পারে? তবে তার বৃথা ব্যাকুল হওয়ায় লাভ কি? আমি যেক্ষণ বিপদে বেষ্টিত, এ হতে করুণাময় পরমেশ্বর ভিন্ন আর কে আমাকে উদ্ধার করতে সক্ষম! তা, সখি, আমার জ্ঞে তোমার রোদন করা বৃথা।

দেবি। রাজনন্দিনি, শান্তিদেবী কি তোমার হৃদয়পথে বসতি কচোন, যে তুমি এককালীন চিন্তাবিকারশূন্য হয়েছ? কি আশ্চর্য্য! প্রিয়সখি! তোমার কথা শুনে, বোধ হয়, যে তুমি যেন কোন বৃদ্ধা তপস্বিনী শাস্তুরসাম্পদ আশ্রমপদে যাবজ্জীবন দিনপাত করেছ। আহা! এও কি সামান্য দুঃখের বিষয়! হা হতবিধে! দুর্লভ পারিজাত পুষ্পকে কি নির্জন অরণ্যে নিক্ষেপ করা উচিত! অমূল্য রত্ন কি সমুদ্রেতলে গোপন রাখবার নিমিত্তেই সৃজন করেছ! (দীর্ঘনিশ্বাস।)

শর্মি। প্রিয়সখি! চল, আমরা এখন কুটারে যাই। ঐ দেখ, চন্দ্রনায়িকা কুমুদিনীর শ্রায় দেবযানী পূর্ণিকার সহিত প্রফুল্ল বদনে এই দিকে আসছেন। তুমি আমাকে সর্বদা “কমলিনী, কমলিনী” বল; তা যত্বপি আমি কমলিনীই হই, তবে এ সময়ে আমার এ স্থলে বিকশিত হওয়া কি উচিত? দেখ দেখি, আমার প্রিয়সখা অনেকক্ষণ হলো অন্তগত হয়েছেন, তাঁর বিরহে আমাকে নিমৌলিত হতে হয়। চল, আমরা যাই।



দেবি। রাজকুমারি। ঐ অহঙ্কারিণী ব্রাহ্মণকন্যাকে কি কুমুদিনী বলা যায় ? আমার বিবেচনায়, তুমি শশধর আর ও ছুঁটা রাছ। আমি যদি সুদর্শনচক্র পাই তা হলে ঐ ছুঁটা জীকে এই মুহূর্তেই ছই খণ্ড করি।

শর্মি। হা ধিক্! সখি, তুমি কি উন্মত্তা হলে। ঐ ব্রাহ্মণকন্যার পিতৃপ্রসাদেই আমাদের পিতৃকুল সেই সুদর্শনচক্র হতে নিস্তার পায়। তা সখি, চল এখন আমরা যাই।

[ উভয়ের প্রস্থান। ]

( দেবযানী এবং পুণিকার প্রবেশ। )

দেব। ( আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ) প্রিয়সখি! বসুমতী যেন অল্প রাতে স্বয়ম্বর হয়েছেন ; ঐ দেখ, আকাশমণ্ডলে ইন্দু এবং গ্রহনক্ষত্রগণ প্রভৃতির কি এক অপূর্ব এবং রমণীয় শোভা হয়েছে। আহা! রোহিণীপতির কি অল্পম মনোরম প্রভা। বোধ হয়, ত্রিভুবনমোহিনী জলধিহিতা কমলার স্বয়ম্বরকালে, পুরুষোত্তম দেবসমাজে যাদৃশ শোভমান হয়েছিলেন, সুধাকরও অল্প নক্ষত্রমধ্যে তদ্রূপ অপরূপ ও অনির্বচনীয় শোভা ধারণ করেছেন। ( চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া ) প্রিয়সখি! এই দেখ, এ আশ্রমপদেরও কি এক অপরূপ সৌন্দর্য্য। স্থানে স্থানে নানাবিধ কুমুমজাল বিকশিত হয়ে যেন স্বয়ম্বর বসুন্ধরার অলঙ্কারস্বরূপ হয়ে রয়েছে। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ। )

পুর্ণি। তবে দেখ দেখি, প্রিয়সখি! নিশানাথের এতাদৃশ মনোহারিণী প্রভায় তোমার চিন্তচকোরের কি নিরানন্দ হওয়া উচিত ? দেখ, শর্মিষ্ঠা তোমাকে যে সময় কৃপমধ্যে নিক্ষেপ করেছিল, তদবধি তোমার ভিলাঙ্কের নিমিত্তেও মনঃস্থির নাই,—সততই তুমি অচ্ছন্নমনস্ক আর মলিন বদনে দিনযামিনী যাপন কর। সখি, এ নিগূঢ় তত্ত্ব তুমি আমাকে অকপটে বল, আমি ত তোমার আর পর নই। বিবেচনা করলে সখীদের দেহমাত্রই ভিন্ন, কিন্তু মনের ভাব কখনও ভিন্ন নয়।

দেব। প্রিয়সখি! আমার অন্তঃকরণ যে একান্ত বিচলিত ও অধীর হয়েছে, তা সত্য বটে; কিন্তু তুমি যদি আমার চিন্তচঞ্চলতার কারণ শুনতে উৎসুক হয়ে থাক, তবে বলি, শ্রবণ কর।

পুর্ণি। প্রিয়সখি! সে কথা শুনতে যে আমার কি পর্য্যস্ত লালসা, তা মুখে ব্যক্ত করা হুঃসাধ্য।

দেব । শর্মিষ্ঠা আমাকে কূপে নিক্ষেপ করলে পর, আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত অজ্ঞানাবস্থায় পতিতা ছিলাম, পরে কিঞ্চিৎ চেতন পেয়ে দেখ্লেম, যে চতুর্দিক্ কেবল অন্ধকারময় । অনন্তর আমি ভয়ে উঁচৈঃস্বরে রোদন করতে আরম্ভ করলেম । দৈবযোগে এক মহাত্মা সেই স্থান দিয়া গমন কর্তেছিলেন, হঠাৎ কূপমধ্যে হাহাকার আর্দ্রনাদ শুনে নিকটস্থ হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কে ? আর কি জগ্গুই বা কূপের ভিতর রোদন কচ্যো ?” প্রিয়সখি ! তৎকালে তাঁর এরূপ মধুর বাক্য শুনে, আমার বোধ হলো, যেন বিধাতা আমাকে উদ্ধার করবার জগ্গু স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন । তিনি কে, আমি কিছুই নির্ণয় করতে পারলেম না, কেবল ক্রন্দন করতে মুক্তকণ্ঠে এইমাত্র বললেম, “মহাশয় ! আপনি দেবই হউন, বা মানবই হউন, আমাকে এই বিপজ্জাল হতে শীঘ্র বিমুক্ত করুন ।” এই কথা শুনিবা মাত্র, সেই দয়ালু মহাশয় তৎক্ষণাৎ কূপমধ্যে অবতীর্ণ হয়ে আমাকে হস্তধারণপূর্বক উত্তোলন করলেন । আমি উপরিস্থা হয়ে তাঁর অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে একেবারে বিমোহিতা হলেম । সখি ! বল্লে প্রত্যয় করবে না, বোধ হয়, তেমন রূপ এ ভূমণ্ডলে নাই । ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ । )

পূর্ণি । কি আশ্চর্য্য ! তার পর, তার পর ?

দেব । তার পর তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ললনে ! তুমি দেবী কি মানবী ? কার অভিশাপে তোমার এ হৃদয় ঘটেছিল ? সবিশেষ ভ্রবণে অভিশয় কৌতূহল জন্মেছে, বিবরণ করলে আমি যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হই ।” তাঁর এ কথা শুনে আমি সবিনয়ে বললেম, “হে মহাভাগ ! আমি দেবকন্যা নই—আমার ঋষিকুলে জন্ম—আমি ভগবান্ মহর্ষি ভার্গবের ছুহিতা, আমার নাম দেবযানী ।” প্রিয়সখি ! আমার এই উত্তর শুনেই সেই মহাত্মা কিঞ্চিৎ অন্তরে দণ্ডায়মান হয়ে বল্লেন, “ভদ্রে ! আপনি ভগবান্ ভার্গবের ছুহিতা ? আমি ঋষিবরকে বিলক্ষণ জানি ; তিনি এক জন ত্রিভুবনপূজ্য পরম দয়ালু ব্যক্তি ; আপনি তাঁকে আমার শত সহস্র প্রণাম জানাবেন ; আমার নাম যথাতি—আমার চন্দ্রবংশে জন্ম । হে ঋষিতনয়ে ! এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি বিদায় হই ।” এই কথা বলে তিনি সহসা প্রস্থান করলেন । প্রিয়সখি, যেমন কোন দেবতা, কোন পরম ভক্তের প্রতি সদয় হয়ে, তার অভিলষিত বর প্রদানপূর্বক অন্তর্হিত হলে, সেই ভক্ত জন মুহূর্ত্তকাল আনন্দরসে পুলকিত ও

মুক্তিজনয়ন হয়ে, আপন ইষ্টদেবকে সম্মুখে আবির্ভূত দেখে, এবং বোধ করে, যেন তিনি ঝরঝর মধুরভাবে তার জ্ঞতিসুখ প্রদান করেন, আমিও সেই মহোদয়ের গমনানন্তর ক্ষণকাল তদ্রূপ সুখসাগরে নিমগ্না ছিলাম। আহা! সখি! সেই মোহনমূর্ত্তি অত্ৰাপি আমার জ্বংপদে জাগরুক রয়েছে। প্রিয়সখি! সে চন্দ্রানন কি আমি আর এক্ষণে দর্শন করবো? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।) সেই অমৃতবর্ষিণী মধুর ভাষা কি আর কখন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে? প্রিয়সখি! শশ্বিষ্ঠা যখন আমাকে কূপে নিক্রিণ্ড করেছিল, তখন আমার মৃত্যু হলে আর কোন যন্ত্রণাই ভোগ করতে হতো না। (রোদন।)

পূর্ণি। প্রিয়সখি! তুমি কেন এ সমুদায় বৃত্তান্ত ভগবান্ মহর্ষিকে অবগত করাও না?

দেব। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! সখি, তাও কি হয়? এ কথা ভগবান্ মহর্ষি জনককে কি প্রকারে জ্ঞাত করান যায়? রাজচক্রবর্ত্তী যযাতি ক্ষত্রিয়—আমি হলাম ব্রাহ্মণকন্যা।

পূর্ণি। সখি, আমার বিবেচনায় এ কথা মহর্ষির কর্ণগোচর করা আবশ্যিক।

দেব। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! সখি, তুমি কি উন্মত্তা হয়েছ? এ কথা মহর্ষি জনকের কর্ণগোচর করা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ।

পূর্ণি। প্রিয়সখি! ঐ দেখ, ভগবান্ মহর্ষির নাম গ্রহণ মাত্রেই তিনি এ দিকে আসছেন। এও একটা সৌভাগ্য বা কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি! তুমি এ কথা ভগবান্ পিতার নিকট কোন প্রকারেই ব্যক্ত করো না। হে সখি! তুমি আমার এই অমুরোধটি রক্ষা কর।

পূর্ণি। সখি! যেমন অন্ধ ব্যক্তির স্পৃপথে গমন করা দুঃসাধ্য, জ্ঞানহীন জনের পক্ষে সদসৎ বিবেচনা তদ্রূপ সুকঠিন।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি, তুমি কি একেবারে আমার প্রাণনাশ করতে উন্মত্ত হয়েছ। কি সর্ব্বনাশ! তোমার কি প্রজ্বলিত হৃতাশনে আমাকে আহুতি প্রদানের ইচ্ছা হয়েছে? ভগবান্ পিতা স্বভাবতঃ উগ্রস্বভাব; এতাদৃশ বাক্য তাঁর কর্ণগোচর হলে, আর কি নিস্তার আছে?

পূর্ণি। প্রিয়সখি! আমি তোমার অপকারিনী নই। তা তুমি এ স্থান হতে প্রস্থান কর; এ দেখ, ভগবান্ মহর্ষি এই দিকেই আগমন কচেন।

দেব। (সজ্ঞানে) প্রিয়সখি! এক্ষণে আমার জীবন মরণে তোমারই সম্পূর্ণ প্রভুতা; কিন্তু আমি জীবনাশার জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার নিকট হতে বিদায় হলেম।

পূর্ণি। প্রিয়সখি! এতে চিন্তা কি? আমি কৌশলক্রমে মহর্ষির নিকট এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করবো, তার ভয় কি?

দেব। প্রিয়সখি! তোমার বা ইচ্ছা তাই কর। হয় ত জয়ের মত এই সাক্ষাৎ হলো।

[ বিয়গ্নভাবে দেবধানীর প্রস্থান। ]

( মহর্ষি শুক্রাচার্যের প্রবেশ। )

পূর্ণি। তাত! প্রিয়সখী দেবধানীর মনোগত কথা অস্ত জ্ঞাত হয়েছি, অল্পমতি হলে নিবেদন করি।

শুক্র। (নিকটবর্তী হইয়া) বৎসে পূর্ণিকে! কি সংবাদ?

পূর্ণি। ভগবন্! সকলই সুসংবাদ, আপনি বা অল্পভব করেছিলেন, তাই বখার্ব।

শুক্র। (সহাস্ত বদনে) বৎসে! সমাধিনির্শীত বিষয় কি মিথ্যা হওয়া সম্ভব? তবে হুহিতার মনোগত ব্যক্তির নাম কি?

পূর্ণি। ভগবন্! তাঁর নাম বখাতি।

শুক্র। (সহাস্ত বদনে) জীনিবাসের বন্ধুহুলকে অলঙ্কৃত করবার নিমিত্তেই কৌশল মণির সৃজন। হে বৎসে! এই রাজর্ষি বখাতি চন্দ্রবংশাবতংস। যতপিও তিনি ক্ষত্রকুলজাত, শুক্রাচ বেদবিদ্যাবলে তিনিই আমার কস্তারয়ের অমুরূপ পাত্র। অতএব হে বৎসে পূর্ণিকে! তুমি তোমার প্রিয়সখী দেবধানীকে আশ্বাস প্রদান কর। আমি অনতি-বিলম্বেই সুবিজ্ঞতম প্রধান শিষ্য কপিলকে রাজর্ষি-সারিণ্যে প্রেরণ করবো। সুচতুর কপিল একবারে রাজর্ষি চন্দ্রবংশচূড়ামণি বখাতিকে সমভিব্যাহারে আনয়ন করবেন। তদনন্তর আমি তোমার প্রিয়সখীর অতীষ্ট সিদ্ধি করবো। তার চিন্তা কি?

পূর্ণি । ভগবন্ ! যথা আজ্ঞা, আমি তবে এখন বিদায় হই ।

শুক । বৎসে ! কল্যাণমস্ত তে ।

[ পূর্ণিকার প্রস্থান ।

শুক । ( স্বগত ) আমার চিরকাল এই বাসনা, যে আমি অল্পরূপ  
পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করি ; কিন্তু ইদানীং বিধি আল্পকূল্য প্রকাশপূর্বক  
মদীয় মনস্কামনা পরিপূর্ণ করলেন । এক্ষণে কন্যাদায়ে নিশ্চিন্ত হলেম ।  
সুপাত্রে প্রদত্তা কন্যা পিতামাতার অল্পশোচনীয়া হয় না ।

[ প্রস্থান ।

ইতি প্রথমায় ।

# দ্বিতীয়

## প্রথম গর্তাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজপথ ।

( ছুই জন নাগরিকের প্রবেশ । )

প্রথম । ভাল, মহাশয়, আপনার কি এ কথাটা বিশ্বাস হয় ?

দ্বিতীয় । বিশ্বাস না করেই বা করি কি ?—কলে মহারাজ যে উদ্‌ঘাতপ্রায় হয়েছেন, তার আর সংশয় নাই ।

প্রথম । বলেন কি ? আহা ! মহাশয়, কি আক্ষেপের বিষয় ! এত দিনের পর কি নিফলক চন্দ্রবংশের কলক হলো ?

দ্বিতীয় । ভাই, সে বিষয়ে তোমার আক্ষেপ করা বৃথা । এমন মহাতেজাঃ যশস্বী বংশের কি কখন কলক বা ক্ষয় হতে পারে ? দেখ, যেমন ছুই রাজ এই বংশনিদান নিশানাথকে কিঞ্চিংকাল মলিন করে পরিশেষে পরাভূত হয়, সেইরূপ এ বিপদও অতি দ্বরায় দূর হবে, সন্দেহ নাই ।

প্রথম । আহা ! পরমেশ্বর কৃপা করে যেন তাই করেন ! মহাশয়, আমরা চিরকাল এই বিপুলবংশীয় রাজাদিগের অধীন, অতএব এর ধ্বংস হলে আমরাও একবারে সমূলে বিনষ্ট হবো । দেখুন, বজ্রাঘাতে যদি কোন বিশাল আশ্রয়ভরু জ্বলে যায়, তবে তার আশ্রিত লতাগুলির কি ছুরবস্থা না ঘটে !

দ্বিতীয় । হাঁ, তা যথার্থ বটে ; কিন্তু ভাই, তুমি এ বিষয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইও না ।

প্রথম । মহাশয়, এ বিষয়ে ঐর্ষ্য ধরা কোন মতেই সম্ভবে না ; দেখুন, মহারাজ রাজকার্যে একবারও দৃষ্টিপাত করেন না ; রাজধর্মের তাঁর এককালে ঔদাস্য হয়েছে । মহাশয়, আপনি একজন বহুদর্শী এবং সুবিজ্ঞ মহুশু, অতএব বিবেচনা করুন দেখি, যত্বপি দিনকর সতত মেঘাচ্ছন্ন থাকেন, তবে কি পৃথিবীতে কোন শস্তাদি জন্মে ? আর দেখুন, যত্বপি কোন পতিপরায়ণা রমণীর প্রিয়তম তার প্রতি হতভ্রম্বা করে, তবে কি সে স্ত্রীর পূর্ববৎ রূপলাবণ্যাদি আর থাকে ? রাজ-অবহেলার রাজলক্ষ্মীও প্রতিদিন সেইরূপ স্ত্রীভ্রষ্টা হচেন ।

ষিষ্ঠী । ভাই হে, তুমি যা বললে, তা সকলই সত্য, কিন্তু তুমি এ বিষয়ে নিতান্ত বিষন্ন হইয়ো না । বোধ করি, কোন মহিলায় প্রতি মহারাজের অধুনাগ সন্ধান হইবে থাকবে, তাই তাঁর চিন্ত সততই চকল । বা হটুক, নরপতির এ চিন্তবিকার কিছু চিরস্থায়ী নয়, অতি শীঘ্রই তিনি সুস্থ হবেন । দেখ, সুরাপারী ব্যক্তি কিছু চিরকাল উন্নতভাবে থাকে না । আমাদের নরবর অধুনা আসক্তিরূপ সুরাপানে কিঞ্চিৎ উন্নত হয়েছেন বটে, কিন্তু কিছু বিলম্বে যে তিনি স্বভাবস্থ হবেন, তার কোন সন্দেহ নাই ।

প্রথ । মহাশয় ! সে সকল ভাগ্য অপেক্ষা করে । আহা ! নরপতি যে একরূপ অবস্থার কালযাপন করবেন, এ আমাদের স্বপ্নেরও অপোচর !

ষিষ্ঠী । ( সহাস্ত বদনে ) ভাই, তোমার নিতান্ত শিশুবুদ্ধি । দেখ, এই বিপুল পৃথিবী কামরূপ কিরাতের যুগসাহস্র ; তিমি ধনুর্বাণ গ্রহণ-পূর্বক যুগমিথুনরূপ নরনারী লক্ষ্যভেদে অনবরতই পর্য্যটন কচ্যেয় ; অতএব এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি এমত জিতেজিয় আছে, যে তাঁর শরণপথ অতিক্রম করতে পারে ? দৈত্য-দেশের রমণীগণ অত্যন্ত মারামিনী, আর তারা নানাবিধ মোহন গুণে নিপুণ ; স্তুরাং, নরপতি বংকালে যুগয়ার উপলক্ষে সে দেশে প্রবেশ করেছিলেন, বোধ করি, সে সময়ে কোন সুরপা কামিনী তাঁর দৃষ্টিপথে পড়ে কটাক্ষবাণে তাঁর চিন্ত চকল করেছে । যা হটুক, যদিও মহারাজ কোন বনকুম্বের আজ্ঞাণে একান্ত লোভাসক্ত হয়ে থাকেন, তথাপি স্বীয় উত্তানের সুরতি পুষ্পের মাধুর্য্যে যে ক্রমশঃ তাঁর সে লোভসম্বরণ হবে, তার কোন সংশয় নাই । তুমি কি জান না ভাই, যে ব্রহ্ম-অব্রহ্ম ব্রহ্ম-অব্রহ্মই নিরন্তর হয়, আর বিবই বিবেক পরমৌষধ !

প্রথ । আজ্ঞা হাঁ, তা যথার্থ । ফলতঃ, এক্ষণে মহারাজ সুস্থ হলেই আমাদের পরম লাভ । দেখুন, এই চন্দ্রবঙ্গীয় রাজগণ দেবসখা ; আমি শুনেছি, যে লোকেরা ঔষধ আর মন্ত্রবলে প্রাণিসমূহের প্রাণনাশ কচ্যে পারে, অতএব পরমেশ্বর এই করুন, যেন কোন হৃদ্যাস্ত দানব দেবমিত্র বলে মহারাজকে সেইরূপ না করে থাকে ।

ষিষ্ঠী । ভাই, ঔষধ কি মন্ত্রবলে যে লোককে বিমোহিত করা, এ আমার কখনই বিশ্বাস হয় না, কিন্তু ঈলোকেরা যে পুরুষজাতিতে কটাক্ষরূপ ঔষধে আর মধুরভাবারূপ মন্ত্রে মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়, এ কথা অবশ্যই বিশ্বাস বটে । ( দৃষ্টিপাত করিয়া ) এ ব্যক্তিতে কে হে ?

## ( কপিলের দূরে প্রবেশ । )

প্রথ। বোধ হয়, কোন ভপস্বী, ছুরাচার রাক্ষসেরা যজ্ঞক্ৰমে উৎপাত করাতে বৃষ্টি মহারাজের শরণাপন্ন হতে আসচেন।

দ্বিতী। কি কোন মহর্ষির শিষ্যই বা হবেন।

কপিল। ( স্বগত ) মহর্ষি গুরু শুক্রাচার্যের আদেশানুসারে এই ত মহারাজ যযাতির রাজধানীতে অস্ত উপস্থিত হলেম। আঃ, কত হস্তরনদ, নদী, ও কান্তার অরণ্য প্রকৃতি যে অতিক্রম করেছি, তার আর পরিসীমা নাই। অধুনা মহর্ষিও স্বপরিবার সঙ্গে গোদাবরী-তীরে ভগবান্ পর্বতমুনির আশ্রমে আমার প্রত্যাগমন আশায় বাস করচেন। মহারাজ যযাতি সে আশ্রমে গমন কল্যে, তপোধন তাঁকে স্বীয় কস্তাধন সম্প্রদান করবেন। মহারাজকে আহ্বান করতেই আমার এ নগরীতে আগমন হয়েছে। আহা ! নরাধিপের কি অতুল ঐর্ষ্য ! স্থানে স্থানে কত শত প্রহরিগণ গজবাজি আরোহণপূর্বক করতলে করাল করবাল ধারণ করে রক্ষাকার্যে নিযুক্ত আছে ; কোন স্থলে বা মন্দুরার অধ্বগণ অতি প্রচণ্ড হেবারব কচ্যে ; কোথাও বা মদমত্ত করিরাজের ভীষণ ঝংহিডনিবাদ ঋতিগোচর হচে ; কোন স্থানে বা বিবিধ সমারোহে বিচিত্র উৎসবক্রিয়া সম্পাদনে জনগণ অল্পরক্ত রয়েছে ; স্থানে স্থানে ক্রয় বিক্রয়ের বিপণি নানাবিধ সুখাত্ত ও সুদৃশ্য দ্রব্যজাতে পরিপূর্ণ। নানা স্থানে সুরম্য অট্টালিকাসন্দর্শনে যে নয়নমুগল কি পর্য্যন্ত পরিভৃগু হচে, তা মুখে ব্যক্ত করা হুঃসাধ্য। আমরা অরণ্যচারী-মহুস্ত্র, এরূপ জনসমাকুল প্রদেশে প্রবেশ করার আমাদের মনোবৃষ্টির যে কত দূর পরিবর্ত্ত হয়, তা অনুমান করা যায় না। কি আশ্চর্য ! প্রাসাদসমূহের এতাদৃশ রমণীয়ত্ব ও সৌন্দর্য, কোনটি যে রাজভবন, তার নির্ণয় করা সুকঠিন। বাহা হউক, অস্ত পথপরিষ্ক্রে একান্ত পরিষ্কান্ত হয়েছি, কোন একটা নির্জন স্থান পেলে সেখানে কিঞ্চিংকাল বিশ্রাম করি, পরে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবো। ( নাগরিকস্বরকে অবলোকন করিয়া ) এই ত ছই জন অতি ভদ্রসন্তানের মত দেখ্ছি ; এদের নিকট জিজ্ঞাসা করলে, বোধ করি, বিশ্রামস্থানের অনুসন্ধান পেতে পারবো। ( প্রকাশে ) ও হে গৌরজনগণ, তোমাদের এ নগরীতে অতিথিলা কোথায় ?



প্রথ। মহাশয়, আপনি কে ? এ নগরে কার অবস্থান করেন ?

কপিল। আমি দৈত্যকুলগুরু মহর্ষি শুক্রাচার্যের শিষ্য। এই প্রতিষ্ঠাননগরীতে রাজচক্রবর্তী রাজা যযাতির নিকটে কোন বিশেষ কর্মের উপলক্ষে এসেছি।

প্রথ। ভগবন, তবে আপনার অভিখিশালায় যাবার প্রয়োজন কি ? ঐ রাজনিকেতন। আপনি ওখানে পদার্পণ করবামাত্রই যথোচিত সমাদৃত ও পূজিত হবেন, এবং মহারাজের সহিতও সাক্ষাৎ হতে পারবে।

কপিল। তবে আমি সেই স্থানেই গমন করি। [ প্রস্থান।

প্রথ। এ আবার কি মহাশয় ? দৈত্যকুল যে মহারাজের নিকট দূত পাঠিয়েছেন ? চলুন, রাজভবনের দিকে যাওয়া যাক। দেখিগে, ব্যাপারটাই বা কি।

দ্বিতী। চল না, হানি কি ? [ উভয়ের প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজপুরীস্থ নির্জন গৃহ।

( রাজা যযাতি আসীন, নিকটে বিদূষক। )

বিদু। ( চিন্তা করিয়া ) মহারাজ ! আপনি হিমাচলের শ্রায় নিস্তক আর গতিহীন হলেন না কি।

রাজা। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) সখে মাধব্য, সুরপতি যজ্ঞপি বহুবারা হিমাচলের পক্ষচ্ছেদ করেন, তবে সে স্তুতরাং গতিহীন হয়।

বিদু। মহারাজ ! কোন্ রোগস্বরূপ ইন্দ্র আপনার এতাদৃশী ছরবছার কারণ, তা আপনি আমাকে স্পষ্ট করেই বলুন না।

রাজা। কি হে সখে মাধব্য, তুমি কি ধ্বস্তরি ? তোমাকে আমার রোগের কথা বলে কি উপকার হবে ?

বিদু। ( কৃতান্তলিপুটে ) হে রাজচক্রবর্তিন, আপনি কি ক্রান্ত নন, যে যুগরাজ কেশরী সময়বিশেষে অতি ক্ষুদ্র মুবিক দ্বারাও উপকৃত হতে পারেন।

রাজা। ( সহাস্ত বদনে ) ভাই হে, আমি যে বিপজ্জালে বেষ্টিত, তা তোমার শ্রায় মুবিকের দস্তে কখনই ছিন্ন হতে পারে না।

বিদু। মহারাজ! আপনি এখন হস্ত পরিহাস পরিত্যাগ করুন, এবং আপনার মনের কথাটি আমাকে স্পষ্ট করে বলুন; আপনি এ প্রকার অস্থির ও অন্তমনা হলে রাজলক্ষ্মী কি আর এ রাজ্যে রাস করবেন?

রাজা। না কল্যোনই বা।

বিদু। ( কর্ণে হস্ত দিয়া ) কি সর্বনাশ! আপনার কি এ কথা মুখে আনা উচিত? কি সর্বনাশ! মহারাজ, আপনি কি রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের শ্রায় ইন্দ্রতুল্য সম্পত্তি পরিত্যাগ করে তপস্বাধর্ম অবলম্বন করতে ইচ্ছা করেন?

রাজা। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তপোবলে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হন; সখে, আমার কি তেমন অদৃষ্ট?

বিদু। মহারাজ, আপনি ব্রাহ্মণ হতে চান না কি?

রাজা। সখে! আমি যদি এই জগত্বয়ের অধীশ্বর হতেম, আর ত্রিজগতের ধনদান দ্বারা এক অতিক্রম ব্রাহ্মণও হতে পারতেম, তবে আর তা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য কি বল দেখি?

বিদু। উঃ! আজ যে আপনার পাচ ভক্তি দেখতে পাচ্ছি! লোকে বলে, যে দৈত্যদেশে সকলেই পাপাচার, দেবতা ব্রাহ্মণকে কেউ শ্রদ্ধা করে না, কিন্তু আপনি যে ঐ দেশে কিকিৎকাল ভ্রমণ করে এত দ্বিজভক্ত হয়েছেন, এ ত সামান্য চমৎকারের বিষয় নয়! বয়স্ত, আপনার কি মহর্ষি ভার্গবের সহিত গো-বিষয়ক কোন বিবাদ হয়েছে? বলুন দেখি, মহর্ষি গুক্রাচার্যের আশ্রমে কি কোন নন্দিনীনাম্নী কামধেজু আছে, না আপনি তাঁর দেবযানীনাম্নী নন্দিনীর কটাক্ষরে পতিত হয়েছেন? বয়স্ত! বলুন দেখি, গুক্রকণ্ঠা দেবযানীকে আপনি দেখেছেন না কি?

রাজা। ( স্বগত ) হা পরমেশ্বর! সে চন্দ্রানন কি আর এ জন্মে দর্শন করবো! আহা! ঋষিতনয়ার কি অপরাধ রূপলাভণ্য! ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) হা অন্তঃকরণ! তুমি কি সেই নির্জন বন এবং সেই কূপতট হতে আর প্রত্যাগমন করবে না? হায়! হায়! সে কূপের অঙ্ককার কি আর সে চন্দ্রের আভার দূরীকৃত হবে?

বিদু। ( স্বগত ) হরিবোল হরি! সব প্রভুল হয়েছে। সেই ঋষিকণ্ঠাটাই সকল অনর্থের মূল দেখতে পাচ্ছি। যা হউক, এখন রোগ নির্ণয় হয়েছে; কিন্তু এ বিকারের মকরধ্বজ ব্যতীত আর ঔষধ কি আছে? ( প্রকাশে ) কেমন, মহারাজ, আপনি কি আত্মা করেন?

রাজা। সখে মাধব্য, তুমি কি বলছিলে ?

বিদু। বলবো আর কি ? মহারাজ ! আপনি প্রলাপ বকছেন তাই শুদ্ধি।

রাজা। কেন, তাই, প্রলাপ কেন ? তুমিই বল দেখি, বিধাতার এ কি অকৃত লীলা। দেখ, যে মহামূল্য মাণিক্য রাজচক্রবর্তীর মুকুটের উপযুক্ত, তমোময় গিরিগহ্বর কি তার প্রকৃত বাসস্থান ? ( দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া )

সুলোচনা যুগী ভ্রমে নির্জন কাননে ;  
গজযুক্তা শোভে গুপ্ত শুক্তির সদনে ;  
হীরকের ছটা বন্ধ খনির ভিতর ;  
সদা ঘনাচ্ছন্ন হয় পূর্ণ শশধর ;  
পদ্মের স্থণাল থাকে সলিলে ডুবিয়া ;  
হায়, বিধি, এ কুবিধি কিসের লাগিয়া ?

বিদু। ও কি মহারাজ ? যেসকল ভাবোদয় দেখছি, আপনার কাছে দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হয়েছেন না কি ? ( উচ্ছ্বাস )

রাজা। কি হে সখে, আমার প্রতি ভগবতী বাসেশ্বরী কৃপাকৃষ্টি হলে দোষ কি ?

বিদু। ( সহাস্ত বদনে ) এমন কিছু নয় ; তবে তা হলে রাজলক্ষ্মীর নিকটে বিদায় হৌন, রাজদণ্ড পরিত্যাগ করে বীণা গ্রহণ করুন, আর রাজবৃত্তির পরিবর্তে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করুন।

রাজা। কেন ? কেন ?

বিদু। বরন্ত, আপনি কি জানেন না, লক্ষ্মী সরস্বতীর সপত্নী, অতএব কুমণ্ডলে সপত্নী-প্রণয় কি সম্ভব ?

রাজা। সখে মাধব্য ! তুমি কবিকুলকে হেয়জ্ঞান করো না, তারা প্রকৃতিস্বরূপ বিশ্বব্যাপিনী জগন্মাতার বরপুত্র।

বিদু। ( সহাস্ত বদনে ) মহারাজ ! এ কথা কবিতামালাই বলেন, আমার বিবেচনার, তাঁরা বরঞ্চ উদরস্বরূপ বিশ্বব্যাপী দেবের বরপুত্র।

রাজা। ( সহাস্ত বদনে ) সখে ! তবে তুমিও ত এক জন মহাকবি, কেন না, সেই উদরদেবের তুমি এক জন প্রধান বরপুত্র।

বিদু। বরন্ত ! আপনি বা বলেন। সে বা হউক, এক্ষণে-জিজ্ঞাসা

করি, ভার্ণবহুহিতা দেবযানীর সছিত আগমার কি প্রকারের, আর কোন্ স্থানে সাক্ষাৎ হয়েছিল, বলুন দেখি ?

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে, তাঁর সছিত দৈবযোগে এক নির্জন কাননে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

বিদু। কি আশ্চর্য্য! তা মহারাজ, আপনি এমন অমূল্য রত্ন নির্জন স্থানে পেয়ে কি কল্যেয় ?

রাজা। আর কি করবো, ভাই! তাঁর পরিচয় পেয়ে আমি আশ্চর্য্যবশ্তে সেখান থেকে প্রস্থান কল্যেয়ম।

বিদু। (সহাস্ত বদনে) সে কি মহারাজ! বিকশিত কমল দেখে কি মধুকর কখন বিমুখ হয় ?

রাজা। সখে, সত্য বটে। কিন্তু দেবযানী ব্রাহ্মণকন্যা, অতএব যেমন কোন ব্যক্তি দূর হতে সর্পমণির কান্দি দেখে তৎপ্রতি ধাবমান হয়, পরে নিকটবর্তী হয়ে সর্প দর্শনে বেগে পলায়ন করে, আমিও সে নবযৌবনা অল্পপমা রূপবতী ঋষিতনয়ার পরিচয় পেয়ে সেইরূপ কল্যেয়ম।

বিদু। মহারাজ, আপনি তা এক প্রকার উত্তমই করেছেন।

রাজা। না ভাই, কেমন করে আর উত্তম করেছি ? দেখ, আমি যে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন কল্যেয়ম, এখন সেই প্রাণ আমার রক্ষা করা হুকর হয়েছে! (গাত্ৰোখান করিয়া) সখে! এ বাতনা আমার আর সহ হয় না! আশ্বেয় গিরি কি হতাশনকে চিরকাল অভ্যস্তরে রাখতে পারে ? (দীর্ঘনিশ্বাস।)

বিদু। মহারাজ, আপনি এ বিষয়ে নিতান্তই হতাশ হবেন না।

রাজা। সখে মাধব্য! মল্লভূমে তৃষ্ণাতুর যুগবর, মায়াবিনী মরীচিকাকে দূর থেকে দর্শন করে, বারিলোতে ধাবমান হলে, জীবন-উদ্দেশে কেবল তার জীবনেরই সংশয় হয়। এ বিষয়ে আশা কল্যে আমারও সেই দশা ঘটতে পারে। ঋষিকন্যা দেবযানী আমার পক্ষে মরীচিকাধরূপ, বেহেতুক তাঁর ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, সুতরাং তিনি কত্রিরহুপ্রাপ্যা! হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করেছি, যে তুমি এমন পরম রমণীয় বস্তুকে আমার প্রতি হুঃখকর কল্যে! কেবল আমাকে বাতনা দিবার জন্তেই কি এ পন্ন আমার পক্ষে সঙ্কটক যুগালের উপর রেখেছ!

বিদু। মহারাজ, আপনি এত চঞ্চল হবেন না। বরত : সুখি থাকলে সকল কর্মই কৌশলে সুসিদ্ধ হয়। দেখুন দেখি, আমি এমন সঙ্গীত করে দিচ্ছি, যাতে এখনই আপনার মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যাবে।

রাজা। (সহাস্ত বদনে) সখে, তবে আর বিলম্ব কেন? এস, তোমার এ উপায়ের দ্বার মুক্ত কর।

বিদু। বে আজ্ঞা, মহারাজ! আমি আগতপ্রায়।

[প্রস্থান।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বগত) আহা! কি কুলয়েই বা দৈত্যদেশে পদার্পণ করেছিলেম। (চিন্তা করিয়া) হে রসনে! তোমার কি এ কথা বলা উচিত? দেখ, তোমার কথায় আমার নরনবুগল ব্যথিত হয়, কেন না, দৈত্যদেশগমনে তারা চরিতার্থ হয়েছে, যেহেতুক তারা সেখানে বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের সার পদার্থ দর্শন করেছে। (পরিক্রমণ) বাড়ানলে পরিতপ্ত হলে সাগর যেমন উৎকণ্ঠিত হন, আমিও কি অল্প সেইরূপ হলেম? হে প্রভো অনঙ্গ, তুমি হরকোপানলে দক্ষ হয়েছিলে বলে, কি প্রতিহিংসার নিমিত্তে মানবজাতিকে কামায়িত্তে সেইরূপ দক্ষ কর? (দীর্ঘনিশ্বাস।) কি আশ্চর্য! আমি কি যুগয়া করতে গিয়ে স্বয়ং কামব্যাদের লক্ষ্য হয়ে এলাম। (উপবেশন।) তা আমার এমন চঞ্চল হওয়ায় কি লাভ? (সচকিতে) এ আবার কি?

(এক জন নটীসহিত বিদূষকের পুনঃপ্রবেশ।)

বিদু। মহারাজ, এই দেখুন, ইনিই কাম-সরোবরের উপযুক্ত পদ্মিনী।

নটী। মহারাজের জয় হউক! (প্রণাম।)

রাজা। কল্যাণি, তুমি চিরকাল সধবা থাক। (বিদূষকের প্রতি) সখে, এ সুন্দরী কে?

বিদু। মহারাজ, ইনি স্বয়ং উর্ধ্বশী; ইন্দ্রপুরী অমরাবতীতে বসতি করে আপনার এই মহানগরীতেই অবস্থিতি করেন।

রাজা। কি হে সখে মাধব্য, তুমি যে একেবারে রসিকচূড়ামণি হয়ে উঠলে!

বিদু। (কৃতাজলিপুটে) বরত : না হয়ে করি কি? দেখুন, মল্ল

গিরিজা নিকটস্থ অতি সামান্ত সামান্ত তরুণ চন্দন হয়ে যায় ; তা এ মূর্খের  
ব্রাহ্মণ আপনাই অনুচর ; এ যে রসিক হবে, তার আশ্চর্য কি ?

রাজা । সে যা হোক, এ সুন্দরীকে এখানে আনা হয়েছে কেন, বল  
দেখি ?

বিদু । বয়স্তু ! আপনি সেই ঋষিকন্যাকে দেখে ভেবেছেন যে তার  
তুল্য রূপবতী বৃষ্টি আর নাই, তা এখন একবার এঁর দিকে চেয়ে দেখুন  
দেখি ?

রাজা । ( জনাস্তিকে ) সখে, অমৃতাত্তিলাসী ব্যক্তির কি কখনও  
মধুতে তৃপ্তি জন্মে ?

বিদু । ( জনাস্তিকে ) তা বটে, মহারাজ ! কিন্তু চন্দ্রে অমৃত আছে  
বলে কি কেউ মধুপান ত্যাগ করে ? বয়স্তু ! আপনি একবার এঁর  
একটি গান শুনুন । ( নটীর প্রতি ) অগ্নি মৃগাক্ষি, তুমি একটি গান করে  
মহারাজের চিত্তবিনোদ কর ।

নটী । আমি মহারাজের আজ্ঞাবর্তিনী । ( উপবেশন । )

গীত ।

( রাগিনী বাহার—তাল জলর তেতাল )

উদয় হইল সখি,                      সরস বসন্ত ।  
মোদিত দশ দিশ পুষ্পগণে,—  
আর বহিছে সমীর সুশাস্ত ॥  
শিককুল কুঞ্জিত,                      ভূঙ্গ বিগুঞ্জিত,  
রঞ্জিত কুঞ্জ নিভাস্ত ।  
যত বিরহিনীগণ,                      মগ্নত ভাঙ্গন,  
ভাপিত তম্বু বিনে কাস্ত ॥

রাজা । আহা ! কি মধুর স্বর ! সুন্দরি ! তোমার সঙ্গীত শ্রবণে  
যে আমার অন্তঃকরণ কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হলো, তা বলতে পারি না !

( নেপথ্যে সরোষে ) রে ছুরাচার, পাখও ষারপাল ! তুই কি বাদ্য  
ব্যক্তিকে ষাররুচ কত্যা ইচ্ছা করিস ?

রাজা । এ কি ? বহির্ঘারে দাস্তিকের তার অতি প্রমত্ততার  
সাহিত্য কে এক জন কথী কত্যা হে ?

বিদু। বোধ করি, কোন ভণ্ডাষী হবে, তা না হলে আর এমন সুন্দর কার আছে।

( দৌবারিকের প্রবেশ । )

দৌবা। মহারাজের জর হটক! মহারাজ, মহর্ষি স্ত্রীচাৰ্য্য কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আপনার নিকট স্বশিষ্য মুনিবর কপিলকে প্রেরণ করেছেন; অল্পমতি হলে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

রাজা। ( গাত্ৰোখান করিয়া সসন্ত্রমে ) সে কি! মুনিবর কোথায়? আমাকে শীঘ্র তাঁর নিকটে লয়ে চল।

[ রাজা এবং দৌবারিকের প্রস্থান ।

নটী। ( বিদুবকের প্রতি ) মহাশয়, মহারাজ এত চঞ্চল হলেন কেন?

বিদু। হে চারুহাসিনি, তোমার মত মধুমালতী বিকশিতা দেখলে, কার মন-অগ্নি না অধীর হয়?

নটী। বাঃ, ঠাকুরের কি সূক্ষ্মবুদ্ধি গা! অগ্নি কি বিকশিতা মধুমালতীর আজ্ঞাণে পলায়ন করে? চল, দেখিগে মহারাজ কোথায় গেলেন।

বিদু। হে সুন্দরি, তুমি অয়কান্ত মণি, আমি লৌহ। তুমি বেখানে যাবে, আমিও সেইখানে আছি। ( হস্তধারণ ) আহা, তোমার অধরে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ অমৃতভাণ্ড গোপন করে রেখেছেন! হে মনোমোহিনি, তুমি একটি চুম্ব দিয়ে আমাকে অমর কর।

নটী। ( অগত ) এ মা, বায়ুন বেটা ত কম বাঁড় নয়। ( প্রকাশে ) দূর হতভাগা!

[ বেগে পলায়ন ।

বিদু। এঃ! এ ছন্দারিণীর রাজার উপরেই লোভ! কেবল অর্ধই চিনেছে, রসিকতা দেখে না! বাই, দেখিগে, বেটা কোথায় গেল।

[ প্রস্থান ।

মধুসূদন-প্রহ্লাদলী

দ্বিতীয় পর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজতোরণ।

( কতিপয় নাগরিক দণ্ডারমান । )

প্রথ। আহা! কি সমারোহ! মহাশয়, ঐ দেখুন,—

দ্বিতী। আমার দৃষ্টিপথে সকল বস্তুই যেন ধূসরময় বোধ হচে। ভাই  
হে, সর্ব্বচোর কাল সময় পেয়ে আমার দৃষ্টিপ্রসর প্রায়ই অপহরণ করেছে!

প্রথ। মহাশয়, ঐ দেখুন, কত শত হস্তিপকেরা মদমত্ত গজপৃষ্ঠে আরুঢ়  
হয়ে অগ্রভাগে গমন কচে! অহো!—এ কি মেঘাবলী, না পক্ষীহীন  
অচলকুল আবার সপক্ষ হয়েছে? আহা! মধ্যভাগে নানা সজ্জায় সজ্জিত  
বাজিরাজিই বা কি মনোহর গতিতে বাচে! মহাশয়, একবার রথসম্মার  
প্রতি দৃষ্টিপাত করুন! ঐ দেখুন, শত শত পতাকাশ্রেণী আকাশমণ্ডলে  
উড্ডীরমান হচে। কি চমৎকার! পদাতিক দলের বর্ষ নূর্য্যাকিরণে  
মিঞ্জিত হয়ে যেন বহি উদগিরণ কচে। আবার দেখুন, পশ্চাভাগে নট  
নটীরা নানা বস্ত্র সহকারে কি মধুর স্বরে সঙ্গীত কচে। ( নেপথ্যে মঙ্গল-  
বাছ। ) ঐ দেখুন, মহারাজ রথোপরি মহাবল বীরদলে পরিবেষ্টিত হয়ে  
রয়েছেন। আহা! মহারাজের কি অপরূপ রূপলাবণ্য! বোধ হচে,  
যেন অস্ত্র স্বয়ং পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠনিবাসী জনগণ সমভিব্যাহারে গরুড়ধ্বজ  
রথে আরোহণ করে কমলার স্বয়ম্বরে গমন কচেন।

দ্বিতী। ভাই হে, নহবপূত্র যবাতি রূপ গুণে পুরুষোত্তমই বটেন।  
আর ঋত আছি, যে শুক্রকন্যা দেববানীও কমলার স্তায় রূপবতী! এখন  
পরমেশ্বর করুন, পুরুষোত্তমের কমলা-পরিণয়ে জগজ্জনগণ বেরূপ পরিতৃপ্ত  
হয়েছিল, অধুনা রাজর্ষি এবং দেববানীর সমাগমেও যেন এ রাজ্য সেইরূপ  
অবিকল সুখসম্পত্তি লাভ করে।

তৃতী। মহাশয়, মহারাজের পরিণয়ক্রিয়া কি দৈত্য-দেশেই সম্পন্ন হবে?

দ্বিতী। না, দৈত্যগুরু ভার্গব ঋকন্য সহিত গোদাবরীতীরে পর্ব্বত  
মুনির আশ্রমে অবস্থিতি কচেন। সেই স্থলেই মহারাজের বিবাহকার্য্য  
নির্ব্বাহ হবে।

তৃতী। মহাশয়, এ পরম আছাদেব বিবর, কেন না, এই চন্দ্রবংশীর  
রাজপণ চিরকাল দেবমিজ, অস্ত্রএব মহারাজ দৈত্য-দেশে প্রবেশ করলে  
বিবাহ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল।



দ্বিতী। বোধ হয়, ঋষিবর ভার্গব সেই নিমিত্তেই স্বীয় আশ্রম পরিত্যাগ করে পর্বত মুনির আশ্রমে কন্ডাসহিত আগমন করেছেন। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিরা) ও কে হে? রাজমন্ত্রী নয়?

তৃতী। আজ্ঞা হাঁ, মন্ত্রী মহাশয়ই বটেন।  
( মন্ত্রীর প্রবেশ। )

মন্ত্রী। ( স্বগত ) অস্ত্র অনন্তদেব ত আমার স্বক্কেই ধরাতার অর্পণ করে প্রস্থান কল্যেন।

প্রথ। ( মন্ত্রীর প্রতি ) হে মন্ত্রিবর, মহারাজ কত দিনের নিমিত্ত স্বদেশ পরিত্যাগ কল্যেন ?

মন্ত্রী। মহাশয়, তা বলা সুকঠিন। ঋত আহি, যে গোদাবরীতীরস্থ প্রদেশ সকল পরম রমণীয়। সে দেশে নানাবিধ কানন, গিরি, জলাশয় ও মহাতীর্থ আছে। মহারাজ একে ত যুগয়াসক্ত, তাতে নৃতন পরিণয় হলে মহিষীর সহিত সে দেশে কিঞ্চিৎ কাল সহবাস ও নানা তীর্থ পর্য্যটন না করে, বোধ হয়, স্বদেশে প্রত্যাগমন করবেন না।

দ্বিতী। এ কিছু অসম্ভব নয়। আর যখন আপনার তুল্য মন্ত্রিবরের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেছেন, তখন রাজকার্যেও নিশ্চিন্ত থাকবেন।

মন্ত্রী। সে আপনাদের অমুগ্রহ। আমি শত্ৰুহুসারে প্রজাপালনে কখনও ঋটি করবো না। কিন্তু দেবেশ্বরের অমুপস্থিতিতে কি স্বর্গপুরীর তেমন শোভা থাকে? চন্দ্র উদ্ভিত না হলে কি আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমূহে ভাদৃশ শোভমান হয়? কুমার ব্যক্তিরকে দেবসৈন্তের পরিচালনা কভো আর কে সমর্থ হয়?

দ্বিতী। তা বটে, কিন্তু আপনিও বুদ্ধিবলে দ্বিতীয় বৃহস্পতি। অতএব আমাদের মহীশ্বের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত যে আপনার দ্বারা রাজকার্য সুচারুরূপে পরিচালিত হবে, তার কোন সংশয়ই নাই। (স্বর্গপাত করিরা) আর যে কোন শক ঋতিগোচর হচে না? বোধ করি, মহারাজ অনেক দূর গমন করেছেন। আমাদের আর এ স্থলে অপেক্ষা করার কি প্রয়োজন? চলুন, আমরাও স্ব স্ব গৃহে গমন করি।

মন্ত্রী। হাঁ, তবে চলুন।

[ সকলের প্রস্থান। ]

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

# তৃতীয় অধ্যায়

## প্রথম পর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজনিকৈতনসম্মুখে।

( মন্ত্রী প্রবেশ । )

মন্ত্রী । ( স্বগত ) মহারাজ যে মুনির আজ্ঞাম হতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছেন, এ পরম সৌভাগ্য আর আশ্বাসের বিষয় । যেমন রাজনী অবসন্ন হলে, সূর্য্যদেবের পুনঃ প্রকাশে জগন্মাতা বনুছরী প্রফুল্লচিত্তা হন, রাজবিরহে কাতরা রাজধানীও নৃপাগমনে অস্ত সেইরূপ হয়েছে । (নেপথ্যে মঙ্গলবাণ্ড) পুরবাসীরা অস্ত অপার আনন্দার্ধবে মগ্ন হয়েছে । অস্ত যেম কোম দেবোৎসবই হচে । আর না হবেই বা কেম ? নহুযপূজ যযাতি এই কিশাল চন্দ্রবংশের চূড়ামণি ; আর ঋষিবরহুহিতা দেবযানীও রূপগুণে অহুপমা ; অতএব এঁদের সমাগমে নিরানন্দের বিষয় কি ? আহা ! রাজমহিষী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা ! এমন দয়ালীলা, পরোপকারিণী, পতিপরায়ণা ঈ, বোধ হয়, তুমণ্ডলে আর নাই ; আর আমাদের মহারাজও বেদবিভাবলে নিরুপম ! অতএব উভয়েই উভয়ের অহুরূপ পাত্র বটেন । তা এইরূপ হওয়ারই ত উচিত ; নচেৎ অহুত কি কখন চণ্ডালের শুক্য হয়ে থাকে ? সোচনামন্দ সুধাকর ব্যক্তিরেকে রোহিণীর কি প্রকৃত শোভা হয় ? রাজহুসী বিকশিত কমলকাননেই গমম করে থাকে । মহারাজ প্রায় সার্ধেক বৎসর রাণীর সহিত নানা দেশ জয়ণ ও নানা তীর্থ দর্শন করে এক দিনে স্বরাজধানীতে পুনরাগমন কল্যেন ।—বহু নামে হুগবরের বে একটী নবকুমার জন্মেছেন, তিনিও সর্বমূলকপধারী । আহা ! যেন হুতার সখীসুকের অত্যন্তরহু অগ্নিকণা পৃথিবীকে উজ্জল করবার জন্তে বহির্গত হয়েছে । একগে আমাদের প্রার্থনা এই, যে কুশামর পরমেধর পিতার তার পুত্রকেও যেন চন্দ্রবংশশেখর করেন । আহা, মহারাজ রাজকর্মে নিবুত হয়ে আমার বস্তক হতে যেন বনুছরার তার গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আমার পরিজ্ঞমের সীমা নাই । বাই, রাজকর্মণের উৎসর প্রকরণ সমাধা করিগে ।

[ প্রস্থান ।

( মিত্রান হস্তে বিদূষকের প্রবেশ । )

বিদু। ( স্বগত ) পরজব্য অপহরণ করা যেন পাপকর্মই হলো, তার কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু, চোরের ধন চুরি করলে যে পাপ হয়, এ কথা ত কোন শাস্ত্রেই নাই ; এই উত্তম সুখাচ্ছ মিত্রানগুলি ভাগুরী বেটা রাজভোগ হতে চুরি করে এক নির্জন স্থানে গোপন করে রেখেছিল ; আমি চোরের উপর বাটপাড়ি করেছি ! উঃ, আমার কি বুদ্ধি ! আমি কি পাপকর্ম করেছি ? যদি পাপকর্মই করে থাকি, তবে যা হোক, এতে উচিত প্রায়শ্চিত্ত কল্যেই ত খণ্ডন হতে পারে । একজন দরিদ্র সৎশ্রমী ব্রাহ্মণকে আহ্বান করে, তাঁকে কিঞ্চিৎ মিত্রান দিলেই ত আমার পাপ ধ্বংস হবে ! আহা ! ব্রাহ্মণভোজন পরম ধর্ম । ( আপনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ) হে দ্বিজবর ! এ স্থলে আগমনপূর্বক কিঞ্চিৎ মিত্রান গ্রহণ করুন । এই যে এলেম । হে দাতঃ, কি মিত্রান দেবে, দাও দেখি ? তবে বসতে আজ্ঞা হউক । ( স্বয়ং উপবেশন ) এই আহার করুন ( স্বয়ং ভোজন ) । ওহে ভক্তবৎসল ! তুমি আমাকে অত্যন্ত পরিতুষ্ট করলে । ( স্বয়ং গাজোখান করিয়া ) তুমি কি বর প্রার্থনা কর ? হে দ্বিজবর ! যদি এই মিত্রান চুরির বিষয়ে আমার কোন পাপ হয়ে থাকে, তবে যেন সে পাপ দূর হয় । তথাস্তু ! এই ত নিষ্পাপী হলেম ! ওহে, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম কি সামান্ত পুণ্যের কর্ম ! ( উচ্চস্বরে হাস্য ) যা হউক, প্রায় দেড় বৎসর রাজার সহিত নানা দেশ পর্যটন আর নানা তীর্থ দর্শন করেছি, কিন্তু মা যমুনা ! তোমার মতন পবিত্রা নদী আর ছুটি নাই ! তোমার ভগিনী জাহ্নবীর পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম, কিন্তু মা, তোমার শ্রীচরণাশুভে সহস্র সহস্র প্রণিপাত ! তোমার নির্মল সলিলে স্নান করিলে কি ক্ষুধার উদ্বেকই হয় ! যাই, এখন আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই । রাণী বললেন, যে একবার তুমি গিয়ে দেখে এসো দেখি, আমার যত্ন কি কচ্যে ? তা দেখতে গিয়ে আমার আবার মধ্যে থেকে কিছু মিত্রানও লাভ হয়ে গেল । বেগারের পুণ্যে কাশী দর্শন ! মন্দই কি ? আপনার উদরতৃপ্তি হলো ; এখন রাণীর মনঃ তৃপ্তি করিগে ।

[ প্রস্থান ।

## দ্বিতীয় গর্ভাক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজতন্ত্র।

( রাজা যযাতি এবং রাজ্ঞী দেবযানী আসীন । )

রাজ্ঞী । হে নাথ ! আপনার মুখে যে সে কথাগুলি কত মিষ্ট লাগে, তা আমি একমুখে বলতে পারি না ! কত বার ত আপনার মুখে সে কথা শুনেছি, তথাপি আবার তাই শুনতে বাসনা হয় ! হে জীবিতেশ্বর ! আপনি আমাকে সেই অন্ধকারময় কূপ হতে উদ্ধার করে আমার নিকটে বিদায় হয়ে, কোথায় গেলেন ?

রাজা । প্রিয়ে ! যেমন কোন মনুষ্য কোন দেবকন্যাকে দৈবযোগে অকস্মাৎ দর্শন করে ভয়ে অতিবেগে পলায়ন করে, আমিও তদ্রূপ তোমার নিকট বিদায় হয়ে দ্রুতবেগে ঘোরতর মহারণ্যে প্রবেশ করলেম, কিন্তু আমার চিন্তচকোর তোমার এই পূর্ণচন্দ্রাননের পুনর্দর্শনে যে কিরূপ ব্যাকুল হলো, যিনি অন্তর্ধামী ভগবান্, তিনিই তা বলতে পারেন । পরে আমি আতপতাতে তাপিত হয়ে বিশ্রামার্থে এক তরুতলে উপবেশন করলেম, এবং চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেম, যেন সকলই অন্ধকারময় এবং শূণ্যাকার ! কিঞ্চিৎ পরে সে স্থান হতে গাত্রোত্থান করে গমনের উপক্রম করি, এমন সময়ে এক হরিণী আমার দৃষ্টিপথে পতিত হলো । স্বাভাবিক যুগয়াসক্তি হেতু আমিও সেই হরিণীকে দর্শনমাত্রেই শরাসনে এক খরতর শরযোজনা করলেম ; কিন্তু সন্ধানকালে কুরঙ্গিণী আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে তার নয়নযুগল দেখে আমার তৎক্ষণাৎ তোমার এই কমলনয়ন স্মরণ হলো, এবং তৎকালে আমি এমন বলহীন আর বিমুগ্ধ হলেম, যে আমার হস্ত হতে শরাসন ভূতলে কখন যে পতিত হলো, তা আমি কিছুই জানতে পালোম না ।

রাজ্ঞী । ( রাজার হস্ত ধরিয়া এবং অনুরাগ সহকারে ) হে প্রাণনাথ ! আমার কি শুভাদৃষ্ট !—তার পর !

রাজা । প্রিয়ে ! যদি তোমার শুভাদৃষ্ট, তবে আমার কি ? প্রিয়ে ! তুমি আমার জন্ম সফল করেছো !—তার পর গমন করতে করতে এক কোকিলার মধুর ধ্বনি শ্রবণ করে আমার মনে হলো, যে তুমিই আমাকে কুহরবে আহ্বান কচ্যো ।

রাজা। হে প্রাণেশ্বর! তখন যদি সেই কোকিলার দেহে আমার প্রাণ প্রবিষ্ট হতে পারত, তবে সে কোকিলা কুহরবে কেবল এই মাত্র বলতো, “হে রাজন্! আপনি সেই কৃপভটে পুনর্গমন করুন, আপনার জন্তে শুক্রকন্যা দেবযানী ব্যাকুলচিত্তে পথ নিরীক্ষণ কচ্যে।”

রাজা। প্রিয়ে! আমার অদৃষ্টে যে এত সুখ আছে, তা আমি স্বপ্নেও জানি না; যদি আমি তখন জানতে পারতাম, তবে কি আর এ নগরীতে একাকী প্রত্যাগমন করি? একবারে তোমাকে আমার হৃৎপদ্মাসনে উপবিষ্ট করিয়েই আনতাম! আমি যে কি শুভ লগ্নে দৈত্যদেশে যাত্রা করেছিলেম, তা কেবল এখনই জানতে পাচ্চি!

( বিদূষকের প্রবেশ । )

কি হে, দ্বিজবর! কি সংবাদ?

বিদু। মহারাজ! শ্রীমান্ নবকুমার রাজকুমারকে একবার দর্শন করে এলেম। রাজমহিষী চিরজীবিনী হউন। আহা! কুমারের কি অপরূপ রূপলাবণ্য! যেন দ্বিতীয় কুমার, কিম্বা তরুণ অরুণতুল্য শোভা! আর না হবেই বা কেন? “পিতা যশ্চ, পিতা যশ্চ”—আ হা হা! কবিতাটা বিন্মুত হলেম যে?

রাজা। ( সহাস্ত বদনে ) কাস্ত হও হে, কাস্ত হও! তোমার মত ঔদরিক ব্রাহ্মণের খাণ্ডভবোর নাম ব্যতীত কি আর কিছু মনে থাকে?

রাজা। ( বিদূষকের প্রতি ) মহাশয়! আমার যত্ন নিত্ৰাভঙ্গ হয়েছে না কি? ( রাজার প্রতি ) নাথ, তবে আমি এখন বিদায় হই।

রাজা। প্রিয়ে! তোমার যেমন ইচ্ছা হয়।

[ রাজার প্রস্থান ।

বিদু। মহারাজ! এই যে আপনাদের ক্ষত্রিয়জাতির যে কি স্বভাব, তা বলে উঠা ভার। এই দেখুন দেখি! আপনি দৈত্যদেশে যুগয়া করতে গিয়ে কি না করলেন? ক্ষত্রিয়হুপ্রাপ্যা মহর্ষিকন্যাকেও আপনি লাভ করেছেন! আপনাকে ধন্যবাদ। আহা! আপনি দৈত্যদেশ হতে কি অপূর্ব অমূল্য রত্নই এনেছেন। ভাল মহারাজ! জিজ্ঞাসা করি, এমন রত্ন কি সেখানে আর আছে?

রাজা। (সহাস্ত মুখে) ভাই হে! বোধ হয়, দৈত্যদেশে এ প্রকার রত্ন অনেক আছে।

বিদু। মহারাজ, আমার ত ভা বিশ্বাস হয় না।

রাজা। তুমি কি মহিবীর সকল সহচরীগণকে দেখেছ?

বিদু। আজ্ঞা না।

রাজা। আহা! সখে, তাঁর সহচরীদের মধ্যে একটি যে স্ত্রীলোক আছে, তার রূপলাবণ্যের কথা কি বলবো! বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীই অবনীতে অবতীর্ণা হয়েছেন! সে যে মহিবীর নিতান্ত সহচরী, কি সখী, তাও নয়।

বিদু। কি তবে মহারাজ!

রাজা। তা ভাই, বলতে পারি না, মহিবীকেও জিজ্ঞাসা করতে শঙ্কা হয়! আর আমিও যে তাকে বিলক্ষণ স্পষ্টরূপে দেখেছি, তাও নয়। যেমন রাজিকালে আকাশমণ্ডল ঘনঘটা দ্বারা আচ্ছন্ন হলে নিশানাথ মুহূর্তকাল দৃষ্ট হয়ে পুনরায় মেঘাবৃত হন, সেই স্ত্রীরী আমার দৃষ্টিপথে কয়েক বার সেইরূপে পতিতা হয়েছিল। বোধ হয়, রাজ্ঞীও বা তাকে আমার সন্মুখে আসতে নিবেদন করে থাকবেন। আহা! সখে, তার কি রূপমাধুর্য! তার পদ্মনয়ন দর্শন করলে পদ্মের উপর ঘৃণা জন্মে। আর তার মধুর অধরকে রত্নসর্বস্ব বললেও বলা যেতে পারে।

(নেপথ্যে) দোহাই মহারাজের! আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। হায়! হায়! আমার সর্বনাশ হলো।

রাজা। (সসন্ত্রমে) এ কি! দেখ ত হে? কোন্ ব্যক্তি রাজদ্বারে এত উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার কচ্যে?

বিদু। যে আজ্ঞা! আমি—(অর্ধোক্তি।)

(নেপথ্যে) দোহাই মহারাজের! হায়! হায় হায়! আমার সর্বস্ব গেলো!

রাজা। যাও না হে! বিলম্ব কচ্যো কেন? ব্যাপারটা কি? চিত্রপুস্তলিকার স্থায় যে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িলে রইলে?

বিদু। আজ্ঞা না, ভাবছি বলি, দেব-অমাত্য হয়ে আপনি দৈত্যগুরুর কন্যা বিবাহ করেছেন, সেই ক্ষোভে যদি কোন মায়াবী দৈত্যই বা এসে থাকে; তা হলে—(অর্ধোক্তি।)

রাজা। আঃ ক্ষুদ্রপ্রাণি ! তুমি থাক, তবে আমি আপনিই বাই !  
বিদু। আজ্ঞা না মহারাজ ! আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে ;  
আপনার যাওয়া কখনই উচিত হয় না ।

[ প্রস্থান ।

রাজা। ( গাত্রোখান করিয়া স্মিতমুখে স্বগত ) ব্রাহ্মণজাতি বৃদ্ধে  
বৃহস্পতি বটে, কিন্তু জীলোকাপেক্ষাও ভীরা ! ( চিন্তা করিয়া ) সে যা  
হোক, সে জীলোকটি যে কে, তা আমি ভেবে চিন্তে কিছুই স্থির কত্যা  
পাচ্ছি না । আমরা যখন গোদাবরীতীরস্থ পর্বত মুনির আশ্রমে কিঞ্চিৎকাল  
বিহার করি, তখন এক দিন আমি একলা নদীতটে ভ্রমণ কত্যা এক  
পুষ্পোচ্চানে প্রবেশ করেছিলাম । সেখানে সেই পরম রমণীয়া নবযৌবনা  
কামিনীকে দেখলেম, আপনার করতলে কপোল বিছাস করে অশোক-  
বৃক্ষতলে বসে রয়েছে, বোধ হলো, যে সে চিন্তার্ণবে মগ্না রয়েছে ; আর  
তার চারি দিকে নানা কুসুম বিস্তৃত ছিল, তাতে এমনি অমুমান হতে  
লাগলো যেন দেবতাগণ সেই নবযৌবনা অঙ্গনার সৌন্দর্য্যগুণে পরিতুষ্ট হয়ে  
তার উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছেন, কিনা স্বয়ং বসন্তরাজ বিকশিত পুষ্পাঞ্জলি  
দিয়ে রতিভ্রমে তাকে পূজা করেছেন ! পরে আমার পদশব্দ শুনে সেই বামা  
আমার দিকে নয়নপাত করে, যেমন কোন ব্যাধকে দেখে কুরঙ্গিণী পবনবেগে  
পলায়ন করে, তেমনি ব্যস্তসমস্তে অস্তহিতা হলো । পরম্পরায় শুনেছি, যে  
ঐ সুন্দরী দৈত্যরাজকন্যা শর্মিষ্ঠা, কিন্তু তার পর আর কোন পরিচয় পাই  
নাই । • সবিশেষ অবগত হওয়াও আবশ্যক, কিন্তু——( অর্কোক্তি । )

( বিদূষকের এক জন ব্রাহ্মণ সহিত পুনঃপ্রবেশ । )

ব্রাহ্মণ। দোহাই মহারাজের ! আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ! আমার  
সর্বনাশ হলো ।

রাজা। কেন, কেন ? বৃন্তাস্তটা কি বলুন দেখি ?

ব্রাহ্মণ। ( কৃতাজলিপুটে ) ধর্ম্মাবতার ! কয়েক জন হৃদাস্ত ভঙ্গর  
আমার গৃহে প্রবেশ করে যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ কচ্যে ! হায় ! হায় ! কি  
সর্ব্বনাশ ! হে নরেশ্বর, আপনি আমাকে রক্ষা করুন ।

রাজা। ( সরোষে ) সে কি ? এ রাজ্যে এমন নির্ভয় পাষাণ লোক  
কে আছে, যে ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে ? মহাশয়, আপনি ক্রন্দন

সম্বরণ করুন, আমি স্বহস্তে এই মুহূর্তেই সেই ছুরাচার দস্যুদলের যথোচিত দণ্ড বিধান করবো। ( বিদূষকের প্রতি ) সঙ্গে মাধব্য, তুমি ছরায় আমার ধনুর্কবাণ ও অসিচর্ম আন দেখি।

বিদু। মহারাজ, আপনার স্বয়ং যাবার প্রয়োজন কি ?

রাজা। ( সক্রোধে ) তুমি কি আমার আজ্ঞা অবহেলা কর ?

বিদু। ( সত্রাসে ) সে কি, মহারাজ ? আমার এমন কি সাধ্য যে আপনার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করি।

[ বেগে প্রস্থান।

রাজা। মহাশয়, কত জন তস্কর আপনার গৃহাক্রমণ করেছে ?

ব্রাহ্ম। হে মহীপতে, তা নিশ্চয় বলতে পারি না! হায়! হায়! আমার সর্বস্ব গেলো।

রাজা। ঠাকুর, আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করুন ; আর বৃথা আক্ষেপ করবেন না।

( বিদূষকের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পুনঃপ্রবেশ। )

এই আমি অস্ত্র গ্রহণ কল্যেম। ( অস্ত্র গ্রহণ ) এখন চলুন যাই।

[ রাজা ও ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

বিদু। ( স্বগত ) যেমন আছতি দিলে অগ্নি জ্বলে উঠে, তেমনি শক্রনামে আমাদের মহারাজেরও কোপাগ্নি জ্বলে উঠলো। চোর বেটাদের আজ যে মরণদশা ধরেছে, তার কোন সন্দেহ নাই। মরবার জন্তেই পিঁপড়ের পাখা ওঠে! এখন এখানে থেকে আর কি করবো ? যাই, নগরপালের নিকট এ সংবাদ পাঠিয়ে দিগে।

[ প্রস্থান।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজাস্তম্ভ-পুর-সংক্রান্ত উদ্যান।

( বকাসুর এবং শন্নিষ্ঠার প্রবেশ। )

বক। ভদ্রে, এ কথা আমি তোমার মাতা দৈত্যরাজমহিষীকে কি প্রকারে বলবো ? তিনি তোমা বিরহে শোকানলে যে কি পর্য্যন্ত পরিতাপিতা



হুচোন, তা বলা ছুঁর। হে কল্যাণি, তোমা ব্যতিরেকে সে শোকানল নির্বাণ হবার আর উপায়ান্তর নাই।

শর্মি। মহাশয়, আমার অক্ষয়লে যদি সে অগ্নি নির্বাণ হয়, তবে আমি তা অবশ্যই করবো; কিন্তু আমি দৈত্যপুরীতে আর এ জন্মে কিরে যাব না! ( অধোবদনে রোদন। )

বক। ভদ্রে, গুরু মহর্ষিকে তোমার পিতা নানাবিধ পূজাবিধিতে পরিতুষ্ট করেছেন; রাজচক্রবর্তী যযাতির পাটরাণী দেবঘানী স্বীয় পিতৃ-আজ্ঞা কখনই উল্লঙ্ঘন বা অবহেলা করবেন না; যত্বপি তুমি অমুমতি কর, আমি রাজসভায় উপস্থিত হয়ে নৃপতিকে এ সকল বৃত্তান্ত অবগত করাই। হে কল্যাণি, তোমা বিরহে দৈত্যপুরী এককালে অন্ধকার হয়েছে; আর পুরবাসীরাও রাজদম্পতির হৃৎথে পরম হৃৎখিত।

শর্মি। মহাশয়, আপনি যদি এ কথা নৃপতিকে অবগত করতে উত্তত হন, তবে আমি এই মুহূর্তেই এ স্থলে প্রাণত্যাগ করবো। ( রোদন। )

বক। শুভে, তবে বল, আমার কি করা কর্তব্য?

শর্মি। মহাশয়, আপনি দৈত্যদেশে পুনর্গমন করুন, এবং আমার জনক জননীকে সহস্র সহস্র প্রণাম জানিয়ে এই কথা বলবেন, তোমাদের হতভাগিনী ছহিতার এই প্রার্থনা, যে তোমরা তাকে জন্মের মত বিস্মৃত হও!

বক। রাজনন্দিনি, তোমার জনক জননীকে আমি এ কথা কেমন করে বলবো? তুমি তাঁদের একমাত্র কন্যা; তুমি তাঁদের মানস-সরোবরের একটি মাত্র পদ্মিনী; তুমিই কেবল তাঁদের হৃদয়াকাশে পূর্ণশশী।

শর্মি। মহাশয়, দেখুন, এ পৃথিবীতে কত শত লোকের সম্ভান সম্ভতি যৌবনকালেই মানবলীলা সম্বরণ করে; তা তারা কি চিরকাল শোকানলে পরিতপ্ত হয়? শোকালন কখন চিরস্থায়ী নয়।

বক। কল্যাণি, তবে কি তোমার এই ইচ্ছা, যে তুমি আপনার জন্মভূমি আর দর্শন করবে না? তোমার পিতা মাতাকে কি একেবারে বিস্মৃত হলে? আর আমাকে কি শেষে এই সংবাদ লয়ে যেতে হলো?

শর্মি। মহাশয়, আমার পিতা মাতা আমার মানসমন্দিরে চিরকাল পূজিত রয়েছেন। যেমন কোন ব্যক্তি, কোন পরম পবিজ্ঞ তীর্থ-দর্শন

করে এসে, উজ্জ্বল দেবদেবীর অদর্শনে, তাঁদের প্রতিমূর্ত্তি আপনার মনোমন্দিরে সংস্থাপিত করে উক্তিভাবে সর্বদা ধ্যান করে, আমিও সেইরূপ আমার জনক জননীকে ভক্তি ও ঞ্জকার সহিত চিরকাল স্মরণ করবো; কিন্তু দৈত্যদেশে প্রত্যাগমন করতে আপনি আমাকে আব অল্পরোধ করবেন না।

বক। বৎসে, তবে আমি বিদায় হই।

শর্ম্মি। ( নিরুস্তরে রোদন। )

বক। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) ভদ্রে, এখনও বিবেচনা করে দেখ। রাজসভা অতিদূরবর্ত্তিনী নয়; রাজচক্রবর্ত্তী যযাতিও পরম দয়ালু ও পরহিতৈষী; তোমার আত্মোপাস্ত সমুদায় বিবরণ ঞ্জবণমাত্রেই তিনি যে তোমাকে স্বদেশগমনে অল্পমতি করবেন, তার কোন সংশয় নাই।

শর্ম্মি। ( স্বগত ) হা হৃদয়, তুমি জালাবৃত পক্ষীর স্থায় যত মুক্ত হতে চেষ্টা কর, ততই আরো আবদ্ধ হও! ( প্রকাশে ) হে মহাভাগ! আপনি ও কথা আর আমাকে বলবেন না।

বক। তবে আর অধিক কি বলবো? শুভে, জগদীশ্বর তোমার কল্যাণ করুন! আমার আর এ স্থলে বিলম্ব করবার কোন প্রয়োজন নাই; আমি বিদায় হলেম।

[ প্রস্থান। ]

শর্ম্মি। ( স্বগত ) এ হস্তর শোকসাগর হতে আমাকে আর কে উদ্ধার করবে? হা হতবিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল? তা তোমারই বা দোষ কি! ( রোদন। ) আমি আপন কর্ম্মদোষে এ ফল ভোগ করছি। গুরুকন্ডার সহিত বিবাদ করে প্রথমে রাজভোগচ্যুতা হয়ে দাসী হলেম; তা দাসী হয়েও ত বরং ভাল ছিলেম, গুরুর আশ্রমে ত কোন ক্লেশই ছিল না; কিন্তু এ আবার বিধির কি বিড়ম্বনা! হা অবোধ অন্তঃকরণ, তুই যে রাজা যযাতির প্রতি এত অল্পরক্ত হলি, এতে তোর কি কোন ফল লাভ হবে? তা তোরই বা দোষ কি? এমন মূর্ত্তমান্ কন্দর্পকে দেখে কে তার বশীভূত না হয়? দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিলে কি কমলিনী নিম্নলিত থাকতে পারে? ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) তা আমার এ রোগের মৃত্যু ভিন্ন আর ঔষধ নাই! আহা! গুরুকন্ডা দেববানী কি ভাগ্যবতী! ( অধোবদনে বৃক্কতলে উপবেশন। )

( রাজার প্রবেশ । )

রাজা । ( স্বগত ) আমি ত এ উদ্যানে বহুকালাবধি আসি নাই ।  
 ক্রান্ত আছি, যে এর চতুর্পার্শ্বে মহিষীর সহচরীগণ না কি বাস করে ।  
 আহা ! স্থানটি কি রমণীয় ! সুমন্দ সমীরণ সঞ্চারে এখানকার লতামণ্ডপ  
 কি স্নানীতল হয়ে রয়েছে ! চতুর্দিকে প্রচণ্ড তপনতাপ যেন দেবকোপায়ির  
 জ্বাল বসুমতীকে দক্ষ করচে, কিন্তু এ প্রদেশের কি প্রশান্ত ভাব । বোধ  
 হয়, যেন বিজ্ঞনবিহারিণী শান্তিদেবী হৃঃসহ প্রভাকরপ্রভাবে একান্ত  
 অধীরা হয়ে, এখানেই স্নিগ্ধচিত্তে বিরাজ করচেন ; এবং তাঁর অহুরোধে  
 আর এই উদ্যানস্থ বিহঙ্গমকুলের কৃজনরূপ স্ততিপাঠেই যেন সূর্য্যদেব  
 আপনার প্রখরতর কিরণজাল এ স্থল হতে সম্বরণ করেছেন । আহা !  
 কি মনোহর স্থান ! কিঞ্চিৎকাল এখানে বিশ্রাম করে আশ্বিত্তি দূর করি ।  
 ( শিলাতলে উপবেশন ) চুপ্ত তঙ্করগণ ঘোরতর সংগ্রাম করেছিল ; কিন্তু  
 আমি অগ্নিঅস্ত্রে তাদের সকলকেই ভস্ম করেছি । ( নেপথ্যে বীণাধ্বনি )  
 আহাহা ! কি মধুর ধ্বনি ! বোধ হয়, সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণা মহিষীর  
 কোন সহচরী সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে আমোদ প্রমোদে কালযাপন  
 কচে । কিঞ্চিৎ নিকটবর্তী হয়ে শ্রবণ করি দেখি ( নিকটে গমন । )

নেপথ্যে গীত ।

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল আড়া ।

আমি ভাবি যার ভাবে, সে ত তা ভাবে না ।  
 পরে প্রাণ দিয়ে পরে, হলো কি লাঞ্ছনা ।  
 করিয়ে সুখেরি সাধ, এ কি বিষাদ ঘটনা ।  
 বিষম বিবাদী বিধি, প্রেমনিধি মিলিলো না ।  
 ভাব লাভ আশা করে, মিছে পরেরি ভাবনা ।  
 খেদে আছি ত্রিয়মাণ বৃদ্ধি প্রাণ রহিল না ।

রাজা । আহা ! কি মনোহর সঙ্গীত ! মহিষী যে এমন এক জন  
 সুগায়িকা স্বদেশ হতে সঙ্গে এনেছেন, তা আমি ত স্বপ্নেও জানতাম না ।  
 ( চিন্তা করিয়া ) এ কি ? আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হতে লাগলো  
 কেন ? এ স্থলে মাদৃশ জনের কি ফল লাভ হতে পারে ? বলাও যায়

না, ভবিষ্যতের দ্বার সর্বত্রই মুক্ত রয়েছে। দেখি, বিধাতার মনে কি আছে।

শর্মিষ্ঠা। (গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) হা হতভাগিনি! তুমি স্বেচ্ছাক্রমে প্রণয়পরবশ হয়ে আবার স্বাধীন হতে চাও? তুমি কি জান না, যে পিঞ্জরবন্ধ পক্ষীর চঞ্চল হওয়া বৃথা? হা পিতা মাতা! হা বন্ধুবান্ধব! হা জন্মভূমি! আমি কি তবে তোমাদের আর এ জন্মে দর্শন পাব না! (রোদন।)

রাজা। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) আহা! মধুরস্বরা পল্লবাবৃত্ত কোকিলা কি নীরব হলো! (শর্মিষ্ঠাকে অবলোকন করিয়া) এ পরম-সুন্দরী নবযৌবনা কামিনীটি কে? ইনি কি কোন দেবকন্যা বনবিহার-অভিলাষে স্বর্গ হতে এ উত্থানে অবতীর্ণা হয়েছেন? নতুবা পৃথিবীতে এতাদৃশ অপরূপ রূপের কি প্রকারে সম্ভব হয়? তা কখনই অদৃশ্যভাবে দেখিই না কেন, ইনি একাকিনী এখানে কি কচোন? (বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি।)

শর্মিষ্ঠা। (মুক্তকণ্ঠে) বিধাতা জীজ্ঞাতিকে পরাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। দেখ, ঐ যে সুবর্ণবর্ণ লতাটি স্বেচ্ছানুসারে ঐ অশোকবৃক্ষকে বরণ করে আলিঙ্গন কচে, যত্বপি কেউ ওকে অথ কোন উত্থান হতে এনে এ স্থলে রোপণ করে থাকে, তথাপি কি ও জন্মভূমিদর্শনার্থে আপন প্রিয়তম তরুণকে পরিত্যাগ কতে পারে? কিম্বা যদি কেউ ওকে এখান হতে স্ববলে লয়ে যায়, তবে কি ও আর প্রিয়বিরহে জীবন ধারণ করে? হে রাজন, আমিও সেইমত তোমার জন্মে পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, জন্মভূমি সকলই পরিত্যাগ করেছি। যেমন কোন পরমভক্ত কোন দেবের সুপ্রসন্নতার অভিলাষে পৃথিবীস্থ সমুদায় সুখভোগ পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করে, আমিও সেইরূপ যযাতিমূর্ত্তি সার করে অথ সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছি! (রোদন।)

রাজা। (স্বগত) এ কি আশ্চর্য্য! এ যে সেই দৈত্যরাজহিতা শর্মিষ্ঠা! কিন্তু এ যে আমার প্রতি অনুরক্তা হয়েছে, তা ত আমি স্বপ্নেও জানি না। (চিন্তা করিয়া সপুলকে) বোধ হয়, এই জন্মেই বুঝি আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হতেছিল। আহা! অথ আমার কি সুপ্রভাত! এমন রমণীর স্বভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হলে যে কত যত্নে তাকে হৃদয়ে রাখি, তা বলা অসাধ্য! (অগ্রসর হইয়া শর্মিষ্ঠার প্রতি) হে সুন্দরি, রজের

কোপানলে মন্থ পুনরায় দৃষ্ণ হয়েছেন না কি, যে তুমি স্বর্গ পরিত্যাগ করে একাকিনী এ উত্থানে বিলাপ কচ্যো ?

শর্মি। ( রাজাকে অবলোকন করিয়া লজ্জিত হইয়া স্বগত ) কি আশ্চর্য্য ! মহারাজ যে একাকী এ উত্থানে এসেছেন ?

রাজা। হে মৃগাক্ষি, তুমি যদি মন্থমনোহারিণী রতি না হও, তবে তুমি কে এ উত্থান অপরূপ রূপলাবণ্যে উজ্জল কচ্যো ?

শর্মি। ( স্বগত ) আহা ! প্রাণনাথ কি মিষ্টভাবী !—হা অন্তঃকরণ ! তুমি এত চঞ্চল হলে কেন ?

রাজা। ভদ্রে, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তুমি মধুরভাবে আমার কর্ণকুহরের সুখপ্রদানে একবারে বিরত হলে ?

শর্মি। ( কৃতাজলিপুটে ) হে নরেশ্বর, আমি রাজমহিবীর এক জন পরিচারিকা মাত্র ; তা দাসীকে আপনার এ প্রকারে সম্বোধন করা উচিত হয় না।

রাজা। না, না, সুন্দরি, তুমি সাক্ষাৎ রাজলক্ষ্মী ! যা হোক, যত্বপি তুমি মহিবীর সহচরী হও, তবে তোমাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। অতএব হে ভদ্রে, তুমি আমাকে বরণ কর।

শর্মি। হে নরবর, আপনি এ দাসীকে এমত আজ্ঞা করবেন না।

রাজা। সুন্দরি, আমাদের ক্ষত্রিয়কূলে গাঙ্কর্ষ বিবাহ প্রচলিত আছে, আর তুমি রূপে ও গুণে সর্ব্বপ্রকারেই আমার অনুরূপ পাত্রী, অতএব হে কল্যাণি, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার পাণি গ্রহণ কর।

শর্মি। ( স্বগত ) হা হৃদয়, তোমার মনোরথ এত দিনের পর কি সফল হবে ? ( প্রকাশে ) হে নরনাথ, আপনি এ দাসীকে ক্ষমা করুন। আমার প্রতি এ বাক্য বিভ্রম্ননামাত্র।

রাজা। প্রিয়ে, আমি সূর্য্যদেব ও দিঅগুলকে সাক্ষী করে এই তোমার পাণিগ্রহণ করলেম, ( হস্তধারণ ) তুমি অত্যাধি আমার রাজমহিবীপদে অভিষিক্তা হলে।

শর্মি। ( সসঙ্কমে ) হে নরেশ্বর, আপনি এ কি করেন ? শশধর কি কুমুদিনী ব্যতীত অস্ত্র কুসুম্বে কখন স্পৃহা করেন ?

রাজা। ( সহাস্ত বদনে ) আর কুমুদিনীরও চন্দ্রস্পর্শে অপ্রকৃত্ব থাকা ত উচিত নয় ! আহা ! প্রেয়সি, অস্ত্র আমার কি শুভ দিন ! আমি যে

দিবস তোমাকে গোদাবরী নদীতটে পর্বত মুনির আশ্রমে দর্শন করেছিলাম, সেই দিন অবধি তোমার এই অপূর্ব মোহিনী মূর্তি আমার হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। তা দেবতা স্মরণ হয়ে এত দিনে আমার অসীম সিদ্ধ কল্যেয়ন।

( দেবিকার প্রবেশ। )

দেবি। ( স্বগত ) আহা! বকাসুর মহাশয়ের খেদোক্তি স্বরণ হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! (চিন্তা করিয়া) দেবযানীর পরিণয়কালাবধিই প্রিয়সখীর মনে জন্মভূমির প্রতি এইরূপ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে। কি আশ্চর্য্য! এমন সরলা বালার অন্তঃকরণ কি গুরুকন্ঠার সৌভাগ্যে হিংসায় পরিণত হলো! ( রাজাকে অবলোকন করিয়া সসজ্জমে ) এ কি! মহারাজ যযাতি যে প্রিয়সখীর সহিত কথোপকথন কচেন! আহা! দুই জনের একত্রে কি মনোহর শোভাই হয়েছে! যেন কমলিনীনায়েক অবনীতে অবতীর্ণ হয়ে প্রিয়তমা কমলিনীকে মধুরভাবে পরিভূষ্ট কচেন!

শর্মি। আমার ভাগ্যে যে এত সুখ হবে, তা আমার কখনই মনে ছিল না; হে নরেশ্বর, যেমন কোন যুধিষ্ঠি কুরঙ্গিণী প্রাণভয়ে ভীতা হয়ে কোন বিশাল পর্বতাস্তরালে আশ্রয় লয়, এ অনাথা দাসীও অছাবধি সেইরূপ আপনার শরণাপন্ন হলো! মহারাজ, আমি এত দিন চিরহুঃখিনী ছিলাম! ( রোদন। )

রাজা। ( শর্মিষ্ঠার অশ্রু উন্মোচন করিতে করিতে ) কেন কেন প্রিয়ে! বিধাতা ত তোমার নয়নযুগল কখন অশ্রুপূর্ণ হবার নিমিত্তে করেন নাই?

রাজা। ( দেবিকাকে অবলোকন করিয়া সসজ্জমে ) প্রিয়ে, দেখ দেখি, এ স্ত্রীলোকটি কে?

শর্মি। মহারাজ, ইনি আমার প্রিয়সখী, এঁর নাম দেবিকা।

দেবি। মহারাজের জয় হউক।

রাজা। ( দেবিকার প্রতি ) সুন্দরি, তোমার কল্যাণে আমি সর্বদ্রেই বিজয়ী! এই দেখ, আমি বিনা সমুদ্রমন্ডনে অস্ত এই কমলকাননে কমলাস্বরূপ তোমার সখীরস প্রাপ্ত হলেম।

দেবি । ( করষোড়ে ) নরনাথ, এ রত্ন রাজমুকুটেরই যোগ্যাভরণ বটে, আমাদেরও অঙ্ক নয়ন সফল হলো ।

শর্মি । ( দেবিকার প্রতি ) তবে সখি, সংবাদ কি বল দেখি ?

দেবি । রাজনন্দিনি, বকাসুর মহাশয় তোমার নিকট বিদায় হয়েও পুনর্ব্বার একবার সাক্ষাৎ কতয়ে নিতান্ত ইচ্ছুক ; তিনি পূর্ব্বদিকের বৃক্ষবাটিকাতে অপেক্ষা কচ্যেন, তোমার যেমন অনুমতি হয় ।

রাজা । কোন্ বকাসুর ?

শর্মি । বকাসুর মহাশয় একজন প্রধান দৈত্য, তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎকারণেই আপনার এ নগরীতে আগমন করেছেন ।

রাজা । ( সসম্বন্ধে ) সে কি ? আমি দৈত্যবর বকাসুর মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে শ্রুত আছি, তিনি একজন মহাবীর পুরুষ । তাঁর যথোচিত সমাদর না কল্যে আমার এ রাজধানীর কলঙ্ক হবে ; প্রিয়ে, চল, আমরা সকলে অগ্রসর হয়ে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিগে ।

[ সকলের প্রস্থান ।

### ( বিদুষকের প্রবেশ । )

বিদু । ( স্বগত ) এই ত মহিবীর পরিচারিকাদের উত্তান ; তা কৈ, মহারাজ কোথায় ? রক্ষক বেটা মিথ্যা কথা বললে না কি ? কি আপদ ! প্রিয় বয়স্ক অস্ত্রধারী ব্যক্তির নাম শুনেই একেবারে নেচে উঠেন ! ছি ! ক্ষত্রজাতির কি হুঃস্বভাব ! এঁদের কবিভায়ারা যে নরব্যাজ বলেন, সে কিছু অযথার্থ নয় । দেখ দেখি, এমন সময় কি মনুষ্য গৃহের বাহির হতে পারে ? আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কিছু সুখের শরীর নয় ; তবুও আমার যে এ রৌদ্রে কত ক্লেশ বোধ হচে, তা বলা ছুঁকর ! এই দেখ, আমি যেন হিমাচলশিখর হয়েছি, আমার গা থেকে যে কত শত নদ ও নদী নিঃসৃত হয়ে ভূতলে পড়ছে, তার সীমা নাই ! ( মস্তকে হস্ত দিয়া ) উঃ ! আমি গঙ্গাধর হলেম না কি ? তা না হলে আমার মস্তকপ্রদেশে মন্দাকিনী যে এসে অবস্থিতি কচ্যেন, এর কারণ কি ? বা হোক, মহারাজ গেলেন কোথায় ? তিনি যে একাকী দস্যুদলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছেন, এ কথা শুনে পুরবাসীরা সকলেই অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে, আর সৈন্যাধ্যক্ষেরা পদাতিকদল লয়ে তাঁর অধেষণে নানা দিকে

ভ্রমণ কচ্যে। কি উৎপাত! ডাকায় বসে যে মাছ বড়শীতে অনায়াসে  
 গাঁথা যায়, তার জন্তে কি জলে ঝাঁপ দেওয়া উচিত? ( চিন্তা করিয়া )  
 হাঁ, এও কিছু অসম্ভব নয়। দেখ, এই উত্তানের চতুর্দিকার্শে রাণীর  
 পরিচারিকারা বসতি করে। তারা সকলেই দৈত্যকন্যা। শুনেছি, তারা  
 না কি পুরুষকে ভেড়া করে রাখে। কে জানে, যদি তাদের মধ্যে কেউ  
 আমাদের কন্দর্পস্বরূপ মহারাজের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মায়াবলে  
 সেইরূপই করে থাকে, তবেই ত ঘোর প্রমাদ! ( চিন্তা করিয়া ) হাঁ, হাঁ,  
 তাও বটে, আমারও ত এমন জায়গায় দেখা দেওয়া উচিত কন্দ নয়।  
 যদিও আমি মহারাজের মতন স্বয়ং মূর্তিমান্ মন্থন নই, তবু আমি যে  
 নিতান্ত কদাকার, তাও বলা যায় না। কে জানে, যদি আমাকেও  
 দেখে আবার কোন মাগী ক্ষেপে ওঠে, তা হলেই তো আমি গেলেম! তা  
 ভেড়া হওয়া ত কখনই হবে না! আমি ছুঃখী ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার  
 কি তা চলে? ও সব বরঞ্চ রাজাদের পোষায়; আমরা পেট ভরে খাব,  
 আর আশীর্ব্বাদ করবো; এই ত জানি, তা সাত জন্ম বরণ নারীর মুখ  
 না দেখবো, তবু ত ভেড়া হতে স্বীকার হবো না—বাপ! ( নেপথ্যাভিমুখে  
 অবলোকন করিয়া সচকিতে ) ও কি? ঐ না—এক মাগী আমার দিকে  
 তাকিয়ে রয়েছে? ও বাবা, কি সর্ব্বনাশ! ( বজ্রের দ্বারা মুখাবরণ )  
 মাগী আমার মুখটা না দেখতে পেলেই বাঁচি। হে প্রভু অনঙ্গ! তোমার  
 পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে এ বিপদ হতে রক্ষা কর! তা আর কি?  
 এখন দেখছি, পালাতে পাল্যেই রক্ষা।

[ বেগে পলায়ন। ]

ইতি তৃতীয়ঃ ।



# চতুর্থাঙ্ক

## প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজগৃহ।

রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ।

বিদু। বয়স্তু! আপনি অল্প এত বিরসবদন হয়েছেন কেন?

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আর ভাই! সর্বনাশ হয়েছে! হা বিধাতঃ, এ ছুস্তর বিপদর্শন হতে কিসে নিস্তার পাব!

বিদু। সে কি মহারাজ? ব্যাপারটা কি, বলুন দেখি?

রাজা। আর ভাই বলবো কি? যেমন কোন পোতবণিক ঘোরডর অন্ধকারময় বিভাবরীতে ভয়ানক সমুদ্রমধ্যে পথ হারালে, ব্যাকুলচিত্তে কোন দিগ্‌নির্গায়ক নক্ষত্রের প্রতি সহায় বিবেচনায় মুহুমুহুঃ দৃষ্টিপাত করে, আমি সেইরূপ এই অপার বিপদ-সাগরে পতিত হয়ে পরমকারুণিক পরমেশ্বরকে একমাত্র ভরসাজ্ঞানে সর্বদা মানসে ধ্যান করি! হে জগৎপিতঃ, এ বিপদে আমাকে রক্ষা করুন।

বিদু। (স্বগত) এ ত কোন সামান্য ব্যাপার নয়! জিভুবনবিখ্যাত, রাজচক্রবর্তী যথাতি যে এতাদৃশ ত্রাসিত হয়েছেন, কারণটাই কি? (প্রকাশে) মহারাজ! ব্যাপারটা কি, বলুন দেখি?

রাজা। কি আর বলবো ভাই! এবার সর্বনাশ উপস্থিত; এত দিনের পর রাণী আমার প্রেয়সী শর্মিষ্ঠার বিষয় সকলই অবগত হয়েছেন।

বিদু। বলেন কি মহারাজ? তা এ যে অনিষ্ট ঘটনা, তার কোন সন্দেহ নাই; ভাল, রাজয়হিবী কি প্রকারে এ সকল বিষয় জানতে পালোয়ন?

রাজা। সখে, সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? বিধাতা বিমুখ হলে, লোকের আর হুঃখের পরিসীমা থাকে না। মহিবী অল্প সায়ংকালে অনেক বয়স্কপূর্বক তাঁর পরিচারিকাদের উদ্ভানে ভ্রমণ করতে আমাকে আহ্বান করেছিলেন; আমিও তাতে অস্বীকার হতে পালোয়ন না। সুতরাং আমরা উভয়ে তথায় ভ্রমণ করতে করতে প্রেয়সী শর্মিষ্ঠার গৃহের

নিকটবর্তী হলেম। ভাই হে, তৎকালে আমার অন্তঃকরণ যে কি প্রকার উদ্ভিন্ন হলো, তা বলা ছকর।

বিদু। বয়স্তু! তার পর?

রাজা। আমাকে দেখে প্রিয়তমা প্রেয়সী শর্মিষ্ঠার তিনটি পুত্র তাদের বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ করে প্রফুল্লবদনে উর্জ্ব্বাসে আমার নিকটে এলো এবং রাজমহিষীকে আমার সহিত দেখে চিত্রাৰ্ণিতের ছায় স্তব্ধ হয়ে দণ্ডায়মান রইলো।

বিদু। কি ছর্ষিপাক! তার পর?

রাজা। রাজ্ঞী তাদের স্তব্ধ দেখে যুহুস্বরে বললেন, হে বৎসগণ, তোমরা কিছুমাত্র শঙ্কা করো না। এই কথা শুনে সর্বকনিষ্ঠ পুরু সক্রোধে স্বীয় কোমল বাহু আফালন করে বল্লেন, আমরা কাকেও শঙ্কা করি না, তুমি কে? তুমি যে আমাদের পিতার হাত ধরেছ? তুমি ত আমাদের জননী নও,—তিনি হলে আমাদের কত আদর কতেন।

বিদু। কি সর্বনাশ! বয়স্তু, তার পর কি হলো?

রাজা। সে কথার আর বলবো কি? তৎকালে আমার মস্তক কুলালচক্রের ছায় একবারে ঘূর্ণায়মান হতে লাগলো, আর মনে মনে চিন্তা কল্যেয়ম, যদি এ সময়ে জগন্মাতা বসুন্ধরা দ্বিধা হন, তা হলে আমি তৎক্ষণাৎ তাঁতে প্রবেশ করি! (দীর্ঘনিশ্বাস।)

বিদু। বয়স্তু! আপনি যে একেবারে নিস্তব্ধ হলেন!

রাজা। আর ভাই! করি কি বল! রাজমহিষী তৎকালে আমাকে আর প্রিয়তমা শর্মিষ্ঠাকে যে কত অপমান, কত ভৎসনা করলেন, তার আর সীমা নাই। অধিক কি বলবো, যতপি তেমন কটুবাক্য স্বয়ং বাণ্দেরীর মুখ হতে বহির্গত হতো, তা হলে আমি তাও সহ্য করতেন না, কিন্তু কি করি? রাজমহিষী ঋষিকণ্ঠা, বিশেষতঃ প্রিয়া শর্মিষ্ঠার সহিত তাঁর চিরবাদ। (দীর্ঘনিশ্বাস।)

বিদু। বয়স্তু! সে যথার্থ বটে; কিন্তু আপনি এ বিষয়ে অধিক চিন্তাকুল হবেন না। রাজমহিষীর কোপাগ্নি শীঘ্রই নির্বাপন হবে। দেখুন, আকাশ-মণ্ডল কিছু চিরকাল মেঘাচ্ছন্ন থাকে না, প্রবল ঋটিকা কিছু চিরকাল বয় না।

রাজা। সখে, তুমি মহিষীর প্রকৃতি প্রকৃতরূপে অবগত নও। তিনি অত্যন্ত অভিমানী।

বিদু। বয়স্তু! যে স্ত্রী পতিপ্রাণা, সে কি কখন আপনার প্রিয়তমকে কাতর দেখতে পারে?

রাজা। সখে, তুমি কি বিবেচনা কর, যে আমি রাজমহিবীর নিমিত্তেই এতাদৃশ ত্রাসিত হয়েছি? যুগীর ভয়ে কি যুগরাজ ভীত হয়? যে কোমল বাহু পুষ্প-শরাসনে গুণযোজনায় ক্লাস্ত হয়, এতাদৃশ বাহুকে কি কেউ ভয় করে?

বিদু। তবে আপনার এতাদৃশ চিন্তাকুল হবার কারণ কি?

রাজা। সখে, যত্বপি রাণী এ সকল বৃত্তান্ত তাঁর পিতা মহর্ষি শ্রুতচার্য্যাকে অবগত করান, তবে সেই মহাতেজাঃ তপস্বীর কোপাগ্নি হতে আমাকে কে উদ্ধার করবে? যে হতাশন প্রজ্বলিত হলে স্বয়ং ব্রহ্মাও কম্পায়মান হন, সে হতাশন হতে আমি দুর্বল মানব কি প্রকারে পরিত্রাণ পাবো? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! হায়! শর্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করে আমি কি কুর্কর্মই করেছি! (চিন্তা করিয়া) হা রে পাষণ্ড নির্বোধ অন্তঃকরণ! তুই সে নিরুপমা নারীকে কেমন করে নিন্দা করিস, যার সহিত তুই মর্ত্যে স্বর্গভোগ করেছিস? হা নির্ভূর! তুই যে এ পাপের যথোচিত দণ্ড পাবি, তার আর কোন সন্দেহ নাই! আহা, প্রেয়সি! যে ব্যক্তি তোমার নিমিত্তে প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করতে উত্তত, সেই কি তোমার হৃৎখের মূল হলো! হা চারুহাসিনি! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল! হা প্রিয়ে! হা আমার জ্ঞৎসরোবরের পদ্মিনি!

বিদু। বয়স্তু! এ বৃথা খেদোক্তি করেন কেন? চলুন, আমরা উভয়ে মহিবীর মন্দিরে যাই, তিনি অত্যন্ত দয়াশীলা, আর পতিপরায়ণা, তিনি আপনাকে এতাদৃশ কাতর দেখলে অবশ্যই ক্রোধ সঙ্ঘরণ করবেন।

রাজা। সখে, তুমি কি বিবেচনা কচ্যো, যে মহিবী এ পর্য্যন্ত এ নগরীতে আছেন?

বিদু। (সসঙ্কমে) সে কি মহারাজ? তবে রাজমহিবী কোথায়?

রাজা। ভাই, তিনি সখী পূর্ণিকাকে সঙ্গে লয়ে যে কোথায় গিয়েছেন, তা কেউ বলতে পারে না।

বিদু। (ত্রস্ত হইয়া) মহারাজ! এ কি সর্বনাশের কথা! যত্বপি রাজ্ঞী ক্রোধাবেশে দৈত্যদেশেই প্রবেশ করেন, তবেই ত সকল গেল! আপনি এ বিষয়ের কি উপায় করেছেন?

রাজা। আর কি করবো? আমি জ্ঞানশূন্য ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি, ভাই!

বিদু। কি সর্বনাশ! মহারাজ, আর কি বিলম্ব করা উচিত। চলুন, চলুন, অতি স্বল্প পবনবেগশালী অশ্বারূঢ়গণকে মহিবীর অধেষণে পাঠান যাকগে। কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ!

[ উভয়ের প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরীনিরীকটস্থ বমুনা নদীতীরে অভিধিশালা।

( শুক্রাচার্য্য ও কপিলের প্রবেশ। )

শুক্র। আহা, কি রম্য স্থান! ভো কপিল! ঐ পরিদৃশ্যমানা নগরী কি মহাত্মা, মহাতেজাঃ, পরসুপ চন্দ্রবংশীয় রাজচক্রবর্ত্তীগণের রাজধানী? কপি। আজ্ঞা হাঁ।

শুক্র। আহা, কি মনোহর নগরী! বোধ হয়, যেন বিশ্বকর্মা ঐ সকল অট্টালিকা, পরিখাচয় আর তোরণ প্রভৃতি নানাবিধ সুদৃশ্য শ্রীতিকর বস্ত্র, কুবেরপুরী অলকা আর ইন্দ্রপুরী অমরাবতীকে লঙ্কা দিবার নিমিত্তেই পৃথিবীতে নির্মাণ করেছেন।

কপি। ভগবন্, ঐ প্রতিষ্ঠানপুরী, বাহুবলেন্দ্র রাজচক্রবর্ত্তী নহবপুত্র যযাতির উপযুক্তই রাজধানী, কারণ, তাঁর তুল্য বেদবেদাঙ্গপারগ, পরমধার্মিক, বীরশ্রেষ্ঠ রাজা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। তিনি মনুজেন্দ্র সকলের মধ্যে দেবেন্দ্রের স্থায় স্থিতি করেন।

শুক্র। আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা দেবযানীকে এতাদৃশ সুপাত্রে প্রদান করা উত্তম কর্ম্মই হয়েছে।

কপি। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি?

শুক্র। বৎস, বহুদিবসাবধি আমার পরম স্নেহপাত্রী দেবযানীর চন্দ্রানন দর্শন করি নাই এবং তার যে সন্তানহয় জন্মেছে, তাদেরও দেখতে অভ্যস্ত ইচ্ছা হয়। সেই জন্মেই ত আমি এদেশে আগমন করেছি; কিন্তু অস্ত্র ভগবান্ আদিত্য প্রায় অস্তাচলে গমন কল্যেন; অতএব এ মুখ্য কালবেলার সময়; তা এই ক্ষণে রাজধানী প্রবেশ করা কোন

ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। হে বৎস, অতঃ এই নিকটবর্তী অভিখিশালার  
বিজ্ঞামের আয়োজন কর।

কপি। প্রভু, যথা ইচ্ছা।

শুক্র। বৎস! তুমি এ দেশের সমুদয় বিশেষরূপে অবগত আছ, কেন  
না, দেবযানীর পাণিগ্রহণকালে তুমিই রাজা যযাতিকে আহ্বানার্থে  
আগমন করেছিলে; অতএব তুমি কিঞ্চিৎ খাড়া ত্রব্যাদি আহরণ কর।  
দেখ, এক্ষণে ভগবান্ মার্শ্বও অস্তাচলচূড়াবলস্বী হলেন, আমি সায়ংকালের  
সঙ্ঘ্যাবন্দনাদি সমাপন করি।

কপি। ভগবন্! আপনার যেমন অভিরুচি।

[ কপিলের প্রস্থান।

শুক্র। ( স্বগত ) যে পর্য্যন্ত কপিল প্রত্যাগমন না করে, তদবধি  
আমি এই বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হয়ে দেবদেব-মহাদেবকে স্মরণ করি।  
( বৃক্ষমূলে উপবেশন। )

( দেবযানী এবং পূর্ণিকার ছদ্মবেশে প্রবেশ। )

পূর্ণি। ( দেবযানীর প্রতি ) মহিষি! আপনার মুখে যে আর কথাটি  
নাই।

দেব। সখি, এ নির্জন স্থান দেখে আমার অত্যন্ত ভয় হচে। আমরা  
যে কি প্রকারে সেই দূরতর দৈত্যদেশে যাব, আর পশ্চিমধ্যে যে  
আমাদিগকে কে রক্ষা করবে, তা ভাবলে আমার বক্ষঃস্থল সুখ্য়ে উঠে।

পূর্ণি। মহিষি! এ আমারও মনের কথা, কেবল আপনার ভয়ে এ  
পর্য্যন্ত প্রকাশ করতে পারি নাই। আমার বিবেচনায়, আমাদের  
রাজাস্তঃপুরে ফিরে যাওয়াই উচিত।

দেব। ( সক্রোধে ) তোমার যদি এমনই ইচ্ছা থাকে, তবে যাও না  
কেন? কে তোমাকে বারণ কচে?

পূর্ণি। দেবি, ক্ষমা করুন, আমার অপরাধ হয়েছে। আমি আপনার  
নিভাস্ত অলুগত, আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেখানেই ছায়ার স্থায়  
আপনার পশ্চাদগামিনী হব।

দেব। সখি, তুমি কি আমাকে ঐ পাপ নগরীতে ফিরে যেতে এখনও  
পরামর্শ দাও? এমন নরাধম, পাবণ, পাপী, কৃত্য পুরুষের মুখ কি আমার

আর দেখা উচিত ? সে ছুরাচার তার প্রেয়সী শম্মিষ্ঠাকে লয়ে সুখে রাজ্য-ভোগ করুক, সে শম্মিষ্ঠাকে রাজমহিবীপদে অভিষিক্ত করে তাকে লয়ে পরমসুখে কালযাপন করুক ! তার সঙ্গে আমার আর কি সম্পর্ক ? তবে আমার দুইটি শিশু সন্তান আছে, তাদের আমি আমার পিত্রাত্মমে শীত্র আনাবো। তারা দরিদ্র ব্রাহ্মণের দৌহিত্র, তাদের রাজ্যভোগে প্রয়োজন কি ? শম্মিষ্ঠার পুত্রেরা রাজ্যভোগে পরমানন্দে কালান্তিপাত করুক। আহা ! আমার কি কুলগ্নেই সেই ছুরাচার, হুঃশীল, দুঃষ্ট পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল ! আমার অকৃত্রিম প্রণয়ের কি এই প্রতিফল ? যাকে সুশীতল চন্দনবৃক্ষ ভেবে আশ্রয় কল্যেম, সে ভাগ্যক্রমে ছর্বিবপাক বিষবৃক্ষ হয়ে উঠলো ! হায় ! হায় ! আমার এমন ছর্ষ্মতি কেন উপস্থিত হয়েছিল ! আমি আপন হস্তে খড়া তুলে আপনার মস্তকচ্ছেদ করেছি ! আহা, যাকে রত্ন ভেবে অভিযন্তে বক্ষঃস্থলে ধারণ কল্যেম, সেই আবার কালক্রমে প্রজ্বলিত অনল হয়ে বক্ষঃস্থল দহন কল্যে ! (রোদন) হায় রে বিধি ! তোর কি এই উচিত ? আমি এ ছুরাচারের প্রতি অমুরক্ত হয়ে কি ছর্ষ্মই করেছি। এমন পতি থাকে না থাকে দুই তুল্য ; তা যেমন কর্ম, তেমনই ফল পেলেম।

পূর্ণি। রাজি ! আপনি একে ত মহর্ষিকণা, তাতে আবার রাজগৃহিণী, আপনি এইটি বিবেচনা করুন দেখি, আপনার কি এমন অমঙ্গল কথা সধবা হয়ে মুখেও আনা উচিত।——( অর্কোক্তি। )

দেব। সখি, আমাকে তুমি সধবা বল কেন ? আমার কি স্বামী আছে ? আমি আমার স্বামীকে শম্মিষ্ঠারূপ কালভূজঙ্গিনীর কোলে সমর্পণ করে এসেছি ! হা বিধাতঃ !——( মূর্ছাপ্রাপ্তি। )

পূর্ণি। এ কি ! এ কি ! রাজমহিবী যে অচৈতন্য হলেন ? ওগো এখানে কে আছে, শীত্র একটু জল আন ত ! শীত্র ! শীত্র ! হায় ! হায় ! হায় ! আমি কি করবো ! এ অপরিচিত স্থান ! বোধ হয়, এখানে কেউ নাই। আমিই বা রাজমহিবীকে এমন স্থানে এ অবস্থায় একলা রেখে যমুনায় কেমন করে জল আনতে যাই ? কি হলো ! কি হলো ! হা রে বিধাতা ! তোর মনে কি এই ছিল ? ধীর ইঞ্জিতে শত শত দাস দাসী করযোড়ে দণ্ডায়মান হতো, তিনি এখন ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছেন, তবুও এমন একটি লোক নাই, যে তাঁর নিকটে একটু থাকে ! আহা, এ দুঃখ কি প্রাণে সয় ? ( রোদন। )

শুক্ৰ । ( গাত্ৰোখান ও অগ্ৰসর হইয়া ) কার যেন রোদনধ্বনি  
 ঞ্চতিগোচর হচে না ?—(নিকটে আসিয়া পুণিকার প্রতি) কল্যাণি ! তুমি  
 কে ? আর কি জন্তেই বা এতাদৃশী কাতরা হয়ে এ নির্জন স্থানে রোদন  
 কচ্যো ? আর এই যে নারী ভূতলে পতিতা আছেন, ইনিই বা তোমার কে ?  
 পুণি । মহাশয়, এ পরিচয়ের সময় নয় । আপনি অল্পগ্রহ করে  
 কিঞ্চিৎ কাল এখানে অবস্থিতি করুন, আমি ঐ যমুনা হতে জল আনি ।

[ প্রস্থান ।

শুক্ৰ । ( স্বগত ) এও ত এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে । এ জীলোকেরা  
 মায়াবিনী রাক্ষসী—কি যথার্থই মানবী, তাও ত কিছু নির্ণয় কতে পারি না ।  
 দেব । ( কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া ) হা দুরাচার পাষণ্ড ! হা নরাধম !  
 তুই কৃত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণকন্যাকে পেয়েছিলি, তথাপি তোর কিছুমাত্র জ্ঞান  
 হয় নাই ।

শুক্ৰ । ( স্বগত ) কি চমৎকার ! বোধ করি, এ জীলোকটি কোন  
 পুরুষকে ভৎসনা করিতেছে ।

দেব । যাও যাও ! তুমি অতি নির্লজ্জ, লম্পট পুরুষ, তুমি আমাকে  
 স্পর্শ করো না ; আমি কি শর্মিষ্ঠা ? চণ্ডালে চণ্ডালে মিলন হওয়া উচিত  
 বটে । আমি তোমার কে ? যদুশ্বরী কোকিলা আর কর্কশকণ্ঠ কাক কি  
 একত্রে বসতি করতে পারে ? শৃগালের সহিত কি সিংহীর কখন মিত্রতা  
 হয় ? তুমি রাজচক্রবর্তী হুঁসিই বা, তোমাতে আমাতে যে কত দূর  
 বিভিন্নতা, তা কি তুমি কিছুই জান না ? আমি দেব-দৈত্য-পূজিত মহর্ষি  
 শুক্রাচার্য্যের কন্যা—( পুনর্মুচ্ছাপ্রাপ্তি । )

শুক্ৰ । ( স্বগত ) এ কি ! আমি কি নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখতেছি ?  
 শিব ! শিব ! আর যে নিজায় আবৃত আছি, তাই বা কি প্রকারে বলি ?  
 ঐ যে যমুনা কল্লোলিনীর স্রোতঃকলরব আমার ঞ্চতিকুহরে প্রবেশ কচে ।  
 এই যে নবপল্লবগণ মন্দমন্দ স্নগন্ধ গন্ধবহের সহিত কেলি করিতেছে ।  
 তবে আমি এ কি কথা শুনলেন ? ভাল, দেখা যাক দেখি ! এ নারীটি  
 কে ? ( অবগুষ্ঠন খুলিয়া । ) আহা ! এ যে প্রাণাধিকা বৎসা দেবযানী !  
 যে অষ্টাদশ বর্ষাগ্রে শশিকলা ছিল, সে কালক্রমে পূর্ণচন্দ্রের শোভা প্রাপ্তা  
 হয়েছে । তা এ দশায় এ স্থলে কি জন্তে ? আমি যে কিছুই স্থির কতে  
 পাচ্চি না, আমি যে জ্ঞানশূন্য—( অর্ধোক্তি । )

## ( পূর্ণিকার পুনঃপ্রবেশ । )

পূর্ণি । মহাশয়, সরুন সরুন, আমি জল এনেছি । ( মুখে জল প্রদান । )

দেব । ( সচেতন হইয়া ) সখি পূর্ণিকে ! রাত্রি কি প্রভাত হইয়েছে ?  
প্রাণেশ্বর কি গাত্রোখান করে বহির্গমন করেছেন ? ( চতুর্দিক্ অবলোকন  
করিয়া ) অয়ি পূর্ণিকে ! এ কোন্ স্থান ?

পূর্ণি । প্রিয়সখি ! প্রথমে গাত্রোখান করুন, পরে সকল বৃত্তান্ত  
বলা যাবে ।

দেব । ( গাত্রোখান ও শুক্রাচার্য্যকে অবলোকন করিয়া জনাস্তিকে )  
অয়ি পূর্ণিকে ! এ মহাত্মা মহাতেজাঃ ঋষিতুল্য ব্যক্তিটি কে ?

শুক্র । বৎসে ! আমাকে কি বিস্মৃত হইয়েছো ?

দেব । ভগবন্ ! আপনি কি আজ্ঞা কচোন ?

শুক্র । বৎসে ! বলি, আমাকে কি বিস্মৃত হইয়েছো ?

দেব । ( পুনরবলোকন করিয়া ) আর্ধ্য ! আপনি—হা পিতঃ !  
হা পিতঃ ! ( পদতলে পতন ও জ্ঞানুগ্রহণ । ) পিতঃ, বিধাতাই দয়া  
করে এ সময়ে আপনাকে এখানে এনেছেন ! ( রোদন । )

শুক্র । কেন কেন ? কি হইয়েছে ? আমি যে এর মর্ষ কিছুই  
বুঝতে পাচি না । তোমার কুশল সংবাদ বল ( উত্থাপন ও শিরশ্চূষন ) ।

দেব । হে পিতঃ, আপনি আমাকে এ দুঃখানল হতে ত্রাণ করুন  
( রোদন ) ।

শুক্র । বৎসে ! ব্যাপারটা কি, বল দেখি ? তুমি এত চঞ্চল হইয়েছো  
কেন ? এত যে ব্যস্ত সমস্ত হইয়ে তোমাকে দেখতে এলেম, তা তোমার  
সহিত এ স্থলে সাক্ষাৎ হওয়াতে আমার হরিষে বিবাদ উপস্থিত হলো,  
তুমি রাজগৃহিণী, তাতে আবার কুলবধ, তোমার কি রাজাস্তঃপুরের  
বহির্গামিনী হওয়া উচিত ? তুমি এ স্থানে, এ অবস্থায় কি নিমিত্তে ?

দেব । হে পিতঃ, আপনার এ হতভাগিনী দুহিতার আর কি কুল  
মান আছে ? ( রোদন । )

শুক্র । সে কি ? তুমি কি উন্মত্তা হইয়েছো ? ( স্বগত ) হা হতোহস্মি !  
এ কি দুর্দৈব ! ( প্রকাশে ) বৎসে, মহারাজ ত কুশলে আছেন ?

দেব । ভগবন্, আপনি দেবদানবপুঞ্জিত মহর্ষি । আপনি সে  
নরাধমের নাম ওষ্ঠাগ্রেও আনবেন না ।



শুক্ৰ। ( সক্রোধে ) রে ছুটে পাপীয়সি ! তুই আমার সম্মুখে পতিনিন্দা করিস ?

দেব। ( পদতলে পতন ও জামুগ্রহণ ) হে পিতঃ ! আপনি আমাকে দুৰ্জয় কোপায়িতে দক্ষ করুন, সেও বরঞ্চ ভাল ; হে মাতঃ বসুন্ধরে ! তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে অন্তরে একটু স্থান দাও, আমি আর এ প্রাণ রাখব না।

শুক্ৰ। ( বিষন্নবদনে ) এ কি বিষম বিভ্রাট ! বৃত্তান্তটাই কি, বল না কেন ?

দেব। ( নিরুত্তরে রোদন )।

শুক্ৰ। অগ্নি পূর্ণিকে ! ভাল, তুমিই বল দেখি, কি হয়েছে ?

পূর্ণি। ভগবন্ ! আমি আর কি বলবো !

দেব। ( গাত্রোখান করিয়া ) পিতঃ ! আমার দুঃখের কথা আর কি বলবো ? আপনি যাকে পুরুষোত্তম বিবেচনা করে আমাকে প্রদান করেছিলেন, সে ব্যক্তি চণ্ডালাপেক্ষাও অধম।

শুক্ৰ। কি সৰ্বনাশ ! এ কি কথা ?

দেব। তাত ! সে ছুস্চারিণী দৈত্যকন্যা শশ্মিতাকে গাঙ্কৰ্ব্ব বিধানে পরিণয় করে আমার যথেষ্ট অবমাননা করেছে।

শুক্ৰ। আঃ ! এরই নিমিত্তে এত ? তাই কেন এতক্ষণ বল নাই ? বৎসে, গাঙ্কৰ্ব্ব বিবাহ করা যে ক্ষত্রিয়কুলের কুলরীতি, তা কি তুমি জান না ?

দেব। তবে কি আপনার ছুহিতা চিরকাল সপত্নী-যজ্ঞণা ভোগ করবে ?

শুক্ৰ। ক্ষত্রিয় রাজার সহিত যখন তোমার পরিণয় হয়েছিল, তখন আমি জানি, যে এরূপ ঘটনা হবে, তা পূর্বেই এ বিষয়ের বিবেচনা উচিত ছিল !

দেব। পিতঃ, আপনার চরণে ধরি, সে নরাধমকে অভিশাপ দ্বারা উচিত শাস্তি প্রদান করুন ( পদতলে পতন ও জামুগ্রহণ )।

শুক্ৰ। ( কর্ণে হস্ত দিয়া ) নারায়ণ ! নারায়ণ ! বৎসে ! আমি এ কৰ্ম কি প্রকারে করি ? রাজা যযাতি পরম ধৰ্ম্মশীল ও পরম দয়ালু পুরুষ।

দেব। তাত ! তবে আমাকে আশ্ৰা ককুন, আমি যমুনাশিলে প্রাণত্যাগ করি।

শুক্ৰ। ( স্বগত ) এও তো সামান্য বিপত্তি নয় ! এখন করি কি ? ( প্রকাশে ) তবে তোমার কি এই ইচ্ছা, যে আমি তোমার স্বামীকে অভিশম্পাতে ভস্ম করি ?

দেব। না না, তাত ! তা নয়, আপনি সে ছুরাচারকে জরাগ্রস্ত করুন, যেন সে আর কোন কামিনীর মনোহরণ করতে না পারে ।

শুক্ৰ। ( চিন্তা করিয়া ) ভাল ! তবে তুমি গাত্ৰোত্থান করে গৃহে পুনর্গমন কর, তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হবে ।

দেব। ( গাত্ৰোত্থান করিয়া ) পিতঃ, আমি ত আর সে ছুরাচারের গৃহে প্রবেশ করবো না ।

শুক্ৰ। ( দ্বিষৎ কোপে ) তবে তোমার মনস্কামনাও সিদ্ধি হবে না ।

দেব। তাত ! আপনার আজ্ঞা আমাকে প্রতিপালন কত্যেই হবে ; কিন্তু আমার প্রার্থনাটি যেন সুসিদ্ধি হয় ;—সখি পূর্ণিকে, তবে চল যাই ।

[ দেবযানী ও পূর্ণিকার প্রস্থান ।

শুক্ৰ। ( স্বগত ) অপত্যশ্নেহের কি অদ্বৃত শক্তি !—আবার তাও বলি, বিধাতার নিৰ্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করতে পারে ? যযাতির জন্মান্তরে কিঞ্চিং পাপসঞ্চার ছিল, নতুবা কেনই বা তার এ অনিষ্ট ঘটনা ঘটবে ? তা যাই, একটু নিভৃত স্থানে বসে বিবেচনা করি, এইক্ষণে কিরূপ কর্তব্য ।

[ প্রস্থান ।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—শম্ভিষ্ঠার গৃহসম্মুখস্থ উদ্যান ।

শম্ভিষ্ঠা ও দেবিকার প্রবেশ ।

দেবি। রাজনন্দিনি, আর বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে ?—আমি একটা আশ্চর্য্য দেখছি, যে কালে সকলই পরিবর্ত হয়, কিন্তু দেবযানীর স্বভাব চিরকাল সমান রৈল । এমন অসচ্চরিত্রা জী কি আর ছুটি আছে ?

শম্ভি। সখি, তুমি কেন দেবযানীকে নিন্দা কর ? তার এ বিষয়ে অপরাধ কি ? যত্বপি আমি কোন মহামূল্য রত্নকে পরম যত্ন করি, আর যদি সে রত্নকে কেউ অপহরণ করে, তবে অপহর্তাকে কি আমি তিরস্কার করি না ?

দেবি । তা করবে না কেন ?

শর্মি । তবে সখি, দেবযানীকে কি তোমার ভৎসনা করা উচিত ? পতিপরায়ণা স্ত্রীর পতি অপেক্ষা আর প্রিয়তম অমূল্য রত্ন কি আছে বল দেখি ? ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) সখি, দেবযানী আমার অপমান করেছে বলে যে আমি রোদন করি, তা তুমি ভেবো না । দেখ সখি, আমার কি ছরদৃষ্ট ! কি ছিলেম, কি হলেম ! আবার যে কি কপালে আছে, তাই বা কে বলতে পারে ? এই সকল ভাবনায় আমি একেবারে জীবন্ত হয়ে রয়েছি ! ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) প্রাণেশ্বরের সে চন্দ্রানন দর্শন না কল্যে আমি আর প্রাণধারণ কিরূপে করবো ? সখি, যেমন মৃগী তৃণায় নিতান্ত পীড়িতা হয়ে, স্তনীতল জলাভাবে ব্যাকুলা হয়, প্রাণনাথ বিরহে আমার প্রাণও সেইরূপ হয়েছে ! ( অধোবদনে রোদন ) ।

দেবি । রাজনন্দিনি, তুমি এত ব্যাকুল হইও না ; মহারাজ অতি দয়ালু তোমার নিকটে আসবেন ।

শর্মি । আর সখি ! তুমিও যেমন, মিথ্যা প্রবোধ কি আর মন মানে ? ( রোদন ) ।

দেবি । প্রিয়সখি, তোমার কি কিছু মাত্র ধৈর্য্য নাই ? দেখ দেখি, কুমুদিনী দিবাভাগে তার প্রাণনাথ নিশানাথের বিরহ সহ্য করে ; চক্রবাকীও তার প্রাণেশ্বর বিহনে একাকিনী সমস্ত যামিনী ধাপন করে ; তা তুমি কি আর, সখি, পতিবিচ্ছেদ ক্ষণমাত্র সহ্য করতে পার না ?

শর্মি । প্রিয়সখি, তুমি কি জান না, যে আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণ শশধর চিরকালের নিমিত্তে অস্তে গিয়েছেন । হায় ! হায় ! আমার বিরহরজনী কি আর প্রভাত হবে ? ( রোদন ) ।

দেবি । প্রিয়সখি, শাস্ত হও, তোমার এরূপ দশা দেখে তোমার শিশু সন্তানগুলিও নিতান্ত ব্যাকুল হয়েছে, আর তোমার জন্মে উঠেঃষরে সর্বদা রোদন কচ্যে ।

শর্মি । হা বিধাতঃ, ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) আমার কপালে কি এই ছিল ? সখি, তুমি বরঞ্চ গৃহে যাও, আমার শিশুগুলিকে সাহায্য করগে, আমি এই নির্জন কাননে আরও একটু থেকে যাব ।

দেবি । প্রিয়সখি, এ নির্জন স্থানে একাকিনী ভ্রমণ করায় প্রয়োজন কি ?

শশ্বি । সখি, তুমি কি জান না, যখন কুরঙ্গিনী বাণাঘাতে ব্যথিতা হয়, তখন কি সে আর অজ্ঞান হরিণীগণের সহিত আমোদ প্রমোদে কালযাপন করে থাকে ? বরঞ্চ নির্জন বনে প্রবেশ করে একাকিনী ব্যাকুলচিত্তে ক্রন্দন করে, এবং সর্বব্যাপী অন্তর্ধামী ভগবান্ ব্যতিরেকে তার অশ্রুজল আর কেহই দেখতে পান না । সখি, প্রাণেশ্বরের বিরহবাণে আমারও হৃদয় সেইরূপ ব্যথিত হয়েছে, আমার কি আর বিষয়াস্তরে মন আছে ?

( নেপথ্যে ) অগ্নি দেবিকে, রাজনন্দিনী কোথায় গেলেন লা ? এমন হ্রস্ব ছেলেদের শাস্ত করা কি আমাদের সাধ্য ?

শশ্বি । সখি, ঐ শুন, তুমি শীঘ্র যাও ।

দেবি । প্রিয়সখি, এ অবস্থায় তোমাকে একাকিনী রেখে, আমি কেমন করেই বা যাই ; কিন্তু কি করি, না গেলেও ত নয় ।

[ প্রস্থান ।

শশ্বি । ( স্বগত ) হে প্রাণেশ্বর, তোমার বিরহে আমার এ দক্ষ-হৃদয় যে কিরূপ চঞ্চল হয়েছে, তা আর কাকে বলবো । ( দীর্ঘনিশ্বাস ) হে প্রাণনাথ, তুমি কি এ অনাথাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করলে ? হে জীবিতনাথ, তোমাকে সকলে দয়াসিদ্ধ বলে, কিন্তু এ হতভাগিনীর কপালগুণে কি তোমার সে নামে কলঙ্ক হলো ? হে রাজন্, তুমি দরিদ্রকে অমূল্য রত্ন প্রদান করে, আবার তা অপহরণ করলে ? অন্ধকার রাত্রে অতি পথশ্রান্ত পথিককে আলোক দর্শন করিয়ে, তাকে ঘোরতর গহন কাননে এনে, দীপ নির্বাণ করলে ! ( বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া ) হা ভগবন্ অশোকবৃক্ষ, তুমি কত শত কান্ত বিহঙ্গমচয়কে আশ্রয় দাও, কত জন্তুগণ তপনতাপে তাপিত হয়ে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলে, সুশীতল ছায়াছারা তাদের ক্লান্তি দূর কর ; তুমি পরম পরোপকারী ; অতএব তুমিই ধন্য ! হে তরুবর, যেমন পিতা কন্যাকে বরপাত্র প্রদান করে, তুমিও আমাকে প্রাণেশ্বরের হস্তে তরুণ প্রদান করেছে, কেন না, তোমার এই সুস্নিগ্ধ ছায়ায় তিনি এ হতভাগিনীর পাণিগ্রহণ করেন । হে তাত, এক্ষণে এ অনাথা হতভাগিনীকে আশ্রয় দাও । ( রোদন ) আহা ! এই বৃক্ষতলে প্রাণনাথের সহিত যে কত সুখভোগ করেছি, তা বলতে পারি না । ( আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ) হায় ! সে সকল দিন এখন কোথায় গেল ! হে প্রভো নিশানাথ, হে নক্ষত্রমণ্ডল, হে মন্দ মলয়সমীরণ, তোমাদের সম্মুখে আমি পূর্বে যে সকল সুখানুভব করেছি,

তা কি আমার জন্মের মত শেব হলো ? ( চিন্তা করিয়া ) কি আশ্চর্য্য ।  
গত সুখের কথা স্মরণ হলে দ্বিগুণ দুঃখবৃদ্ধি হয় বৈ নয় ।

গীত ।

বিষোটা—তাল মধ্যমান ।

এই তো সে কুসুম-কানন গো,  
পাইয়েছিলেম যথা পুরুষরতন ।  
সেই পূর্ণ শশধরে, সেইরূপ শোভা ধরে,  
সেই মত পিকবরে, স্বরে হরে মন ।  
সেই এই ফুলবনে, মলয়ার সমীরণে,  
সুখোদয় যার সনে, কোথা সেই জন ?  
প্রাণনাথে নাহি হেরি, নয়নে বরিষে বারি,  
এত দুঃখে আর নারি ধরিতে জীবন ॥

আমরা এই স্থানে গানবাঞ্চে যে কত সুখলাভ করেছি, তার পরিসীমা  
নাই, কিন্তু এক্ষণে সে সুখানুভব কোথায় গেল ? আহা ! কি চমৎকার  
ব্যাপার ! সেই দেশ, সেই কাল, সেই আমি, কেবল প্রাণেশ্বর ব্যতিরেকে  
আমার সকলই অসুখ । বীণার তার ছিন্ন হলে তার যেমন দশা ঘটে,  
জীবিতেশ্বর বিহনে আমার অন্তঃকরণও অবিকল সেইরূপ হয়েছে । আর  
না হবেই বা কেন ? জলধরের প্রসাদ-অভাবে কি তরঙ্গিণী কলকলরবে  
প্রবাহিতা হয় ? হে প্রাণনাথ, তুমি কি এ অনাথা অধীনীকে একেবারে  
বিশ্মৃত হলে ? যে যুধত্রষ্টা কুরঙ্গিণী মহৎ গিরিবরের আশ্রয় পেয়ে কিঞ্চিৎ  
সুখী হয়েছিল, ভাগ্যক্রমে গিরিরাজ কি তাকে আশ্রয় দিতে একান্ত  
পরানুধ হলেন ! ( অধোবদনে উপবেশন । )

রাজার একান্তে প্রবেশ ।

রাজা । ( স্বগত ) আহা ! নিশাকরের নির্মল কিরণে এ উপবনের  
কি অপরূপ শোভা হয়েছে ।

যেমন কোন পরমসুন্দরী নবযৌবনা কামিনী বিমল দর্পণে আপনার  
অল্পম লাষণ্য দর্শন করে পুলকিত হয়, অস্ত সেইরূপ প্রকৃতিও ঐ স্বচ্ছ  
সরোবরসলিলে নিজ শোভা প্রতিবিম্বিত দেখে প্রকুল্লিত হয়েছে ।

নানাশঙ্কপূর্ণা ধরনী এ সময়ে যেন তপোমগ্না তপস্বিনীর স্তায় মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। শত শত খজোতিকাগণ উজ্জল রত্নরাজীর স্তায় দেদীপ্যমান হয়ে পল্লব হতে পল্লবাস্তরে শোভিত হচে। হে বিধাতঃ, তোমার এই বিপুল সৃষ্টিতে মনুষ্যজাতি ভিন্ন আর সকলেই সুখী। ( চিন্তা করিয়া গমন। ) মহিবীর অশেষণে নানা দিকে রথী আর অস্বারূঢ়গণকে ত প্রেরণ করা গিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই ! তা বৃথা ভেবেই বা আর কি ফল ? বিধাতার মনে যা আছে, তাই হবে। কিন্তু আমি প্রাণেশ্বরী শর্মিষ্ঠাকে এ মুখ আর কি প্রকারে দেখাবো ? আহা ! আমার নিমিত্তে প্রেয়সী যে কত অপমান সহ করেছেন, তা মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ( পরিক্রমণ। ) ঐ বৃক্ষতলে প্রাণেশ্বরীর পাণিগ্রহণ করেছিলেম ! আহা, সে দিন কি শুভ দিনই হয়েছিল !

শর্মি। ( গাত্রোখান করিয়া ) দেবযানীর কোপে আমি বাল্যাবস্থাতেই রাজভোগে বঞ্চিতা হই, এক্ষণে সেই কারণে আবার কি প্রিয়তম প্রাণেশ্বরকেও হারালেম ! হা বিধাতঃ, তুমি আমার সুখনাশার্থেই কি দেবযানীকে সৃষ্টি করেছো ? ( দীর্ঘনিশ্বাস। )

রাজা। ( শর্মিষ্ঠাকে দেখিয়া সচকিতে ) এ কি ! এই যে আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা শর্মিষ্ঠা এখানে রয়েছেন।

শর্মি। ( রাজাকে দেখিয়া ও রাজার নিকটবর্তিনী হইয়া এবং হস্ত গ্রহণ করিয়া ) প্রাণনাথ, আমি কি নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখতেছিলেম, না কোন দৈবমায়ায় বিমুগ্ধা ছিলেম ? নাথ, আমি যে আপনার চন্দ্রবদন আর এ জন্মে দর্শন করবো, এমন কোন প্রত্যাশা ছিল না।

রাজা। কাস্তে, তোমার নিকটে আমার আসতে অতি লজ্জা বোধ হয়।

শর্মি। সে কি নাথ ?

রাজা। প্রিয়ে, আমার নিমিত্ত তুমি কি না সহ করেছো ?

শর্মি। জীবিতনাথ, হুঃখ ব্যতিরেকে কি সুখ হয় ? কঠোর তপস্তা না কল্যে ত কখন স্বর্গলাভ হয় না !

রাজা। আবার দেখ, মহিবী ক্রোধাধিত হয়ে—

শর্মি। ( অভিমান সহকারে রাজার হস্ত পরিত্যাগ করিয়া ) মহারাজ, তবে আপনি অতিশয় এ স্থান হতে গমন করুন ; কি জানি, এখানে মহিবীর আগমনেরও সম্ভাবনা আছে !

রাজা । ( শর্মিষ্ঠার হস্ত গ্রহণ করিয়া ) প্রিয়ে, তুমিও কি আমার প্রতি প্রতিকূল হলে ? আর না হবেই বা কেন ? বিধি বাম হলে সকলেই অনাদর করে ।

শর্মি । প্রাণেশ্বর, আপনি এমন কথা মুখে আনবেন না । বিধাতা আপনার প্রতি কেন বিমুখ হবেন ? আপনার আদিত্যতুল্য প্রতাপ, কুবেরতুল্য সম্পত্তি, কন্দর্পতুল্য রূপলাবণ্য—আর তায় আপনার মহিষীও দ্বিতীয় লক্ষ্মীস্বরূপা ।

রাজা । প্রিয়ে, রাজমহিষীর কথা আর উল্লেখ করো না, তিনি প্রতিষ্ঠানপুরী পরিত্যাগ করে কোন্ দেশে যে প্রস্থান করেছেন, এ পর্য্যন্ত তার কোন উদ্দেশ্যই পাওয়া যায় নাই ।

শর্মি । সে আবার কি, মহারাজ ?

রাজা । প্রিয়ে, বোধ হয়, তিনি রোষাবেশে পিত্রালয়ে গমন করে থাকবেন ।

শর্মি । এ কি সর্বনাশের কথা ! আপনি এই মুহূর্তেই রথারোহণে দৈত্যদেশে গমন করুন, আপনি কি জানেন না, যে গুরু শুক্রাচার্য্য মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ ! তাঁর এত দূর ক্ষমতা আছে, যে তিনি কোপানলে এই জিভুবনকেও ভস্ম করতে পারেন ।

রাজা । প্রিয়ে, আমি সকলই জানি, কিন্তু তোমাকে একাকিনী রেখে আমি দৈত্যদেশে ত কোন মতেই গমন কত্যা পারি না । কণী কি শিরোমণি কোথাও রেখে দেশান্তরে যায় ?

শর্মি । প্রাণনাথ, আপনি এ দাসীর নিমিত্তে অধিক চিন্তা করবেন না ; আমি বালকগুলিনকে লয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে উদর পোষণ করবো । আপনি কি গুরুকোপে এ বিপুল চন্দ্রবংশের সর্বনাশ কত্যা উদ্ভূত হয়েছেন ?

রাজা । প্রাণেশ্বর, তোমাপেক্ষা চন্দ্রবংশ কি আমার প্রিয়তর হলো ? তুমি আমার——( স্তব্ধ । )

শর্মি । এ কি ! প্রাণবল্লভ যে অকস্মাৎ নিস্তব্ধ হলেন ! কেন, কেন, কি হলো ?

রাজা । প্রিয়ে, যেমন রণভূমিতে বন্ধঃস্থলে শেলাঘাত হলে পৃথিবী একবারে অন্ধকারময় বোধ হয়, আমার সেইরূপ——( ভূতলে অচেতন হইয়া পড়ন । )

শর্মি। (ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হা প্রাণেশ্বর! হা দয়িত! হা প্রাণেশ্বর! হা রাজচক্রবর্তিন্! তুমি এ হতভাগিনীকে কি বার্থার্থই পরিত্যাগ করলে? (উচ্চৈঃস্বরে রোদন) হায়! হায়! বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল! হা রাজকুলভিলক!

(দেবিকার পুনঃপ্রবেশ।)

দেবি। প্রিয়সখি, তুমি কি নিমিত্তে——(রাজাকে অবলোকন করিয়া) হায়! হায়! হায়! এ কি সর্বনাশ! এ পূর্ণ শশধর ধূলায় লুপ্তিত কেন? হায়! হায়! এ কি সর্বনাশ!

রাজা। (কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া এবং মৃদুস্বরে) প্রেয়সি শর্মিষ্ঠে! আমাকে জন্মের মত বিদায় দাও, আমার শরীর অবসন্ন হলো, আর আমার প্রাণ কেমন কচ্যে; অত্যাধি আমার জীবন-আশা শেষ হলো।

শর্মি। (সজলনয়নে) হা প্রাণেশ্বর, এ অনাধাকে সঙ্গে কর! আমি মাতা, পিতা, বন্ধু বান্ধব সকলই পরিত্যাগ করে কেবল আপনারই স্ত্রীচরণে শরণ লয়েছি! এ নিতান্ত অসুগত অধীনীকে পরিত্যাগ করা আপনার কখনই উচিত নয়।

দেবি। প্রিয়সখি, এ সময়ে এত চঞ্চল হলে হবে না! চল, আমরা মহারাজকে এখান থেকে লয়ে যাই।

শর্মি। সখি, যাতে ভাল হয় কর, আমি জ্ঞানশূন্য হয়েছি।

[উভয়ে রাজাকে লইয়া প্রস্থান।]

(বিদুষকের প্রবেশ।)

বিদু। (কর্ণপাত করিয়া স্বগত) এ কি? রাজাস্তঃপুরে যে সহস্রা এত ক্রন্দনধ্বনি আর হাহাকার শব্দ উঠলো, এর কারণ কি? প্রিয় বয়স্কেরও অনেকক্ষণ হলো, দর্শন পাই নাই, ব্যাপারটা কি? দ্বারপালের নিকট স্তনলেম, যে মহিষী পূর্ণিকার সহিত আপন মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, তা তাঁর নিমিত্তে ত আর কোন চিন্তা নাই—তবে এ কি?

(একজন পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। হায়! হায়! কি সর্বনাশ! হা রে পোড়া বিধি! তোর মনে কি এই ছিল? হায়! হায়! কি হলো?



বিদু। (ব্যগ্রভাবে) কেন কেন ? ব্যাপারটা কি ?

পরি। তুমি কি শুন নি না কি ? হায় ! হায় ! কি সর্বনাশ !  
আমরা কোথায় যাব ? আমাদের কি হবে ? (রোদন করিতে করিতে  
বেগে প্রস্থান ।)

বিদু। (স্বগত) দূর মাগী লক্ষ্মীছাড়া ? তুই ত কেঁদেই গেলি, এতে  
আমি কি বুঝলেম ? (চিন্তা করিয়া) রাজপুরে যে কোন বিপদ উপস্থিত  
হয়েছে, তার আর সংশয় নাই, কিন্তু—

(মন্ত্রীর প্রবেশ ।)

মহাশয়, ব্যাপারটা কি ?

মন্ত্রী। (সজলনয়নে) আর কি বলবো ? এ কালসর্প—(অর্ছোক্তি ।)

বিদু। সে কি ? মহারাজকে কি সর্পে দংশন করেছে না কি ?

মন্ত্রী। সর্পই বটে। মহারাজকে যে কালসর্পে দংশন করেছে, স্বয়ং  
ধ্বস্তরিও তার বিষ হতে রক্ষা করতে পারেন না ; আর ধ্বস্তরিই বা কে ?  
স্বয়ং নীলকণ্ঠ সে বিষ স্বকণ্ঠে ধারণ কত্যা ভীত হন ? (দীর্ঘনিশ্বাস  
পরিত্যাগ ।)

বিদু। মহাশয়, আমি ত কিছুই বুঝতে পাল্যেম না ।

মন্ত্রী। আর বুঝবে কি ? গুরু গুরুচার্য মহারাজকে অভিসম্পাত  
করেছেন ।

বিদু। কি সর্বনাশ ! তা মহর্ষি ভার্গব এখানকার বৃতাশ্রু এত  
দ্বার্য কি প্রকারে জানতে পাল্যেন ?

মন্ত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস) এ সকল দৈবঘটনা । তিনি এত দিনের পর  
অল্প সায়ংকালে এ নগরীতে স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন ।

বিদু। তবে ত দৈবঘটনাই বটে। তা এখন আপনি কি স্থির  
কচোন, বলুন দেখি ?

মন্ত্রী। আমি ত প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়েছি, তা দেখি, রাজপুরোহিত কি  
পরামর্শ দেন ।

বিদু। চলুন, তবে আমিও আপনার সঙ্গে যাই । হায় ! হায় ! হায় !  
কি সর্বনাশ ! আর আমার জীবন থাকার কল কি ? মহারাজ, আপনিও  
যেখানে, আমিও আপনার সঙ্গে ; তা আমি আর প্রাণধারণ করবো না ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

( রাজ্ঞী দেবযানী এবং পূর্ণিকার প্রবেশ । )

পূর্ণি । রাজমহিষি, আর বৃথা আক্ষেপ করেন কেন ? যে কৰ্ম হয়েছে, তার আর উপায় কি ?

রাজ্ঞী । হায় ! হায় ! সখি, আমার মতন চণ্ডালিনী কি আর আছে ? আমি আমার হৃদয়-নিধি সাধ করে হারালেম, আমার জীবনসর্বস্বধন হেলায় নষ্ট কল্যেম । পতিভক্তি হতেও কি আমার ক্রোধ বড় হলো ? হায় ! হায় ! আমি স্বেচ্ছাক্রমে আপনার মন্থকে ভস্ম কল্যেম ! হে জগন্নাথঃ বসুন্ধরে ! তুমি আমার মতন পাপীয়সী জীর ভার যে এখনও সছ কচ্যো ? হে প্রভো নিশানাথ ! তোমার সুশীতল কিরণ যে এখনও আমাকে অগ্নি হয়ে দগ্ধ করচে না ? সখি, শমনও কি আমাকে বিস্মৃত হলেন ? হায় ! হায় ! হা আমার কন্দর্প ! আমি কি যথার্থই তোমাকে ভস্ম কল্যেম ? ( রোদন । )

পূর্ণি । রাজমহিষি, রতিপতি ভস্ম হলে, রতি দেবী যা করেছিলেন, আপনিও তাই করুন । যে মহেশ্বর, কোপানলে আপনার কন্দর্পকে দগ্ধ করেছেন, আপনি তাঁরই জীচরণে শরণাপন্ন হন ।

রাজ্ঞী । সখি, আমি এ পোড়া মুখ আর ভগবান্ মহর্ষি জনককে কি বলে দেখাবো ? হা প্রাণনাথ, হা রাজকুলভিলক ! হা নরশ্রেষ্ঠ ! হায় ! হায় ! হায় ! আমি এ কি কল্যেম ! ( রোদন । )

পূর্ণি । দেবি, চলুন, আমরা পুনরায় মহর্ষির নিকটে যাই । তা হলেই এর একটা উপায় হবে ।

রাজ্ঞী । সখি, আমার এ পাপ হৃদয় কি সামান্য কঠিন ! এ যে এখনও বিদীর্ণ হলো না ! হায় ! হায় ! প্রাণনাথ আমাকে বল্যেন— “শ্রেয়সি, তুমি আমাকে বিদায় দাও, আমি বনবাসী হয়ে উপস্থায় এ জরাগ্রস্ত দেহভার পরিত্যাগ করি ।” অহা ! নাথের এ কথা শুনে আমার দেহে এখনও প্রাণ রৈলো ! ( রোদন । )

পূর্ণি । মহিষি, চলুন, আমরা ভগবান্ তাতেই নিকট যাই । তিনিই কেবল এ রোগের ঔষধ দিতে পারবেন । এখানে বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে ?

[ রাজ্ঞীর হস্ত ধারণ করিয়া প্রস্থান ।

ইতি চতুর্থায় ।

# পঞ্চম অঙ্ক

## প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুত্রী—রাজদেবালয়সম্মুখে ।

বিদূষক এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ ।

বিদু। আঃ! তোমরা যে বিরক্ত কল্যে? তোমরা কি উন্মত্ত হয়েছ? ঐ দেখ দেখি, সূর্য্যদেবের রথ আকাশমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থিত হয়েছে, আর এই পথপ্রান্তের বৃক্ষসকলও ছায়াহীন হয়ে উঠলো। তোমরা কি এ রাজধানীর সর্বনাশ করবে না কি?

প্রথ। কেন মহাশয়?

বিদু। কেন কি? কেন, তা আবার জিজ্ঞাসা কচ্যো? বেলা প্রায় দুই প্রহরের অধিক হয়েছে, আমার এখনও স্নান আফ্রিক, আহালাদি কিছুই হলো না! যদি আমি স্নান কি তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে, কি জানি, হঠাৎ এ রাজ্যকে একটা অভিশাপ দিয়ে ফেলি, তবে কি হবে, বল দেখি?

প্রথ। (সহাস্রবদনে) হাঁ, তা যথার্থ বটে! তা এর মধ্যে দুই প্রহর কি, মহাশয়? ঐ দেখুন, এখনও সূর্য্যদেব উদয়গিরির শিখরদেশে অবস্থিতি কচ্যেন। আর শিশিরবিন্দু সকল এখন পর্য্যন্তও মুক্তাকলের স্তায় পত্রের উপর শোভমান হচে।

বিদু। বিলক্ষণ! তোমরা ত সকলি জান! (উদরে হস্ত দিয়া) ওহে, এই যে আক্রমণের উদর দেখচ, এটি সময় নির্ণয় কত্যে যতীব্র হতেও সূপটু। আর তোমরা এ ব্যক্তিটে যে কে, তা ত চিনলে না; ইনি যে সূর্য্যসিঙ্ঘাস্ত বিষয়ে আর্ঘ্যভট্টের পিতামহ।

প্রথ। তার সন্দেহ কি? আপনি যে একজন মহাপণ্ডিত মহুয়, তা আমরা সকলেই বিলক্ষণ জানি।

দ্বিতী। (স্বগত) এ ত দেখচি, নিতান্ত পাগল, এর সঙ্গে কথা কইলে সমস্ত দিনেও ত কথার শেষ হবে না। (প্রকাশে) সে বা হৌক মহাশয়, মহারাজ যে কিরূপে এ ছরস্তু অভিশাপ হতে পরিত্রাণ পেলেন, সে কথাটার যে কোন উত্তর দিলেন না?

বিদু। (সহাস্র বদনে) ওহে, আমরা উদরদেবের উপাসক, অতএব

তাঁর পূজা না দিলে আমাদের নিকট কোন কর্মই হয় না। বিশেষ জান ত, যে সকল কার্যেতেই অগ্রে ব্রাহ্মণভোজনটা আবশ্যিক।

ষষ্ঠী। ( হাস্তমুখে ) হাঁ, তা গোত্রাঙ্গণের সেবা ত অবশ্যই কর্তব্য।

বিদু। বটে ? তবে ভালই হলো ; অগ্রে আমি ভোজন করবো, পরে তুমি স্বয়ং প্রসাদ পেলেই তোমার গোত্রাঙ্গণ ছইয়েরি সেবা করা হবে।

প্রথ। ঐ যে মন্ত্রী মহাশয় এ দিকে আসছেন।

বিদু। ও কি ও ? তোমরা কি এখন আমাকে ছেড়ে যাবে না কি ? এ কি ? ব্রাহ্মণসেবা ফেলে রেখে গোসেবা আগে ?—হ্যা দেখ, আশা দিয়ে না দিলে তোমাদের ইহকালও নাই পরকালও নাই।

ষষ্ঠী। ( হাস্তমুখে ) না, না, আপনার সে ভয় নাই।

( মন্ত্রী এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ। )

প্রথ। আসতে আজ্ঞা হোক, মহাশয় ! মহারাজ যে কি প্রকারে আরোগ্য হয়েছেন, সেইটে শুনবার জন্তে আমরা সকলেই ব্যস্ত হয়েছি, আপনি আমাদের অল্পগ্রহ করে বলুন দেখি।

মন্ত্রী। মহাশয় ! সে সব দৈব ঘটনা, স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হবার নয়। রাণী মহারাজের সেইরূপ হৃদয় দেখে হুঃখে একবারে উন্নতর স্তায় হয়ে উঠলেন ; পরে তাঁর প্রিয় সখী পূর্ণিকা তাঁকে একান্ত কাতরা ও অধীরা দেখে পুনরায় মহর্ষির নিকটে নিয়ে গেলেন। রাজমহিষী আপনার জনকের সমীপে নানাবিধ বিলাপ কল্যে পর, ঋষিরাজের অস্তঃকরণ হুহিতান্নেহে আর্জ হলো, এবং তিনি বল্যেন, বৎসে, আমার বাক্য ত কখন অশ্রুথা হবার নয়, তবে কেবল তোমার স্নেহে আমি এই বলচি, যদি মহারাজের কোন পুত্র তাঁর জরাতার গ্রহণ করে, তা হলেই কেবল তিনি এ বিপদ হতে নিস্তার পান, এ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। রাণী এ কথা শ্রবণমাত্রেই গৃহে প্রত্যাপন করলেন এবং মহারাজকেও এ সকল বৃত্তান্ত অবগত করালেন। অনন্তর রাজা প্রফুল্লচিত্তে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বহুকে আহ্বান করে বললেন, হে পুত্র, মহামুনি শুক্রের অভিশাপে আমি জরাগ্রস্ত হয়ে অত্যন্ত ক্লেশ পাচ্চি ; তুমি আমার বংশের তিলক, তুমি আমার এ জরারোগ সহস্র বৎসরের নিমিত্তে গ্রহণ কর, তা হলে আমি এ পাপ হতে পরিত্রাণ পাই। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার এ সহস্র বৎসর স্রোতের স্রাব অতি দ্রব্য পত্ত হবে। হে প্রিয়তম !

অরারোগ হতে পরিত্রাণ পেলে আমার পুনর্জন্ম হয়, তা তুমি আমাকে এই ভিক্ষা দাও, আমাকে এ পাপ হতে কিয়ৎকালের জন্য মুক্ত করো।

প্রথ। আহা! কি দুঃখের বিষয়! মহাশয়, এতে রাজপুত্র বহু কি বললেন?

মন্ত্রী। রাজকুমার বহু পিতার এরূপ বাক্য শ্রবণে বিরস বদনে বল্যেন, হে পিতঃ, অরারোগের জায় দুঃখদায়ক রোগ আর পৃথিবীতে কি আছে? অরারোগে শরীর নিতাস্ত দুর্বল ও কুৎসিত হয়, স্মৃধা কি তৃকার কিছু মাত্র উদ্রেক হয় না, আর সমস্ত সুখভোগে এককালে বঞ্চিত হতে হয়; তা পিতঃ, আপনি আমাকে এ বিষয়ে কমা করুন।

প্রথ। ইঃ! কি লজ্জার কথা! এতে মহারাজ কি প্রত্যাশ্তর দিলেন?

মন্ত্রী। মহারাজ যত্ন এই কথা শুনে তাকে সরোবে এই অভিসম্পাত প্রদান কল্যেন, যে তাঁর বংশে রাজলক্ষ্মী কখনই প্রতিষ্ঠিতা হবেন না।

প্রথ। হাঁ, এ উচিত দণ্ডই হয়েছে বটে, তার আর সংশয় নাই। তার পর মহাশয়?

মন্ত্রী। তার পর মহারাজ ক্রমে আর তিন সন্তানকে আনয়ন করে এইরূপ বল্যেন, তাতে সকলেই অস্বীকার হওয়াতে মহারাজ ক্রোধাধিত হয়ে সকলকেই অভিশাপ দিলেন।

দ্বিতী। মহাশয়, কি সর্বনাশ! তার পর? তার পর?

বিদু। আরে, তোমরা ত এক “তার পর” বলে নিশ্চিন্ত হলে, এখন এত বাক্যব্যয় কত্যা কি মন্ত্রী মহাশয়ের জিহ্বার পরিষ্কার হয় না? তা উনি দেখছি পঞ্চানন না হলে আর তোমাদের কথার পরিশেষ কত্যা পাবেন না।

মন্ত্রী। অনন্তর মহারাজ এ চারি পুত্রের ব্যবহারে যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত ও বিষন্ন হলেন, তা বলা দুঃসাধ্য। তিনি একবারে নিরাশ হয়ে অধোবদনে চিত্তাসাগরে মগ্ন হলেন। তার পর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার চরণে প্রণাম করে বললেন, পিতঃ, আপনি কি আমাকে বালক দেখে ঘৃণা কল্যেন? আপনার এ অরারোগ আমি গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি, আপনি আমাতে এ রোগ সমর্পণ করে স্বচ্ছন্দে রাজভোগ করুন। আপনি আমার জীবনদাতা,—আপনি এ অতি সামান্ত কর্মে যদি পরিতুষ্ট হন, তবে এ অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি আছে? মহারাজ পুত্রের এই কথা

শুনে একবারে যেন গগনের চন্দ্র হাতে পেলেন আর পুত্রকে অসম্মত  
ধন্যবাদ দিয়ে কোলে নিলেন।

প্রথ। আহা! রাজকুমার পুত্র কি শুভ লগ্নে জন্ম!

মন্ত্রী। মহারাজ পরম পরিতুষ্ট হয়ে পুত্রকে এই বর দিলেন, যে পুত্র,  
তুমি পৃথিবীর অধীশ্বর হবে এবং তোমার বংশে রাজলক্ষ্মী কারাবন্ধার দ্বার  
চিরকাল আবদ্ধ থাকবেন।

প্রথ। মহাশয়! তার পর?

মন্ত্রী। তার পর আর কি? মহারাজ জরামুক্ত হয়ে পুনরায়  
রাজকর্মে নিযুক্ত হয়েছেন। আহা! মহারাজ যেন কন্দর্পের দ্বার দ্বার  
হতে পূর্নকীর গাত্রোধান করলেন; এ কি সামান্ত আহ্লাদের বিবরণ!

প্রথ। মহাশয়, আমরা আপনার নিকট এ কথা শুনে একপেয়ে বর্থাৎ  
প্রত্যয় কল্যেয়ম। তবে কয়েক দিনের পরে অস্ত রাজদর্শন হবে, আমরা  
সম্বরণ গমন করি। (নাগরিকদিগের প্রতি) এসো হে, চলো, রাজভবনে  
যাওয়া যাক।

মন্ত্রী। আমিও দেবদর্শনে গমন করি, আর অপেক্ষা করবো না।

[ নাগরিকগণের ও মন্ত্রীর প্রস্থান। ]

বিদু। (স্বগত) মা কমলার প্রসাদে রাজসংসারে কোন খাড়া  
অব্যয়ই অভাব নাই, এবং সকলেই এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি বর্থেই  
স্নেহও করে থাকে, কিন্তু তা বলে ঐ নাগরিকদের ছেড়ে দেওয়াও তা  
উচিত নয়। পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়ায় বড় আরাম হে!  
তা না হলে সদাশিব দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে উদর পূরেন কেন?

(নটী ও মন্ত্রীগণের প্রবেশ।)

(সচকিতে) আহাহা! এ কি আশ্চর্য!—এ যে দেখছি তুকা না  
এগিয়ে, জল আপনি এগিয়ে আসচেন! ভাল, ভাল; যখন কপাল ফলে,  
তখন এমনিই হয়। (নটীর প্রতি) তবে তবে, সুন্দরি, এ দিকে কোথায়  
বল দেখি? তুমি কি স্বর্গের অঙ্গুরী মেনকা? ইন্দ্র কি তোমাকে  
আমার ধ্যানভঙ্গ কত্যা পাঠিয়েছেন!

নটী। কি গো ঠাকুর আপনি কি রাজধি বিধামিত্র না কি?

বিদু। হা: হা: হা:, প্রায় বটে। কি তা জান, আমি যেমন বিধামিত্র,

তুমিও তেমনি মেনক! তা তুমি যখন এসেছ, তখন ইন্দ্র আমার কি ছার! এসো এসো, মনোহারিনি এসো।

নটী। যাও যাও, এখন পথ ছেড়ে দাও, আমি রাজসভার বাচি।

বিদু। সুন্দরি, তুমি যেখানে, সেখানেই রাজসভা। আবার রাজসভা কোথা? তুমি আমার মনোহারিণীর রাজমহিষী! (নৃত্য।)

নটী। (স্বগত) এ পাগল বামনের হাত থেকে পালাতে পেলে যে বাচি। (প্রকাশে) আরে, তুমি কি জ্ঞানশূন্য হয়েছ না কি?

বিদু। হাঁ, তা বই কি? (নৃত্য।)

নটী। কি উৎপাত! [বেগে প্রস্থান।

বিদু। ধর ধর, ঐ চোর মণীকে ধর! ও আমার অমূল্য মনোরম চুরি করে পালাচ্ছে। [বেগে প্রস্থান।

প্রথম মন্ত্রী। এ আবার কি?

বিভী ঐ। ওটা ভাড়, ওর কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? চল আমরা যাই।

[প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গর্ভাক

প্রতিষ্ঠানপূরী, রাজসভা।

রাজা যযাতি, রাজ্ঞী দেবযানী, বিদূষক, পূর্ণিকা, পরিচারিকা, সভাসদগণ ইত্যাদি।

রাজা। অস্ত্র কি শুভ দিন! বহু দিনের পর যে ভগবান্ ঋষিপ্রবরের ক্রীচরণ দর্শন করবো, এতে আমার কি আনন্দ হচ্ছে!

রাজ্ঞী। হে প্রাণেশ্বর, ভগবান্ তাতকে আনয়ন কত্বে মন্ত্রী মহাশয় কি একাকী গিয়েছেন?

রাজা। না, অস্ত্রান্ত সভাসদগণকেও তাঁর সঙ্গে পাঠান হয়েছে।

(নেপথ্যে) বম্ ভোলানাথ!

স্বীত।

রাগিনী বেহাগ, তাল বলদ ভেতানা।

কর উমেশ শঙ্কর, সর্বশুণাকর,  
ত্রিভাপ সংহর, মহেশ্বর।

হলাহলাকিত, কঠ শ্ৰুশোভিত,

মৌলিবিরাজিত; সুধাকর ॥

পিনাকবাদক, শূন্যনিবাদক,

ত্রিশূলধারক, ভয়ঙ্কর ।

বিরিক্টিবাহিত, সুরেন্দ্রসেবিত,

পদাজপূজিত, পরাংপর ॥

রাজা । ( সচকিতে ) ঐ যে মহর্ষি আগমন কচোন ! ( সকলের গাজোখান । )

( মহর্ষি শুক্রাচার্য্য, কপিল, মন্ত্রী, ইত্যাদির প্রবেশ । )

শুক্র । হে মহীপতে, আপনাকে জগদীশ্বর চিরবিজয়ী এবং চিরজীবী করুন । ( দেবযানীর প্রতি ) বৎসে, তোমার কল্যাণ হোক, আর চিরকাল সুখে থাক ।

রাজা । ( প্রণাম করিয়া ) ভগবন্, আপনকার পদার্পণে এ চন্দ্রবংশীয় রাজধানী এত দিনে পবিত্রা হলো, বসতে আজ্ঞা হোক । ( কপিলের প্রতি ) প্রণাম মুনিবর, বসুন । ( সকলের উপবেশন । )

কপি । মহারাজের কল্যাণ হোক ! ( দেবযানীর প্রতি ) ভগিনি, তুমি চিরসুখিনী হও ।

শুক্র । হেনরাধিপ, আমার প্রিয়তমা দৈত্যরাজনন্দিনী শর্মিষ্ঠা কোথায় ?

রাজা । ( মন্ত্রীর প্রতি ) আপনি শর্মিষ্ঠা দেবীকে অতি ঘরান এখানে আনান ।

মন্ত্রী । মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য ।

[ প্রস্থান ।

শুক্র । হে নরেশ্বর, আপনার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু যে এই বিপুল চন্দ্রবংশের প্রধান হবেন, এ জন্তেই বিধাতা আপনার উপর এ লীলা প্রকাশ করেন । যা হোক, আপনি কোন প্রকারে হুঃখিত বা অসন্তুষ্ট হবেন না । বিধির নির্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যা পারে ? ( দেবযানীর প্রতি ) বৎসে, তোমার সন্তানস্বরূপে অপেক্ষা সপত্নীভম্বর পুরুষ সন্মান বৃদ্ধি হলো বলে, এ বিষয়ে তুমি ক্ষোভ করোনা; কেন না, জগৎপাতা যা করেন, তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করা মহাপাপ কর্ম্ম ! বিশেষতঃ ভবিষ্যৎব্যয় অস্তথা কত্যা কে সক্ষম ?



( শশিষ্ঠা এবং দেবিকার সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ । )

শশি । আমি মহর্ষি ভার্গবের আঁচরণে প্রণাম করি আর এই সত্যাহুঃ  
শুরলোকদিগকে বন্দনা করি ।

শুক । রাজনন্দিনি, বহু দিবসের পর তোমার চন্দ্রানন দর্শনে যে আমি  
কি পর্যন্ত সুখী হলেম, তা প্রকাশ করা চুকর । কল্যাণি, তোমার অতি  
শুভ ক্রমে জন্ম ! যেমন অদিতিপুত্র স্বীয় কিরণজালে সমস্ত ভূবণলকে  
আলোকময় করেন, তোমার পুত্র পুরুও আপন প্রতাপে সেইরূপ অখিল  
ধরাভল শাসন করবেন । তা বৎসে, অস্তাবধি তুমি দাসত্ব-শৃঙ্খল হতে মুক্তা  
হলে, আর ছুঃখান্তেই নাকি সুখানুভব অধিকতর হয়, সেই নিমিত্তেই বৃষি  
বিধাতা তোমার প্রতি কিকিৎকাল বিমুখ হয়েছিলেন, তার মর্ম্ম অস্ত  
সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হলো । ( রাজার প্রতি ) হে রাজন, যেমন আমি  
আপনাকে পূর্বে একটি কস্তারত্ব সম্প্রদান করেছিলাম, অধুনা একেও  
আপনার হস্তে অর্পণ কল্যে, আপনি এ কস্তারত্বের প্রতিও সমান  
বদ্ববানু হবেন । এখন একেও গ্রহণ করে আপনার এক পার্শ্বে বসান ।

রাজা । ভগবানু মহর্ষির আজ্ঞা শিরোধার্য্য । ( দেববানীর প্রতি )  
কেমন প্রিয়ে, তুমি কি বল ?

রাজ্ঞী । ( সহাস্ত মুখে ) নাথ, এত দিনে কি আমার অল্পমতির  
সাপেক্ষা হলো ?

শুক । বৎসে, তুমিও তোমার সপত্নী অথচ আবাল্যের প্রিয়সখী  
শশিষ্ঠাকে বধোচিত সন্মান কর ;—আর আপনার সহোদরার স্তায় এঁর  
প্রতি পূর্ব্বমত স্নেহ মমতা করবে ।

রাজ্ঞী । ( গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শশিষ্ঠার কর গ্রহণ করিয়া ) প্রিয়সখি,  
আমার সকল দোষ মার্জনা কর ।

শশি । প্রিয়সখি, তোমার দোষ কি ? এ সকল বিধাতার লীলা বৈ  
ত নয় !

রাজ্ঞী । সে বা হোক, সখি, অস্তাবধি আমাদের পূর্ব্বপ্রণয় সঞ্জীবিত  
হলো । এখন এসো, হুই জনেই পতিসেবার কিছু দিন সুখে বাপন করি ।  
( রাজার প্রতি ) মহারাজ, এক বিশাল রসাল ডরুবর, মালতী আর  
মাধবী উত্তর লতিকার আশ্রয়স্থল হলো ।

রাজা। ( প্রকৃত মুখে উভয়কে উভয় পার্শ্বে বসাইয়া ) অস্ত এক বৃন্তে  
বৃগল পারিজাত প্রফুটিত। ( আকাশে কোমল বাত। )

তুফ। ( আকাশপার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া ) এই যে, ইন্দ্রের অঙ্গরীরা,  
এই মাদলিক ব্যাপারে দেবতাদের অমুকুলতা প্রকাশ করণার্থে উপস্থিত  
হয়েছেন।

( আকাশে পুষ্পবৃষ্টি। )

বিদু। মহারাজ, এতক্ষণ ত আকাশের আমোদ হলো, এখন কিছু  
মর্ত্যের আমোদ হলে ভাল হয় না? নর্তকীরা এসেছে, অমুমতি হয়  
ত এখানে আনয়ন করি।

রাজা। ( হস্তমুখে ) কতি কি ?

বিদু। মহারাজ, ঐ দেখুন, নটীরা নৃত্য কত্বে কত্বে সভায় আসচে।  
( জনাস্তিকে রাজার প্রতি ) বয়স্ত, দেখুন! মলয় মাকড়ের স্পর্শস্থানুভবে  
সরসী হিল্লোলিতা হলে যেমন মলিনী নৃত্য করে, এরাও সেইরূপ  
মনোহররূপে নেচে নেচে আসচে।

রাজা। ( সহাস্তবদনে জনাস্তিকে ) সখে, বরঞ্চ বল, যে যেমন মন্দ  
প্রবাহে কমলিনী ভাসে, এরাও পঞ্চ স্বরভরঙ্গে তরুণ প্রবমানা হয়ে এ  
দিকে আসচে।

( চেটাদিগের প্রবেশ। )

চেটা। ( প্রণাম করিয়া ) রাজদম্পতী চিরবিজয়িনী হউন। ( নৃত্য। )

রাজা। আহা! কি মনোহর নৃত্য! সখে মাধব্য, এদের যথোচিত  
পুরস্কার প্রদানে অমুমতি কর।

তুফ। এই ত আমার মনস্কামনা পূর্ণ হলো! হে রাজন্, এখন  
আশীর্বাদ করি যে তোমরা সকলে দীর্ঘজীবী হয়ে এইরূপ পরমমুখে  
কালবাণন কর, এবং শর্মিষ্ঠার কীর্তিপতাকা ধরাডলে চিরকাল  
উড়্‌ডীরমানা থাকুক।

রাজা। তগবন্, সিদ্ধবাক্য অমোঘ; আমি ঐহিক মুখের চরম লাভ  
অভাই করলেম।

( যবনিকা পতন )

ইতি শর্মিষ্ঠা নটিক সঙ্গীত।

## পাঠভেদ

মধুসূদনের জীবিতকালে 'শর্মিষ্ঠা নাটকের' তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য ১২৬৫ সালে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের ও ১২৭৬ সালে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণের পুস্তক আনবরা দেখিরাছি। এই দুইটি সংস্করণের বে বে স্থলে উল্লেখযোগ্য পাঠভেদ দৃষ্ট হইরাছে, নিরে তাহার বখাষখ উল্লেখ করা হইল।

প্রথম সংস্করণের পুস্তকের প্রারম্ভে এই অংশ ছিল :—

প্রস্তাবনা।

—•—

রাগিণী খাৰাজ, তাল মধ্যমান।

মরি হার, কোথা সে স্থখের সময়,  
বে সময় দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময় !  
জন গো ভারতছুনি,  
কত নিজা বাবে তুমি,  
আর নিজা উচিত না হয়।

উঠ ত্যজ ঘুম ঘোর,  
হইল, হইল ভোর,  
দিনকর প্রাচীতে উদয়।

কোথায় বাম্বীকি, ব্যাস,  
কোথা তব কালিদাস,  
কোথা ভবকৃতি মহোদয়।

✓ লীক কুনাট্য রজে,  
মজে লোক রাঢ়ে বজে,  
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

সুধারস অনাদরে,  
বিষবারি পান করে,  
তাছে হয় তহু মনঃ কয়।

✓ ধু বলে জাগ বা গো,  
বিধু স্থানে এই মাগ,  
হরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয় নিচয়।  
ইতি।

পূ. পংক্তি প্রথম সংস্করণ

তৃতীয় সংস্করণ

৫ ২৫ ( প্রকাশে ) কে হে তুমি ?

( প্রকাশে ) কহং ?

১০. ৫-৬ আশ্রমস্থ পক্ষিসকল কৃষ্ণনধনি করতঃ আশ্রমে পক্ষিসকল কৃষ্ণনধনি করয়ে চারি  
চতুর্দিক্ হতো আপন আপন কুলারে দিক হতো আপন আপন ক্রীড়ায় ক্রিয়ে  
প্রত্যাগমন কর্যে ; কমলিনী স্বীয় আসচে ; কমলিনী আপনার

১৫ ১৭-১৮ এই দুই পংক্তির পরিবর্তে প্রথম সংস্করণে এই অংশটি ছিল :—

পূর্নি। প্রিয়সখি! তোমার নববোবনরূপ কৃষ্ণমধুকূলে যে রাজা  
ববাতির প্রতি অহুরাগস্বরূপ কীট প্রবিষ্ট হয়েছে, তার সম্বন্ধ নাই; কিন্তু  
এক্ষণে এর বখোচিত প্রতিবিধান না করিল্যে, কালক্রমে যেমন পুষ্প  
অন্তরস্থ কীট পুষ্পভেদ করয়ে বহির্গত হয়, বোধ হয় কালান্তরে তোমারও  
তাদৃশী দুর্গতি ঘটতে পারে; অতএব সখি, আমার বিবেচনায় এ কথা  
মহর্ষির কর্ণগোচর করা আবশ্যিক।

২১ ২-৩ এই ভগবিত্যাত প্রতিষ্ঠান নগরীতে এই প্রতিষ্ঠান নগরীতে রাজচক্রবর্তী  
রাজচক্রবর্তী প্রবলপ্রাতাপশালী, রাজা  
বাহুবলেন্দ্র, রাজা

২২ ৮ ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণ্য

২৬-২৭ এই দুই পংক্তির মধ্যে প্রথম সংস্করণে এই অংশটি ছিল :—

ভুবনমোহনী যিনি সাধনের ধন,  
বিরাগেতে ত্যজ্য তিনি করি ত্রিভুবন,  
অভল অলখি তলে কমল আসনে,  
বিরাঞ্জন কমলা কমল উপবনে ;  
সেইরূপ ভগোদন ভার্গব আশ্রম,  
উজ্জল করয়ে ধনী রূপে নিরূপম।  
কে ভয়ান, সিদ্ধ, তোর করিতে মথন,  
পায় যদি সেই এই সমগীরতন।

২৫ ২১-২৬ এই কয় পংক্তির স্থলে প্রথম সংস্করণের পুস্তকে নিম্নোক্ত অংশ ছিল :—

রাজা। কল্যাণি, তুমি চিরকাল সধবা থাক।

বিদু। ( সহাস্ত বদনে ) মহারাজ, আপনার আশীর্বাদ কখনই ব্যর্থ  
হবার নয়; ইনি রক্তবীজ কুলের কুলবধু, স্ততরাং এঁর চিরসধবা থাকা কোন  
মতেই অসম্ভব নয়।

রাজা। সে কিহে সখে? এ সুন্দরী কে?

বিদু। আজ্ঞা, ইনি বারবিলাসিনী, স্ততরাং পুরুষকুল নিছল না হলে,  
এঁর বৈধব্য দশা কোন ক্রমেই ঘটতে পার্বে না।

পৃ. পংক্তি প্রথম সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণ  
 রাজা : হি ! হি ! ঐ দেখ, তোমার কথায় হুম্বরী লক্ষ্যার  
 অধোবদনা হয়েছেন ।

বিদ্। ( নটির প্রতি ) অরি নিতম্বিনি, তুমি আমার প্রতি কৃপা  
 হলো না কি ? দেখ, যদি তোমার নববোবন হুম্বরী কুম্বরের মধুলোভে  
 আমার চিত্ত মধুকর উন্নত হয়ে থাকে, তবে সে কি আমার দোষ ? তুমি  
 কি জান না, তোমার প্রতি আমার কতদূর অহুরাগ ? দেখ, পুরুবোস্তম  
 যেমন ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন বন্ধঃস্থলে রাখেন, তোমাকে পেলো আমিও  
 তদপেক্ষা অধিক প্রবশে স্বংপদে রাখবো ।

২৬ এই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত গীতটি প্রথম সংস্করণে এইরূপ ছিল :—

গীত ।

রাগিণী বসন্ত, তাল রূপক ।

হায়, কুহ, কুহ, কুহ, কোকিলের নাদ ।

বসন্ত এলো সহ অনন্ড উন্নাদ ।

হায়, বোবনমুকুল ভব,

তনি ওই কুহ রব,

বিকশিলে ঘটিবে প্রমাদ ।

হায়, জ্ঞানহীন মধুকর,

ভ্রমে দেশ দেশান্তর,

কে তুম্বিবে মদনপ্রসাদ ?

হায়, তুমি রতী সখা,

অতি নিরুপমা,—

এ বয়েবে হরিবে বিবাহ ?

৩৮ ২৭-২৮ কে তার বশীভূত না হয় ? কে তার বশীভূত না হয় ? দিনকর  
 উন্নয়্যচলে দর্শন দিলে কি কমলিনী  
 নিরীলিত থাকতে পারে ?

৩৯ প্রথম সংস্করণের পানটি এইরূপ ছিল :—

গীত ।

রাগিণী আড়ানা, তাল মধ্যমান ।

হে, থাক সাবধানে, ওহে কুম্বোদরি,

এল তব অরি, রণলক্ষা ধরি !

পৃ. পংক্তি প্রথম সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণ

আরোহণ বীনধ্বজে, ধূলরিত পুষ্পরজে,  
প্রফুল্লিত সলিলজে, উপবেশন করি !

তুয়ঙ্গ ভ্রমরগণ, ধাইতেছে অল্পক্ষণ,  
সারথি মলয় পবন, চালাইছে স্বরাশ্রমি !

পিকগণ ঝঙ্কারিছে, রণধ্বনি হঙ্কারিছে,  
ফুলধ্বজ টঙ্কারিছে, বিরহি জ্ঞান হরি !

ধরতর শরে যবে, বিদরিবে তহু, তবে  
কেমনে স্থস্থির রবে, তাবিয়া দেখ স্থন্দরি !

৪২ ১৩-১৪ এই দুই পংক্তির মধ্যে প্রথম সংস্করণে ছিল :—

শশ্মি । নাথ, এমনি স্নেহ যেন চিরকাল থাকে, এই আমার প্রার্থনা ।

৪২ ১৪-২৮ প্রথম সংস্করণে এই কয়েক পংক্তি ৪৬ পৃষ্ঠার ১৪ পংক্তির ঠিক পূর্বে দেওয়া আছে ।

কেবল “হে নম্বেশ্বর,” কথাটির পরিবর্তে প্রথম সংস্করণে “নাথ,” আছে ।

৪৭ ২৫ সে কি ? বয়স্ত !

সে কি মহারাজ ?

৫০ ১৮ সধবা হয়ে—( অর্দ্ধোক্তি ) ।

সধবা হয়ে মুখেও আনা উচিত—  
( অর্দ্ধোক্তি ) ।

২৫-২৬ এতাদৃশী অবস্থায় একাকিনী  
রেখে যমুনায় কি প্রকারে

এ অবস্থায় একলা...কেমন করে

২৮-২৯ এইক্ষণে ধূলায় স্তম্ভিতা হচোন,  
অথচ একটি লোক নাই যে  
নিকটে

এখন ধূলায় গড়াগড়ি বাচোন, তবুও  
এমন একটি লোক নাই, যে তাঁর  
নিকটে

৫৫ ১ হাঁ, তা বখার্ব বটে ?

তা করবে না কেন ?

৫৭ প্রথম সংস্করণে গানটি এইরূপ ছিল :—

গীত ।

রাগিণী সোহিনী, তাল মধ্যমান ।

হায়, এই কি সেই সুখ ফুল বন,

যে বনে সার্থক মম জীবন বোঁবন ?

এই সরোবর কূলে, এই অশোকের মূলে,

প্রিয় প্রাণপতি সহ সতত মিলন ।

সেই তরু সতীচর, কিহু ভাবান্তর নয়,

মম ভাগ্য ভাবান্তর, হলো কি কারণ ?

- পৃ. পংক্তি প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণ
- ৫১ ২২ বালকদিগের সহিত তিন্দাবৃত্তি বালকগুলিনকে লয়ে ঘারে ঘারে  
অবলম্বন করয়ে তিন্দা করে
- ৬২ ৩ চারা উপায়
- ৩৭ প্রথম সংস্করণে গানটি এইরূপ ছিল :—  
গীত ।  
রাগিণী বেহাগ, তাল জলদ তেতাল ।  
জয়, উমেশ শঙ্কর, শঙ্কু দিগম্বর,  
শশাক শেখর, জটাধর ।  
রক্তত বিনিম্বিত, পরগ শোভিত,  
বিভূতি ভূষিত, কলেবর ।  
ত্রিলোক ভারক, ত্রিলোক পালক,  
মোক বিধায়ক, মহেশ্বর ।  
বিরিকি বন্দিত, সুরেশ দেবিত,  
গদাজ পূজিত, পরাংপর ।
- ৭০ এই পৃষ্ঠার ১০ পংক্তির ঠিক আগেই নিম্নলিখিত গানটি প্রথম সংস্করণে  
আছে :—  
গীত ।  
রাগ ভৈরব, তাল একতাল ।  
মাত যে, আনন্দ রসে পঙ্কজিনি ধনি ।  
রাহগ্রালে মুক্ত শেবে তব দিনমণি ।  
নিরখিয়ে পুনঃ প্রত্যাত করে ।  
ধরণী হাগিছে রত করে ।  
বিহব গাইছে মধুরবরে ।  
লগিত লহরী গণি ।

- পৃ. পংক্তি প্রথম সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণ
- ৭০ ২০ আর্হা! কি মধুর সঙ্গীত! আর্হা! কি মনোহর নৃত্য!
- ৭০ ২৮-২৯ এই দুই পংক্তির মধ্যে প্রথম সংস্করণে এই অংশটি আছে :—  
ইতি পঞ্চমঃ ।

উপসংহার ।

—০—

রাগিণী বসন্ত, তাল ধীমা তেতালা ।

শুন হে সত্যজন!  
আমি অভাজন,  
দীন কীর্ণ জানগুণে,  
ভয় হয় বেধে শুনে,  
পাছে কপাল বিঙণে,  
হারাই পূর্ব মূলধন !  
যদি অহুরাগ পাই,  
আনন্দের সীমা নাই,  
এ কাষেতে একঘাই,  
দিব দরশন !



# একেই কি বলে সভ্যতা ? বুড় জালিকের ঘাড়ে ঝোঁ

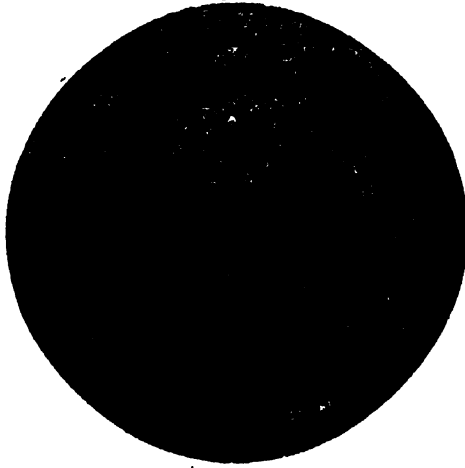
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত ]

সম্পাদক :

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১, আগার সারকুলার রোড

কলিকাতা-৬

প্রকাশক  
শ্রীমদেবজ্ঞানদাস গুপ্ত  
যদীয়-সাহিত্য-পরিষদ

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৪৮  
পুনর্মুদ্রণ—পৌষ, ১৩৫০  
পুনর্মুদ্রণ—শ্রাবণ, ১৩৫৫  
পুনর্মুদ্রণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২

মূল্য এক টাকা

শ্রীমদেবজ্ঞানদাস গুপ্ত, ৫৭ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলিকাতা-৩৭  
হইতে শ্রীমদেবজ্ঞানদাস গুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

## ভূমিকা

১২৮৭ বঙ্গাব্দের ৩০ চৈত্র কলিকাতা সাবিজী লাইব্রেরির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী “বাংলা সাহিত্য—বর্তমান লতাকী”র বিবরণক যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে মধুসূদন সম্পর্কে বলিয়াছিলেন—

ঊহার জীবন শোকাভ মহাকাব্য, ঊহার গ্রন্থগুলিও সেইরূপ শোকাভ মহাকাব্য ; ঊহার এক একখানি গ্রন্থ এক একখানি রত্ন বা রত্নখনি । কত কবিই যে উহা হইতে রত্নরাশি লব্ধ করিয়াছেন, কবিত্তেছেন ও কবিবেন, তাহার সীমা নাই । ঊহার প্রহসন ছইখানি আক্ষিও প্রহসনের অগ্রগণ্য, ঊহার জ্ঞান সর্বতোমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি অতি বিরল ; যখন যে দেশে এ প্রকার প্রতিভা বিকাশ হয়, তখন সেই দেশ ধন্ত ও পৃথিবীর আভিসমূহ মধ্যে মহামান্ত হয় ।—‘সাবিজী’ ( ১২২৩ ), পৃ. ১২ ।

বস্তুতঃ, মধুসূদন বাংলা-সাহিত্যে প্রহসন-রচনার পথপ্রদর্শক হইয়া এবং মাত্র ছইখানি প্রহসনের রচনা করিয়াও এখন পর্য্যন্ত ঐ বিভাগে আদর্শ হইয়া আছেন ; সাহিত্য-হিসাবে একমাত্র দীনবন্ধুর ‘সধবার একাদশী’ ঊহার প্রহসনগুলির সহিত তুলনীয় হইতে পারে ।

বেলগাছিয়া নাট্যশালার সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার পরে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও দীক্ষরচন্দ্রের অজুরোধে মধুসূদন ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এই ছইটি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে বেলগাছিয়া নাট্যশালার এগুলি অভিনীত হয় নাই । এই ভূমিকার শেষে উক্ত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতি-কথায় কারণগুলি বিবৃত হইয়াছে ।

দ্বোদশনাথ বন্দুর ‘জীবন-চরিতে’ স্মৃতিত মধুসূদনের পত্রাবলী হইতে এই প্রহসনগুলির রচনা ও প্রকাশের যে সামান্ত ইতিহাস পাওয়া যায়, নিয়ে তাহা উক্ত হইল ।

### ১। মধুসূদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে

*We must have a farce with the Tragedy [ কুকহ্বারী ]. I tell you what, friend Garriek, even if we prolong the play to 2 a. m. no one will grumble. The farce will make the old fellows laugh away all sorts of ill humours, but I shall make the Tragedy as short as I can—পৃ. ৪৮ ।*

২। মধুসূদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে

Instead of lengthening it [ কককুমারী ], I would rather write a Farce to be acted with it.—পৃ. ৪৫৯।

৩। মধুসূদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে

After you have read over this Act [ second Act of হুড্ডা ], please hand it over to Baboo J. M. Tagore and our noble manager. What about the Farce, the “ভগ্ন শিবমন্দির ?”—পৃ. ৪৫৬।

মধুসূদন ‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রৌ’র নাম ‘ভগ্ন শিবমন্দির’ দিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের নির্দেশে নাম পরিবর্তন করেন।

মধুসূদনের প্রহসন দুইটি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষে প্রথম প্রকাশিত হয়—কেহ কেহ এইরূপ উক্তি করিয়াছেন; কিন্তু এগুলি যে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় বাহির হয়, তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে মধুসূদনকে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন; ‘মধু-স্মৃতি’র ১২৮ পৃষ্ঠায় পত্রটি মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে আছে—

The Chota Raja saw me this morning and I am glad to tell you, he has agreed to pay in advance the printing charges of the two farces and a portion of the amount due from him on account of the English Sermistha.

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের সকালে মুদ্রণ-ব্যয় আগাম দেওয়ার কথা হইলে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত পুস্তক বাহির হইতে পারে না। প্রহসন দুইটির প্রথম সংস্করণের আখ্যা-পত্র এইরূপ ছিল—

একেই কি বলে সভ্যতা? / (প্রহসন)। / খ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত / প্রণীত। / “—ন প্রিয়ং / প্রবক্তৃমিচ্ছন্তি যুবা যিতৈবিশঃ।” কিরাতার্জুনীয়ং। / কলিকাতা। / খ্রীমুত ঈশ্বরচন্দ্র বহু কোং বহবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে ইষ্টান্‌হোপবয়ে বন্ডিত। / সন ১২৬৬ সাল। /

বুড় সালিকের ঘাড়ে রৌ। / (প্রহসন)। / খ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত / প্রণীত। / কলিকাতা। / খ্রীমুত ঈশ্বরচন্দ্র বহু কোং বহবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে / ইষ্টান্‌হোপবয়ে বন্ডিত। / সন ১২৬৬ সাল। /

‘একেই কি বলে সভ্যতা’র পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৩৮; উন্নয়নে শেষ চার পৃষ্ঠায় (৫৫-৩৮) এই গ্রন্থে ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দের বাংলা অনুবাদ দেওয়া

ছিল। এই অংশ পরবর্তী সংস্করণ হইতে বর্জিত হয়। আমরা বর্তমান সংস্করণে এই অংশ পুনঃসৃজিত করিয়াছি।

‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রৌ’র পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৩২।

মধুসূদনের জীবিতকালে প্রহসনগুলির আর একটি করিয়া মাত্র সংস্করণ হয়—১২৬৯ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণে পৃষ্ঠা-সংখ্যা যথাক্রমে ৩৪ ও ৩২ ছিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠভেদ নাই বলিলেই হয়। একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রৌ’র দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্তাঙ্কে করা হইয়াছে—“(তামাক লইয়া রামের প্রবেশ)”—এর পরে গদ্যর উক্তিভেদে। প্রথম সংস্করণে ছিল—“কর্তাবাবুর কর্ণাসটে আনতিস্ তো আরও ভাল হতো।” দ্বিতীয় সংস্করণে “ভাল” স্থলে “মজা” হইয়াছে।

মধুসূদন স্বয়ং এই প্রহসন দুইটি লিখিয়া খুশি ছিলেন না। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল তারিখে রাজনারায়ণকে লিখিত তাঁহার পত্রে আছে—

As a Scribbler, I am of course proud to think that you like my Farces but, to tell you the candid truth, I half regret having published those two things. You know that as yet we have not established a National Theatre, I mean we have not as yet got a body of sound, classical Dramas to regulate the national taste, and therefore we ought not to have Farces.—‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ৩১০-১১।

প্রহসনগুলি প্রকাশিত হইবার পর অনেকে এগুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। রাজেশ্বরলাল মিত্র একটি পত্রে সেই কালে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন—

It is a wonder to me how the author could paint so humorous a picture with one hand, while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of Tillottama.—‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ৪২৬।

রাজেশ্বরলাল তাঁহার ‘বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে’ মধুসূদনের ‘একেই কি বলে সত্যতা’র আলোচনা করিয়াছিলেন, আমরা নিজে তাহা অশেষ উদ্ধৃত করিতেছি—

“ইয়ং বেঙ্গল” অভিষেক নব বাঙালিদের দোবোনেবাধনই বর্তমান প্রহসনের এক মাত্র উদ্দেশ্য; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে ইহার প্রমাণার্থে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে প্রায় তৎসমুদায়ই আমাদেরিগের জানিত কোন না কোন নব বাবুদ্বারা আচরিত হইয়াছে।—৫ম পর্ব, ৬০ খণ্ড, পৃ. ২৮১।

রামগতি স্মারক মহাশয় তাঁহার ‘বাক্সালাভাষা ও বাক্সালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব’ (ইং ১৮৭৩) পুস্তকে প্রহসন ছইখানির আলোচনা করিয়াছিলেন। নিজে গৌড়া হিন্দু ছিলেন বলিয়া শেখ প্রহসনখানি তিনি বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু নববাবুদের চরিত্র লইয়া রচিত ‘একেই কি বলে সভ্যতা’র যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—

আমাদেরিগের বিবেচনার এক্ষণ প্রকৃতির যতগুলি পুস্তক হইয়াছে, তন্মধ্যে এইখানি সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা দ্বারা কলিকাতাবাসী অনেক নববাবুর চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, এবং সেই চিত্রগুলি যে, কিরূপ বধাবধ ও হাত্তরসৌন্দর্যপক হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন।—পৃ. ২৬৭।

বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার “Bengali Literature” প্রবন্ধে (শতবার্ষিক সংস্করণ, বঙ্কিম-প্রহ্লাবলী, *Essays and Letters*, পৃ. ৩৭-৩৮) এই নাটকখানির প্রভূত প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—

*Is this Civilisation? is the best [ farce ] in the language.*

‘বঙ্গভাবার লেখক’ পুস্তকে অক্ষয়চন্দ্র সরকার-লিখিত “পিতা-পুত্র” অধ্যায়ে মধুসূদনের প্রহসন ছইটি লইয়া আলোচনা আছে।

পরিশেষে, ‘জীবন-চরিত’-প্রণেতা ষোণীন্দ্রনাথ বসুর নিকট একটি পত্রে লিখিত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি-কথা হইতে এই ছইটি প্রহসনের অভিনয়-সম্পর্কে জ্ঞাতব্য কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি—

...It is true that the two farces “একেই কি বলে সভ্যতা” and “বুড় সালিকের ঘাড়ে রৌ” were written by our friend Michael for the Belgachia Theatre, but they were not acted there. This may provoke enquiry, and would require an explanation. That explanation can be given only by two persons now living. The first is our respected Maharajah Bahadur Sir Joteendra Mohun Tagore, and the second my humble self. But as the Maharajah has not touched that point in his memorandum, I think it incumbent on me to say a few words by way of explanation.

After the farces were printed at the expense of the Rajahs of Paikpara, and the characters were cast, the rehearsals commenced. But an adverse circumstance occurred which prevented their being brought on the stage. A few of the "young Bengal" class getting a scent of the farce "একই কি বলে নৃত্যতা ?" and feeling that the caricature made in it touched them too closely, raised a hue and cry, and choosing for their leader a gentleman of position and affluence who, they knew, had some influence with the Rajahs, deputed him to dissuade them from producing the farce on the boards of their Theatre. This gentleman (also a "young Bengal") fought tooth and nail for the success of his mission. The Rajahs would not yield at first, but under great pressure were obliged to give up the farce. Rajah Issur Chander Sing was so disgusted at this affair that he resolved not only to give up the other farce too, but to have no more Bengali plays acted at the Belgachia Theatre. This circumstance was not made known to our friend, Michael, who pestered me with repeated enquiries why the farces were not taken up in earnest by the Belgachia dramatic corps. Is it because we all think that they are not well written ? I could only give him an evasive reply saying, that as one farce exposes the faults and failings of "young Bengal," and the other those of the old Hindus, and as the Rajahs were popular with both the classes, they did not wish to offend either class by having them acted in their Theatre. This circumstance drew from Modhu the remark in one of his letters to me, "Mind, you broke my wings once about the farces ; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew or Chinese !"

I may mention here *inter alia* that after this affair about the Bengali farces, Rajah I. C. Sing made every preparation for having some English farces acted on the boards of the Belgachia Theatre, and rehearsals actually commenced. The persons who took parts in these farces were the Rajah himself. Babu, latterly Raja, Rajendra Lall Mitter, Babu Dinanath Ghose, my humble self, and one or two other amateurs. Babu ( now Maharaja Bahadur Sir ) Joteendra Mohun Tagore was all along opposed to the acting of English plays or farces on the boards of a Bengalee Theatre. However the untimely death of Rajah I. C. Sing on the 29th March, 1861 put an end to the project for ever. Our Belgachia Theatre was broken up.

\*

\*

\*

\*

\*

I must not omit to mention here that though "একেই কি বলে সত্যজ" and "কুকুবাড়ী" failed to find a favourable reception at the Belgachia or the Pathuriaghatta Theatre, they met with an enthusiastic welcome from the "Shobha Bazar Theatrical Society." The farce was acted there in 1865, and the tragedy in 1866.—পৃ. ৬৭৩-৭৭, ৬৮১।

এই দুইটি প্রহসনের অভিনয় সঙ্ঘে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-প্রকাশিত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (৩য় সংস্করণ), পৃ. ৫৬-৫৮ ও পৃ. ৬৬ অষ্টব্য।



**একেই কি বলে সত্যতা ?**

[ ১২৬৯ সালে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে ]

## নাট্যোদ্ভাখত ব্যক্তিগণ

কর্তা মহাশয়  
নব বাবু  
কালী বাবু  
বাবাজী  
বৈষ্ণনাথ

গৃহিণী  
প্রসন্নময়ী  
হরকামিনী  
নৃত্যকালী  
কমলা  
পরোধরী }  
নিতম্বিনী } খেমটাওয়ালী

বাবুদল, সারজন, চৌকিদার, যন্ত্রীগণ, খানসামা, বেহারী, দরওয়ান,  
মালী, বরফওয়ালী, মুটিয়াওয়, মাতাল, বারবিলাসিনীওয় ইত্যাদি ।

# একেই কি বলে সভ্যতা ?

( প্রহসন )

প্রথমাক্ষ

প্রথম পর্ভাঙ্ক

নবকুমার বাবুর গৃহ ।

নবকুমার এবং কালীনাথ বাবু—আসীন ।

কালী । বল কি ?

নব । আর তাই বলবো কি । কর্তা এত দিনের পর বৃন্দাবন হতে ফিরে এসেছেন । এখন আমার আর বাড়ী থেকে বেরনো ভার ।

কালী । কি সর্বনাশ ! তবে এখন এর উপায় কি ?

নব । আর উপায় কি ? সভাটা দেখি এবলিশ' কন্তো হলো ।

কালী । বাঃ, তুমি পাগল হলে না কি ? এমন সভা কি কেউ কখন এবলিশ' করো থাকে ? এত ছুকানে নোকা বাঁচিয়ে এনে, ঘাটে এসে কি হাল্ ছেড়ে দেওয়া উচিত ? যখন আমাদের সবক্রিপ্সন্ লিষ্ট' অতি পুন্নর' ছিল, তখন আমরা নিজে থেকে টাকা দিয়ে সভাটি সেত্ করেছিলাম, এখন—

নব । আরে ও সব কি আমি আর জানি নে, যে তুমি আমাকে আবার নতুন করে বলতে এলে ? তা আমি কি তাই সাধ করে সভা উঠিয়ে দিতে চাচ্ছি ? কিন্তু করি কি ? কর্তা এখন কেমন হয়েছেন যে দশ মিনিট যদি আমি বাড়ী ছাড়া হই, তা হলে তখনি তত্ব করেন । তা তাই, আমার কি আর এখন সভায় এটেও' দেবার উপায় আছে । ( দীর্ঘ নিশ্বাস । )

কালী । কি উৎপাত ! তোমার কথা শুনে, তাই, গলাটা একেবারে বের শুধিয়ে উঠলো । ওহে নব, বলি কিছ আছে ?

নব । হব' । অত চোঁচিয়ে কথা কয়ো না, বোধ করি একটা ত্রাণি আছে ।

কালী। (সহর্ষে) জট দি থিং'। তা আনো না দেখি।

নব। রসো দেখ্টি। (চতুর্দিশ অবলোকন করিয়া) কর্তা বোধ করি এখনো বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোনু নি। (উচ্চস্বরে) ওরে বোদে। নেপথ্যে। আজ্ঞে বাই।

কালী। আজ রাতে কিন্তু, ভাই, একবার তোমাকে যেতেই হবে। (স্বগত) হাঃ, এ বুড়ো বেটা কি অকালের বাদল হয়ে আমাদের গ্লেন্ডর' নষ্ট কস্বে এলো? এই নব আমাদের সম্ভার, আর মনি ম্যাটারে' এই বিশেষ সাহায্য করে; এ ছাড়লে যে আমাদের সর্বনাশ হবে, তার সন্দেহ নাই।

(বোদের প্রবেশ।)

নব। কর্তা কোথায় রে?

বৈজ্ঞ। আজ্ঞে দাদাবাবু, তিনি এখন বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন নি।

নব। তবে সেই বোতলটা আর একটা প্লাশ্ শীজ করে আনু তো।

[ বোদের প্রস্থান।

কালী। ভাল নব, তোমাদের কর্তা কি খুব বৈকব হে?

নব। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ও হুঃখের কথা ভাই আর কেন জিজ্ঞাসা কর? বোধ করি কল্কাতার আর এমন ভক্ত হুটি নাই।

(বোতল ইত্যাদি লইয়া বোদের পুনঃপ্রবেশ।)

কালী। এদিকে দে।

নব। শীজ নেও ভাই। এখন আর সে রাবণও নাই, সে সোণার লছাও নাই।

কালী। না থাকলো তো বোরে গেল কি! এ তো আছে? (বোতল প্রদর্শন।) হা, হা, হা! (মস্তপান।)

নব। আরে করো কি, আবার?

কালী। রসো ভাই, আরো একটুখানি খেয়ে নি। দেখ, যে গুড় জেনেরেল'' হয়, সে কি সুযোগ পেলে তার প্যেরিসনে'' প্রোবিজন'' জমাতে কত্তর করে? হা, হা, হা! (পুনর্মস্তপান।)

একেই কি বলে সত্যতা ?

নব। (বোদের প্রতি) বোতল আর গ্লাসটা নিয়ে যা, আর শীগুনীর গোটাকতক পান নিয়ে আর।

[বোদের প্রস্থান।

কালী। এখন চল ভাই, তোমাদের কর্তার সঙ্গে একবার দেখা করা যোগ্যে। আজ কিন্তু তোমাকে যেতেই হবে, আজ তোমাকে কোন্ শালা ছেড়ে যাবে।

নব। তোমার পায়ের পড়ি, ভাই, একটু আস্তে আস্তে কথা কও।

(পান লইয়া বোদের পুনঃপ্রবেশ।)

কালী। দে, এদিকে দে।

নেপথ্যে। ও বৈজ্ঞানিক।

[বোদের প্রস্থান।

নব। এই যে কর্তা বাইরে আসছেন। নেও, আর একটা পান নেও।

কালী। আমি ভাই পান তো খেতে চাই নে, আমি পান কন্তো চাই। সে যা হউক তবে চল না, কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গিয়ে।

নব। (সহাস্ত বদনে) তোমার, ভাই, আর অতো ক্লেশ স্বীকার কন্তো হবে না। কর্তা তোমার গাড়ী দরোজায় দেখলেই আপনি এখানে এসে উপস্থিত হবেন এখন।

কালী। বল কি ? আই সে, তোমার চাকর বেটাকে, ভাই, আর একটু ত্রাণি দিতে বল ভো; আমার গলাটা আবার বেন শুখরে উঠছে।

নব। কি সর্বনাশ। এম্নিই দেখছি তোমার একটু বেন নেশা হয়েছে; আবার ধাবে ?

কালী। আচ্ছা, তবে থাকুক। ভাল, কর্তা এখানে এলে কি বলবো বল দেখি ?

নব। আর বলবে কি ? একটা প্রশ্নাম করে আপনার পরিচয় দিও।

কালী। কি পরিচয় দেবো বলো দেখি, ভাই ? তোমাদের কর্তাকে কি বলবো যে আমি বিএরের—মুখটি—স্বকৃতত্ত্ব—সোপাগাহিতে আমার শত স্বপ্ন—না না স্বপ্ন নয়—শত শতকড়ির আলর, আর উইলসনের—আখড়ার নিত্য মহাপ্রসাদ পাই—হা, হা, হা।

নব। আঃ, মিছে ভাষাটা ছেড়ে দেও, এখন সজ্জি কি বলবে বল দেখি? এক কর্ম কর, কোন একটা মন্ত বৈকব ক্যামিলির<sup>১১</sup> নাম ঠাওরাতে পার? তা হলে আর কথাটি কইতে হয় না।

কালী। তা পারবো না কেন? তবে একটু মাটি দেও, উড়ে বেয়ারাদের মতন নাকে ভিলক কেটে আগে সাধু হয়ে বসি।

নব। না হে না। (চিন্তা করিয়া) গরাণহাটার কোন্ ঘোষ না পরম বৈকব ছিল?—তার নাম তোমার মনে আছে?—ঐ যে যার ছেলে আমাদের সঙ্গে এক ক্লাশে<sup>১২</sup> পড়তো?

কালী। আমি ভাই গরাণহাটার প্যারী আর তার ছুকরি বিন্দি ছাড়া আর কাকেও চিনি না।

নব। কোন্ প্যারী হে?

কালী। আরে, গোদা প্যারী। সে কি? তুমি কি গোদা প্যারীকে চেন না? ভাই, একদিন আমি আর মদন যে তার বাড়ীতে যেনে কত মজা করেছিলেম তার আর কি বলবো। সে যাক্, এখন কি বলবো ভাই ঠাওরাও।

নব। (চিন্তা করিয়া) হাঁ—হয়েছে। দেখ, কালী, তোমার কে একজন খুড়ো পরম বৈকব ছিলেন না? যিনি বন্দাবনে গিয়ে মরেন।

কালী। হাঁ, একটা ওল্ড ফুল<sup>১৩</sup> ছিল বটে, তার নাম কুকপ্রসাদ ঘোষ।

নব। তবে বেশ হয়েছে। তুমি তাঁর পরিচয় দিও, বাপের নামটা চেপে যাও।

কালী। হা, হা, হা।

নব। দূর পাগল, হাসিস্ কেন?

কালী। হা, হা, হা। ভাল তা বেন হলো, এখন বৈকব বেটারদের ছই একখানা পুঁথির নাম তো না শিখলে নয়।

নব। তবেই যে সারলে। আমি তো সে বিষয়ে পরম পণ্ডিত। রসো দেখি। (চিন্তা করিয়া) ঐমন্তগবদগীতা—গীতগোবিন্দ—

কালী। গীত কি?

নব। জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

কালী। ধর—ঐমন্তী ভগবতীর গীত, আর—বিন্দা দূতীর গীত—

## একেই কি বলে মৃত্যু ?

নব। হা, হা, হা। ভার্যার কি চমৎকার যেমরি<sup>১০</sup>।

কালী। কেন, কেন ?

নব। হব্। কর্তা আসছেন। দেখ, ভাই, যেন একটা বেশ করে প্রণাম করো।

( কর্তা মহাশয়ের প্রবেশ। )

কালী। ( প্রণাম। )

কর্তা। চিরজীবী হও বাপু, তোমার নাম কি ?

কালী। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীকালীনাথ দাস ঘোষ। মহাশয়, আপনি—কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে বোধ করি জানতেন। আমি তাঁরি জাতুপুত্র—

কর্তা। কোন্ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ?

কালী। আজ্ঞে, বাঁশবেড়ের—

কর্তা। হাঁ, হাঁ, হাঁ। তুমি স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের জাতুপুত্র, যিনি শ্রীস্বন্দাবনধাম প্রাপ্ত হন।

কালী। আজ্ঞে হাঁ।

কর্তা। বেঁচে থাক, বাপু। বসো। ( সকলের উপবেশন। ) তুমি এখন কি কর, বাপু ?

কালী। আজ্ঞে, কালেজে নবকুমার বাবুর সঙ্গে এক ক্লাশে পড়া হয়েছিল, এক্ষণে কর্ম কাজের চেষ্টা করা হচ্ছে।

কর্তা। বেশ, বাপু। তোমার স্বর্গীয় খুড়া মহাশয় আমার পরম মিত্র ছিলেন। বাবা, আমি তোমার সম্পর্কে জ্যেষ্ঠা হই, তা জান ?

কালী। আজ্ঞে।

কর্তা। ( স্বগত ) আহা, ছেলেটি দেখতে শুনতেও যেমন, আর তেমনি সুশীল। আর না হবেই বা কেন ? কৃষ্ণপ্রসাদের জাতুপুত্র কি না ?

কালী। জ্যেষ্ঠা মহাশয়, আজ নবকুমার দাদাকে আমার সঙ্গে একবার যেতে আজ্ঞা করুন—

কর্তা। কেন বাপু, তোমরা কোথায় যাবে ?

কালী। আজ্ঞে আমাদের জ্ঞানভরঙ্গিনী নামে একটা সভা আছে, সেখানে আজ মিটাইবে।

কর্তা। কি সভা বললে বাপু ?

কালী। আজ্ঞে জ্ঞানভরঙ্গিনী সভা।

কর্তা। সে সভায় কি হয় ?

কালী। আজ্ঞে, আমাদের কালেজে থেকে কেবল ইংরাজী চর্চা হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃতবিজ্ঞা আলোচনার জন্তে সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।

কর্তা। তা বেশ কর। (স্বগত) আহা, কৃষ্ণপ্রসাদের আত্মপুত্র কি না! আর এ নবকুমারেরও তো আমার ঔরসে জন্ম। (প্রকাশে) তোমাদের শিক্ষক কে বাপু ?

কালী। আজ্ঞে, কেনারাম বাচস্পতি মহাশয়, যিনি সংস্কৃত কালেজের প্রধান অধ্যাপক—

কর্তা। ভাল, বাপু, তোমরা কোন্ সকল পুস্তক অধ্যয়ন কর, বল দেখি ?

কালী। (স্বগত) আ মলো! এতক্ষণের পর দেখছি সালে। (প্রকাশে) আজ্ঞে—শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর—বোপূদেবের বিদ্যা দূতী।

কর্তা। কি বলে, বাপু ?

নব। আজ্ঞে, উনি বলছেন শ্রীমন্তগবৎগীতা আর জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

কর্তা। জয়দেব ? আহা, হা, কবিকুল-তিলক, ভক্তিরস-সাগর।

কালী। জ্যেষ্ঠা মহাশয়, যদি আজ্ঞে হয় তবে এক্ষণে আমরা বিদায় হই।

কর্তা। কেন, বেলা দেখছি এখনো পাঁচটা বাজে নি, তা তোমরা, বাপু, এত সকালে যাবে কেন ?

কালী। আজ্ঞে, আমরা সকাল সকাল কর্ত্ত্ব নির্বাহ করবো বলে সকালে যেতে চাই, অধিক রাত্রি আগলে পাছে যেমো-টেমো হয়, এই ভয়ে সকালে মীটু করি।



কর্তা। তোমাদের সত্যটা কোথায়, বাপু ?

কালী। আজ্ঞে, সিকদার পাড়ার গলিতে।

কর্তা। আচ্ছা বাপু, তবে এসো গে। দেখো যেন অধিক রাত্রি করো না।

নব এবং কালী। আজ্ঞে না।

[ উভয়ের প্রস্থান।

কর্তা। ( স্বগত ) এই কলিকাতা সহর বিষম ঠাই, তাতে করে হেলেটিকে কি একলা পাঠিয়ে ভাল কল্যেম ? ( চিন্তা করিয়া ) একবার বাবাজীকে পাঠিয়ে দি না কেন, দেখে আশুক ব্যাপারটাই কি ? আমার মনে যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে যে নবকে যেতে দিয়ে ভাল করি নাই।

[ প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গর্তাক

সিকদার পাড়া ঠাই।

( বাবাজীর প্রবেশ। )

বাবাজী। ( স্বগত ) এই তো সিকদার পাড়ার গলি, তা কই ? নব বাবুর সত্যভবন কই ? রাধে কৃষ্ণ। ( পরিক্রমণ। ) তা, দেখি, এই বাড়ীটিই বুঝি হবে। ( দ্বারে আঘাত। )

নেপথ্যে। তুমি কে গা ? কাকে খুঁজুচো গা ?

বাবাজী। ওগো, এই কি জ্ঞানভরঙ্গিণী সত্যার বাড়ী ?

নেপথ্যে। ও পুঁটা দেকুতো লা, কোন্ বেটা মাতাল এসে বুঝি দরজায় ঘা মাকে ? ওর মাথায় খানিক জল চেলে দে তো।

বাবাজী। ( স্বগত ) প্রভো, তোমারি ইচ্ছে। হায়, এত দিনের পর কি মাতাল হলেম।

নেপথ্যে। তুই বেটা কে রে ? পালা, নইলে এখনি চৌকিদার ডেকে দেবো।

বাবাজী। ( বেগে পরিক্রমণ করিয়া সরোবে ) কি আপদ্। রাধে কৃষ্ণ। কর্তা মহাশয়ের কি আর লোক ছিল না, যে তিনি আমাকেই এ

কর্মে পাঠালেন ? ( পরিক্রমণ । ) এই দেখ্টি একজন ভক্তলোক এদিকে আস্চে, তা একেই কেন জিজ্ঞাসা করি নে ।

( একজন মাতালের প্রবেশ । )

মাতাল । ( বাবাজীকে অবলোকন করিয়া ) ওগো, এখানে কোথা বাজা হচ্ছে গা ?

বাবাজী । তা বাবু, আমি কেমন করে বলবো ?

মাতাল । সে কি গো ? তুমি না সং সাজেচ ?

বাবাজী । রাধে কৃষ্ণ ।

মাতাল । তবে, শালা, তুই এখানে কচ্চিস্ কি ? হাঃ শালা ।

[ প্রস্থান ।

বাবাজী । কি সর্ব্বমাশ । বেটা কি পাষণ্ড গা ? রাধে কৃষ্ণ । এ গলিতে কি কোন ভক্তলোক বসতি করে গা ?—এ আবার কি ? ( অবলোকন করিয়া ) আহাহা, স্ত্রীলোক দুটি যে দেখ্তে নিতান্ত কদাকার তা নয় । এঁরা কে ?—হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ । ( একদৃষ্টে অবলোকন । )

( দুই জন বারবিলাসিনীর পশ্চাতে দৃষ্টি করিতে করিতে প্রবেশ । )

প্রথম । ওলো বামা, গুরো পোড়ারমুখোর আক্কেল দেখ্লি ? আমাদের সঙ্গে যাচ্চি বলে আবার কোথায় গেল ?

দ্বিতীয় । তবে বুঝি আন্ত্যে আন্ত্যে পদীর বাড়ীতে ঢুকেচে । ভোর যেমন পোড়া কপাল, তাই ও হতোভাগাকে রেখেচিস । আমি হলে এত দিনে কুলোর বাভাস দিয়ে বিদায় কর্ত্তুম ।

প্রথম । দাঁড়া না, বাড়ী বাই আগে । আজ মুড়ো খেজরা দে বিব কাড়বো । আমি তেমন বান্দা নই, বাবা । এই ব্যয়েসে কত পত বেটার নাকের জলে, চক্কের জলে করে ছেড়েচি । চল্ না, আগে মদনমোহন দেখে আসি ; এসে ওর আঁচ করুবো এখন ।

দ্বিতীয় । তুই যদি তাই পারবি তা হলে আর ভাবনা কি—ও থাকি, এই মোল্লার মডন কাচা খোলা কে একটা দাঁড়য়ে রয়েছে, দেখ ?

প্রথম। হ্যাঁ তো, হ্যাঁ তো। এই যে আমাদের দিকে আসচে। ওলো বামা, ওটা মোল্লা নয় ভাই, রসের বৈরিনী ঠাকুর। ঐ যে কুঁড়োজালি হাতে আছে। (হাস্ত করিয়া) আহাহা, মিন্‌বের রকম দেখ্‌না—যেন তুলসীবনের বাঘ।

বাবাজী। (নিকটে আসিয়া) ওগো, তোমরা বলতে পার, এখানে জানতরঙ্গিনী সত্য কোথা ?

দ্বিতীয়। তরঙ্গিনী আবার কে ? (খাকিকে ধারণ করিয়া হাস্ত।)  
বাবাজী, তরঙ্গিনী তোমার বষ্টুমীর নাম বুঝি ?

প্রথম। আহা, বাবাজী, তোমার কি বষ্টুমী হারিয়েচে ? তা পথে পথে বেঁদে বেড়ালে কি হবে ? যা হবার তা হয়েছে, কি করবে ভাই ? এখন আমাদের সঙ্গে আসবে তো বল ?—কেমন বামা, ভেক নিতে পারবি ?

দ্বিতীয়। কেন পারব না ? পাঁচ সিকে পেলিই পারি। কি বল, বাবাজী।

প্রথম। বাবাজী আর বলবেন কি ? চল্‌ আমরা বাবাজীকে হরিবোল দিয়ে নিয়ে যাই। বল হরি, হরিবোল।

বাবাজী। (স্বগত) কি বিপদ্। রাধে কৃষ্ণ। (প্রকাশে) না বাহা, তোমরা যাও, আমার ঘাট হয়েছে।

দ্বিতীয়। হেঁ, আমরা যাব বই কি ? তোমার তো সেই তরঙ্গিনী বই আর মন উঠবে না ? তা, আমরা যাই, আর তুমি এইখানে দাঁড়ুরে দাঁড়ুরে কাঁদ। (বাবাজীর মুখের নিকট হস্ত নাড়িয়া) “সাধের বষ্টুমী প্রাণ হারিয়েছে আমার”।

[ দুই জন বারবিলাসিনীর প্রস্থান।

বাবাজী। আঃ, কি উৎপাত। এত যন্ত্রণাও আজ কপালে ছিল।—কোথাই বা সত্য আর কোথাই বা কি ? লাভের মধ্যে কেবল আমরা যন্ত্রণা সার। (পরিক্রমণ করিয়া) যদি আবার কিরে বাই তা হলে কর্তাটি রাগ করবেন। আমি যে ঘোর দায়ে পড়লুম। এখন করি কি ? (চিন্তাভাবে অবস্থিতি, পরে সন্মুখে অবলোকন করিয়া) হেঁ, ভাল হয়েছে, এই একটা মুন্সিলআসাম আস্‌চে, ওর পিছনের আলোর আলোর

এই বেলা প্রস্থান করি—না—ও মা, এ যে সারজন সাহেব, রৌদ্র কিরতে  
বেরয়েচে দেখচি ; এখানে চূপ করে দাঁড়য়ে থাকলে কি জানি যদি চোর  
বল্যে ধরে ? কিন্তু এখন যাই কোথা ? ( চিন্তা ) তাই ভাল, এই  
আড়ালে দাঁড়াই—ও মা, এই যে এসে পড়লো । ( বেগে পলায়ন । )

( সারজন ও চৌকিদারের আলোক লইয়া প্রবেশ । )

সার । হার্লো ! চওকীডার ! এক আডমী ওটার ভৌড়কে  
গিয়া নেই ?

চৌকি । নেই ছাব, হামতো কুচ নেহি দেখা ।

সার । আলবট্ গিয়া, হাম্ ডেকা । টোম্ জল্ডী ডওড়কে যাও,  
উটয়ক ডেকো, যাও—যাও—জল্ডী যাও, ইউ° স্ওর ।

চৌকি । ( বেগে অস্ত দিকে গমন করিতে করিতে ) কোন্ হেয় রে,  
খাড়া রও ।

সার । ড্যাম ইউর আইজ—ইটার, ইউ ফুল° ।

চৌকি । ( ভয়ে ) হাঁ ছাব, ইধর । ( বেগে প্রস্থান । )

সার । ( ক্রোধে ) আ ! ইফ আই কোন্ কোচ হিম°—

নেপথ্যে । ( উচ্চৈঃস্বরে ) পাকড়ো পাকড়ো—উহহহহ—

নেপথ্যে । আমি যাচ্চি বাবা, আর মারিস নে বাবা, দোহাই বাবা,  
ভোর পায়ে পড়ি বাবা ।

নেপথ্যে । শালা চোটা, তোমারা ওয়াস্তে দৌউড়কে হামারা  
জান গীয়া ।

নেপথ্যে । উহ্ হ্ হ্ হ্—বাবা, আমি চোর নই বাবা, আমি  
ভেকধারী বৈকব, বাবা ।

( বাবাজীকে লইয়া চৌকিদারের প্রবেশ । )

সার । আ ইউ°, টোম্ চোটা হেয় ?

বাবাজী । ( সজ্রাসে ) না সাহেব বাবা, আমি কিছু জানি নে,  
আমি—গ্যে, গ্যে, গ্যে—

সার । হেং ইউর° গ্যে, গ্যে, গ্যে,—চূপনাও, ইউ ব্লডী নিগরু°  
ডেকলাও টোমারা ব্যেগ°নে কিয়া হেয় । ( বলপূর্বক মালা গ্রহণ করিয়া

আপনার গলায় পরিধান ) হা, হা, হা, হা। বাপ রে বাপ,—হাম বড়া হিহু হুয়া—নাচে, কিস্ ডে। হা, হা, হা।

বাবাজী। ( সত্রাসে ) দোহাই সাহেব মহাশয়, আমি গরিব বৈকব, আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ছেড়ে দেও।—  
( গমনোচ্ছত । )

চৌকি। খাড়া রও, শালা।

বাবাজী। দোহাই কোম্পানির—দোহাই কোম্পানির।

সার। হোল্ড ইউর টং, ইউ ব্র্যাক্‌ক্রট্‌\*। ইয়েহ্‌ ব্যোগমে\* আওর কিয়া হয় ডেকে গা। ( ঝুলি বলপূর্বক গ্রহণ এবং চারি টাকা ফুডলে পতন । )

সার। দেট্‌স্‌ রাইট্‌। ইউ স্‌টি ডেভল্‌\*। কেস্‌কা চোরি কিয়া ?  
( চৌকিদারের প্রতি ) ওস্‌কা ঠানেমে লে চলো।

বাবাজী। দোহাই সাহেবের, আমি চুরি করি নি, আমাকে ছেড়ে দেও—দোহাই ধর্ম্মঅবতার, আমি ও টাকা চাই নে।

সার। সো নেই হোগা, টোম্‌ ঠানেমে চলো—কিয়া ? টোম্‌ যাগে নেই ? আলুবট্‌ যানে হোগা।

চৌকি। চলবে, থানেমে চল।

বাবাজী। দোহাই কোম্পানির—আমি টাকা কড়ি কিছুই চাই নে ; তুমি বরঞ্চ টাকা নিয়ে যা ইচ্ছে হয় কর বাবা, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দেও, বাবা।

সার। ( হাস্তমুখে ) কিয়া ? টোম্‌ নেই মাটে। ( আপন ভেবে টাকা রাখিয়া চৌকিদারের প্রতি ) ওয়েল্‌ দেন্‌,\* হাম্‌ ডেক্‌টা ওস্‌কা কুচ্‌ কনুর নেই, ওস্‌কা ছোড়্‌ ডেও।

বাবাজী। ( সোল্লাসে ) জয় মহাপ্রভু।

চৌকি। ( বাবাজীর প্রতি জনাস্তিকে ) তোম্‌ হাম্‌কো তো কুচ্‌ দিয়া নেহি—আচ্‌ছা যাও, চলা যাও।

বাবাজী। না দাদা, আমি একবার জ্ঞানভরঙ্গিনী সত্যার বাব।

চৌকি। হাঁ হাঁ, ঐ বাড়ীমে—ও বড়া সত্যাকি জাগ্‌গা হের।

সার। ডেকো চোকীডার, রোপেরাকা বাই—( ওঠে অঙ্কুরি প্রদান । )

চৌকি। বো হুম্‌, খাবিন্‌।

সার। মম্। ইজ্ দি ওয়ার্ড, মাই বয়'৩। আবি চলো।

[ সারজন ও চৌকিদারের প্রস্থান।

বাবাজী। রাধে কৃষ্ণ। আঃ বাঁচলেম; আজ কি কুলগ্নেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেম। ভাগ্যে টাকা কটা সঙ্গে ছিল, আর সারজন বেটারও হাতপাতা রোগ আছে, তাই রক্ষ—নইলে আজকে কি হাজতেই থাকতে হতো, না কি হতো, কিছু বলা যায় না।

( হোটেল বাক্স লইয়া ছই জন মুটিয়ার প্রবেশ। )

এ আবার কি? রাধে কৃষ্ণ—কি হুর্গন্ধ। এ বেটারা এখানে কি আনছে? ( অস্ত্রে অবস্থিতি। )

প্রথম। ইং, আজ যে কত চিচ্ পেটিয়েচে তার হিসাব নাই, মোর গন্ধান্টা যেন বেঁকে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়। দেখ্ মায়ু, এই হেঁছ বেটারাই ছনিয়াদারির মজা করে স্তেলে। বেটারগো কি আরামের দিন, ভাই।

প্রথম। মর বেকুফ্, ও হারাম্খোর বেটারগো কি আর দিন আছে? ওরা না মানে আন্না, না মানে ছেবতা।

দ্বিতীয়। লেকীন্ ক্যেবল এই গল্পখেগো বেটারগো দৌলতেই মোগর পৌচখর এত কেঁপে ওঠেতেচে; সাম হলেই বেটারা বাহুড়ের মাকিক কাঁকে কাঁকে আসে পড়ে; আর কত যে খায়, কত যে পিয়ে যায়, তা কে বল্ভি পারে।

প্রথম। ও কাদের মেঁরা, মোদের কি সারারাত এখানে দেঁড়রে থাক্ভি হবে? দরওয়ানজীকে ডাক না। ও দরওয়ানজী। এ মাড়ুয়াবাদি শালা গেল কোহানে?—ও দরওয়ানজী; দরওয়ানজী।

নেপথ্যে। কোন্ হেয় রে।

প্রথম। মোরা পৌচখরের মুটে গো।

নেপথ্যে। আও, ভিতর চলে আও।

[ মুটিয়াগণের প্রস্থান।

বাবাজী। ( অগ্রসর হইয়া স্বগত ) কি আশ্চর্য্য! এসব কিসের বাক্স? উঃ, ধু, ধু, রাধে কৃষ্ণ। আমি তো এ জ্ঞানভরঙ্গিনী সত্যার বিষয় কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

নেপথ্যে। বেলফুল।

নেপথ্যে। চাই বরোক্।

( মালী এবং বরফওয়ালার প্রবেশ। )

মালী। বেলফুল,—ও দরওয়ানজী, বাবুরো এসেচে।

নেপথ্যে। না, আবি আয়া নেহি, খোড়া বাদ আও।

বরফ। চাই বরফ—কি গো দরওয়ানজী।

নেপথ্যে। তোহ্মি খোড়া বাদ আও।

[ মালী এবং বরফওয়ালার প্রস্থান। ]

বাবাজী। ( স্বগত ) কি সৰ্কানাশ, আমি তো এর কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

নেপথ্যে দূরে। বেলফুল—চাই বরোক্।

( যজ্ঞীগণ সহিত নিতম্বিনী আর পয়োধরীর প্রবেশ। )

নিত। কাল যে ভাই কালীবাবু আমাকে ত্র্যোণ্ডি খাইয়েছিল—উঃ, আমার মাথাটা যেন এখনো ঘুলে। আজ যে ভাই আমি কেমন করে নাহুবো তাই ভাব্চি।

পয়ো। আমার ওখানেও সদানন্দ বাবু কাল ভারি খুম লাগিয়েছিল। আজ কাল সদানন্দ ভাই খুব ভোয়ের হয়ে উঠেছে। এমন ইয়ার মালুঘ আর ছুটি পাওয়া ভার।

যজ্ঞী। চল, ভিতরে যাওয়া যাউক্। ও দরওয়ানজী।

নেপথ্যে। কোন্ হায় ?

পয়ো। বলি আগে ছয়র খোলো, তার পরে কোন্ হায় দেখতে পাবে এখন।

নেপথ্যে। ওঃ, আপ্লোক হায়, আইয়ে।

[ যজ্ঞীগণ ইত্যাদির প্রস্থান। ]

বাবাজী। ( অগ্রসর হইয়া স্বগত ) এ কি চমৎকার ব্যাপার ? এরা তো কশ্বী দেখতে পাচ্ছি। কি সৰ্কানাশ। আমি এতক্ষণে বুঝতে পাচ্ছি কাণ্ডটা কি। নবকুমারটা দেখ্চি একবারে বয়ে গেছে। কর্তা মহাশয় এসব কথা শুনলে কি আর রক্ষে থাকবে ?

(নববাবু এবং কালীবাবুর প্রবেশ।)

নব। হা, হা, হা—ঈশ্বরী ভগবতীর স্নেহ! তোমার ভাই কি চমৎকার মেমরি! হা, হা, হা।

কালী। আরে ও সব লক্ষ্মীছাড়া বই কি আমি কখন খুলি না পড়ি, যে মনে থাকবে।

নব। (বাবাজীকে অবলোকন করিয়া) এ কি, এ যে বাবাজী হে। কেমন ভাই কালী, আমি বলেছিলাম কি না যে কর্তা একজন না একজনকে অবশুই আমার পেছনে পেছনে পাঠাবেন; যা হোক, একে যে আমরা দেখতে পেলেম এই আমাদের পরম ভাগ্য বলতে হবে।

কালী। বল তো ও বৈষ্ণব শালাকে ধরে এনে একটু কাউল কাটলেট কি মটন চপ খাইয়ে দি—শালার জন্মটা সার্থক হউক।

নব। চূপ কর হে, চূপ কর। এ ভাই ঠাট্টার কথা নয়। (অগ্রসর হইয়া) কি গো, বাবাজী যে? তা আপনি এখানে কি মনে করে?

বাবাজী। না, এমন কিছু না, তবে কি না একটা কর্মবশতঃ এই দিগ দিয়ে যাচ্ছিলেম, তাই ভাবলেম যে নববাবুদের সভাভবনটি একবার দেখে যাই।

নব। বটে বটে? চলুন, তবে ভিতরে চলুন।

কালী। (জনাস্তিকে নবকুমারের প্রতি) আরে করিস্ কি, পাগল? এটাকে এর ভিতরে নেগেলে কি হবে? আমরা তো আর হরিবাসর কতো ব্যক্তি নে।

নব। (জনাস্তিকে কালীর প্রতি) আঃ, চূপ কর না। (প্রকাশে বাবাজীর প্রতি) বাবাজী, একবার ভিতরে পদার্পণ কল্যে ভাল হয় না।

বাবাজী। না বাবু, আমার অন্তরে কর্ম আছে, তোমরা যাও।

[প্রস্থান।

কালী। বল তো শালাকে ধাঁ করে ধরে এনে না হয় যা ছুই লাগিয়ে দি।

নব। দরওয়ান।

(দৌবারিকের প্রবেশ।)

দৌবা। মহারাজ।

নব। ও লোগ সব আয়া?



দৌবা। জী, মহারাজ।

নব। আচ্ছা, তোন যাও।

দৌবা। জো হুকুম, মহারাজ।

[ প্রস্থান।

নব। আজ ভাই দেখুচি এই বাবাজী বেটা একটা ভারি হেলানাম করে বসবে এখন। বোধ করি, ও ঐ মাগীদের ভিতরে ঢুকতে দেখেছে।

কালী। পুত্র, তুমি তো ভারি কাউন্সার্ড<sup>১০</sup> ছে। তোমার বে কিছু ফরাল করেজ<sup>১১</sup> নেই। ও বেটাকে আবার জ্বর ?—চল।

নব। না হে না, তুমি ভাই এ সব বোঝ না। চল দেখি গে বেটার হাতে কিছু ও কর্ম করে দিয়া যদি মুখ বন্দ কস্তো পারি।

কালী। ননসেন্স<sup>১২</sup>। তার চেয়ে শালাকে গোটাকত কিঙ্<sup>১৩</sup> দিয়ে একেবারে বৈকুণ্ঠে পাঠাও না কেন। ডায়া দি ক্রট্ট<sup>১৪</sup>। ও শালাকে এ পৃথিবীতে কে চার ? ওর কি আর কোন মিসন্<sup>১৫</sup> আছে ?

নব। দূর পাগল, এ সব হেলেনামানুষের কর্ম নয়। চল, আমরা ছজননেই ওর কাছে যাই।

[ উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমস্কন্ধ।

## দ্বিতীয় অঙ্ক

### প্রথম গর্ভাঙ্ক

সভা।

কতিপয় বাবুর প্রবেশ।

চৈতন্য। নব আর কালী যে আজ এত দেরি করছে এর কারণ কি ?  
বলাই। আমি তা কেমন করে বলবো ? ওহে ওদের কথা ছেড়ে  
দেও, ওরা সকল কর্মই লোড্‌ নিতে চায়, আর তাবে যে আমরা না হলে  
বুঝি আর কোন কর্মই হবে না।

শিবু। যা বল ভাই, কিন্তু ওরা ছুজনে লেখা পড়া বেশ জানে।

বলাই। বিটুইন্‌ আওয়ার্সেসল্‌বস, এমন্‌ কি জানে ?

মহেশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সকলেরি বিজ্ঞা জানা আছে। সে দিন যে নব  
একখানা চিঠি লিখেছিল, তা তো দেখিইছো, তাতে লিওলি ময়েরন্‌ যে  
হৃদিশা তা তো মনে আছে ?

বলাই। এতেও আবার প্রাইড্‌টুকু দেখেছো ? কালী আবার ওর  
চেয়ে এক কাটি সরেস্‌।

চৈতন্য। আঃ, তারা ফ্রেণ্ড্‌ মাস্ত্ব, ও সকল কথায় কাজ কি ?  
বিশেষ ওরা আছে বলে তাই আজও সভা চলছে—তা জান ?

মহেশ। তা টুন্‌ বুলবো তার আর ফ্রেণ্ড্‌ কি ?

বলাই। আচ্ছা, সে কথা যাউক ; আমরাও তো মেম্বরন্‌ বটে, তবে  
তাদের ছুজনের জন্তে আমাদের ওএট্‌ করবার আবশ্যিক কি ?

শিবু। তাই তো। আমাদের তো কোরম্‌ হয়েছে, তবে এখন  
সভার কর্ম আরম্ভ করা যাউক না কেন ?

মহেশ। হিয়ন্‌, হিয়ন্‌, আমি এ মোসন্‌ সেকেন্ড্‌ করি।

বলাই। হা, হা, হা, এতে দেখছি কারো অব্‌জেক্‌সন্‌ নাই,  
একবার নেম্‌ কন্‌—ক্রাজো ! হা, হা, হা।

মহেশ। (ঘড়ী দেখিয়া) নটা বাজতে কেবল পাঁচ মিনিট বাকী  
আছে, বোধ করি নব আর কালী আজ এলো না, তা আমি চৈতন্য বাবুকে  
চ্যাম্যান্‌ প্রোপোজ্‌ করি।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার !

চৈতন। ( গাজোখান করিয়া ) জেটেল্মেন,<sup>১০</sup> আপনারা অহুগ্রহ করে আমাকে যে পদে নিযুক্ত করেন, তার কর্ম আমি যত দূর পারি প্রাপণে চালাতে কসুর করবো না,—নাউ টু বিজনেস<sup>১১</sup> ।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার ! ( করতালি । )

চৈতন। ( উচ্চস্বরে ) খানসামা—বেয়ারা—  
নেপথ্যে। জী, আজ্ঞে ।

চৈতন। গোটা ছুই ত্রাণ্ডি আর তামাক নে আয়। ( উপবিষ্ট হইয়া )  
যদি কারো বিয়ার খেতে ইচ্ছা হয় তো বল ।

বলাই। এমন সময়ে কোন্ শালা বিয়ার খায় ।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার ।

( খানসামা এবং বেয়ারার মস্ত এবং তামাক লইয়া প্রবেশ । )

চৈতন। সব বাবু লোক্কো সরাব দেও, ( সকলের মস্ত পান ) আর  
বোতল গ্লাস সব হিঁয়া ধর দেও ।

খান। আজ্ঞা বাবু ।

[ বোতল ইত্যাদি রাখিয়া প্রস্থান ।

চৈতন। বেয়ারা—ঐ খেমটাওয়ালীদের ডেকে দে তো । আর দেখ,  
খানিকটে বরক্ আন্ ।

বেয়ারা। যে আজ্ঞে ।

[ প্রস্থান ।

বলাই। আমি আমাদের নতুন চেয়ারমেনের হেল্ধ<sup>১২</sup> দিতে চাই ।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার ( মস্তপান করিয়া ) হিপ, হিপ,  
হরে, হরে<sup>১৩</sup> ।

( নিভস্বিনী, পরোধরী এবং যক্ষীগণের প্রবেশ )

চৈতন। আরে এসো, বসো। কেমন ভাই, চিন্তে পার ? তবে  
ভাল আছ তো ? ( সকলের উপবেশন । )

নিভ। বেমন রেখেছেন ।

চৈতন। আমি আর তোমাকে রেখেছি কই ? আমার কি ভেমন কপাল ?

সকলে। ভাভো, হিয়ার, ( করতালি )।

চৈতন। ও পরোখরি, একটু এদিকে সরে কসো না।

পরো। না, আমি বেশ আছি।

চৈতন। ( ষিঠীরের প্রতি ) বলাই বাবু, এঁদের একটু কিছু খাওয়াও না।

চৈতন। এই এলো ( সকলের মস্তপান )।

শিবু। ( চতুর্ধের প্রতি ) ও শালা, তুই খুবচ্চিল না কি ?

মহেশ। ( হাই তুলিয়া ) না হে তা নয়, খুমবো কেন ?—নব আসে নি বটে ?

সকলে। ( হাস্ত করিয়া ) ভাভো, ভাভো।

চৈতন। ( পরোখরীর হস্ত ধারণ করিয়া ) একটি গাও না তাই।

পরো। এর পর হলে ভাল হয় না ?

চৈতন। না না, পরে আবার কেন ? শুভ কর্ণে বিলম্বে কাজ কি।

পরো। আচ্ছা তবে গাই, ( যন্ত্রাদিগের প্রতি ) আড়ুথেমটা। .

বাগিনী শঙ্কর, ভাল থেমটা।

এখন কি আর নাগরু তোমারু

আমারু প্রতি, ভেমনু আছে।

নৃতনু গেয়ে পুরাতনে

তোমারু সে যতনু গিয়েছে ॥

তখনকার ভাব থাকতো যদি,

তোমারু পেতেমু নিরবধি,

এখন, ওহে গুণনিধি,

আমারু বিধি বামু হয়েছে।

বা হবারু আমার হবে,

তুমি তো হে শুধে রবে,

বল দেখি শুনি তবে,

কোনু নতুনে মনু মজেছে ॥

সকলে। কিরাবাৎ, সাবাস, বেঁচে থাক বাবা, জীতা রও বাবা।  
 চৈতন। ও বলাই বাবু, তুমি কেমন সাকী হে ?  
 বলাই। সাকী আবার কি ?  
 চৈতন। যে মদ দেয় তাকে পানুসীতে সাকী বলে।  
 শিবু। ( গাইয়া ) “গরু ইয়ার নহে সাকী”।—তা, এসো ( সকলের  
 মস্ত পান )।  
 চৈতন। চূপ কর তো, কে যেন উপরে আসছে না ?  
 বলাই। বোধ করি নব আর কালী—

( নব এবং কালীর প্রবেশ । )

সকলে। ( সকলে প্রায়োখান করিয়া ) হিণ্, হিণ্, হরে।  
 কালী। ( প্রমত্তভাবে ) হরে, হরে।  
 নব। বসো, ভাই, সকলে বসো, ( সকলের উপবেশন ) দেখ ভাই,  
 আজ আমাদের একসকিউজ<sup>১০</sup> কর্তে হবে, আরাদের একটু কর্ম ছিল বলে  
 তাই আসতে দেয়ি হরে গেচে।  
 শিবু। ( প্রমত্তভাবে ) গুটিল এ লাই<sup>১১</sup>।  
 নব। ( ত্রুস্তভাবে ) হোয়াট, <sup>১২</sup> তুমি আমাকে লায়র<sup>১৩</sup> বল ? তুমি  
 জান না আমি তোমাকে এখনি গুট<sup>১৪</sup> করবো ?  
 চৈতন। ( নবকে ধরিয় বসাইয়া ) হাঃ, যেতে দেও, যেতে দেও,  
 একটা ট্রাইল্লীঃ<sup>১৫</sup> কথা নিয়ে মিছে ঝকড়া কেন ?  
 নব। ট্রাইল্লীঃ।—ও আমাকে লাইয়র<sup>১৬</sup> বললে—আবার ট্রাইল্লীঃ ?  
 ও আমাকে কালীলা করে বলে না কেন ? ও আমাকে মিথ্যাকালী বললে  
 না কেন ? তাতে কোন্ শালা রাগতো ? কিন্তু—লাইয়র—এ কি  
 বরদাস্ত হয়।

চৈতন। অগ্রে যেতে দেও, ও কথার আর মেকান<sup>১৭</sup> করো না।  
 ( উপবেশন করিয়া । )

নব। কি গো পয়েঃধরি, নিডহিনি, তোমরা ভাল আহ তো ?  
 পয়ো। হ্যা, আমরা তো আহি ভাল, কিন্তু তোমার মে-রুড় ভাল  
 দেখি নে—এখন তোমাকে ঠাণ্ডা দেখলে বাঁচি।

নব। আমি তো ঠাণ্ডাই আছি, তবে এখন গরম হবো—ওহে বলাই, একটু ব্র্যোণ্ডি দেও তো।

সকলে। ওহে আমাদের তুলো না হে। (সকলের মন্তপান।)

নব। ওহে কালী, তুমি যে চুপ করে রয়েচো।

কালী। আমি ঐ বৈকুণ্ঠ শালার ব্যবহার দেখে একেবারে অবাচ্ হয়েছি। শালা এদিকে মালা ঠক্ ঠক্ করে, আবার ছুব খেয়ে মিথ্যা কথা কইতে স্বীকার পেলে? শালা কি হিপক্রোট<sup>১৫</sup>।

নব। মরুক, সে থাকুক। ও পরোধরি, তোমরা একবার ওঠ না, নাচটা দেখা যাক।

সকলে। না না, আগে তোমার ইস্পীচ<sup>১৬</sup>।

নব। (গাত্রোথান করিয়া) আচ্ছা; জেন্টেলমেন, আপনারা সকলে এই দেয়ালের প্রতি একবার চেয়ে দেখুন; এই যে কয়েকটি অক্ষর দেখছেন, এই সকল একত্র করে পড়লে “জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা” পাওয়া যায়।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। জেন্টেলমেন, এই সভার নাম জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা—আমরা সকলে এর মেম্বর—আমরা এখানে মীট করে যাতো জ্ঞান জন্মে তাই করে থাকি—এও<sup>১৭</sup> উই আর জলি গুড ফেলোজ<sup>১৮</sup>।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার, উই আর জলি গুড ফেলোজ<sup>১৮</sup>।

নব। জেন্টেলমেন, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিজ্ঞাবলে সুপারস্টিনেনের<sup>১৯</sup> শিকলি কেটে ফ্রী<sup>২০</sup> হয়েছি; আমরা পুস্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েচে; এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে, এদেশের সোসায়াল রিকরমেশন<sup>২১</sup> বাতে হয় তার চেষ্ঠা কর।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। জেন্টেলমেন, তোমাদের মেয়েদের এজুকট<sup>২২</sup> কর—তাদের স্বাধীনতা দেও—জাতভেদ তকাং কর—আর বিধবাদের বিবাহ দেও—তা হলে এবং কেবল তা হলেই, আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলও প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টকর দিতে পারবে—মচেং নয়।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। কিন্তু জেন্টেলম্যান, এখন এ দেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা ; এই গৃহ কেবল আমাদের লিবরটি হল<sup>৩৩</sup> অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান ; এখানে যার যে খুশি, সে তাই কর। জেন্টেলম্যান, ইন্ দি নেম্ অব ফ্রীডম, লেট্ অস এঞ্জয় আওরসেল্ভস্।<sup>৩৩</sup> ( উপবেশন। )

সকলে। হিয়ার, হিয়ার,—হিপ, হিপ, ছরে, ছ—রে ; লিবরটি হল—বি ফ্রী—লেট্ অস এঞ্জয় আওরসেল্ভস্।

নব। ওহে বলাই, একবার সকলকে দেও না।

বলাই। আচ্ছা,—এই এসো ( সকলের মস্তপান )।

নব। তবে এইবার নাচ আরম্ভ হোক। কম্, ওপেন্ দি বন্, মাই বিউটিস্<sup>৩৩</sup>।

পর্যো, নিত। নৃত্য এবং গীত।

নব। কিয়াবাৎ, জীতা রও। বেঁচে থাক, ভাই।

কালী। ছরে, জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা ফর এভন্।

সকলে। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা ফর এভন্<sup>৩৩</sup> ( করতালি )।

নব। চল ভাই, এখন সপন্ন টেবিলে<sup>৩৩</sup> যাওয়া যাউক।

চৈতন। ( গাত্রোখান করিয়া )—থ্রী চিয়ান্স ফন্<sup>৩৩</sup> আমাদের চ্যারম্যান্—

সকলে। হিপ্, হিপ্, হিপ্—ছরে। ছ—রে—ছরে।

নব। ও পর্যাধরি, তুমি, ভাই, আমার আন্ন নেও।

পর্যো। তোমার কি নেবো, ভাই ?

নব। এসো, আমার হাত ধর।

কালী। ও নিতস্থিনি, তুমি ভাই, আমাকে কেভর<sup>৩৩</sup> কর। আহা ! কি সফ্ট<sup>৩৩</sup> হাত।

সকলে। ব্রাতো। ( করতালি )।

[ স্বামীগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

তবলা। ও ভাই, দেখো তো ও বোতলটার আর কিছু আছে কি না।

বেহালা। কৈ, দেখি ? হ্যা, আছে। এই নেও ( উত্তরের মস্তপান )।

ভবলা। আঃ, খালি মাল যে হে।

নেপথ্যে। হিঃ, হিঃ, হরে।

বেহালা। চল ভাই এক হিলিম গাঁজার চেঁটা দেখি গিরে—এ  
ক্রান্তিতে আমাদের সানে না।

[ সকলের প্রস্থান।

## দ্বিতীয় পর্ভাঙ্ক

নবকুমার বাবুর শয়নান্দ্রিয়।

প্রসন্নময়ী, নৃত্যকালী, কমলা এবং হরকামিনী আসীন।

প্রসন্ন। এই নেও—

নৃত্য। কি খেল্লে ভাই ?

প্রসন্ন। চিড়িতনের দহলা।

নৃত্য। আরে মলো, চিড়িতন যে রঙ, জুপ খেল্লে কেন ?

প্রসন্ন। তুই, ভাই, মিছে বকিস্ কেন ? হাতে রঙ না থাকে পাস

দে বা।

নৃত্য। এই এসো, আমি টেকা মারলেম।

হর। এই নেও।

নৃত্য। ও কি ও, পাস দিলে যে ?

হর। হাতে জুপ না থাকলে পাস দোবো না তো কি করবো।

নৃত্য। এস কমল, এবার ভাই তোমার খেলা।

কমলা। আমি ভাই বিবি দিলাম।

নৃত্য। মন্, ও যে আমাদের পিট, তুই বিবি দিলি কেন ?

কমলা। বাঃ বিবি দেবো না তো কি ? সায়েব কোথা ?

নৃত্য। এই যে সাহেব আমার হাতে রয়েছে—?

কমলা। আমি তো ভাই আর জান নই।

নৃত্য। মন্ ছুঁড়ি, খেলার ইসারার বুকেতে পারিস্ নে ? তোর  
মোতন বোকা মেয়ে তো আর ছুঁড়ি নাই লা, তুই যদি তাস না খেলতে  
পারিস্ তবে খেলতে আসিস্ কেন ?



কমলা। কেন, খেলতে পারবো না কেন ?

বৃত্য। একে কি কেউ খেলা বলে ? তুই আমার টেকার উপর বিবি দিলি।

কমলা। কেন ? বিবিটে ধরা গেলে বুঝি ভাল হতো ?

হর। আর ভাই, মিছে গোল করিস্ কেন ?

বৃত্য। ( কমলার প্রতি ) কি আপোদ, যখন সারোব আমার হাতে আছে তখন তোর আর ভয় কি ?

কমলা। বস, তুই পাগল হলি না কি লো ? তোর হাতে সাহেব তা আমি টের পাব কেমন করে লা ?

বৃত্য। তুই ভাই যদি তাস খেলা কাকে বলে তা জানতিস্ তবে অবিশ্বি টের পেতিস্।

কমলা। ও প্রসন্ন, শুনলি তো ভাই, এমন কি কখন হয় ? বিবি ধরা গেমে, বিবি পালাবার বাগ পেলো কি কেউ তা ছাড়ে ?

নেপথ্যে। ও প্রসন্ন—

প্রসন্ন। চূপ্ কর লো, চূপ্ কর, ঐ শোন, মা ডাকচেন—

নেপথ্যে। ও বোউ—

প্রসন্ন। ( উচ্চস্বরে ) কি, মা—

নেপথ্যে। ওলো, তোরা ওখানে কি করচিস্ লা।

প্রসন্ন। ( উচ্চস্বরে ) আমরা মা, দাদার বিছানা পাড়চি।

হর। ও ঠাকুরঝি, তাস বোড়াটা ভাই, হুকোও, ঠাকুরণ দেখতে পেলো আর রন্ধে থাকবে না।

প্রসন্ন। ( তাস বালিশের নীচে গোপন করিয়া ) আর ভাই আমরা সকলে এই চাদরখানা ধরে ঝাড়তে থাকি ; তা হলে মা কিছু টের পাবেন না।

বৃত্য। আরে মলো—আবার টেকা—

কমলা। আরে তাতে বয়ে গেল কি ? সারোব কি বিবি ধরতে পারে মা ?

হর। তোদের পারে পড়ি ভাই চূপ কর, ঐ দেখ্ ঠাকুরণ উপরে আসছেন। ধর, সকলে মিলে এই চাদরখানা ধর।

( গৃহিণীর প্রবেশ । )

গৃহিণী । ওলো, তোরা এখানে কি করচিস্ লা ।

প্রসন্ন । এই যে মা, আমরা দাদার বিহানা পাড়চি ।

গৃহিণী । ও মা, তোদের কি সন্ধ্যা অবধি একটা বিহানা পাড়তে গেল । তা হবে না কেন ? তোরা এখন সব কলিকালের মেয়ে কি না ।

নৃত্য । কেন জেঠাইমা, আমরা কলিকালের মেয়ে কেন ?

গৃহিণী । আর তোরা দেখচি একেবারে কুড়ের সন্ধ্যার হয়ে পড়েচিস্ । ভাগ্যে আজ নব বাড়ী নেই, তা নৈলে তো সে এতরূপ শুতে আসতো ।

প্রসন্ন । হ্যাঁ মা, দাদা আজ কোথায় গেছেন গা ?

গৃহিণী । ঐ যে রামমোহন রায়—না—কার কি সত্তা আছে— ?

কমলা । ছোটদাদা কি তবে তাঁর জ্ঞানতরঙ্গিনী সতায় গেছেন ?

হর । ( জনান্তিকে প্রসন্নের প্রতি ) তবেই হয়েছে । ও ঠাকুরঝি, আজ দেখচি তোর ভারি আঞ্জলাদের দিন । দেখ, হয়তো তোর দাদা আজ আবার এসে তোকে নিয়ে সেই রকম রঙ্গ বাধায় ।

গৃহিণী । বউ মা কি বলছে, প্রসন্ন ?

নেপথ্যে । ও বেমোল, মা ঠাকুরণ কোথায় গো ? কত্তা মশায় বৈটকখানা থেকে উঠেছেন ।

গৃহিণী । তবে আমি বাই, তোরা মা বিহানা করে শীজ নীচে আর ।

[ প্রস্থান ।

হর । ( সহাস্ত বদনে ) ও ঠাকুরঝি ! বল না রে, সে দিন তোর ভাই কি করেছিল ?

প্রসন্ন । আঃ, ছি ।

নৃত্য । কেন, কেন, কি করেছিল ? বল না কেন, ভাই ?

হর । ( সহাস্ত বদনে ) বল না ঠাকুরঝি ?

প্রসন্ন । না, ভাই, তুই যদি আমাকে এত বিরক্ত করিস, তবে এই আমি চল্লেম ।

নৃত্য । কেন ? বল না কি হয়েছিল । ও ছোট বউ, তা তুই ভাই বল ।

হর । তবে বলবো ? সে দিন বাবু জ্ঞানতরঙ্গিনী সত্তা থেকে ফিরে এসে ঠাকুরঝিকে দেখেই অমনি ধরে ওর গালে একটি চুমো খেলেন ;

ঠাকুরবি তো ভাই পালাবার জন্তে ব্যস্ত, তা তিনি বললেন যে—কেন ?  
এতে দোষ কি ? সায়েবরা যে বোনের গালে চুমো খায়, আর আমরা  
কল্পেই কি দোষ হয় ?

প্রসন্ন। হি, যাও মেনে, বউ।

বৃত্তা। ও মা, হি। ইংরিজী পড়লে কি লোক এত বেহারা হয় গা।

হয়। আরও শোন না, আবার বাবু বলেন কি ?—

প্রসন্ন। তোর দাদা মদ খেয়ে কি করে লো ?

হয়। কেন ভাই, সে জ্ঞানভরঙ্গিনী সত্তাতেও যায় না, আর বোনের  
গায়েও হাত দেয় না, আর যা করুক ; সে যা হউক, ঠাকুরবি, তুই ভাই  
তোর দাদাকে নে না কেন ? আমি না হয় বাপের বাড়ী গিয়ে থাকি ;  
তোর ভাতার তো তোকে একবার মনেও করে না। তা নে, তুই ভাই,  
তোর দাদাকে নে।

প্রসন্ন। হ্যাঁ, আর তুই গিয়ে তোর দাদাকে নে থাক্।

নেপথ্যে। ছোড় দেও হামকো।

নেপথ্যে। তোমার পায়ে পড়ি, দাদাবাবু, এত চেষ্টা কখা করো না,  
কত মশায় ঐ ঘরে ভাত খাচ্ছেন।

নেপথ্যে। ডেম কত মশায়। আমি কি কারো তকা রাখি ?

কমলা। ঐ যে ছোট্টদাদা আসছেন।

বৃত্তা। আর, ভাই, আমরা লুক্য়ে একটু তামাসা দেখি।

হয়। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) না ভাই, আমার আর ওসব  
ভাল লাগে না। আঃ, সমস্ত রাতটা মুখ থেকে প্যাঁজ আর মদের গন্ধ  
ভক্ ভক্ করো বেরোবে এখন, আর এমন নাক্ ডাকুনি—বোধ করি মরা  
মানুষও শুন্দলে জেগে উঠে। হি।

কমলা। আর লো আর। ( সকলের গুণ্ডভাবে অবস্থিতি । )

( নববাবুকে লইয়া বৈষ্ণনাথের প্রবেশ । )

নব। ( প্রমত্তভাবে ) বোধে—মাই শুভ কেলো—তোকে আমি  
রিকরন্ কতো চাই। তুই বুঝি ?

বোধে। যে আছে।

নব। বোধে,—একটা বিয়ার—না, ঐ জাতি ল্যাও।

বৈভ। বে আজ্ঞে, আপনি যেহে এই বিছানার বসুন। আমি ত্রাণ্ডি এনে দিচ্ছি। (সগত) দাদাবাবু যদি শীঘ্র সুমিরে না পড়ে, তবেই দেখছি আজ একটা কাণ্ড হবে এখন। কস্তা একে এমন দেখলে কি আর কিছু বাকী রাখবেন।

নব। (সয্যোপরি উপবিষ্ট হইয়া) ল্যাও—ত্রাণ্ডি ল্যাও—জন্দি।

বৈভ। আজ্ঞে, এই যাই।

[প্রস্থান।

নব। (সগত) ড্যাম কস্তা—ওল্ড কুল° আর কদিন বাঁচবে? আমি প্রাণ থাকতে এ সস্তা কখনই এবলিশ কর্তে পারবো না। বুড়ো একবার চখ্ বুজলে হয়, তা হলে আর আমাকে কোন্ শালার সাধ্য যে কিছু বলতে পারে? হা, হা, হা, ওন্ট আই এঞ্জয় মিসেল্ফ?° (উচ্চস্বরে) ল্যাও—মদ ল্যাও।

হর। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কি সর্বনাশ। ওলো ঠাকুরঝি—  
প্রসন্ন। (এ) কি?

হর। এই দেখচিস, কস্তা ঠাকুরপের ঘরে ভাত খেতে বসেছেন।

প্রসন্ন। তা আমি কি করবো?

হর। তুই, ভাই, কাছে গিয়ে তোর দাদাকে চুপ্ করতে বল না।

প্রসন্ন। (সভরে) ও মা, তা তো ভাই আমি পারবো না।

হর। (সহাস্ত বদনে) আঃ, তায় দোষ কি? তুই তো ভাই আর কচি মেয়েটি নোস, যে বেটাছেলের মুখ দেখলে ডরাবি? বা না লা।

নব। ল্যাও—মদ ল্যাও।

হর। ও মা। কি সর্বনাশ। (অগ্রসর হইয়া) কর কি? কর্তা বাড়ীর ভেতরে ভাত খাচ্ছেন, তা জান?

নব। (সচকিতে) এ কি? পরোধরী যে? আরে এসো, এসো। এ অভাজনকে কি ভাই তুমি এত ভাল বাস, যে এর অস্ত্রে রেশ স্বীকার করে এত রাত্রে এই নিকুঞ্জবনে এলেছ—হা, হা, হা, এসো, এসো। (পাত্ৰোখান।)

হর। ও ঠাকুরঝি, কি বক্চে বুঝতে পারিস্ ভাই?

প্রসন্ন। (সহাস্ত বদনে) ও, ভাই, তোরের কথা, আমি আর ওর কি বুঝবো?

নব। (পরিক্রমণ করিতে করিতে) এসো ভাই, আমি তোমার ডেম্‌ড স্নেহ\*। এসো—(ভূতলে পতন।)

হর, প্রসন্ন, ইত্যাদি। (অগ্রসর হইয়া) ও মা, এ কি হলো ? (ক্রন্দন।)

নেপথ্যে। কেন, কেন, কি হয়েছে ?

(গৃহিণীর পুনঃপ্রবেশ।)

গৃহিণী। (নবকুমারকে অবলোকন করিয়া) এ কি, এ কি ? এ আমার সোনার চাঁদ যে মাটিতে গড়াচ্ছে ? ও মা, কি হলো ? (ক্রন্দন করিতে করিতে) ওঠো বাবা, ওঠো। ও মা, আমার কি হলো। ও মা, আমার কি হলো। ও প্রসন্ন, তুই ঔকে একবার শীত্র ডেকে আন তো লা। (প্রসন্নের প্রস্থান) ও মা, ও মা, আমার কি হলো ! (ক্রন্দন।)

বৃত্য। উঃ, জেঠাই মা, দেখ, দাদার মুখ দিয়ে কেমন একটা বদগন্ধ বেরুচ্ছে।

গৃহিণী। উঃ, হি। ভাই তো লো। ও মা, এ কি সর্বনাশ ! আমার ছুধের রাহাকে কি কেউ বিব টিষ্ খাইয়ে দিয়েছে না কি ? ও মা, আমার কি হবে ! (ক্রন্দন।)

(প্রসন্নের সহিত কর্তার প্রবেশ।)

কর্তা। এ কি ?

গৃহিণী। এই দেখ, আমার নব কেমন হয়ে পড়েছে। ও মা, আমার কি হবে !

কর্তা। (অবলোকন করিয়া সঁরোবে) কি সর্বনাশ, রাখে কুক ! হা ছুরাচার ! হা নরাধম ! হা কুলাঙ্গার !

গৃহিণী। (সঁরোবে) এ কি ? বুড়ো হলে লোক পাগল হয় না কি ? বাও, তুমি আমার সোনার নবকে অমন করো বকুচো কেন ?

কর্তা। (সঁরোবে) সোনার নব ! হ্যাঁ ! ওকে বখন প্রসব করেছিলে, তখন ছন খাইয়ে ঘেরে ফেলতে পার নি ?

নব। হিরন্ন, হিরন্ন, হরে।

গৃহিণী। ও মা, আবার কি হলো ! এমন এলোমেলো বকুচে কেন ? ও মা, হেলোঠিকে তো ভূতে টুতে পার নি !

কর্তা। তোমার কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই ? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে ও লক্ষ্মীছাড়া মাতাল হয়েছে ?

নব। হিয়র, হিয়র।

কর্তা। ( সরোবে ) চূপ, বেহার, তোর কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই ?

নব। ড্যাম লজ্জা, মদ ল্যাও।

কর্তা। শুনলে তো ?

পৃহিণী। ও মা, আমার এ ছুধের বাছাকে এ সব কে শেখালে গা ?

কর্তা। আর শেখাবে কে ? এ কল্কাতা মহাপাপ নগর—কলির রাজধানী, এখানে কি কোন ভদ্র লোকের বসতি করা উচিত ?

পৃহিণী। ও মা, তাই তো, এত কে জানে, মা ?

কর্তা। কাল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে জীবদ্দশনে যাত্রা করবো। এ লক্ষ্মীছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই। চল, এখন আমরা যাই। এ বানরটা একটু ছুঁক—

নব। হিয়র, হিয়র, আই সেকেও দি রেজোলুশন।

কর্তা। হায়, আমার বংশেও এমন কুলাঙ্গার জন্মেছিল ?

পৃহিণী। ও প্রেসর, ও কমলা, ওলো তোর মা এখানে একটু থেকে আর।

[ কর্তা এবং পৃহিণীর প্রস্থান।

হর। ( অগ্রসর হইয়া ) ও ঠাকুরবি, এই ভাই তোর দাদার দশা দেখ্। হায়, এই কল্কেতার যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যত্ননা ভোগ করে তার সীমা নাই। হে বিধাতা! তুমি আমাদের উপর এত বাস হলে কেন ?

প্রসন্ন। তা এ আজ আর নতুন দেখিলি না কি ? জ্ঞানতরঙ্গিনী সত্বতে এই রকম জ্ঞানই হয়ে থাকে।

হর। তা বই আর কি, ভাই ? আজকাল কল্কেতার ধারা লেখা পড়া পেখেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কেবল এই জ্ঞানটি ভাল জন্মে। তা ভাই দেখ দেখি, এমন স্বামী থাকলিই বা কি আর না থাকলিই বা কি। ঠাকুরবি ! তাকে বলতে কি ভাই, এই সব দেখে শুনে আমার ইচ্ছে করে যে গলায় দড়ি দে মরি। ( দীর্ঘনিশ্বাস ) হি, হি, হি। ( চিন্তা করিয়া ) বেহারারা আবার বলে কি, যে আমরা সারোবদের মতন সত্য হয়েছি। হা আমার পোড়া কপাল ! মদ মাস খ্যেয়ে চলাচলি করলেই কি সত্য হয় ?— একেই কি বলে সত্যতা ?

( বরনিকা পতন। )

# ইংরাজী কথার অর্থ

## প্রথমভাগ

### প্রথম গর্ভাক

১	এবলিশ্	...	বহিত ।
২	সবজ্জিঙ্গল্‌ লিষ্ট	...	চাঁদার বহি ।
৩	পুঅর	...	অন্ন ।
৪	সেভ্	...	বক্ষা ।
৫	অ্যাটেণ্ড	...	উপস্থিতি ।
৬	হব্	...	চূপ কর ।
৭	অট্‌ মি থিং	...	তাই তো চাই ।
৮	স্নেজর	...	স্নানোদ ।
৯	মনি ম্যাটায়ে	...	টাকার বিষয়ে ।
১০	গুড ভেনেবের	...	উত্তম সেনাধ্যক্ষ ।
১১	গ্যোরিলনে	...	ছুর্গে ।
১২	প্রোবিজন্	...	খাদ্যসামগ্রী ।
১৩	আই সে	...	আমি বলি ।
১৪	বিএয়ের	...	মদ্যের ।
১৫	উইল্‌সনের	...	উইল্‌সন সাহেবের ।
১৬	ক্যামিলির	...	পরিবারের ।
১৭	ক্লাশে	...	শ্রেণীতে ।
১৮	ওল্ড্‌ স্কুল	...	বুড় পাঠাল ।
১৯	সেবরি	...	স্বরণশক্তি ।
২০	মিটিং	...	সভা ।
২১	মীট্	...	সভার উপস্থিত হওন ।

### দ্বিতীয় গর্ভাক

১	হারো	...	এ কি ?
২	ইউ	...	তুমি ।
৩	ড্যান্‌ ইণ্ড্‌ আইজ্‌ ইচার ইউ স্কুল	...	তুমি কি কাণা ? এমিকে বানব ।

৪	ইক্, আই কোন ক্যাচ্, হিন্	...	বত্‌পি আনি তাহাকে ধস্তো পারি ।
৫	আ ইউ	...	মু বেটা ।
৬	হেং ইউর	...	ছেড়ে দে তোর ।
৭	ইউ ব্রতী নিগব্	...	তুই কাল ছুত ।
৮	যোগ	...	ধলিয়া ।
৯	হোল্ড ইউর টং, ইউ ব্র্যাক্ ক্রই	...	চূপ কন্‌ ভ্রাম পত ।
১০	যোগ্‌য়ে	...	ধলিয়ার ভিতরে ।
১১	মেট্‌স্‌ রাইট্‌ ! ইউ হুট্‌ ডেভল্‌	...	বটে বটে, কুক পিশাচ ।
১২	ওয়েল্‌ মেন্‌	...	তবে ।
১৩	মন্‌! ইজ্‌ বি ওয়ার্ড্‌, রাই বর	...	চূপ্‌ ।
১৪	মেমরি	...	স্মরণশক্তি ।
১৫	কাউন্‌ কট্‌লেট্‌	...	সাম্পর্কীয় মাংস ।
১৬	মট্‌কপ	...	মেবের ঐ ।
১৭	কাউয়ার্ড্‌	...	ভীক্‌ ।
১৮	মরাল কয়েক	...	আন্তরিক সাহস ।
১৯	মলেজ	...	নিরর্থক শব্দ ।
২০	কিক্‌	...	পদাঘাত ।
২১	ড্যাম্‌ দি ক্রই	...	মক্ক, শালা ।
২২	মিলন্‌	...	দৈবনিযুক্ত কর্ম ।

### দ্বিতীয় অঙ্ক

#### প্রথম গর্ভাঙ্ক

১	নীড্‌	...	প্রার্থিত ।
২	বিট্‌ইন্‌ আওয়ারসেল্‌ভল্‌	...	আনামের বিবেচনার ।
৩	লিওলি মরের	...	একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক ।
৪	প্রাইড	...	দর্প ।
৫	ক্রোড	...	বন্ধ ।
৬	ইরুথ্‌	...	সত্য ।
৭	মেবর	...	সত্যসন্‌ ।
৮	ওএই	...	অপেক্ষা করণ ।



৯	কোরব্	...	কোন সন্মানে বড় সোক বৈঠক করিলে কার্যাদিহি হয়—ইতি স্মারকমল সেন।
১০	হিব্ব, হিব্ব	...	শোন হে শোন।
১১	মোগন্ সেকেণ্ড	...	এও আবার বত।
১২	অবজেক্সন	...	বাধা।
১৩	নেম্ কন্	...	সকলেই যে এ বিষয়ে সম্মত।
১৪	ব্রাভো	...	সাবাস্।
১৫	চ্যামর্যান প্রোশোজ	...	সত্যাত্মক পদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা।
১৬	কেটেজমেন্	...	হে মহোদয়গণ।
১৭	নাউ টু বিল্ হেনস	...	এস, এখন কর্ণ আয়ত্ত করা বাউক।
১৮	চোরামেনের ফেল্	...	সত্যাত্মকের স্বাধ্ব্য।
১৯	হিগ্, হিগ্, হরে হরে	...	সাবাস্ সাবাস্।
২০	এক্সকিউজ	...	করা করা।
২১	আইন এ লাই	...	বিখ্যা করা।
২২	হোয়াট	...	কি ?
২৩	লায়র	...	বিখ্যাবারী।
২৪	ওট	...	ওলি করা।
২৫	ট্রাইলীং	...	সামান্ত।
২৬	লাইয়র	...	বিখ্যাবারী।
২৭	বেলন্	...	উদ্দেশ।
২৮	হিগ্জীট	...	তত্তপনী।
২৯	ইম্পীচ	...	বক্তৃতা।
৩০	এও	...	এবং।
৩১	উই আর জলি ওত কেলোজ	...	আমরা সকলেই মজার মাহুৰ।
৩২	হুপারট্রিসনের	...	শৌতলিক ধর্ষের।
৩৩	ক্রী	...	মুক্ত, স্বাধীন।
৩৪	মোগীয়াল বিকর্ষণন	...	আচার ব্যবহারাদি, সত্যতা।
৩৫	এক্সক্‌ট	...	শিকারান।
৩৬	সিবরটা হল	...	স্বাধীনতার হুর্ধ্য।
৩৭	কেটেজমেন, ইম হি মের অব ক্রীডন নেট অস এজর আগরনেল্ডস্	...	হে মহোদয়গণ! এস, আমরা স্বাধীন হয়ে হুধ ভোগ করি।
৩৮	কন্, ওপেন্ বি কন্, মাই বিউটিগ	...	হে হুন্দরীঘর, বৃত্য আয়ত্ত কর।

৩৯	কর এতদ্	...	চিরকালের নিবৃত্ত।
৪০	সপন টেবিলে	...	রাজিকালে ভোক্তনের স্থানে।
৪১	খুী চিরাগ কর	...	তিনবার চীৎকার।
৪২	কেতর	...	অহংহ।
৪৩	সক্ট	...	কোবল।

### দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

১	ভ্যাম	...	মব্।
২	মাই গুড কেলো	...	হে আমার প্রিয়বর।
৩	মিকরন্	...	সত্য।
৪	ভ্যাম কতা—ওল্ড ফুল	..	মরক কর্তা বৃদ্ধ পাগল।
৫	ওপট আই এজর মিসেল্ফ	...	আমি কি লুপ্তভোগ করবো না।
৬	ভ্যাম্ভ স্নেত্	....	ক্রীতদাস।
৭	হিয়ার, হিয়ার, আই গেকেও বি রেভোলুশন		শোন শোন, আমারও এই রত।

# বুড় সালিকের ঘাড়ে রেঁ।

[ ১২৬৯ সালে মুদ্রিত, দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে ]

## নাট্যোদ্ভিখিত ব্যক্তিগণ

ভক্তপ্রসাদ বাবু ।

পঞ্চানন বাচস্পতি ।

আনন্দ বাবু ।

গদাধর ।

হানিক গাজি ।

রাম ।

---

পুঁটি ।

কভেমা ( হানিকের পত্নী । )

ভগী ।

পকী ।

---

# বুড় জালিকের ঘাড়ে বোঁ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম পর্ভাঙ্ক

পুষ্করিণীতটে বাঁদামতলা ।

গদাধর এবং হানিফ্ গাজীর প্রবেশ ।

হানি । ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) এবার বে পিরির দরগায় কত ছিন্নি দিছি তা আর বলবো কি । তা ভাই কিছুতেই কিছু হয়ে উঠলো না । দশ হালা ধানও বাড়ী আন্ডি পাল্লাম ন—খোদাতালার মজ্জি !

গদা । বিষ্টি না হল্যে কি কখনও ধান হয় রে ? তা দেখ্ এখন কত্তাবাবু কি করেন ।

হানি । আর কি করবেন ? উনি কি আর খাজনা ছাড়বেন ?

গদা । তবে তুই কি করবি ?

হানি । আর মোর মাথা করবো । এখনে মলিই বাঁচি । এবার যদি লাজলখান্ আর গরু ছুটো যায় তা হলি তো আমিও গেলাম । হা আন্না ! বাপু দাদার ভিটোটও কি আখেরে ছাড়তি হলো ।

গদা । এই বে কত্তাবাবু এদিকে আস্চেন । তা আমিও তোর হয়ে ছুই এক কথা বলতে কসুর করবো না । দেখ্ কি হয় ।

( কত্তাবাবুর প্রবেশ । )

হানি । কত্তাবাবু, সালাম করি ।

কত্তা । ( বুকমূলে উপবেশন করিয়া ) হ্মারে হান্কে, তুই খেটা তো তারি বজ্জাত্ । তুই খাজনা দিস্ নে কেন রে, বল তো ? ( মালা জপন । )

হানি । আগ্যে কত্তা, এবারহার কসলের হাল আপনি তো সব ওরাকিক্ হয়েচেন ।

ভক্ত। তোদের কসল হোক আর না হোক তাতে আমার কি  
বলে গেল।

হানি। আগে, আপনি হচেন কতা—

ভক্ত। মনু বেটা, কোম্পানীর সরকার তো আমাকে ছাড়বে না।  
তা এখন বল—খাজনা দিবি কি না।

হানি। কতাবাবু, বন্দা অনেক কল্যে রাইওৎ, এখনে আপনি আমার  
উপর মেহেরবানি না কল্যি আমি আর যাবো কনে। আমি এখনে  
বারোটি গোণ্ডা পরস্না ছাড়া আর এক কড়াও দিতি পারি না।

ভক্ত। তুই বেটা তো কম বন্দাত্ নস্ রে। তোর ঠেয়ে এগারো  
সিকে পাওরা যাবে, তুই এখন্ তাতে কেবল তিন সিকে দিতে চাস্।  
গদা—

গদা। আন্তেএএএ।

ভক্ত। এ পাজি বেটাকে ধরে নে যেরে জমানারের জিবে করে নে  
আর তো।

গদা। বে আন্তে। ( হানিকের প্রতি ) চল্ রে।

হানি। কতাবাবু, আমি বড় কাল রাইওৎ! আপনার খারে  
পরেই মালু হইছি, এখনে আর যাবো কনে ?

ভক্ত। নে যা না—আবার দাঁড়াস্ কেন ?

গদা। চল্ না।

হানি। দোয়াই কতার, দোয়াই জমীদারের। ( গদার প্রতি  
জনান্তিকে ) তুই তাই আমার হয়ে ছএটা কথা বল্ না কেন ?

গদা। আচ্ছা। তবে তুই একটু সরে দাঁড়া। ( ভক্তের প্রতি  
জনান্তিকে ) কতাবাবু—

ভক্ত। কি রে—

গদা। আপনি হান্কেকে এবারকার মতন মাহ্ করুন।

ভক্ত। কেন ?

গদা। ও বেটা এবার বে ছুঁড়ীকে নিকে করেছে তাকে কি আপনি  
দেখেছেন ?

ভক্ত। না।

গদা। মশায়, তার রূপের কথা আর কি বলবো। বরেন বছর উনিশ, এখনও ছেলে পিলে হয় নি, আর রঙ যেন কাঁচা সোণা।

ভক্ত। (মালা শীঘ্র জপিতে জপিতে) অ্যা, অ্যা, বলিস্ কি রে?

গদা। আচ্ছ, আপনার কাছে কি আর মিথ্যে বল্চি? আপনি তাকে দেখতে চান্ তো বলুন।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান মাসীদের মুখ দিয়ে যে প্যাণ্ডের গন্ধ উকুতক্ করে বেরোর তা মনে হল্যে বসি এসে।

গদা। কতাবাবু, সে ভেমন নয়।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান! যবন! স্নেহ! পরকালটাও কি নষ্ট করবো?

গদা। মশায়, মুসলমান হলো তো বয়ে গেল কি? আপনি না আমাকে কত বার বলেছেন যে খ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোকুলাদের মেয়েদের নিয়ে কেলি কত্যান।

ভক্ত। দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হাঁ, খ্রীলোক—তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচে;—বড় সুন্দরী বটে, অ্যা? আচ্ছা ডাক, হান্কেকে ডাক।

গদা। ও হানিক্, এদিকে আর।

হানি। অ্যা, কি?

ভক্ত। ভাল, আমি যদি আজ তিন সিকে নিয়ে তোকে ছেড়ে দি, তবে তুই বাদ্বাকি টাকা কবে দিবি বল্ দেখি?

হানি। কতামশায়, আন্নাতালা চায় তো মাস ডাড়েকের বিচেই দিতি পারবো।

ভক্ত। আচ্ছা, তবে পরসাগুলো দেওয়ান্জীকে দে গে।

হানি। (সহর্বে) ব্যাগ্যে কতা, (স্বগত) বাঁচলাম। বারো গণ্ডা পরসা তো পাঁচি আছে, আর আট সিকে কাহার বাছ্যে আনেছি, যদি বড় পেড়ানিড়ি কতো তা হলি সব দিয়ে ক্যালতাম্। (প্রকাশে) সাল্লাল কতা।

ভক্ত । ওরে গদা—

গদা । আজ্ঞেএএএ ।

ভক্ত । এ ছুঁড়ীকে তো হাত কত্যা পারবি ?

গদা । আজ্ঞে, তার ভাবনা কি ? গোটা কুড়িক্ টাকা খরচ কল্যে—

ভক্ত । কু-ড়ি টা-কা । বলিস্ কি ?

গদা । আজ্ঞে এর কম হবে না, বরঞ্চ জেন্নাদা নাগলেও নাগদে পারে, হাজারো হোক ছুঁড়ী বউমাহুব কি না ।

ভক্ত । আচ্ছা, আমি যখন বৈটকখানার যাবো তখন আসিস্, টাকা দেওয়া বাবে ।

গদা । যে আজ্ঞে ।

ভক্ত । (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে ? বাচম্পতি না ?

( বাচম্পতির প্রবেশ । )

কে ও ? বাচম্পতি দাদা যে । প্রণাম । এ কি ?

বাচ । আর ছুঁখের কথা কি বলবো, এত দিনের পর মা ঠাকুরপের পরলোক হয়েছে । ( রোদন । )

ভক্ত । বল কি ? তা এ কবে হলো ?

বাচ । অস্ত চতুর্থ দিবস ।

ভক্ত । হয়েছিল কি ?

বাচ । এমন কিছু নয়, তবে কি না বড় প্রাচীন হয়েছিলেন ।

ভক্ত । প্রভো, তোমারই ইচ্ছা ! এ বিষয়ে তাই আক্ষেপ করা বুধা ।

বাচ । তা সত্য বটে, তবে এক্ষণে আমি এ দায় হতে যাতে মুক্ত হই তা আপনাকে কত্যা হবে । যে কিকিং ব্রহ্মর ভূমি ছিল, তা তো আপনার বাগানের মধ্যে পড়াতে বাজেআপ্ত হয়ে গিয়েছে ।

ভক্ত । আর, বা হয়ে বয়ে গিয়েছে সে কথা আর কেন ?

বাচ । না, সে তো গিয়েইছে—“নতস্ত শোচনা নাতি”—সে তো এমনেও নেই অনেনেও নেই, তবে কি না আপনার অনেক উরসী করে থাকি, তা, যাতে এ দায় হতে উদ্ধার হতে পারি, তা আপনাকে অবশ্যই করাজে হবে ।



ভক্ত। আমার ভাই এ নিত্য কুসমর, অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রায় বিংশ হাজার টাকা খাজনা দাখিল কত্বে হবে।

বাচ। আপনার এ রাজসসোর। মা কমলার কৃপায় আপনার অপ্রতুল কিসের? কিঞ্চিৎ কটাক কল্যে আমার মত সহস্র লোক কত দার হতে উদ্ধার হয়।

ভক্ত। আমি যে এ সময়ে ভাই তোমার কিছু উপকার করে উঠি, এমন তো আমার কোন মতেই বোধ হয় না। তা তুমি ভাই অন্ততরে চেষ্টা কর। দেখি, এর পরে যদি কিছু কত্বে পারি।

বাচ। বাবুজী, আপনি হচেন ভূস্বামী, রাজা; আপনার সম্মুখে তো আর অধিক কিছু বলা যায় না; তা আপনার যা বিবেচনা হয় তাই করুন। (দীর্ঘনিশ্বাস) এক্ষণে আমি তবে বিদায় হলেয়ম।

ভক্ত। প্রণাম।

[ বাচম্পতির প্রস্থান।

আঃ, এই বেটারাই আমাকে দেখছি ডুবলে। কেবল দাও। দাও। দাও। বই আর কথা নাই। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞেএএ।

ভক্ত। ছুঁড়ী দেখতে খুব ভাল তো রে।

গদা। কস্তামশায়, আপনার সেই ইচ্ছেকে মনে পড়ে তো।

ভক্ত। কোন্ ইচ্ছে?

গদা। আজ্ঞে, ঐ যে ভট্টচাক্ৰিয়দের মেয়ে। আপনি যাকে— (অর্ছোক্তি)—তার পরে যে বেরিয়ে গিয়ে কসবায় ছিল।

ভক্ত। হাঁ। হাঁ। ছুঁড়ীটে দেখতে ছিল ভাল বটে (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাখে কৃষ্ণ। প্রভো তুমিই সত্য। তা সে ইচ্ছের এখন কি হয়েছে রে?

গদা। আজ্ঞে সে এখন বাজারে হয়ে পড়েছে। হান্কেস মাগ তার চাইতেও দেখতে ভাল।

ভক্ত। বলিস্ কি। অ্যা? আজ রাতে ঠিকঠাক কত্বে পারবি তো?

গদা। আজ্ঞে, আজ না হয় কাল পরশুর মধ্যে করে দেব।

ভক্ত । দেখ, টাকার ভর করিস্‌না । কত ধরচ লাগে আমি দেব ।  
গদা । যে আছে । ( স্বগত ) কতটি এমনি খেপে উঠলিই তো  
আমরা বাঁচি,—গো মড়কেই মুচির পার্শ্বণ ।

ভক্ত । ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া ) ও—কে ও রে ?

গদা । আছে, ও ভগী আর তার মেয়ে পাঁচি । জল আনতে আস্‌তে ।

ভক্ত । কোন্ ভগী রে ?

গদা । আছে, পীতাম্বরের ভেলীর মাগ ।

ভক্ত । ঐ কি পীতাম্বরের মেয়ে পকী ? এ যে গোবরে পদ্মকুল  
কুটেছে ।

গদা । আছে, ও আজ ছদিন হলো খণ্ডরবাড়ী থেকে এসেছে ।

ভক্ত । ( স্বগত ) “মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া । অতাপি  
কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া ॥” আহা । “কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরু  
চূড়া ধরে । শীহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে ॥”

গদা । ( স্বগত ) আবার ভাব লাগলো দেখচি । বুড়ো হলে  
লোভাভি হয় ; কোন ভালমন্দ জিনিস সামনে দিলে গেলে আর রক্ষে  
থাকে না ।

ভক্ত । ওরে গদা—

গদা । আছেএএ ।

ভক্ত । এদিকে কিছু কত্যা টত্যা পারিস ?

গদা । আছে, ও বড় সহজ কথা নয় । ওর বড়মামুষের ঘরে বিয়ে  
হয়েছে শুনেছি ।

( কলসী লইয়া ভগী এব পকীর প্রবেশ । )

ভক্ত । ওগো বড়বউ, এ মেয়েটি কে গা ?

ভগী । সে কি কতাবাবু ? আপনি আমার পাঁচিকে চিন্তে  
পারেন না ?

ভক্ত । এই কি তোমার সেই পাঁচি ? আহা, ভাল ভাল, মেয়েটি  
বঁটে থাকুক্ । তা এর বিয়ে হয়েছে কোথায় ?

ভগী । আছে খামাকুল কুকনগরে পালেদের বাড়ী ।

ভক্ত । হী, হী, তারা খুব বড়মামুষ বটে । তা জানাইটি কেমন গা ?

ভগ্নী। (সগর্বে) আজ্ঞে, জামাইটি দেখতে বড় ভাল। আর কল্কেতার থেকে লেখা পড়া শেখে। শুনেছি যে লাট সাহেব তারে নাকি বড় ভাল বাসেন, আর বছরং এক একখানা বই দিয়ে থাকেন।

ভক্ত। তবে জামাইটি কল্কেতাতেই থাকে বটে ?

ভগ্নী। আজ্ঞে হাঁ। মেয়েটিকে যে এবার মশায় কত করে এনেছি তার আর কি বলবো। বড় ঘরে মেয়ে দিলে এই দশাই বটে।

ভক্ত। হাঁ, তা সত্য বটে। (স্বগত) ছুঁড়ীর নববৌবনকাল উপস্থিত, তাতে আবার স্বামী থাকে বিদেশে। এতেও যদি কিছু না কত্যা পারি তবে আর কিসে পারবো। (প্রকাশে) ও পাঁচি, একবার নিকটে আস তো তোকে ভাল করে দেখি। সেই তোকে ছোটটি দেখেছিলেম, এখন তুই আবার ডাগর ডোগরটি হয়ে উঠেচিস।

ভগ্নী। বা না মা, ভয় কি ? কতাবাবুকে গিয়ে দণ্ডবৎ কর, বাবু যে ভোর জেঠা হন।

পক্ষী। (অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিয়া স্বগত) ও মা! এ বড় মিন্লে তো কম নয় গা। এ কি আমাকে খেয়ে ফেলতে চায় না কি ? ও মা, হি ! ও কি গো ? এ যে কেবল আমার বুকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে ? মম্।

ভক্ত। (স্বগত) “শীহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে।” আহা হা।

ভগ্নী। আপনি কি বলছেন ?

ভক্ত। না। এমন কিছু নয়। বলি—মেয়েটি এখানে কদিন থাকবে।

ভগ্নী। ওর এখানে এক মাস থাকবার কথা আছে।

ভক্ত। (স্বগত) তা হলোই হয়েছে। ধনঞ্জয় অষ্টাদশ দিনে একাদশ অকৌহিলী সেনা সময়ে বধ করেন,—আমি কি আর এক মাসে একটা তেলীর মেয়েকে বধ কত্যা পারবো না ? (প্রকাশে) কুক হে তোমার ইচ্ছে।

ভগ্নী। কতাবাবু! আপনি কি বলছেন ?

ভক্ত। বলি, শীতাহর তারা আজ কোথায় ?

ভগ্নী। সে হুনের অস্ত্রে কেশবপুরের হাটে গেছে।

ভক্ত। আমবে কবে ?

ভগ্নী । আজ্ঞে চার পাঁচ দিনের মধ্যে আসবে বলে গেছে । কতাবাবু, এখন আমরা তবে ঘাটে জল আনতে যাই ।

ভক্ত । হাঁ, এসো গে ।

ভগ্নী । আয়, যা, আয় ।

[ ভগ্নী এবং পক্ষীর প্রস্থান ।

ভক্ত । ( স্বগত ) শীতেশ্বরে না আসতে২ এ কর্মটা সারতে পারলে হয় । ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া ) আহা ! ছুঁড়ী কি সুন্দরী । কবির যে নবযৌবনা স্রীলোককে মরালগামিনী বলে বর্ণনা করেন, সে কিছ মিথ্যা নয় । ( প্রকাশে ) ও গদা—

গদা । আজ্ঞে । ( স্বগত ) এই আবার সাল্যে দেখুচি ।

ভক্ত । কাছে আর না । দেখু, এ বিষয়ে কিছু কত্যা পারিসু ?

গদা । কস্তামশায় ! এ আমার কর্ম নয় । তবে যদি আমার পিসী পারে তা বলতে পারি নে ।

ভক্ত । তবে যা, দৌড়ে গিয়ে তোর পিসীকে এসব কথা বলুগে । আর দেখ, এতে যত টাকা লাগে আমি দেবো ।

গদা । যে আজ্ঞে, তবে আমি যাই । ( গমন করিতে২ ) কস্তা আজকে কল্লভরু, তা দেখি গদার কপালে কি কলে ।

[ প্রস্থান ।

ভক্ত । ( স্বগত ) প্রভো, তোমারই ইচ্ছা । আহা, ছুঁড়ীর কি চমৎকার রূপ গা, আর একটু হেনালিও আছে । তা দেখি কি হয় ।

( চাকরের গাড়ু গামছা লইয়া প্রবেশ । )

এখন যাই, সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় উপস্থিত হলো । ( গাভ্রোখান করিয়া ) দীনবন্ধো ! তুমিই যা কর । আঃ, এ ছুঁড়ীকে যদি হাত কত্যা পারি ।

[ উত্তরের প্রস্থান ।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

হানিক্, গাঙ্গীর নিকেতন-সম্মুখে।

( হানিক্ এবং কতেমার প্রবেশ । )

হানি। বলিস্ কি ? পঞ্চাশ টাকা ?

কতে। মুই কি আর খুঁট কথা বলছি।

হানি। ( সরোবে ) এমন গল্পখোর হারামজাদা কি হেঁচুদের বিচে আর ছজন আছে ? শালা রাইওৎ বেচারীগো জানে মারো, ভাগোর সব লুটে লিয়ে, তার পর এই করে। আচ্ছা দেখি, এ কুপ্যানির মূলুকে এনছাক আছে কি না। বেটা কাকেরকে আমি গোক্ খাওয়ায়ে তবে ছাড়বো। বেটার এত বড় মক্ছর। আমি গরিব হলাম বল্যে বয়ে গেলো কি ? আমার বাপ দাদা নওয়াবেব সরকারে চাকুরী করেছে আর মোর বুন কখনো বারয়ে গিয়ে তো কসবগিরি করে নি। শালা—

কতে। আরে মিছে গোসা কর কেন ? ঐ দেখ, যে কুটনী মাগীকে মোর কাছে পেট্টয়েছ্যাল, সে ফের এই দিনে আসতেচে।

হানি। গস্তানীর মাথাটা ভাঙ্তি পাত্তাম, তা হলি গা-টা ঠাণ্ডা হতো।

কতে। চল, মোরা একটু তকাতে দাঁড়াই, দেখি মাগী আস্তে কি করে।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

( পুঁটির প্রবেশ । )

পুঁটি। ( চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত ) ধু, ধু। পাভিনেড়ে বেটাদেব বাড়ীতেও আসতে গা বমি বমি করে। ধু, ধু। কুঁকড়র পাখা, প্যাঁজের খোসা। ধু, ধু। তা করি কি ? ভক্তবাবু কি এ কর্মে কখনও কাস্ত হবে। এত যে বুদ্ধ, তবু আজো যেন রস উতলে পড়ে। আজ না হবে তো ত্রিশ বছর ওর কস্ম কজি, এতে যে কত কুলের বি বউ, কত রীড়, কত মেয়ের পরকাল খেয়েছি তার কিছু ঠিকানা নাই। ( সহাস্ত বদনে ) বানু এমিকে আবার পরম বৈটথ, মালা ঠকঠকিরে বেড়ানু—কি

সোমবারে হবিস্ত্রি করেন—আ বরি, কি নিষ্ঠে গা! ( চিন্তা করিয়া ) সে  
 বাক্ মেনে, দেখি এখন এ স্নাত্তিক প্যারি কি না। পীতেথরে তেলীর  
 মেয়েকে এসব কথা বলতে ভয় পায়। সে তো আর ছুঃখী কালালের বউ  
 নয় যে ছুই চার টাকা দেখলে নেচে উঠবে। আর ভক্তবাবুর যদি সুবকাল  
 থাকতো তা হলেও ক্ষতি ছিলো না। ছুঁড়ী যদি নারাজ হয়ে রাগতো  
 তা হলেও নয় কথাটা ঠাট্টা করেই উড়য়ে দিতেন। তা দেখি, এখানে কি  
 হয়। ( উঠে:থরে ) ও ক্ষতি! তুই বাড়ী আহিস্ ?

নেপথ্যে। ও কে ও ?

পুঁটি। আমি, একবার বেরো তো।

( কতেমার প্রবেশ । )

কতে। পুঁটি দিদি যে, কি খবর ?

পুঁটি। হানিক্ কোথায় ?

কতে। সে ক্ষেতে লাজল দিতি গেছে।

পুঁটি। ( স্বগত ) আপদ্ গেছে। মিন্‌সে যেন যমের দূত  
 ( প্রকাশে ) ও ক্ষতি, তুই এখন বলিস্ কি ভাই ?

কতে। কি বলবো ?

পুঁটি। আর কি বলবি ? সোণার খাবি, সোণার পরবি, না এখানে  
 বাঁদী হয়ে থাকবি ?

কতে। তা ভাই যার যেমন নসিব্। তুই মোকে জওয়ান খসম্  
 ছেড়ে একটা বুড়র কাছে যাতি বলিস্, তা সে বুড় মলি ভাই আমার  
 কি হবে ?

পুঁটি। আঃ! ও সব কপালের কথা, ও সব কথা তাবতে গেলে  
 কি কাজ চলে ? এই দেখ্ পঁচিশটে টাকা এনেছি। যদি এ কস্ম  
 করিস্ তো বল, টাকা—দি; আর না করিস্ তো তাও বল, আমি  
 চল্‌লেম।

কতে। দাঁড়া ভাই, একটু সবুর কর না কেন।

পুঁটি। তুই যদি ভাই আমার কথা শুনিস্ তবে তোরা আর ঘেরি  
 করে কাজ নেই।

কতে। ( চিন্তা করিয়া ) আচ্ছা ভাই, দে, টাকা দে।

পুঁটি। দেখিস্ তাই, শেবে যেন গোল না হয়।

কতে। তার জন্তে তর কি? আমি সাজের বেলা তোদের বাড়ীতে বাধ এখন। দে, টাকা দে। তা তাই, এ কথা তো কেউ মালুম্ কত্যা পারবে না?

পুঁটি। কি সর্বনাশ। তাও কি হয়। আর এ কথা লোকে টের গেলে আমাদের বড় লাজ তোর তো আর তত নয়। আমরা হল্যেম হিঁহু, তুই হলি নেড়েদের মেরে, তোদের তো আর কুলমান নাই, তোর রাঁড় হল্যে আবার বিরে করিস্।

কতে। (সহাস্ত বদনে) মোরা রাঁড় হল্যি নিকা করি, তোরা তাই কি করিস্ বল দেখি। সে যা হোক মেনে, এখন দে, টাকা দে।

পুঁটি। এই নে।

কতে। (টাকা গণনা করিয়া) এ যে কেবল এক কম গাঁচ গণ্ডা টাকা হলো।

পুঁটি। হ টাকা তাই আমার দস্তরি।

কতে। না, না, তা হবে না, তুই তাই হু টাকা নে।

পুঁটি। না তাই, আমাকে না হয় চারটে টাকা দে।

কতে। আচ্ছা, তবে তুই বাকি ছটো টাকা কিরিয়ে দে।

পুঁটি। এই নে—আর দেখ্, তুই সাজের বেলা ঐ আঁব-বাগানে বাস, তার পরে আমি এসে তোকে নে বাবো।

কতে। আচ্ছা, তুই তবে এখন যা।

পুঁটি। দেখ্ তাই, এ কম মাহুকের টাকা নয়, এ টাকা বজ্জাতি করে হজম করা তোর আমার কম নয়, তা এখন আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

(হানিকের পুনঃপ্রবেশ।)

হানি। (সেপথ্যাতিমুখে অবলোকন করিয়া সরোবে) হারামজাদীর মাথাটা ভাঙ্গি, তা হল্যি গা জুড়য়। হা আন্না, এ কাকের শালা কি মুসলমানের ইজ্জত্ মাতি চার। দেখিস্ কতি, বা কয়ে দিছি, যেন ইরাদ্ থাকে, আর তুই সম্বন্ধে চলিস্; বেটা বড় কাকের, যেন গার-টার হাত না দিচ্ছি-পার।

কতে। তার জন্মি কিছু ভাবি হবে না। ঐ দেখ, এদিকে কেটা আসতেচে, আমি পালাই।

[ প্রস্থান।

( বাচস্পতির প্রবেশ। )

বাচ। ( অগত ) অনেক কাঠের দেখছি আবশ্যক হবে, তা ঐ প্রাচীন তেতুলগাছটাই কাটা বাউক না কেন? আহা! বাল্যাবস্থার যে ঐ বৃক্ষমূলে কত জীড়া করেছি তা স্মরণপথারুচ হলে মনটা চকল হয়। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) দূর হোক, ও সব কথা আর এখন ভাবলে কি হবে। ( উচ্চৈঃস্বরে ) ও হানিক গাজী।

হানি। আগ্যে, কি বল্চো?

বাচ। ওরে দেখ, একটা তেতুলগাছ কাটতে হবে, তা তুই পারবি?

হানি। পারবো না কেন?

বাচ। তবে তোর কুড়ালিখানা নে আমার সঙ্গে আয়।

হানি। ঠাকুর, কতাবাবু এই ছরাদের জন্মি তোমাকে কি দেখে পা?

বাচ। আরে ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস? যে বিধে কুড়িক ব্রহ্মত্র ছিল তা তো তিনি কেড়ে নিয়েছেন, আর এই দায়ের সময় গিয়ে জানালেম, তা তিনি বলোন যে এখন আমার বড় কুসমর, আমি কিছু দিতে পার্বে না; তার পরে কত করে বল্যে করে পাঁচটি টাকা বার করেছি। ( দীর্ঘনিশ্বাস ) সকলি কপালে করে।

হানি। ( চিন্তা করিয়া ) ঠাকুর, একবার এদিকে আসো তো, তোমার সাথে মোর খোড়া বাৎ চিত্ আছে।

বাচ। কি বাৎ চিত্, এখানেই বল্ না কেন?

হানি। আগ্যে না, একবার এদিকে যাতি হবে।

বাচ। তবে চল্।

[ উভয়ের প্রস্থান।

( কতেনার এবং পুঁটির পুনঃপ্রবেশ। )

পুঁটি। না ভাই, ও আঁব-বাগানে হলো না।

কতে। তবে তুই ভাই মোকে কোথায় নিয়ে যেতে চাস তা বল্।



পুঁটি। দেখ্, ঐ যে পুখুরের ধারে ভাঙ্গা শিবের মন্দির আছে, সেইখানে তোকে যেতে হবে, তা তুই রাত্‌চার ঘড়ীর সময় ঐ গাছতলার দাঁড়াস্, তার পরে আমি এসে যা কত্যা হয় করে কন্মে দেবো।

কতে। আচ্ছা, তবে তুই যা, দেখিস্ ভাই এ কথা যেন কেউ টের টোর না পায়।

পুঁটি। ওলো, তুই কি কারেত না বামণের মেয়ে বে তোর এতো ভয় লো ?

কতে। আমি যা হই ভাই, আমার আদমি এ কথা টের পালি আমাগো ছজনকেই গলা টিপে মেরে ফেলাবে।

পুঁটি। (সত্রাসে) সে সস্তি কথা। উঃ। বেটা যেন ঠিক্ বমণ্ডত। তবে আমি এখন যাই।

[ প্রস্থান।

কতে। (স্বগত) দেখি, আজ রাতির বেলা কি ভামাশা হয়; এখন যাই, শান্না পাকাই গে।

[ প্রস্থান।

( বাচম্পতি এবং হানিকের পুনঃপ্রবেশ । )

বাচ। শিব। শিব। এ বয়সেও এতো ? আর তাতে আবার ববনী। রাম বলো। কলিদেব এত দিনেই মধ্যার্থরূপে এ ভারতভূমিতে আবির্ভূত হলেন। হানিক্, দেখ্, যে কথা বল্যম তাতে যেন খুব সতর্ক থাকিস্। এতে দেখছি আমাদের উভয়েরই উপকার হতো পারবে।

হানি। য্যাগো, তার জন্মি ভাবতি হবে না।

বাচ। এখন চল্। তোর কুড়ালি কোথায় ?

হানি। কুরুল্‌খান বুঝি ক্ষেতে পড়ে আছে। চল।

[ উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাক্।

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম গর্ভাঙ্ক

ভক্তপ্রসাদ বাবুর বৈটকখানা।

ভক্তবাবু আসীন।

ভক্ত। (স্বগত) আঃ! বেলাটা কি আজ আর ফুরবে না? (হাই তুলিয়া) দীনবন্ধো! তোমারই ইচ্ছা। পুঁটি বলে যে পক্ষী ছুঁড়ীকে পাওয়া দুষ্কর, কি ছুঁখের বিষয়। এমন কনকপদ্মটি তুলতে পাল্লেম না হে! সমাগরা পৃথিবীকে জয় করে পার্থ কি অবশেষে প্রমীলার হস্তে পরাভূত হলেন। যা হোক, এখন যে হান্ফের মাগুটাকে পাওয়া গেছে এও একটা আঙ্কাদের বিষয় বটে। ছুঁড়ী দেখতে মন্দ নয়, বয়স অল্প, আর নবর্যোবনমদে একবারে যেন ঢলে ঢলে পড়ে। শাস্ত্রে বলেছে যে র্যোবনে কুকুরীও ধন্য। (চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া) ইঃ! এখনও না হবে তো প্রায় দুই তিন দণ্ড বেলা আছে। কি উৎপাত!

(আনন্দ বাবুর প্রবেশ।)

কে ও, আনন্দ নাকি? এসো বাপু এসো, বাড়ী এসেছো কবে?

আন। (প্রণাম ও উপবেশন করিয়া) আজ্ঞে, কাল রাত্রে এসে পৌঁছেছি।

ভক্ত। তবে কি সংবাদ, বল দেখি শুন।

আন। আজ্ঞে, সকলই সুসংবাদ। অনেক দিন বাড়ী আসা হয় নি বল্যে মাস খানেকের ছুটি নিয়ে এসেছি।

ভক্ত। তা বেশ করেছো। আমার অস্থিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

আন। আজ্ঞে, অস্থিকার সঙ্গে কল্কেতায় তো আমার প্রায় রোজই সাক্ষাৎ হয়।

ভক্ত। কেন? তুমি না পাথুরেঘাটায় থাক?

আন। আজ্ঞে, থাকতেম বটে, কিন্তু এখন উঠে এসে খিদিরপুরে বাসা করেছি।

ভক্ত । অস্থিকার লেখাপড়া হচে্য কেমন ?

আন । জেঠা মহাশয়, এমন ক্লেবর্ হোকরা তো হিন্দুকালেজে আর ছুটি নাই ।

ভক্ত । এমন কি হোকরা বল্লে, বাপু ?

আন । আজে, ক্লেবর্, অর্থাৎ সূচতুর—মেধাবী ।

ভক্ত । হাঁ। হাঁ। ও তোমাদের ইংরাজী কথা বটে ? ও সকল, বাপু, আমাদের কাণে ভাল লাগে না । জ্ঞানী কিছা চালাক্ বল্লে আমরা বুঝতে পারি । ভাল, আনন্দ ! তুমি বাপু অতি শিষ্ট ছেলে, তা বল দেখি, অস্থিকা তো কোন অধর্ম্মাচরণ শিখ্ছে না ।

আন । আজে, অধর্ম্মাচরণ কি ?

ভক্ত । এই দেব ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গান্নানের প্রতি ঘৃণা, এই সকল ঐষ্টিয়ানি মত—

আন । আজে, এ সকল কথা আমি আপনাকে বিশেষ করে বল্তে পারি না ।

ভক্ত । আমার বোধ হয় অস্থিকাপ্রসাদ কখনই এমন কুকর্ম্মাচারী হবে না—সে আমার ছেলে কি না । প্রভো ! তুমিই সত্য ! ভাল, আমি শুনেছি যে কল্কেতায় না কি সব একাকার হয়ে যাচ্ছে ? কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত, সোণারবেণে, কপালী, তাঁতা, জ্বোলা, তেলী, কলু, সকলই না কি একত্রে উঠে বসে, আর খাওয়া দাওয়াও করে ? বাপু, এ সকল কি সত্য ?

আন । আজে, বড় যে মিথ্যা তাও নয় ।

ভক্ত । কি সর্ব্বনাশ ! হিন্দুয়ানির মর্যাদা দেখ্চি আর কোন প্রকারেই রৈলো না । আর রৈবেই বা কেমন করে ? কলির প্রতাপ দিন দিন বাড়্ছে বই তো নয় । ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) রাখে কৃষ্ণ !

( গদাধরের প্রবেশ । )

কেও ?

গদা । আজে, আমি গদা । ( এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান । )

ভক্ত । ( ইসারা । )

গদা। ( ঐ )

ভক্ত। ( স্বগত ) ইঃ, আজ কি সন্ধ্যা হবে না না কি। ( প্রকাশে )  
ভাল, আনন্দ। শুনেছি—কল্কেতায় না কি বড় বড় হিন্দু সকল  
মুসলমান বাবুর্চী রাখে ?

আন। আজ্ঞে, কেউ কেউ শুনেছি রাখে বটে।

ভক্ত। থু। থু। বল কি ? হিন্দু হয়ে নেড়ের ভাত খায় ?  
রাম। রাম। থু। থু।

গদা। ( স্বগত ) নেড়ের ভাত খেলে জাত যায়, কিন্তু তাদের  
মেয়েদের নিলে কিছু হয় না। বাঃ। বাঃ। কত্তাবাবুর কি বুদ্ধি।

ভক্ত। অস্থিকাকে দেখ্চি আর বিস্তর দিন কল্কেতায় রাখা  
হবে না।

আন। আজ্ঞে, এখন অস্থিকাকে কালেক্স থেকে ছাড়ান কোন মতেই  
উচিত হয় না।

ভক্ত। বল কি, বাপু ? এর পরে কি ইরাজী শিখে আপনার কুলে  
কলঙ্ক দেবে ? আর “মরা গরুতেও কি ঘাস খায়” এই বলে কি  
পিতৃপিতামহের আঁকটাও লোপ করবে ?

নেপথ্যে। ( শংখ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল, ইত্যাদি । )

ভক্ত। এসো, বাপু, ঠাকুরদর্শন করি গে।

আন। যে আজ্ঞে, চলুন।

[ উভয়ের প্রস্থান। ]

গদা। ( স্বগত ) এখন বাবুরা তো গেলো। ( চতুর্দিক্ অবলোকন  
করিয়া ) দেখি একটু আরাম করি। ( গদির উপর উপবেশন। ) বাঃ,।  
কি নরম বিছানা গা। এর উপরে বসলিই গা-টা যেন ঘুম ঘুম কত্যা  
থাকে। ( উচ্চৈঃস্বরে ) ও রাম।

নেপথ্যে। কে ও ?

গদা। আমি গদাধর। ও রাম, বলি এক ছিলিম অশুরী তামাক  
টামাক খাওয়া না।

নেপথ্যে। রোস্, খাওয়াচি।

গদা। ( তকিয়ায় ঠেস দিয়া স্বগত ) আহা, কি আরামের জিনিস।  
এই বাবু বেটারাই মজা করে নিলে। যারা ভাতের সঙ্গে বাটি বাটি বি

আর হৃদ খায়, আর এমনি বালিশের উপর ঠেস দিয়ে বসে তাদের কতো সুখী কি আর আছে ?

( ভামাক লইয়া রামের প্রবেশ । )

রাম । ও কি ও ? তুই যে আবার ওখানে বসিছিস্ ?

গদা । একবার ভাই বাবুগিরি করে জন্মটা সফল করে নি । দে, ছঁকটা দে । কস্তাবাবুর ফর্সিটে আনতিস্ তো আরও মজা হতো ।  
( ছঁকা গ্রহণ । )

রাম । হা ! হা ! হা ! তুই বাবুদের মতন্ ভামাক খেতে কোথায় শিখ্ লি রে ? এ যে ছাতারের নেত্য ! হা ! হা ! হা !

গদা । হা ! হা ! হা ! তুই ভাই একবার আমার গা-টা টেপ্ তো ।

রাম । মর্ শালা, আমি কি তোর চাকোর ? হা ! হা ! হা !

গদা । তোর পায় পড়ি ভাই, আয় না । আচ্ছা, তুই একবার আমার গা টিপে দে, আমি নৈলে আবার তোর গা টিপে দেব এখন ।

রাম । 'হা ! হা ! হা ! আচ্ছা, তবে আয় ।

গদা । রোস্, ছঁকটা আগে রেখে দি । এখন আয় ।

রাম । ( গাত্র টেপন । )

গদা । হা ! হা ! হা ! মর্, অমন্ করে কি টিপ্তে হয় ?

রাম । কেমন, এখন ভাল লাগে তো ! হা ! হা ! হা !

গদা । আজ ভাই ভারি মজা কল্যেম, হা ! হা ! হা !

রাম । ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া ) পালা রে পালা, ঐ দেখ কস্তাবাবু আস্চে ।

[ ছঁকা লইয়া হাসিতে বেগে প্রস্থান ।

গদা । ( গাত্রোথান করিয়া স্বগত ) বুড় বেটা এমন্ সময়ে এসে সব নষ্ট কল্যে । ইস্ ! আজ বুড়র ঠাট্ দেখলে হাসি পায় ! শাস্তিপুর্নে ধুতি, জামদানের মেরজাই, চাকাই চাদোর, জরির জুতো, আবার মাথায় তাজ । হা ! হা ! হা !

( ভক্তবাবুর পুনঃপ্রবেশ । )

ভক্ত । ও গদা ।

গদা । আঙ্কেএএএ ।

ভক্ত । ওরা কি এসেছে বোধ হয় ?

গদা । আজ্ঞে, এতক্ষণে এসে থাকতে পারবে, আপনি আসুন ।

ভক্ত । যা তুই আগে যেয়ে দেখে আয় গে ।

গদা । যে আজ্ঞে ।

[ প্রস্থান ।

ভক্ত । ( স্বগত ) এই তাজ্জটা মাথায় দেওয়া ভালই হয়েছে । নেড়ে মাগীরে এই সকল ভাল বাসে ; আর এতে এই একটা আরও উপকার হচে যে টিকিটা ঢাকা পড়েছে । ( উঠে:স্বরে ) ও রামা—

নেপথ্যে । আজ্ঞে যাই ।

ভক্ত । আমার হাতবাক্সটা আর আরসিখানা আনু তো । ( স্বগত ) দেখি, একটু আতর গায় দি । নেড়েরা আবাল বৃদ্ধ বনিতা আতরের খোস্বু বড় পছন্দ করে, আর ছোট শিশিটাও টেকে করে সঙ্গে নে যাই । কি জানি যদি মাগীর গায়ে প্যাঞ্জের গন্ধ টক থাকে, না হয় একটু আতর মাখিয়ে তা দূর করবো ।

( বাস্ত ও আরসি লইয়া রামের পুনঃপ্রবেশ । )

ভক্ত । ( আরসিতে মুখ দেখিয়া আতরের শিশি লইয়া বাক্স পুনরায় বন্ধ করিয়া ) এই নে যা, আর দেখ, যদি কেউ আসে তো বলিস্ যে আমি এখন জপে আছি ।

রাম । যে আজ্ঞে ।

[ প্রস্থান ।

ভক্ত । ( পরিক্রমণ করিয়া স্বগত ) অঃ ! গদা বেটা যে এখনও আস্চে না ? বেটা কুড়ের শেষ ।

( গদার পুনঃপ্রবেশ । )

কি হলো রে ?

গদা । আজ্ঞে, পিসী তাকে নে গেছে, আপনি আসুন ।

ভক্ত । তবে চল যাই ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

এক উদ্ভানের মধ্যে এক ভয় শিবের মন্দির ।

( বাচস্পতি ও হানিফের প্রবেশ । )

বাচ । ও হানিফ্ ।

হানি । জী ।

বাচ । এই তো সেই শিবমন্দির ; এখনো তো দেখছি কেউ আসে নি । তা চল, আমরা ঐ অশ্বখ গাছের উপরে এই বেলা লুকিয়ে বসে থাকি গে ।

হানি । আপনার যেমন মরজি ।

বাচ । কিন্তু দেখ, আমি যতক্ষণ না ইসারা করি, তুই চুপ করে বসে থাকিস্ ।

হানি । ঠাহর, তা তো থাকুপো ; লেকিন্ আমার সামনে যদি আমার বিবির গায়ে হাত দেয়, কি কোন রকম বেইজ্জৎ কত্তি যায়, তা হলি তো আমি তখনি সে হারামজাদা বেটার মাথাটা টাঙ্গো ছিঁড়ে ফেলাবো । আমার তো এখনে আর কোন ভয় নেই ; আমি দোসূরা এলাকায় ঘরের ঠ্যাকনা করিছি ।

বাচ । ( স্বগত ) বেটা একে সাক্ষাৎ যমদূত, তাতে আনার রেগেছে, না জানি আজ একটা কি বিভ্রাটই বা ঘটায় । ( প্রকাশে ) দেখ, হানিফ্, অমন রাগুলে চলব্যে না, তা হলে সব নষ্ট হবে ; তুই একটু স্থির হয়ে থাক্ ।

হানি । আরে খোও ম্যানে, ঠাহর ! আমার লহু গরম হয়ে উঠতেছে, আর হাত ছুখানা যেন নিস্পিস্ কন্তেছে,—একবার শালারে এখন পালি হয়, তা হলি মনের সাথে তারে কিল্য়ে গেরাম ছাড়্যে যাব, আর কি ?

বাচ । না, তবে আমি এর মধ্যে নাই ; আমার কথা যদি না শুনিস তবে আমি চল্যাম । ( গমনোচ্ছত । )

হানি । আরে, রও না, ঠাহর ! এত গোসা হতেছ কেন ? ভাল, কও দিনি, আমি এখানে যদি চুপ করে থাকি তা হলি আখেরে তো শালারে শোধ দিতি পারবো ?

বাচ। হাঁ, তা পারবি বৈ কি।

হানি। আচ্ছা, তবে চল, তুমি যা বলবে তাই করবো এখনে।

বাচ। তবে চল, এই গাছে উঠে চূপ করে বসে থাকি গে।

[ উভয়ের প্রস্থান। ]

( ফতেমা ও পুঁটির প্রবেশ। )

ফতে। ও পুঁটি দিদি! মোরে এ কোথায় আনে ফ্যালালি? না ভাই, মোরে বড় ডর লাগে, সাপেই খাবে না কি হবে কিছু কতি পারি নে।

পুঁটি। আরে এই যে শিবের মন্দির, আর তো ছ কোশ পাঁচ কোশ যেতে হবে না। তা এইখানে দাঁড়া না। কস্তাবাবু ততখন আনুন।

ফতে। না ভাই, যে আঁদার, বড় ডর লাগে। এই বনের মন্দির মোরা ছুটিভি কেমন কোরে থাকুপো?

পুঁটি। ( স্বগত ) বলে মিথ্যে নয়। যে অন্ধকার, গা-টাও কেমন ছম্ ছম্ করে, আবার শুনেছি এখানে না কি ভূতের ভয়ও আছে। ( পশ্চাতে দৃষ্টি করিয়া ) আঃ, এঁর যে আর আসা হয় না।

ফতে। তুই নৈলে থাক্ ভাই, মুই আর রতি পারবো না। ( গমনোচ্ছত। )

- পুঁটি। ( ফতের হস্ত ধারণ করিয়া ) আ মর, ছুঁড়ী! আমি থাক্লে কি হবে? ( স্বগত ) হায়, আমার কি এখন আর সে কাল আছে? ভালশাস পেকে শক্ত হলে আর তাকে কে খেতে চায়? ( প্রকাশে ) তুই, ভাই, আর একটুখানি দাঁড়া না। কস্তাবাবু এলো বল্যে।

ফতে। না ভাই, মুই তোর কড়ি পাতি চাই নে, মোর আদমি এ কথা মালুম কতিয় পাল্যি মোরে আর আস্থো রাখ্বে না।

পুঁটি। আরে, মিছে ভয় করিস্ কেন? সে কেমন করে জান্তে পারবে বল্; সে কি আর এখানে দেখ্তে আস্ছে? তা এতো ভয়ই বা কেন? একটু দাঁড়া না। ( সচকিতে স্বগত ) ও মা, এই মন্দিরের মধ্যে কি একটা শব্দ হলো না? রাম। রাম। রাম। ( ফতেকে ধারণ। )

ফতে। ( বিষন্ন ভাবে ) তুই যদি না ছাড়িস্ ভাই তবে আর কি করবো; এখনে আল্লা যা করে। তা চল্ মোরা এই মস্জিদের মন্দির যাই; আবার এখানে কেটা কোন দিক্ হতে দেখ্তি পাবে।



পুঁটি। না না না, এই কাঁকেই ভালো। (স্বগত) আঃ, এ বুড় ডেকরা মরেছে না কি ?

কতে। (সচকিতে) ও পুঁটি দিদি, ঐ দেখ দেখি কে ছুজন আস্চে, আমি ভাই ঐ মসজিদের মদি হুকুই।

পুঁটি। না লো না, ঐখানে দাঁড়া না। আমি দেখ্চি, বুঝি আমাদের কতাবাবুই বা হবে। (দেখিয়া) হাঁ তো, ঐ যে তিনিই বটে, আর সজে গদা আস্চে। আঃ, বাঁছলেম।

কতে। না ভাই, মুই যাই।

পুঁটি। আরে, দাঁড়া না; যাবি কোথা ?

(ভক্ত ও গদাধরের প্রবেশ।)

পুঁটি। আঃ, কতাবাবু, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গিয়েছে। আপনি দেরি কলোন্ বলে আমরা আরো ভাবছিলেম, ফিরে যাই।

ভক্ত। হ্যাঁ, একটু বিলম্ব হয়েছে বটে—তা এই যে আমার মনোমোহিনী এসেছেন। (স্বগত) আহা, যবনী হোলো তায় বয়ে গেল কি? ছুঁড়ী রূপে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এ যে আঁস্তাকুড়ে সোণার চান্দড়। (প্রকাশে গদার প্রতি) গদা, তুই একটু এগিয়ে দাঁড়া তো যেন এদিকে কেউ না এসে পড়ে।

গদা। বে আজে।

ভক্ত। ও পুঁটি, এটি তো বড় লাজুক দেখ্চি রে, আমার দিকে একবার চাইতেও কি নাই? (কতের প্রতি) সুন্দরি, একবার বদন তুলে ছুটো কথা কও, আমার জীবন সার্থক হউক। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।—তায় লজ্জা কি ?

গদা। (স্বগত) আর ও নাম কেন? এখন আলা আলা বলো।

ভক্ত। আহা! এমন খোস্-চেহারা কি হান্ফের ঘরে সাজে? রাজরাণী হোলে তবে এর বখাৰ্শ শোভা পায়।

“ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়।

হায় বিধি পাকা আর দাঁড়কাকে খায়।”

বিধুমুখি, তোমার বদনচন্দ্র দেখে আজ আমার মনকুমুদ প্রফুল্ল হোলো।—আঃ।

পুঁটি। (স্বগত) কস্তা আজ বাদে কাল শিল্পে ফুঁকবেন, তবু রসিকভাটুকু ছাড়েন না। ও মা! ছাইতে কি আশুন এত কালও থাকে গা? (প্রকাশে) কস্তাবাবু, ও নেড়েদের মেয়ে, ওরা কি ওসব বোঝে?

ভক্ত। আরে, তুই চুপ্ কর না কেন?

পুঁটি। যে আজে।

ফতে। পুঁটি দিদি, মুই তোঁর পায়ে সেলাম করি, তুই মোকে হেতা থেকে নিয়ে চল।

পুঁটি। আ মর, একশো বার ঐ কথা? বাবু এত করে বল্চ্যে তবু কি তোঁর আর মন ওঠে না? হাজার হোক নেড়ের জাত কি না,—কথায় বলে “তেতুল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইষ্টি।” কস্তাবাবুকে পেলে কত বাসুণ কায়েতে বত্যে যায়, তা তুই নেড়ে বৈ ত নস, তোঁদের জাত আছে, না ধম্ম আছে? বরং ভাগ্যি করে মান্ যে বাবুর চোখে পড়েহিস্।

ফতে। না ভাই, মুই অনেকক্ষণ ঘর ছেড়ে এসেচি, মোর আদমি আসে এখনি মোকে খোজ করবে, মুই যাই ভাই।

ভক্ত। (অঞ্চল ধারণ করিয়া) প্রেয়সি, তুমি যদি যাবে, তবে আমি আর বাঁচবো কিসে?—তুমি আমার প্রাণ—তুমি আমার কলিজা—তুমি আমার চন্দো পুরুষ।—

“তুমি প্রাণ, তুমি ধন, তুমি মন, তুমি জন,

নিকটে যে ক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভাল লো।

যত জন আর আছে, তুচ্ছ করি তোমা কাছে,

ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কাল লো ॥”

তা দেখ ভাই, বড় বল্যে হেলা করো না; তুমি যদি চলে যাও তা হলে আর আমার প্রাণ থাকবে না।

গদা। (স্বগত) ভেলা মোর ধন রে? এই তো বটে।

পুঁটি। কস্তাবাবু, ফতির ভয় হচ্যে যে পাছে ওকে কেউ এখানে দেখতে পায়; তা ঐ মন্দিরের মধ্যে গেলেই ত ভাল হয়।

ভক্ত । ( চিন্তিত ভাবে ) অ্যা—মন্দিরের মধ্যে ?—হাঁ ; তা ভগ্নশিবে তো শিবই নাই, তার ব্যবস্থাও নিয়েছি । বিশেষ এমন স্বর্গের অঙ্গরীর জন্মে হিন্দুয়ানি ত্যাগ করাই বা কোন্ ছার ?

নেপথ্যে গম্ভীর স্বরে । বটে রে পাষণ্ড নরাধম ছুরাচার ? ( সকলের ভয় । )

ভক্ত । ( সত্রাসে চতুর্দিকে দেখিয়া ) অ্যা—আ-আ-আ—আমি না । ও বাবা । এ কি ? কোথা যাব ।

পুঁটি । ( কম্পিত কলেবরে ) রাম—রাম—রাম—রাম । আমি তখনি ত জানি—রাম—রাম—রাম ।

ভক্ত । ও গদা । কাছে আয় না ।

গদা । ( কম্পিত কলেবরে ) আগে বাঁচি, তবে—  
( নেপথ্যে হুঙ্কার-ধ্বনি । )

পুঁটি । ই—ই—ই—ই ! ( ভূতলে পতন ও মূর্ছা । )

ভক্ত । রাধাশ্যাম—রাধাশ্যাম !—ও মা গো—কি হবে ।  
( নেপথ্যে । ) এই দেখ্ না কি হয় ?

ভক্ত । ( কর যোড় করিয়া সকাতরে ) বাবা । আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ক্ষমা কর । ( অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত । )

( ওষ্ঠ ও চিবুক বজ্রাবৃত করিয়া হানিকের দ্রুত প্রবেশ, গদাকে চপেটাঘাত ও তাহার ভূতলে পতন, পরে ভক্তের পৃষ্ঠদেশে বসিয়া মুষ্ট্যাঘাত এবং পুঁটিকে পদপ্রহার করিয়া বেগে প্রস্থান । )

ভক্ত । অ্যা—অ্যা—অ্যা ।

( নেপথ্যে হইতে বাচস্পতির রামপ্রসাদী পদ—“মায়ের এই তো বিচার বটে, বটে বটে গো আনন্দময়ি, এই তো বিচার বটে,” এবং প্রবেশ । )

গদা । ( দেখিয়া ) এই যে দাদাঠাকুর এসেছেন । আঃ ! বাঁচলেন ; বামুণের কাছে ভূত আসতে পার না । ( পৃষ্ঠদেশে হাত ব্লাইয়া ) বাবা । ভূতের হাত এমন কড়া ।

বাচ । এ কি । কতাবাবু যে এমন করে পড়ে রয়েছেন ?—হয়েছে কি ? অ্যা ?

ভক্ত । ( বাচস্পতিকের দেখিয়া গাত্ৰোত্থান করিয়া ) কে ও ?  
বাচস্পোৎ দাদা না কি ? আঃ ; ভাই, আর ভূতের হাতে মরেছিলাম  
আর কি ? তুমি যে এসে পড়েছো, বড় ভাল হয়েছে ।

পুঁটি । ( চেতন পাইয়া ) রাম—রাম—রাম—রাম ।

গদা । ও পিসি, সেটা চলে গিয়েছে, আর ভয় নাই, এখন ওঠ ।

পুঁটি । ( উঠিয়া ) গিয়েছে । আঃ, রক্ষে হোলো । তা চল, বাছা,  
আর এখানে নয় ; আমি বেঁচে থাকলে অনেক রোজগার হবে ।  
( বাচস্পতিকের দেখিয়া ) ও মা ! এই যে ভট্টাচ্ছিন্ন মোশাই এখানে  
এসেছেন ।

বাচ । কত্তাবাবু, আমি এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলেম, মাহুশের গৌগানির  
শব্দ শুনে এলুম । তা বলুন দেখি ব্যাপারটাই কি ? আপনিই বা এ  
সময়ে এখানে কেন ? আর এরাই বা কেন এসেছে ? এ তো দেখছি  
হানিক্ গাজীর মাগ্ ।

ভক্ত । ( স্বগত ) এক দিকে বাঁচলুম, এখন আর এক দিকে যে  
বিষম বিভ্রাট ! করি কি ? ( প্রকাশে বিনীত ভাবে ) ভাই, তুমি তো  
সকলি বুঝেছ, তা আর লজ্জা দিও না । আমি যেমন কর্ম করেছিলেম  
তার উপযুক্ত ফলও পেয়েছি । তা ছাদেখ ভাই, তোমার হাতে ধরে  
বল্চি, এই ভিক্ষাটি আমাকে দেও, যে এ কথা যেন কেউ টের না পায় ।  
বুড় বয়েসে এমন কথা প্রকাশ হলে আমার কুলমানে একেবারে ছাই  
পোড়বে । তুমি ভাই, আমার পরম আত্মীয়, আমি আর অধিক কি  
বলবো ।

বাচ । সে কি, কত্তাবাবু ? আপনি হলেন বড়মাহুশ—রাজা ; আর  
আমি হলেম দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আর সেই ব্রাহ্মণটুকু যাওয়া অবধি দিনান্তেও  
অন্ন যোটা ভার, তা আমি আপনার আত্মীয় হব এমন ভাগ্য কি  
করেছি ?—

ভক্ত । হয়েছে—হয়েছে, ভাই । আমি কলাই তোমার সে ব্রাহ্মণ  
জমি ফিরে দেবো, আর দেখ, তোমার মাতৃশ্রদ্ধে আমি যৎসামান্য কিঞ্চিৎ  
দিয়েছিলেম, তা আমি তোমাকে নগদ আরও পঞ্চাশটি টাকা দেবো,  
কিন্তু এই কর্মটি করো যেন আজকের কথাটা কোনরূপে প্রকাশ  
না হয় ।

বাচ। (হাস্তমুখে) কস্তাবাবু, কর্মটা বড় গর্হিত হয়েছে অবশ্যই বলতে হবে; কিন্তু যখন ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ দান কত্যা স্বীকার হলেন, তখন তার তো এক প্রকার প্রায়শ্চিত্তই করা হলো, তা আমার সে কথার প্রসঙ্গেই বা প্রয়োজন কি?—তার জন্তে নিশ্চিত থাকুন।

(স্বাভাবিক বেশে হানিক্ গাজীর প্রবেশ।)

হানি। কস্তাবাবু, সালাম করি।

ভক্ত। (অতি ব্যাকুল ভাবে) এ কি! অ্যা! এ আবার কি সর্বনাশ উপস্থিত?

হানি। (হাস্তমুখে) কস্তাবাবু, আমি ঘরে আশ্বে ফতিরি তল্লাস্ কল্লাম, তা সকলে কলে যে সে এই ভাজা মন্দিরির দিকি পুঁটির সাথে আয়েছে, তাই তারে চুঁড়তি চুঁড়তি আশ্বে পড়িছি। আপনার যে মোছলমান হতি সাধ গেছে, তা জান্তি পাল্লি, ভাবনা কি ছিল? ফতি তো ফতি, ওর চায়েও সোণার চাঁদ আপুনারে আশ্বে দিতি পাস্তাম, তা এর জঞ্জি আপনি এত তজ্জদি নেলেন কেন? তোবা! তোবা!

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া নম্রভাবে) বাবা হানিক্, আমি সব বুঝেছি, তা আমি যেমন তোমার উপর অহেতু অত্যাচার করেছিলেম, তেমনি তার বিধিমত শাস্তিও পেয়েছি, আর কেন? এখন কাস্ত দাও। আমি বরঞ্চ তোমাকে কিছু দিতেও রাজি আছি, কিন্তু বাপু এ কথা যেন আর প্রকাশ না হয়, এই ভিক্ষাটি আমি চাই। হে বাবা, তোর হাতে ধরি।

হানি। সে কি, কস্তাবাবু?—আপনি যে নাড়্যেদের এত গাল পাড়তেন, এখনে আপনি খোদ্ সেই নাড়্যে হতি বসেছেন, এর চায়ে খুসীর কথা আর কি হতি পারে? তা এ কথা তো আমার জাত কুটুমগো কভিই হবে।

ভক্ত। সর্বনাশ!—বলিস্ কি হানিক্? ও বাচপোৎ দাদা, এইবারেই তো গেলেম। ভাই, তুমি না রন্ধে কল্যে আর উপায় নাই। তা একবার হানিক্কে তুমি ছটো কথা বুঝিয়ে বলো।

বাচ। (ঈর্ষং হাস্তমুখে) ও হানিক্, একবার এদিকে আর দেখি, একটা কথা বলি। (হানিক্কে এক পার্শ্বে লইয়া গোপনে কথোপকথন।)

ভক্ত। রাধে—রাধে—রাধে, এমন বিভ্রাটে মানুষ পড়ে। একে তো অপমানের শেষ; তাতে আবার জাতের ভয়। আমার এমনি হচে যে পৃথিবী ছ' ভাগ হলে আমি এখনি প্রবেশ করি। যা হোক, এই নাকে কাণে খত, এমন কর্ণে আর নয়।

ফতে। ( অগ্রসর হইয়া সহাস্ত বদনে ) কেন, কত্তাবাবু?—নাড়ের মায়ে কি এখনে আর পছন্দ হচ্ছে না?

ভক্ত। দূর হ, হতভাগি, তোর জন্তেই ত আমার এই সর্বনাশ উপস্থিত।

ফতে। সে কি, কত্তাবাবু?—এই, মুই আপনার কল্জে হচ্ছেলাম, আরো কি কি হচ্ছেলাম; আবার এখন মোরে দূর কত্তি চাও।

ভক্ত। কেবল তোকে দূর? এ জঘন্য কর্মটাই আজ অবধি দূর কল্যে। এতোতেও যদি ভক্তপ্রসাদের চেতন না হয়, তবে তাঁর বাড়ি গর্দভ আর নাই।

গদা। ( জনাস্তিকে ) ও পিসি, তবেই তো গদার পেসা উঠলো।

পুঁটি। উঠুক বাছা; গতর থাকে তো স্ত্রিকে মেগে খাবো। কে জানে মা যে নেড়ের মেয়েগুলর সঙ্গে পোবা ভূত থাকে? তা হলে কি আমি এ কাজে হাত দি?

ঝুচ। ( অগ্রসর হইয়া ) কত্তাবাবু, আপনি হানিককে ছুটি শত টাকা দিন, তা হলেই সব গোল মিটে যায়।

ভক্ত। ছ-শো টাকা! ও বাবা, আমি যে যনে প্রাণে গেলেম। বাচপোৎ দাদা, কিছু কন্ জন্ কি হয় না?

বাচ। আজে না, এর কমে কোন মতেই হবে না।

ভক্ত। ( চিন্তা করিয়া ) আচ্ছা, তবে চল, তাই দেব। আমি বিবেচনা করে দেখলেম যে এ কর্মের দক্ষিণাস্ত এইরূপেই হওয়া উচিত। যা হোক ভাই, ভোমাদের হতে আমি আজ বিলক্ষণ উপদেশ পেলেম। এ উপকার আমি চিরকালই স্বীকার করবো। আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলাম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিকলণ পেয়েছি। এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে এমন ছুর্মতি যেন আমার আর কখন না ঘটে।

বাইরে ছিল সাধুর আকার, মনটা কিন্তু ধর্ম ধোয়া ।  
পুণ্য খাতায় জমা শুল্ক, ভণ্ডামিতে চারটি পোয়া ॥  
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে, হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া ।  
যেমন কর্ম ফললো ধর্ম, “বুড় সালিকের ষাড়ে রোঁয়া ॥”

[ সকলের প্রশ্নান ।

( যবনিকা পতন । )

সমাপ্ত





# ମହାବତୀ ନାଟକ

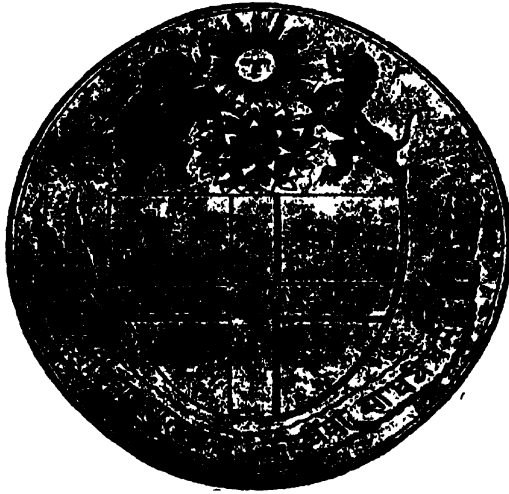
ମାହିକେଳ ମଧୁସୂଦନ ଦତ୍ତ

[ ୧୯୬୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ ]

ସମ୍ପାଦକ :

ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ

ଶ୍ରୀମଦ୍‌ଜନୀକାନ୍ତ ଦାସ



ବିଶ୍ୱ-ସାହିତ୍ୟ-ପରିଷଦ

୨୫୩୧, ଆପାର ମାରକୁଲାର ରୋଡ

କଲିକାତା-୬

প্রকাশক  
শ্রীমদেবকুমার গুপ্ত  
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৩৪৮  
দ্বিতীয় মুদ্রণ—শ্রাবণ, ১৩৫৫  
তৃতীয় মুদ্রণ—আষাঢ়, ১৩৬২

মূল্য ১।৫

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিখাস রোড, কলিকাতা-৩৭  
হইতে শ্রীমদেবকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

১১ —১৭.৬.১৩৫৫

## ভূমিকা

মধুসূদনের প্রথম বাংলা গ্রন্থ ‘শর্মিষ্ঠা নাটক’। ইহার পরেই তিনি ছইখানি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে বেঙ্গলাছিয়া নাট্যশালায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত বাংলায় অমিত্রহন্দ-সম্পর্কে তিনি বাজি রাখিয়াছিলেন। ‘পদ্মাবতী নাটকে’ তিনি সর্বপ্রথম এই ছন্দের প্রবর্তন করেন। এই একটি মাত্র কারণে ‘পদ্মাবতী নাটক’ চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই প্রসঙ্গে রামগতি শায়রত্ব তাঁহার ‘বাজালাভাষা ও বাজালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে’ (১৮৭৩) লিখিয়াছিলেন—

...এই নাটকের মধ্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গীত দৃষ্ট হইল। পদগুলি নূতনপ্রকার—অর্থাৎ অমিত্রাক্ষরছন্দে রচিত। বাজালা পরারের প্রতি-অর্ধের শেষ অক্ষরে মিল থাকে, এই জন্ত উহাকে মিত্রাক্ষরছন্দ বলা যায়—অমিত্রাক্ষরে সেরূপ মিল নাই। এই ছন্দ ইন্দুরজির মিটন্ প্রভৃতির গ্রন্থে বহুসমাদৃত, বাজালায় কেহই এ পর্য্যন্ত উহার অনুকরণ করেন নাই—মাইকেলই উহার সৃষ্টিকর্তা বা প্রবর্তনিতা, এবং পদ্মাবতী নাটকই উহার প্রথম প্রয়োগস্থল।  
—পৃ. ২৬৫।

গ্রীক ধর্মপুরাণের সহিত সম্পর্কযুক্ত—এ কথা মানিয়াও শায়রত্ব মহাশয় এই নাটকটিকে “কবির স্বকপোলকল্পিত” বলিয়াছেন। কিন্তু ‘জীবন-চরিত’-প্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ বসু দেখাইয়াছেন (৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২৪৮-৫১), ইহা গ্রীক পুরাণের ছায়াপাতে রচিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

...Discordia অথবা কলহদেবী, অন্তান্ত দেবীগণের মধ্যে বিবাদ উৎপাদন করিবার জন্ত, একটি স্বর্ণময় “আপল্” (apple) নির্মাণপূর্বক, তাহাতে ইহা “সর্বোত্তম স্তম্ভীর জন্ত” এইরূপ লিখিয়া, তাঁহাদিগের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। জুপিটারের (Jupiter) পত্নী জুনো (Juno), জ্ঞান ও বিজ্ঞার অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্যালাস (Pallas) এবং সৌন্দর্য ও প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভিনস্ (Venus), প্রত্যেকেই আপনাকে সর্বোৎকৃষ্ট স্তম্ভীর স্থির করিয়া, তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্ত একান্ত উৎসুক হন। তাঁহারা, ট্রয়-রাজপুত্র পারিগকে (Paris) আপনাদিগের মধ্যস্থ স্থির করিয়া, প্রত্যেকেই তাঁহাকে, আপন কার্যোদ্ধারের জন্ত, পুষ্টকার প্রদানে স্বীকৃতা হন। জুনো তাঁহাকে সাম্রাজ্য, প্যালাস তাঁহাকে লংগ্রামে বিজয়লক্ষী, এবং ভিনস্ তাঁহাকে সর্বোত্তম স্তম্ভীর প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞতা

হন। পারিস সর্বাপেক্ষা স্মন্দরী বোধে ভিনিসকেই স্বর্ণ আপল প্রদান করেন। অপরা দেবীষয়, ইহাতে ঈর্ষায় ও অভিমানে, পারিসের সর্বনাশের জন্ম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ইহাই সুপ্রসিদ্ধ ট্রয়নগর ধ্বংসের কারণ। মধুসূদন, এই গ্রীক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া, তাঁহার পদ্মাবতী রচনা করিয়াছিলেন। গ্রীক কবির ছায় তিনিও তাঁহার গ্রন্থ দেব ও মানব অভিনেতার কার্যে পূর্ণ করিয়াছেন। গ্রীক কাব্যেও যেমন, পদ্মাবতীতেও তেমনই, মানব অভিনেতাগণ দেব-অভিনেতাগণের হস্তে ক্রীড়াপুস্তকের ছায় পরিচালিত হইয়াছেন। পদ্মাবতী নাটকের শচী, রতিদেবী, নারদ, রাজা ইস্ত্রনীল এবং রাজকুমারী পদ্মাবতী, যথাক্রমে, গ্রীক পুরাণের জুনো, ভিনস্, ডিস্কবুডিয়া, পারিস এবং হেলেনের আদর্শে কল্পিত হইয়াছেন। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, গ্রীক কাব্যের জ্ঞান ও বিচার অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্যালাসের পরিবর্তে মধুসূদন পদ্মাবতী নাটকে বন্ধরাজ-মহিষী মুরঙ্গা দেবীর অবতারণা করিয়াছেন। জ্ঞান ও বিচার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সামান্য সৌন্দর্য্যাভিমানিনী রমণীর ছায় বিবাহপরায়ণা না করিয়া মধুসূদন গ্রীক কবির অপেক্ষা বরং স্রষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। জীজাতি, বিজ্ঞাবতী ও বুদ্ধিমতী হইলেও সৌন্দর্য্যাভিমানিনী, এই বলিয়া অনেকে গ্রীক কবিকে সমর্থন করিতে পারেন; কিন্তু জীজাতির প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা হইতে যে একরূপ সংস্কারের উৎপত্তি, তাহা তাঁহার অস্বাভাবন করেন না। সামান্য রমণীর পক্ষে যাহা সম্ভবপর, জ্ঞান ও বিচার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পক্ষে কখনই তাহা সম্ভব নহে। পদ্মাবতীর আখ্যায়িকাটি যদিও গ্রীক পুরাণ হইতে পরিগৃহীত, তথাপি মধুসূদন তাহাকে একরূপ হিন্দু আকার দান করিয়াছেন যে, তাহার অস্বকরণাংশও মৌলিক বলিয়া মনে হয়।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসের শেষে অথবা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ‘পদ্মাবতী নাটক’ প্রকাশিত হয়; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৭৮। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এইরূপ—

পদ্মাবতী নাটক। / শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত / প্রণীত। / “চীয়েতে  
বালিশত্ৰাপি সংক্ষেত্রপতিতা কৃষিঃ।” / মূত্রারাক্ষসঃ। / কলিকাতা। / শ্রীযুত  
ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাচারস্ব ১৮২ সংখ্যক / ভবনে ট্যানহোপ্ বস্ত্রে বস্ত্রিত। /  
সন ১২৬৭ সাল। /

মধুসূদনের জীবিতকালে ইহার তিনটি সংস্করণ হইয়াছিল। তৃতীয় সংস্করণের (১২৭৬ সাল, পৃ. ৯০) পাঠই আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে।

‘পদ্মাবতী’-সম্পর্কে মধুসূদন ও তাঁহার বন্ধুদের চিঠিপত্রে যে সকল সংবাদ পাওয়া যায়, এখানে তাহা একত্র সন্নিবিষ্ট হইল।—

১। মধুসূদন গৌরদাস বসাককে, ১৯ মার্চ ১৮৫৯

Now that I have got the taste of blood, I am at it again. I am now writing another play. Some time ago, I sent a synopsis of the plot to the Rajas, and they appear to be quite taken up with it. The first Act is finished. J. M. Tagore has written to me to say that it is "indeed very good." ✓ I can achieve myself a name by writing Bengali I ought to do it. But I have said enough of self—a d—d unpleasant subject.—‘জীবন-চরিত্ত,’ পৃ. ২৪৭।

২। ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মধুসূদনকে, ৮ মে ১৮৫৯

Three or I believe four acts of your new drama are with my brother. I have not had the pleasure of seeing them yet, but from the synopsis which was read to me some months ago, I have no doubt that the plot under your able management would be turned to good account. ✓ I am thinking of some domestic farces to follow immediately after the first representation of the ‘Shermistha’ and before it is repeated, just to show the public that we can act the sublime and ridiculous both at the same time and with the same actors.—‘মধু-স্মৃতি,’ পৃ. ১১৯-২০।

৩। যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনকে

I should like very much to see Blank-verse gradually introduced in our dramatic literature. I am inclined to believe that at first it should be done with great caution and judgment. ✓ Where the sentiment is elevated or idea is poetical there only should short and smooth flowing passages in Blank-verse be attempted, so that the audience may be beguiled into the belief that they are hearing the self-same prose to which they are accustomed,—only sweetened by a certain inherent music pleasing and agreeable to the ear. But care must be taken that they may, in the first instance, be not scared away by the rugged grandeur of this form of versification nor disgusted by the rounded periods, replete with phrases, which are jargon to the untutored ears of many; for ✓ that would make the thing at once unpopular and injure the cause for many years to come.—‘জীবন-চরিত্ত,’ পৃ. ২৬৫-৬৬।

৪। মধুসূদন রাজনারায়ণকে, ২৪ এপ্রিল ১৮৬০

...I don't know if you have seen ‘Sarmistha’ or if you have what you think of it. There is another Drama of mine which

will be soon acted by a company of amateurs. It is also written on the classical model. As soon as it is out of the Printer's hands, I shall send you a copy and you must let me know what you think of it. If I am spared, I intend to write 3 or 4 more plays of the classical kind, just to give our Countrymen a taste for that species of the drama, and then take up historical and other subjects.—'জীবন-চরিত,' পৃ. ৩১১।

৫। মধুসূদন রাজনারায়ণকে, ১৫ মে ১৮৬০

Some days ago I wrote to my publisher to send you a copy of the new drama; I am very anxious to hear what you think of it. I am of opinion that our drama should be in blank-verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees.—'জীবন-চরিত,' পৃ. ৩১৬-১৭।

৬। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুসূদনকে, ২২ মে ১৮৬০

I quite forgot to mention in my last letter that I have read পদ্মাবতী with the greatest pleasure; and how could it be otherwise when the book owes its authorship, to you? The style is neat and colloquial (perhaps in some places a little too much so) and many of the sentiments are rich and fanciful. The story, being quite of a novel sort in the Bengali language, is highly entertaining and the interest in it is well preserved to the very last; in short the play is well worthy of the author of *Sharmista*; ...—'জীবন-চরিত,' পৃ. ২৬৪।

৭। মধুসূদন রাজনারায়ণকে, ১ জুলাই ১৮৬০

Your opinion about Padmavati is very gratifying, indeed.—'জীবন-চরিত,' পৃ. ৩২১।

মধুসূদনের 'পদ্মাবতী নাটক' লইয়া সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় বিশেষ আলোচনা হয় নাই; ইহার একমাত্র কারণ এই যে, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দেই পর পর মধুসূদনের চারিখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

'পদ্মাবতী নাটক' বেঙ্গলাছিয়া নাট্যাশালায় অভিনীত হয় নাই। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে একাধিক বার কলিকাতার ধনি-গৃহে এবং ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ-রঙ্গালয়ে এই নাটকের অভিনয় হয়। সুস্বর্ণে পদ্মাবতী গীতাভিনয়ও খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল।

# পদ্মাবতী নাটক

[ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে ]

## নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

ইন্দ্রনীল । ( রাজা ) ।

মানবক । ( বিদূষক ) ।

রাজমন্ত্রী ।

দেবর্ষি নারদ ।

মহর্ষি অজিরা ।

মাহেশ্বরীপুরীর রাজ-কণ্ঠকী ।

ঐ পুরোহিত ।

কলি ।

সারথি ।

---

শচী দেবী ।

রতি দেবী ।

মুরঞ্জা দেবী ।

পদ্মাবতী ।

বসুমতী । ( সখী ) ।

মাধবী । ( পরিচারিকা ) ।

গৌতমী । ( তপস্বিনী ) ।

রম্ভা । ( অঙ্গরী ) ।

---

নাগরিকগণ, রক্ষকগণ, ইত্যাদি ।



# পদ্মাবতী নাটক

## প্রথমাক্ষ

বিদ্যাগিরি ;—দেব-উপবন ।

( ধনুর্বাণ-হস্তে রাজা ইন্দ্রনীলের বেগে প্রবেশ । )

রাজা । ( চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত ) হরিণটা দেখতে দেখতে কোন্ দিকে গেল হে ? কি আশ্চর্য্য ! আমি কি নিজায় আরত হয়ে স্বপ্ন দেখছি ? আর তাই বা কেমন করে বলি । এই ত ভগবান্ বিদ্যাচল অচল হয়ে আমার সম্মুখে রয়েছেন । ( চিন্তা করিয়া ) এই পর্ব্বতময় প্রদেশে রথের গতির রোধ হয় বল্যে, আমি পদব্রজে হরিণটার অনুসরণ ক্লেশ স্বীকার কর্যে অবশেষে কি আমার এই ফল লাভ হলো যে আমি একলা একটা নির্জন বনে এসে পড়লেম ? মরুভূমিতে মরীচিকা বারিরূপে দর্শন দেয় ; তা এ স্থলে কি সে মায়ামুগ হয়ে আমাকে এত বৃথা হুঃখ দিলে ? সে যা হৌক, এখন এখানে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম কর্যে এ ক্লাস্তি দূর করা আবশ্যিক । ( পরিক্রমণ করিয়া ) আহা ! স্থানটি কি রমণীয় ! বোধ করি এ কোন যক্ষ কিম্বা গন্ধর্কের উপবন হবে । প্রকৃতি, মানব জাতির লোচনানন্দের নিমিত্তে, এমন অপরূপ রূপ কোথাও ধারণ করেন না । আমি এই উৎসের নিকটে শিলাতলে বসি । এ যেন কলকল রবে আমাকে আহ্বান কচ্যে । ( উপবেশন করিয়া সচকিতে ) এ কি ? এ উদ্ভান যে সহসা অপূর্ব্ব সুগন্ধে পরিপূর্ণ হতে লাগলো ? ( আকাশে কোমল বাত ) আহা ! কি মধুর ধ্বনি ! কি— ? ( সহসা নিজাবৃত হইয়া শিলাতলে পতন । )

( শচী এবং রতির প্রবেশ । )

শচী । সখি, সুরপতির কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর । তিনি হুঃ দৈত্যবংশ কিসে সমূলে ধ্বংস হবে এই ভাবনায় সদা সর্ব্বদাই ব্যস্ত

থাকেন। তাঁর কি আর সুখভোগে মন আছে? রতিদেবি, তুমি কি ভাগ্যবতী। দেখ, তোমার মন্থথ তিলাঙ্কের জন্তেও তোমার কাছ ছাড়া হন না। আহা! যেমন পারিজাত পুষ্পের আলিঙ্গন পাশে সৌরভমধু চিরকাল বাঁধা থাকে, তোমার মদনও তেমনি তোমার বশীভূত।

রতি। সখি, তা সত্য বটে। বিরহ-অনল যে কাকে বলে তা আমি প্রায় বিস্মৃত হয়েছি। (উভয়ের পরিক্রমণ) কি আশ্চর্য্য! শচীদেবি, ঐ দেখ তোমার মালতী মলয়মারুতের আগমনে যেন বিরক্ত হয়ে তাকে নিকটে আসতে ইঙ্গিতে নিষেধ কচে।

শচী। করবে না কেন? দেখ, ইনি সমস্ত দিন ঐ নির্ম্মল সরোবরে নলিনীর সঙ্গে কেলি করে কেবল এই এখানে আসতেন। এতে কি মালতীর অভিমান হয় না? আর আপনার গায়ের গন্ধেই ইনি আপনি ধরা পড়ছেন।

(মুরজা দেবীর প্রবেশ।)

কি গো, সখি মুরজা যে? এস, এস। আজ তোমার এত বিরস বদন কেন?

মুর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, আমার হৃৎখের কথা আর কাকে বলবো?

রতি। কেন, কেন? কি হয়েছে?

মুর। প্রায় পনের বৎসর হলো পার্শ্বতী আমার কণ্ঠা বিজয়াকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কতো অভিশাপ দেন; তা সেই অবধি তার আর কোন অমুসন্ধান পাই নাই।

শচী। সে কি? ভগবতী পৃথিবী না তাকে স্বর্গর্ভে ধারণ কতো স্বীকার পেয়েছিলেন?

মুর। হাঁ—পেয়েছিলেন আর ধরেও ছিলেন বটে। কিন্তু তার জন্ম হলো তাকে যে লালন পালনের জন্তে কার হাতে দিয়েছেন এ কথাটি তিনি কোনমতেই আমাকে বলতে চান না। আমি আজ তাঁর পায়ে ধরে, যে কত কঁদেছি, তা আর কি বলবো?

রতি। তা ভগবতী তোমাকে কি বললেন?

মুর। তিনি বললেন—“বৎসে, সময়ে তুমি আপনিই সকল জানতে পারবে। এখন তুমি রোদন সত্বরণ করে অলকায় যাও। তোমার বিজয়া পরম সুখে আছে।”

শচী। তবে, সখি, তোমার এ বিষয়ে চঞ্চল হওয়া কোনমতেই উচিত হয় না। আর বিবেচনা করে দেখ, পৃথিবীতে মানুষের জীবনলীলা জলবিশ্বের মতন অতি শীঘ্রই শেষ হয়।

মুর। সখি, বিজয়ার বিরহে আমার মন থেকে থেকে যেন কেঁদে উঠে! হায়! জগদীশ্বর আমাদের অমর করেও ছুঃখের অধীন কলোন।

শচী। সখি, বিধাতার এ বিপুল সৃষ্টিতে এমন কোন ফুল আছে যে তাতে কীট প্রবেশ কত্বে না পারে?

( দূরে নারদের প্রবেশ। )

নার। ( স্বগত ) আমি মহর্ষি পুলস্ত্যের আশ্রমে শূণ্ডপথ দিয়ে গমন কর্তেছিলেম। অকস্মাৎ এই দেব-উপবনে এই তিনটি দেবনারীকে দেখে ইচ্ছা হলো যে যেমন করে পারি এদের মধ্যে কোন কলহ উপস্থিত করাই—এই জগ্গেই আমি এই পর্বত-সামুদ্রে অবতীর্ণ হয়েছি। তা আমার এ মনস্কামনাটি কি সুযোগে সুসিদ্ধ করি? ( চিন্তা করিয়া ) হাঁ, হয়েছে। এই যে সুবর্ণ-পদ্মটি আমি মানস সরোবর থেকে অবচয়ন করে এনেছি, এর দ্বারাই আমার কার্য সফল হবে। ( অগ্রসর হইয়া ) আপনাদের কল্যাণ হউক।

সকলে। দেবর্ষি, আমরা সকলে আপনাকে অভিবাদন করি। ( প্রণাম। )

শচী। ( স্বগত ) এ হতভাগা ত সর্বত্রই বিবাদের মূল, তা এ আবার কোথেকে এখানে এসে উপস্থিত হলো?—ও মা! আমি এ কি কচ্চি? ও যে অন্তর্ধামী। ও আমার এ সকল মনের কথা টের পেলে কি আর রক্ষা আছে। ( প্রকাশে ) ভগবন্, আজ আমাদের কি শুভ দিন! আমরা আপনার ত্রীচরণ দর্শন করে চরিতার্থ হলেম। তবে আপনার কোথায় গমন হচে?

নার। ( স্বগত ) এ ছুটা দ্বীটার কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই। এ কি? এর যে উদরে বিধ, মুখে মধু। এ যে মাকালফল। বর্ষ দেখলে চক্ষুঃ

শীতল হয়, কিন্তু ভিতরে—ভস্ম ! তা আমার যে পর্য্যন্ত সাধ্য থাকে একে যথোচিত দণ্ড না দিয়ে এ স্থান হতে কোনমতেই প্রস্থান করা হবে না। (প্রকাশে) আপনাদের চন্দ্রানন দর্শন করায় আমি পরম সুখী হলেম। আমার কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন ? আমি এক ঘোরতর বিপদে পড়ে এই ত্রিভুবন পর্য্যটন করে বেড়াচ্ছি।

রতি। বলেন কি ?

নার। আর বল্বো কি ? কয়েক দিন হলো আমি কৈলাসপুরীতে হরগৌরী দর্শন করে আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন কচ্ছিলেম, এমন সময়ে দৈবমায়ায় তৃষ্ণাতুর হয়ে মানস সরোবরের নিকট উপস্থিত হলেম—

শচী। তার পর, মহাশয় ?

নার। সরোবর-তীরে উপস্থিত হয়ে দেখলেম যে তার সলিলে একটি কনকপদ্ম ফুটে রয়েছে।

রতি। দেবর্ষি, তার পর কি হলো ?

নার। আমি পদ্মটির সৌন্দর্য্য দেখে তৃষ্ণা-পীড়া বিস্মৃত হয়ে অতি যত্ন করে তুললেম।

সকলে। তার পর ? তার পর ?

নার। তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে এই দৈববাণী হলো—“হে নারদ, এ ভগবতী পার্বতীর পদ্ম ; একে অবচয়ন করা তোমার উচিত কর্ম হয় নাই। এক্ষণে এ ত্রিভুবন মধ্যে যে নারী সর্ব্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী তাকে এ পুষ্প না দিলে তুমি গিরিজার ক্রোধানলে দগ্ধ হবে।” হায় ! এ কি সামান্য বিপদ !—

শচী। (সহাস্ত্র বদনে) ভগবন্, আপনি এ বিষয়ে আর উদ্বিগ্ন হবেন না। আপনি এ পদ্মটি আমাকেই প্রদান করুন না কেন ?

মূর। কেন, তোমাকে প্রদান করবেন কেন ? দেবর্ষি, আপনি এ পদ্মটি আমাকে দিউন।

রতি। মুনিবর, আপনিই বিবেচনা করুন। এ দেবনির্ম্মিত কনকপদ্মের উপযুক্ত পাত্রী আমাপেক্ষা ত্রিভুবনে আর কে আছে ?

নার। (স্বগত) এই ত আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হলো। তা এ ঝড় আরম্ভের আগেই আমার এখান থেকে প্রস্থান করা শ্রেয়ঃ। (প্রকাশে) আপনাদের এ বিষয়ে আমাকে অহুরোধ করা উচিত হয় না। দেখুন,

আমি বুদ্ধ, বনচারী তপস্বী—আপনারা সকলেই দেবনারী। আপনাদের মধ্যে যে কে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী, এ কথার নির্ঘণ্ট করা আমার সাধ্য নয়। অতএব আমি এই কনকপদ্ম এই ভগবান্ বিদ্যাচলের শৃঙ্গের উপর রাখ্লেম, আপনাদের মধ্যে যিনি পরমসুন্দরী, তিনি ব্যতীত আর কেউ এ পুষ্প স্পর্শ করবা মাত্রেই তাঁকে পাষণ-মুক্তি ধর্যে এই উপবনে সহস্র বৎসর থাকতে হবে। আমি এক্ষণে বিদায় হলেম।

[ প্রস্থান।

শচী। (ঈষৎ কোপে) তোমাদের মতন বেহায়া স্ত্রী কি আর আছে ? উভয়ে। কেন ? বেহায়া আবার কিসে দেখ্লে ?

শচী। কেন, তা আবার জিজ্ঞাসা কর ? তোমাদের অহঙ্কার দেখ্লে ভয় হয়। আই মা ! কি লজ্জার কথা ! তোমাদের কি আমার কাছে এত দর্প করা সাজে ?

উভয়ে। কেন, কেন ? আমরা কি দর্প করেছি ?

শচী। তোমরা কি জান না যে আমি ইন্দ্রের ইন্দ্রানী ?

মুর। ইঃ, তা হলেই বা। তুমি কি জান না যে আমি যক্ষেশ্বরের প্রণয়িনী মুরজা।

রতি। তোমাদের কথা শুনলে হাসি পায়। তোমরা কি ভুল্লে যে, যে অনঙ্গদেব সমস্ত জগতের মনঃ মোহন করেন, আমি তাঁর মনোমোহিনী রতি।

শচী। আঃ, তোমার মন্মথের কথা আর কইও না। হরের কোপানলে দক্ষ হওয়া অবধি তাঁর আর কি আছে ?

রতি। কেন, কি না আছে ? তুমি যদি আমাকে আমার মন্মথের কথা কইতে বারণ কর, তবে তুমিও তোমার ইন্দ্রের নাম আর মুখে এনো না। তোমার প্রতি যে সুরপতির কত অহুরাগ তা সকলেই জানে। তা তোমার প্রতি এত অহুরাগ না থাক্লে কি তিনি আর সহস্রলোচন হতেন ?

শচী। ( সরোষে ) তোর এত বড় যোগ্যতা ? তুই সুরেশ্বরের নিন্দা করিস। তোর মুখ দেখ্লে পাপ হয়।

( অদৃশ্যভাবে নারদের পুনঃপ্রবেশ । )

নারদ । ( স্বগত ) আহা ! কি কন্দলই বাধিয়েছি । ইচ্ছা করে যে বীণাধ্বনি করে একবার আছ্লাদে হাত তুলে নৃত্য করি । ( চিন্তা করিয়া ) যা হউক, এ ছুর্জয় কোপাগ্নি এখন নিৰ্ব্বাণ করা উচিত ।

[ প্রস্থান ।

মুর । আঃ, মিছে ঝগড়া কর কেন ?

আকাশে । হে দেবনারীগণ ! তোমরা কেন এ বৃথা বিবাদ করে দেবসমাজে নিন্দনীয় হবে ? দেখ, ঐ উৎসের সমীপে শিলাতলে বিদর্ভ-নগরের রাজা ইন্দ্রনীল রায় সুপ্তভাবে আছেন । তোমরা এ বিষয়ে ঠুকে মধ্যস্থ মান ।

মুর । ঐ শুনলে ত ? আর দ্বন্দ্বে কাজ কি ? এস, রাজা ইন্দ্রনীল রায়কে জাগান যাক্ গে ।

শচী । রাজা ইন্দ্রনীল আমার মায়ায় নিজাবৃত হয়ে রয়েছে । এস, আমরা ঐ শিখরের কাছে দাঁড়িয়ে মহারাজকে মায়াজাল হতে মুক্ত করি ।

[ সকলের প্রস্থান, আকাশে কোমল বাত ।

রাজা । ( গাত্ৰোত্থান করিয়া স্বগত ) আহা ! কি চমৎকার স্বপ্নটাই দেখতেছিলেম । ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) হে নিজাদেবি, আমি কি অপরাধ করেছি যে তুমি এ সময়ে আমার প্রতি এত প্রতিকূল হল্যে ? হায় ! আমি সশরীরে স্বর্গভোগ কত্বে আরম্ভ করবামাত্রই তুমি আমাকে আবার এ ছুর্জয় সংসারজালে টেনে এনে ফেললে ? জননি, এ কি মায়ের ধর্ম !—আহা ! কি চমৎকার স্বপ্নটাই দেখেছিলেম । বোধ হলো যেন আমি দেবসভায় বসে অঙ্গরীগণের মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ কর্তেছিলাম, আর চতুর্দিক্ থেকে যে কত সৌরভসুধা বৃষ্টি হতেছিল, তা বর্ণনা করা মনুষ্যের অসাধ্য কর্ম । ( সচকিতে ) এ আবার কি ? এঁরা সকল কে ?—দেবী কি মানবী ?

( শচী, মুরজা এবং রতির পুনঃপ্রবেশ । )

তা এঁদের অনিমেষ চক্ষু আর ছায়াহীন দেহ এঁদের দেবদ্বন্দ্ব-সন্দেহ দূর না কল্যেও এঁদের অপক্লপ রূপ লাভণ্যে আমার সে সংশয় ভঞ্জন হতো ।

নলিনীর আজ্ঞা পেলো অন্ধ ব্যক্তিও জানতে পারে যে নলিনীই তার নিকটে ফুটে রয়েছে। এমন অপরূপ রূপ লাভ্য কি ভূমণ্ডলে সম্ভবে ?

শচী। মহারাজের জয় হউক।

মুর। মহারাজ দীর্ঘায়ুঃ হউন।

রতি। মহারাজের সর্বত্র মঙ্গল হউক।

শচী। হে মহাপতে, আমি ইজ্ঞানী শচী।

মুর। মহারাজ, আমি যক্ষরাজপত্নী মুরজা।

রতি। নরেশ্বর, আমি মন্থপ্রণয়িনী রতি।

শচী। ( জনাস্তিকে মুরজা এবং রতির প্রতি ) এক জনকে কথা কইতে দাও—এত গোল কর কেন ? এমন কল্যে কি কৰ্ম সিদ্ধ হবে ?

রাজা। ( প্রণাম করিয়া ) আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করে আমার জন্ম সার্থক হলো। তা আপনারা এ দাসের প্রতি কি আজ্ঞা করেন ?

শচী। মহারাজ, ঐ যে পর্বতশৃঙ্গের উপর কনকপদ্মটি দেখতে পাচ্ছেন, ঐটি আমাদের তিন জনের মধ্যে আপনি যাকে সর্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী বিবেচনা করেন, তাকেই প্রদান করুন।

রতি। মহারাজ, শচী দেবী যা বললেন, আপনি তা ভাল করে বুঝলেন ত ?—যে সর্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী—

শচী। আরে এত গোল কর কেন ?

রাজা। ( স্বগত ) এ কি বিষম বিভ্রাট। এঁরা সকলেই ত দেবনারী দেখছি, তা এঁদের মধ্যে কাকে তুষ্ট কাকেই বা রুষ্ট করবো। ( প্রকাশে ) আপনারা এ বিষয়ে এ দাসকে মার্জনা করুন।

শচী। তা কখনই হবে না। আপনি পৃথিবীতে ধর্মঅবতার। আপনাকে অবশ্যই এ বিচার কত্বে হবে।

মুর। এ মীমাংসা আপনি না কল্যে আর কে করবে ?

রতি। তা এতে আপনার ভয় কি ? আপনি একবার আমাদের দিকে চেয়ে দেখলেই ত হয়।

রাজা। ( স্বগত ) কি সর্বনাশ ! আজ যে আমি কি কুলগ্নেই যাত্রা করেছিলাম, তা আর কাকে বলবো।

শচী। নরনাথ, আপনি যে চূপ করে রইলেন ? এ বিষয়ে কি আপনার মনে কোন সংশয় হয় ? দেখুন, আমি সুরেশ্বরের মহিষী, আমি

ইচ্ছা কল্যে আপনাকে এই মুহূর্তেই সসাগরা পৃথিবীর ইন্দ্রত্বপদে নিযুক্ত কতো পারি।

মুর। শচী দেবি, এ, সখি, তোমার বৃথা গর্ব্ব। দেখ, তোমরা প্রবল দৈত্যকুলের ভয়ে অমরাবতীতে দিবা রাত্রি যেন মরে থাক। তা তুমি আবার সসাগরা পৃথিবীর ইন্দ্রত্ব কোথেকে দেবে গা? (রাজার প্রতি) হে নরেশ্বর, আপনি বিবেচনা করুন, আমি ধনেশ্বরের ধর্ম্মপত্নী; এ বসুমতী আমারই রত্নাগার,—এতে যত অমূল্য রত্নরাজি আছে, আমিই সে সকলের অধিকারিণী।

রতি। (স্বগত) বাঃ, এঁরা যে ছুজনেই দেখছি বিচারকর্তাকে ঘৃষ খাওয়াতে উদ্ভত হলেন, তবে আমি আর চূপ করে থাকি কেন? (প্রকাশে) মহারাজ, ইন্দ্রত্বপদের যে কি সুখ তা সুরপতিই জানেন। পক্ষিরাজ বাজ সদর্পে উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গে বাঁস করে বটে; কিন্তু বড় আরম্ভ হলো সকলের আগে তারই সর্ব্বনাশ হয়। আর ধনের কথা কি বলবো? যে ফণীর মস্তকে মণি জন্মে, সে সর্ব্বদাই বিবরে লুকুয়ে থাকে। আর যদি কখন ক্ষুধাতুর হয়ে ঘোরতর অন্ধকার রাত্রেও বাইরে আসে, তবে তার মণির কাস্তি দেখে কে তার প্রাণ নষ্ট কতো চেষ্টা না করে? আরও দেখুন, ধন উপার্জ্জনে যার মন, তার অবশেষে তুতপোকার দশা ঘটে। এই নির্ব্বোধ কীট অনেক পরিশ্রমে একখানি উত্তম গৃহ নির্মাণ করো, তার মধ্যে বন্ধ হয়ে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ হারায়, পরে পট্টবস্ত্র অস্ত্র লোকে পরে।

শচী। আহা! রতি দেবীর কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি গা! তবে এ পৃথিবীতে সূখী কে?

রতি। তা তুমি কেমন করে জানবে? আমার বিবেচনায় মধুকর সর্ব্বাপেক্ষা সূখী। পুষ্পকুলের মধুপান ভিন্ন তার আর কোন কর্ম্মই নাই। তা মহারাজ, এ পৃথিবীতে যত পুষ্পস্বরূপ অঙ্গনা বিকশিতা হয়, তারা সকলেই আমার সেবিকা।

রাজা। (স্বগত) এখন আমার কি করা কর্তব্য? এ বিপদ হতো কিসে পরিত্রাণ পাই?

শচী। হে নরনাথ, আপনার আর এ বিষয়ে বিলম্ব করা উচিত হয় না।



রাজা। যে আজ্ঞা। (কনকপদ্ম গ্রহণ করিয়া) আপনারা স্বেচ্ছাক্রমে আমাকে এ বিষয়ে মধ্যস্থ মেনেছেন, তা এতে আমার বিবেচনায় যা যথার্থ বোধ হয়, আমি তা কল্যে ত আপনাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি বিরক্ত হবেন না ?

সকলে। তা কেন হবো ?

রাজা। তবে আমি এ কনকপদ্ম রতি দেবীকে প্রদান করি। আমার বিবেচনায় মন্ত্রথমনোমোহিনী রতি দেবীই বামাদলের ঈশ্বরী। (রতিকে পদ্ম প্রদান।)

শচী। (সরোষে) রে ছুষ্ট মানব, তুই কামের বশ হয়ে ধর্ম নষ্ট করুলি ? তা তোকে আমি এ নিমিস্তে যথোচিত দণ্ড দিতে কোন মতেই ত্রুটি করবো না।

[প্রস্থান।

মুর। (সরোষে) তুই রাজকুলে জন্মগ্রহণ করো, স্ত্রীলোভে চণ্ডালের কর্ম করুলি ? তা তুই যে কালক্রমে এর সমুচিত শাস্তি পাবি, তার কোন সংশয় নাই।

[প্রস্থান।

রতি। (প্রফুল্ল বদনে) মহারাজ, আপনি এ বিষয়ে কোনমতেই শঙ্কিত হবেন না। আমি আপনাকে রক্ষা করবো, আর আপনার যথাবিধি পুরস্কার কতোও ভুলবো না। আপনি আমার আশীর্ব্বাদে পরম সুখভোগী হবেন। এখন আমি বিদায় হই।

রাজা। (স্বগত) বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কতো পারে ? তা পরে আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে ; এখন যে ঝঞ্জটটা মিটে গেল, এতেই বাঁচলম। শচী আর মুরজা যে আমাকে ক্রোধানলে তস্ম করয়ে যায় নাই, এই আমার পরম লাভ।

(সারথির প্রবেশ।)

সার। মহারাজের জয় হউক। দেব, আপনার রথ প্রস্তুত।

রাজা।, সে কি ? তুমি এ পর্ব্বত-প্রদেশে রথ কি প্রকারে আনলে ?

সার। ( কৃতান্তালিপুটে ) মহারাজ, আপনার প্রসাদে এ দাসের পক্ষে এ অতি সামান্য কর্ম্ম ।

রাজা। তা রথ এখানে এনে ভালই করেছ। আমি এই ভগবান্ বিদ্যুচালের মতন প্রায় অচল হয়ে পড়েছি। আর্ধ্য মানবক কোথায় ?

সার। আজ্ঞা—তিনি মহারাজের অেষষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে বেড়াচোন ।

নেপথ্যে। ও—হো!—হৈ!—হৈ!

রাজা। সারথি, তুমি রথের নিকটে আমার অপেক্ষা কর। আমি মানবককে সঙ্গে করে আনি ।

সার। যে আজ্ঞা, মহারাজ ।

[ প্রস্থান ।

রাজা। ( স্বগত ) দেখি মানবক এখানে একলা এসে কি করে। এমন নিভৃত স্থলে ওর মতন ভীক্ৰ মনুষ্যকে ভয় দেখান অতি সহজ কর্ম্ম । ( পর্বতাস্তরালে অবস্থিতি । )

( বিদূষকের প্রবেশ । )

বিদু। ( স্বগত ) দূর কর মেনে! এ কি সামান্য যন্ত্রণা। ওরে নিষ্ঠুর পেট, তুই এ অনর্থের মূল। আমি যে এই হাবাতে রাজাটার পাছে পাছে ওর ছায়ার মতন ফিরে বেড়াই, সে কেবল তোর জ্বালায় বৈ ত নয়। এই দেখ, এই পাহাড়ের দেশে হেঁটে হেঁটে আমি খোঁড়া হয়ে গেলেম। ( ভূতলে উপবেশন করিয়া ) হায়, এই যে ব্রাহ্মণের পাদপদ্ম, এর চিহ্ন স্বয়ং গুরুষোত্তম কত প্রযত্নে আপনার বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন। তা দেখ, এ পাথরের চোটে একেবারে যেন ছিঁড়ে গেছে। উঃ, একবার রক্তের স্রোতের দিকে চেয়ে দেখ, যেন প্রবালের বৃষ্টিই হচ্ছে। রে ছষ্ট বিদ্যুচাল, তোর কি দয়ার লেশমাত্রও নাই। আর কোথেকেই বা থাকবে। তোর শরীর যেমন পাষণ, তোর হৃদয়ও তেমনি কঠিন। ওরে অধম, তোর কি ব্রহ্মহত্যা পাপের ভয় নাই ?

নেপথ্যে। ( তর্জন গর্জন শব্দ । )

বিদু। ও বাবা! এ আবার কি ? পর্বতটা রেগে উঠলো না কি ?

নেপথ্যে। ( তর্জন গর্জন শব্দ । )

বিদু। (সত্ৰাসে) কি সৰ্ব্বনাশ! (ভূতলে জাহ্নৱয় নিক্ষেপ  
কৰিয়া প্ৰকাশে) হে ভগবন্ বিদ্যাচল, তুমি আমাৰ লেখ এবাৰ কমা  
কৰ। প্ৰভু, আমি তোমাৰ পায়ে পড়ি। আমি এই নাক কান মলে  
বলুছি, আমি তোমাকে আৰ এ জন্মেও নিন্দা কৰিবো না। হিমাঙ্গিকে  
অচলেন্দ্ৰ কে বলে? তুমিই পৰ্ব্বতকুলেৰ শিৰোমণি। (গাত্ৰোত্থান  
এবং চিন্তা কৰিয়া স্বগত) দূৰ, আমাৰ আজ কি হয়েছে। আমি একটুতে  
এত ডৱালেম যে? বোধ কৰি, ও শব্দটা কেবল প্ৰতিধ্বনি মাত্ৰ।

নেপথ্যে। ধ্বনি মাত্ৰ।

বিদু। (সচকিতে) এ আবার কি? এ যে যথার্থই প্ৰতিধ্বনি।  
তা পৰ্ব্বত-প্ৰদেশই ত প্ৰতিধ্বনিৰ জন্মস্থান। দেখি এৰ সঙ্গে কেন কিঞ্চিৎ  
আলাপই কৰি না। (উচ্চস্বৰে) ওলো প্ৰতিধ্বনি।

নেপথ্যে।—পীৰিত্তেৰ ধনী।

বিদু। ওলো তুই আবার কোতুথেকে লো?

নেপথ্যে।—কে লো?

বিদু। তুই লো।

নেপথ্যে।—তুই লো।

বিদু। মৰ, তোৰ মুখে ছাই।

নেপথ্যে।—মুখে ছাই।

বিদু। কাৰ মুখে লো? আমাৰ মুখে কি তোৰ মুখে?

নেপথ্যে।—তোৰ মুখে।

বিদু। বাহবা! বাহবা!

নেপথ্যে।—বোবা।

বিদু। মৰ্ গস্তানি, তুই আমাকে গাল দিস্।

নেপথ্যে।—ইস্।

বিদু। যা, এখন যা।

নেপথ্যে।—আঃ।

বিদু। ও কি লো? তোৰ কি আমাকে ছেড়ে যেতে মন  
চায় না লো?

নেপথ্যে।—না লো।

বিদু। দূৰ মাগি, তুই এখন গেলে বাঁচি।

নেপথ্যে।—অ্যা—ছি।

বিদু। মাগীকে তাড়াবার কোন উপায়ই দেখি না।

নেপথ্যে।—না।

বিদু। বটে? তবে এই দেখ। (মুখাবৃত করিয়া শিলাতলে উপবেশন।)

(রাজার পুনঃপ্রবেশ।)

রাজা। (স্বগত) আমাকে যে আজ কত বেশ ধরতে হচে, তা বলা ছুঁকর। আমি এই উপবনে নিষাদরূপে প্রবেশ করে, প্রথমতঃ দেবদেবীর মধ্যস্থ হলেম; তার পরে আবার প্রতিধ্বনিও হলেম; দেখি, আরও কি হতে হয়। (পর্বতাস্তরালে অবস্থিতি।)

বিদু। (মুখ মোচন করিয়া স্বগত) মাগী গেছে ত। ওলো প্রতিধ্বনি, তুই কোথায় লো? রাম বলো, আপদ্ গেছে। (চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া) আহা! ফোয়ারাটি কি সুন্দর দেখ। এমন জল দেখলে শীতকালেও তৃষ্ণা পায়। তা আমার যে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে যে কিছু আহার না করে কখনই জল খাব না। কি আশ্চর্য্য। ঐ যে একটা উত্তম পাকা দাড়িম্ দেখতে পাচ্ছি। তা এ নির্জ্জন স্থানে এক জন সৎশক্ত্রাত ব্রাহ্মণকে কিছু ফলাহারই করাই নে কেন? (দাড়িম্বগ্রহণ।)

নেপথ্যে। রে ছুষ্ট তস্কর, তুই কি জানিস্ না যে এ দেব-উপবন যক্ষরাজের রক্ষিত?

বিদু। (সত্রাসে স্বগত) ও বাবা! এ আবার মাটি খেয়ে কি করে বস্লেম।

নেপথ্যে। ওরে পাষণ্ড, আমি এই তোঁর মস্তকচ্ছেদন কত্বে আস্ছি। (হুঙ্কার ধ্বনি।)

বিদু। (সত্রাসে ভূতলে জাম্বুদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া প্রকাশে) হে যক্ষরাজ, আপনি এবার আমাকে রক্ষা করুন। আমি একজন অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, পেটের দায়েই এ কৰ্মটা করেছি।

নেপথ্যে। হা মিথ্যাবাদিন্, যার ব্রাহ্মণকূলে জন্ম, সে মহাত্মা কি কখন পরধন অপহরণ করে?

বিদু। (সত্রাসে) হে যক্ষরাজ, আমি আপনার মাথা খাই যদি মিথ্যা কথা কই। আমি যথার্থই ব্রাহ্মণ। তা আমি আপনার নিকটে এই শপথ কচি যে, যদি আর কখন পরের জব্য চুরি করি, তবে যেন আমি সাত পুরুষের হাড় খাই। আমি এই নাকে খৎ দিয়ে বল্চি—

নেপথ্যে। দে, খৎ দে।

বিদু। (খৎ দিয়া) আর কি কত্যাে আজ্ঞা করেন, বলুন।

নেপথ্যে। তুই এ স্থলে কি নির্মিতে এসেছিস ?

বিদু। (স্বগত) বাঁচলেম। আর যে কত ফল চুরি করে খেয়েছি, তা জিজ্ঞাসা কল্যে না। (প্রকাশে) যক্ষরাজ, আর ছুঃখের কথা কি বলবো। আমি বিদর্ভনগরের রাজা ইন্দ্রনীরের সঙ্গে আপনার উপবনে এসেছি।

নেপথ্যে। সে কি ? বিদর্ভনগরের ইন্দ্রনীল রায় যে অতি নির্ভুর ব্যক্তি। সে না তার প্রজাদের অত্যন্ত পীড়ন করে ?

বিদু। আপনি দেখ্ছি সকলই জানেন, তা আপনাকে আমি আর অধিক কি বলবো। রাজা বেটা রেয়েতের কাছে যখন যা দেখে, তখনই তাই লুটে পুটে গায়।

নেপথ্যে। বটে ? সে না বড় অসৎ ?

বিদু। মহাশয়, ও কথা আর বলবেন না,—ওর রাজ্যে বাস করা ভার। বেটা রাবণের পিতামহ।

নেপথ্যে। বটে ? রাজার কয় সংসার ?

বিদু। আজ্ঞা, বেটা এখনও বিয়ে করে নি।

নেপথ্যে। কেন ?

বিদু। মহাশয়, বেটা কৃপণের শেষ। পয়সা খরচ হবে বল্যে বিয়ে করে না।

( রাজার পুনঃপ্রবেশ । )

রাজা। কি হে দ্বিজবর, এ সকল কি সত্য কথা ? আমি কি প্রজাপীড়ন করি ? আমি কি দশানন অপেক্ষাও ছুরাচার ? আমি কি অর্থ ব্যয় হবে বল্যে বিবাহ করি না ?

বিদু। (স্বগত) কি সৰ্বনাশ! এ ত যক্ষরাজ নয়, এ যে রাজা ইন্দ্রনীল। তা এখন কি করি? একে যে গালাগালি দিছি, বোধ করি, মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবে এখন।

রাজা। কি হে সখে মানবক, তুমি যে চুপ্ করে রইলে? এখন আমার উচিত যে আমিই তোমার মস্তকচ্ছেদ করি।

বিদু। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য।)

রাজা। ও কি ও, হেসে উড়িয়ে দিতে চাও না কি?

বিদু। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য।)

রাজা। মর মূর্থ। তুই পাগল হলি না কি?

বিদু। হাঃ! হাঃ! হাঃ! বয়স্তু, আপনি কি বিবেচনা করেন যে আমি আপনাকে চিন্তে পেরেছিলেম না। হাঃ! হাঃ! হাঃ!

রাজা। বল দেখি, কিসে চিন্তে পেরেছিলি?

বিদু। মহারাজ, হাতীর গর্জন শুনে কি কেউ মনে করে যে কোলা ব্যাঙ ডাক্চে। সিংহের হুহুকার শব্দ কি গলাভাঙ্গা গাধার চীৎকার বোধ হয়। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য।)

রাজা। ভাল, তবে তুমি আমাকে এত নিন্দা কল্যে কেন?

বিদু। বয়স্তু, পাপকর্ম কল্যে তার ফল এ জন্মেও ভোগ কল্যে হয়। দেখুন, আপনি একজন সদব্রাহ্মণকে ভয় দেখিয়ে তাকে কষ্ট দিতে উদ্বৃত হয়েছিলেন, তার জন্মেই আপনাকে নিন্দাস্বরূপ কিঞ্চিৎ তিস্ত বাসি পান কল্যে হলো।

রাজা। (সহাস্ত বদনে) সখে, তোমার কি অগাধ বুদ্ধি। সে যা হউক, আমি যে আজ এ উপবনে কত অস্তুত ব্যাপার দেখেছি, তা তুমি শুনলে অবাক্ হবে।

বিদু। কেন মহারাজ? কি হয়েছিল, বলুন দেখি?

রাজা। সে সকল কথা এ স্থলে বক্তব্য নয়। চল, এখন দেশে যাই। সে সব কথা এর পরে বলবো।

বিদু। তবে চলুন। (কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করিয়া অবস্থিতি।)

রাজা। ও আবার কি? দাঁড়ালে কেন?

বিদু। বয়স্তু, ভাব্চি কি—বলি যদি এখানে রক্ষরাজ নাই, তবে ও পাকা দাড়িমটা ফেলে যাব কেন?

রাজা। (সহাস্ত্র বদনে) কে ফেলে যেতে বল্চে? নাও না কেন?

বিদূ। যে আজ্ঞা। (দাড়িঘ্ন গ্রহণ।)

রাজা। চল, এখন যাই। যদি যক্ষরাজ যথার্থ ই এসে উপস্থিত হন,  
তবে কি হবে?

বিদূ। আজ্ঞা হাঁ—এ বড় মন্দ কথা নয়; তবে শীঘ্রই চলুন।

[ উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাক্ষ।

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী—রাজশুভাস্তসংক্রান্ত উদ্যান ।

( পদ্মাবতী এবং সখীর প্রবেশ । )

পদ্মা । ( আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া ) সখি, সূর্য্যদেব গ্রস্তে গেছেন বটে, কিন্তু এখনও একটু রৌদ্র আছে ।

সখী । প্রিয়সখি, তবুও দেখ, ঐ না একটি তারা আকাশে উঠেছে ?

পদ্মা । ওঁকে কি তুমি চেন না, সখি ? ও যে ভগবতী রোহিণী । চন্দ্রের বিরহে তাঁর মন এত চঞ্চল হয়েছে, যে উনি লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁর আস্‌বার আগেই একলা এসে তাঁর অপেক্ষা কচেন ।

সখী । প্রিয়সখি, তা যেন হলো, কিন্তু একবার এদিকে চেয়ে দেখ । কি চমৎকার !

পদ্মা । কেন, কি হয়েছে ?

সখী । ঐ দেখ, মধুকর তোমার মালতীর মধু পান কতো এসেছে, কিন্তু মলয়মারুত যেন রাগ করেই ওকে এক মুহূর্তের জন্তেও স্থির হয়ে বসতে দিচেন না । আর দেখ, ওরও কত লোভ । ওকে যত বার মলয় তাড়াচেন, ও তত বার ফিরে ফিরে এসে বসে ।

পদ্মা । সখি, চল দেখিগে, চক্রবাকী তার প্রাণনাথকে বিদায় করে, এখন একলা কি কচ্যে ।

সখী । প্রিয়সখি, তাতে কাজ নাই । বরঞ্চ চল দেখিগে, কুমুদিনী আজ কেমন বেশ করে তার বাসরঘরে চন্দ্রের অপেক্ষা কচ্যে ।

পদ্মা । সখি, যে ব্যক্তি সুখী, তার কাছে গেলেই বা কি, আর না গেলেই বা কি ? কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখী, তার কাছে গিয়ে দুটি মিষ্ট কথা কইলে তার মন অবশ্যই প্রফুল্ল হয় । আমি দেখেছি যে উচ্চ স্থলে বৃষ্টিধারা পড়লে, জলটা অতিশীঘ্র বেগে চলে যায়, কিন্তু যদি কোন মরুভূমি কখন জলধরের প্রসাদ পায়, তবে সে তা তৎক্ষণাৎ ব্যগ্র হয়ে পান করে ।



( পরিচারিকার প্রবেশ । )

পরি। রাজনন্দিনি, একজন পটোদের মেয়ে পট বেচার জন্মে এসেছে ; আপনি যদি আজ্ঞা করেন, তবে তাকে এখানে ডেকে আনি। সে বলছে যে, তার কাছে অনেক রকম উত্তম উত্তম পট আছে।

সখী। দূর, এ কি পট দেখবার সময় ?

পদ্মা। কেন ? এখনও ত বড় অঙ্ককার হয় নাই। ( পরিচারিকার প্রতি ) যা, তুই চিত্রকরীকে ডেকে আনগে।

পরি। রাজনন্দিনি, সে অতি নিকটেই আছে। ( উচ্চস্বরে ) ওলো পটোদের মেয়ে, আয়, তোকে রাজনন্দিনী ডাকছেন।

নেপথ্যে। এই যাচি।

( চিত্রকরীবেশে রতি দেবীর প্রবেশ । )

সখী। ( জনাস্তিকে পদ্মাবতীর প্রতি ) প্রিয়সখি, এর নীচকূলে জন্ম বটে, কিন্তু এর রূপলাবণ্য দেখলে চক্ষু জুড়ায়।

পদ্মা। ( জনাস্তিকে সখীর প্রতি ) তুমি কি ভেবেচ, সখি, যে মণি মাণিক্য কেবল রাজগৃহেই থাকে ? কত শত অঙ্ককারময় খনিতেও যে তাদের পাওয়া যায়। এই যে উজ্জল মুক্তাটি দেখ্চ, এ একটা কদাকার শুক্লির গর্ভে জন্মেছিল। আর যে নলিনীকে লোকে ফুলকুলের ঈশ্বরী বলে, তার কাদায় জন্ম। ( রতির প্রতি ) তুমি কি চাও ?

রতি। ( স্বগত ) আহা! রাজা ইন্দ্রনীরের কি সৌভাগ্য। তা সে শচীর আর মুরজার দর্প চূর্ণ করে আমার যে মান রেখেছে, আমার তাকেই এই অমূল্য রত্নটি দান করা উচিত।

পদ্মা। চিত্রকরি, তুমি যে চূপ করে রৈলে ? তুমি ভয় করো না। এখানে কার সাধ্য যে, তোমার প্রতি কোন অত্যাচার করে।

রতি। আপনি হচেন রাজার মেয়ে, আপনার কাছে মুখ খুলতে আমার ভয় হয়।

পদ্মা। ( সহাস্ত বদনে ) কেন ? রাজকন্যারা কি রাক্ষসী ? তারাও তোমাদের মতন মানুষ বৈ ত নয়।

রতি। ( স্বগত ) আহা! মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেমনই সরলা।

পদ্মা । ( শিলাতলে উপবেশন করিয়া ) চিত্রকরি, এই আমি বসুলেম,  
তোমার পট সকল এক একখান করে দেখাও ।

রতি । যে আজ্ঞে, এই দেখাচি ।

পদ্মা । চিত্রকরি, তুমি কোথায় থাক ?

রতি । আজ্ঞে, আমরা পাহাড়ে মানুষ ।

পদ্মা । তোমার স্বামী আছে ?

রতি । রাজনন্দি, আমার পোড়া স্বামীর কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন ? তিনি আগুনে পুড়েও মরেন না । আর যেখানে সেখানে পান, কেবল লোকের মন মজিয়ে বেড়ান ।

সখী । প্রিয়সখি, যদি তোমার পট দেখতে ইচ্ছা থাকে, তবে আব দেরি করো না ।

পদ্মা । চিত্রকরি, এস, তোমার পট দেখাও ।

রতি । এই দেখুন । ( একখান পট প্রদান । )

পদ্মা । ( অবলোকন করিয়া সখীর প্রতি ) সখি, এই দেখ, অশোক-কাননে সীতা দেবী রাক্ষসীদের মধ্যে বসে কাঁদছেন । আহা ! যেন সৌদামিনী মেঘমালায় বেষ্টিতা হয়ে রয়েছে । কিম্বা নলিনীকে যেন শৈবালকুল ঘেরে বসেছে । আর ঐ যে ক্ষুদ্র বানরটি গাছের ডালে দেখচ, ও পবনপুত্র হনুমান্ । দেখ, জানকীর দশা দেখে ওর চক্ষের জল বৃষ্টিধারার মতন অনর্গল পড়ছে । সখি, এ সকল ত্রেতাযুগের কথা, তবু এখনও মনে হলো হৃদয় বিদৌর্গ হয় ।

রতি । ( স্বগত ) আহা ! এ কি সামান্য দয়াশীলা । ভগবতী বৈদেহীর দুঃখেও এর নয়ন অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হলো । ( প্রকাশে ) রাজনন্দি, আরও দেখুন । ( অণু একখান পট প্রদান । )

পদ্মা । এ জ্যোপদীর স্বয়ম্বর । এই যে ব্রাহ্মণ ধর্মুর্কাণ ধরে অলক্ষ্য লক্ষ্যের দিকে আকাশমার্গে দৃষ্টি কচোন, ইনি যথার্থ ব্রাহ্মণ নন । ইনি ছদ্মবেশী ধনঞ্জয় । ঐ যাজ্ঞসেনা ।

রতি । ( পদ্মাবতীর প্রতি ) রাজনন্দি, এই পটখান একবার দেখুন দেখি । ( পট প্রদান । )

পদ্মা । ( অবলোকন করিয়া ব্যগ্রভাবে রতির প্রতি ) চিত্রকরি, এ কার প্রতিমূর্ত্তি লা ?

রতি । আশ্বে, তা আমি আপনাকে—( অর্দোক্তি । )

পদ্মা । সখি—( মুচ্ছাপ্রাপ্তি । )

সখী । ( পদ্মাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ) হায়, এ কি ! প্রিয়সখী যে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লেন । ( পরিচারিকার প্রতি ) ওলো মাধবি, তুই শীঘ্র একটু জল আন ত লা ।

[ পরিচারিকার বেগে প্রস্থান ।

রতি । ( স্বগত ) ইন্দ্রনীরের প্রতি যে পদ্মাবতীর এত পূর্বরাগ জন্মেছে, তা ত আমি জানতেম না । এদের দুজনকে স্বপ্নযোগে কয়েক বার একত্র করাতেই এরা উভয়ে উভয়ের প্রতি এত অনুরক্ত হয়েছে । এ ত ভালই হয়েছে । আমার আর এখন এখানে থাকায় কোন প্রয়োজন নাই । শচী আর মুরজার ক্রোধে পদ্মাবতীর কি অনিষ্ট ঘটতে পারবে ? আমি এ সকল বৃন্তাস্ত ভগবতী পার্বতীকে অবগত করালে, তিনি যে এই পদ্মাবতীর প্রতি অমুকূল হবেন, তার কোন সন্দেহ নাই । ( অস্তর্দ্বান । )

সখী । ( স্বগত ) হায় ! প্রিয়সখী যে সহসা অচেতন হয়ে পড়লেন, এর কারণ কি ?

পদ্মা । ( গাত্রোত্থান করিয়া ব্যগ্রভাবে ) সখি, চিত্রকরী কোথায় গেল ?

সখী । কৈ, তাকে ত দেখতে পাই না । বোধ করি, সে তোমাকে অচেতন দেখে মাধবীর সঙ্গে জল আনতে গিয়ে থাকবে ।

পদ্মা । ( ব্যগ্রভাবে ) তবে কি সে চিত্রপটখানা সঙ্গে লয়ে গেছে ?

সখী । ঐ যে চিত্রপট তোমার সম্মুখেই পড়ে রয়েছে ।

পদ্মা । ( ব্যগ্রভাবে চিত্রপট লইয়া বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া ) সখি, এ চিত্রকরীকে তুমি আর কখন দেখেচ ?

সখী । প্রিয়সখি, তুমি যে চিত্রপটখানা এত যত্ন করে বুকে লুকিয়ে রাখলে ?

পদ্মা । আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার উত্তর দাও না কেন ? বলি, এ চিত্রকরীকে তুমি আর কখন দেখেচ ?

সখী । ওকে আমি কোথায় দেখবো ?

( জল লইয়া পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ । )

পরি। রাজনন্দিনী যে আমি জল না আনতে আনতেই সেরে উঠেছেন, তা বেশ হয়েছে ।

সখী। হ্যাঁ লা মাধবি, এ পট্টো মাগী কোন্ দিকে গেল তুই দেখেচিস্ ?

পরি। কেন ? সে না এখানেই ছিল । সে ত কই আমার সঙ্গে যায় নাই । যাই, এখন আমি এ ঘটিটে রেখে আসিগে ।

[ প্রস্থান ।

পদ্মা। ( চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া ) কি আশ্চর্য্য ! সখি, আমি বোধ করি, এ চিত্রকরী কোন সামান্য স্ত্রী না হবে ।

সখী। ( চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া ) তাই ত, এ কি পাখী হয়ে উড়ে গেল ?

পদ্মা। দেখ, সখি, তুমি কারো কাছে এ কথা প্রসঙ্গ করো না ।

সখী। প্রিয়সখি, তুমি যদি বারণ কর, তবে নাই বা কল্যেয়ম । ( নেপথ্যে নানাবিধ যন্ত্রধ্বনি ) ঐ শোন । সঙ্গীতশালায় গানবাণ্ড আরম্ভ হলো । চল, আমরা যাই ।

পদ্মা। সখি, তুমি যাও, আমি আরও কিছুকাল এখানে থাকতে ইচ্ছা করি ।

সখী। প্রিয়সখি, তুমি না গেলে কি ওরা কেউ মন দিয়ে গাবে, না বাজাবে ?

পদ্মা। আমি গেলেম বল্যে । তুমি গিয়ে নিপুণিকাকে আমার বোণার সুর বাঁধতে বল ।

সখী। আচ্ছা—তবে আমি চল্যেয়ম ।

[ প্রস্থান ।

পদ্মা। হে রজনীদেবি, এ নিখিল জগতে কোন্ ব্যক্তি এমন দুঃখী আছে যে, সে তোমার কাছে তার মনের কথা না কয় ? দেখ, এই যে খুতুরাফুল, এ সমস্ত দিন লজ্জায় আর মনস্তাপে মৌনভাবে থাকে, কেন না, বিধাতা একে পরমসুন্দরী করেও এর অধরকে বিবাস্ত করেছেন, কিন্তু তুমি এলে এও লজ্জা সহরণ করো বিকশিত হয় । জননি, তুমি পরমদয়াশীলা । ( পরিক্রমণ করিয়া ) হায় ! আমার কি হলো । আজ

কয়েক দিন অবধি আমি প্রতি রাতে যে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছি, তার কথা আর কাকে বলবো? বোধ হয়, যেন একটি পরমশুন্দর পুরুষ আমার পাশে দাঁড়িয়ে এই বলেন—“কল্যাণি, আমার এই জ্বংসরোবরকে সুশোভিত করবার নিমিত্তেই বিধাতা তোমার মতন কনকপদ্ম সৃষ্টি করেছেন। প্রিয়ে, তুমি আমার।” এইমাত্র বলে সেই মহাত্মা অন্তর্ধান হন। আর এই তাঁরই প্রতিমূর্তি। এই যে চিত্রকরী, যিনি আমাকে এই অমূল্য রত্ন প্রদান করে গেলেন, ইনিই বা কে? (পটের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ও নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে প্রাণেশ্বর, তুমি অন্ধকারময় রাতে যে গৃহস্থের মন চুরি করেছ, সে তোমাকে এই মিনতি কচ্যে যে তুমি নির্ভয় হয়ে তার আর যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাও এসে অপহরণ কর।

নেপথ্যে। রাজনন্দিনী যে এখনও এলেন না? তিনি না এলে ত আমরা গাইতে আরম্ভ করবো না।

পদ্মা। (স্বগত) হায়! আমার এমন দশা কেন ঘটলো? হে স্বপ্নদেবি, এ যদি তোমারই লীলা হয়, তবে তুমি এ দাসীকে আর বৃথা যত্ননা দিও না। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা আমি এ সকল কথা কি এ জন্মে আর ভুলতে পারবো?

(পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ)

পরি। রাজনন্দিনি, আপনি না এলে ওরা কেউ গাইতে চায় না। আর নিপুণিকাও আপনার বীণার সুর বেঁধেচে।

পদ্মা। তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(শচী এবং মুরজার প্রবেশ।)

শচী। (সরোষে) সখি, রত্নিকে ত তুমি ভাল করে চেন না। ওর অসাধ্য কর্ম কি আছে? দেখ, রুদ্রদেব রাগলে ভগবতী পার্বতীও তাঁর নিকটে যেতে ভয় পান, কিন্তু রত্নি অনায়াসে তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদে কেঁদে চক্ষের জলে তাঁর কোপানল নির্বাণ করে। রত্নি ফাঁদ পাতলে তাতে কে না পড়ে? অমরকূলে এমন মেয়ে কি আর ছুটি আছে?

মুর। তা ও এখানে এসে কি করেছে ?

শচী। কি না করেছে ? এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজা যজ্ঞসেনের মেয়ে পদ্মাবতীর মতন সুন্দরী নারী পৃথিবীতে নাই। রতি এই মেয়েটির সঙ্গে ছুট ইন্দ্রনীলের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যে। সখি, ইন্দ্রনীলকে যদি রতি এই জ্বরস্রুটি দান করে, তবে আমাদের কি আর মান থাকবে ?

মুর। তার সন্দেহ কি ? তা ও কি প্রকারে এ চেষ্টা পাচ্যে, তার কিছু শুনেছ ?

শচী। শুনবো না কেন ? ও প্রতি রাত্রে এসে ইন্দ্রনীলের বেশ ধর্যে পদ্মাবতীকে স্বপ্নযোগে আলিঙ্গন দেয়, সুতরাং মেয়েটিও একেবারে ইন্দ্রনীলের জন্মে যেন উদ্ভাস্ত হয়ে উঠেছে।

মুর। বাঃ, রতির কি বুদ্ধি ?

শচী। বুদ্ধি ? আর শোন না। আবার রাজলক্ষ্মীর বেশ ধারণ করে ও গত রাত্রে রাজা যজ্ঞসেনকে স্বপ্নে বলেছে যে যদি পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর অতিশীঘ্র মহা সমারোহে না হয় তবে সে শ্রীভ্রষ্ট হবে।

মুর। কি আশ্চর্য্য ! স্বয়ম্বর হলেই ত ইন্দ্রনীল অবশ্যই আসবে। আর ইন্দ্রনীলকে দেখবামাত্রই পদ্মাবতী তাকেই বরণ করবে।

শচী। তা হলে আমরা গেলেম। পৃথিবীতে কি আর কেউ আমাদের মানবে, না পূজা করবে ? সখি, তোমাকে আর কি বলবো। এ কথা মনে পড়লে রাগে আমার চক্ষে জল আসে। আর দেখ, রাজা যজ্ঞসেন মন্ত্রীদের লয়ে আজ এই স্বয়ম্বরের বিষয়ে বিচার কচ্যে।

মুর। তবে ত আর সময় নাই। তা এখন কি কর্তব্য ?—ও কি ও ? (নেপথ্যে বহুবিশ যন্ত্রধ্বনি) আহা ! কি মধুর ধ্বনি। সখি, একবার কাণ দিয়ে শোন। তোমার অমরাবতীতেও এমন মধুর ধ্বনি তুল্ভ।

শচী। আঃ, তুমিও যেমন। ও সকল কি আর এখন ভাল লাগে ?

নেপথ্যে। তুই, সই, আরস্ত কর না কেন ?

নেপথ্যে। চূপ্ কর লো—চূপ্ কর। ঐ শোন, রাজনন্দিনী আরস্ত কচোন।। (বীণাধ্বনি।)

নেপথ্যে। আহা ! রাজনন্দিনি, তুমি কি ভগবতী বীণাপাণির বীণাটা একেবারে কেড়ে নেছ গা ?

নেপথ্যে । মরু, এত গোল করিস্ কেন ?

নেপথ্যে । ( গীত । )

খাখা—মধ্যমান ।

কেন হেরেছিলাম তারে ।

বিষম প্রেমের জ্বালা বুঝি ঘটিল আমারে ॥

সহজে অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন,

সাধে হয়ে পরাধীন, নিশিদিন ভাবে পরে ।

কত করি ভুলিবারে, মন তা তো নাহি পারে,

যবে যে ভাবনা করে, সে জাগে অন্তরে ।

শরমে মরম ব্যথা, নারি প্রকাশিতে কোথা,

জড়ের স্বপন যথা, মরমে মরি গুমরে ॥

মুর । শচী দেবি, আমরা কি নন্দনকাননে উর্ব্বশী আর চারুনেত্রার মধুর স্বর শুনে মোহিত হলেম ?

শচী । সখি, তুমিও কি এই প্রজ্বলিত হতাশনে আছতি দিতে প্রবৃত্ত হলে ? দেখ, যদি রতির মনস্কামনা সুসিক্ত হয়, তবে এই সুধারস ছুঁই ইন্দ্রনীলই দিবারাত্র পান করবে । ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) সখি যক্ষেশ্বর, আমার মতন হতভাগিনী কি আর ছুঁটি আছে ? লোকে আমাকে বুধা ইন্দ্রাণী বলে । আমার পতি বজ্রদ্বারা কত শত উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গকে চূর্ণ করে উড়িয়ে দেন ; কত শত বিশাল তরুরাজকে ভস্ম করে ফেলেন ; কিন্তু আমি, দেখ, একজন অতিক্রম মানবকেও যৎকিঞ্চিৎ দণ্ড দিতে পারলেম না । হায় ! আমার বেঁচে আর সুখ কি !

মুর । তবে, সখি, তোমার কি এই ইচ্ছা যে, ইন্দ্রনীলকে শাস্তি দেবার জগ্গে এ সুশীলা মেয়েটিকেও কষ্ট দেবে ?

শচী । কেন দেব না ? পরমান চণ্ডালকে দেওয়া অপেক্ষা জলে ফেলে দেওয়াও ভাল । দেখ, ছুঁষ্টদমনের নিমিস্তে বিধাতা সময়বিশেষে ভগবতী পৃথিবীকেও জলমগ্না করেন ।

মুর । তবে, সখি, চল, আমরা কলিদেবের কাছে যাই, তিনি এ বিষয়ের একটা না একটা উপায় অবশ্যই করে দিতে পারবেন ।

শচী । ( চিন্তা করিয়া ) হ্যাঁ, এ ষথার্থ কথা । কলিদেবই এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য কতে পারবেন । তা সখি, চল, আমরা শীঘ্র তাঁরই কাছে যাই ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী—রাজনিকেতন ।

( কণ্ঠকীর প্রবেশ । )

কণ্ঠ । ( স্বগত ) আহা ! শৈলেশ্বরের গলে শোভে যে রতন—  
 সে অমূল ধন কভু সহজে কি তিনি  
 প্রদান করেন পরে ? গজরাজ-শিরে  
 ফলে যে মুকুতারাজি, কে লভয়ে কবে  
 সে মুকুতারাজি, যদি না বিদরে আগে  
 সে শিরঃ ? সকলে জানে, সুরাসুর মিলি  
 মথিয়া কত যতনে সাগর, লভিলা  
 অমৃত—কত পীড়নে পীড়ি জলনিধি !  
 হায় রে, কে পারে পরে দিতে ইচ্ছা করি,  
 যে মণিতে গৃহ তার উজ্জল সতত । ( চিন্তা করিয়া )  
 বিধির এ বিধি কিন্তু কে পারে লজ্জিতে ?—  
 ছায়ায় কি ফল কবে দরশে তরুর ?  
 সরোবরে ফুটিলে কমল, লোকে তারে  
 তুলে লয়ে যায় সুখে । মলয়-মারুত,  
 কুসুম-কানন-ধন সুরভিরে হরি,  
 দেশ দেশান্তরে চলি যান কুতূহলে ।  
 হিমাজির কনক ভবন ত্যজি সতী—  
 ভবভাবিনী ভবানী—ভঞ্জন ভবেশে । ( পরিক্রমণ )  
 যার ঘরে জনমে হুহিতা, এ যাতনা  
 ভোগী সে ! ( দার্শনিকাস )—



প্রভো, তোমারই ইচ্ছা। যা হোক, মহারাজ যে এখন রাজনন্দিনী পদ্মাবতীর স্বয়ম্বরে সম্মত হয়েছেন, এ পরম আহ্লাদের বিষয়। এখন জগদীশ্বর এই করুন যে কণ্ঠাটি যেন একটি উপযুক্ত পাত্রের হাতেই পড়ে। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া প্রকাশে) কে ও ?

(সখীর প্রবেশ।)

বসুমতী না? আরে এস, দিদি এস। আমি বুদ্ধ ব্রাহ্মণ—কালক্রমে প্রায়ই অন্ধ হয়েছি, কিন্তু তবু ও পূর্ণশশীর উদয় হল্যে তাঁকে চিন্তে পারি। এস এস।

সখী। ঠাকুরদাদা, প্রণাম করি।

কণ্ঠ। কল্যাণ হউক।

সখী। মহাশয়, আমার প্রিয়সখীর নাকি স্বয়ম্বর হবে ?

কণ্ঠ। এ কথা তোমাকে কে বল্যে ?

সখী। যে বলুক না কেন ? বলি এ সত্য ত ?

কণ্ঠ। বাঃ, কেমন করে সত্য হবে ? তোমার প্রিয়সখী ত আর পাঞ্চালী নন যে তাঁর পঞ্চ স্বামী হবে। আমি বেঁচে থাকতে তাঁর কি আর বিবাহ হতে পারে ? গৌরী কি হরকে বুদ্ধ বল্যে ত্যাগ কতে পারেন ? (হাস্ত।)

সখী। (স্বগত) দূর বৃড়ো। (হস্ত ধারণ করিয়া প্রকাশে) ঠাকুরদাদা, আপনার পায়ে পড়ি, বলুন না, এ কথাটা কি সত্য ?

কণ্ঠ। আরে কর কি ? পায়ে হাত দিও না। তুমি কি জান না, নীরস তরুকে দাবানল স্পর্শ করলে, সে যে তৎক্ষণাৎ জ্বলে যায়।

সখী। তবে আমি চল্যেম।

কণ্ঠ। কেন ?

সখী। এখানে থেকে আবশ্যিক কি ? আপনার কাছে ত কোন কথাটিই পাওয়া যায় না।

কণ্ঠ। (হাস্তবদনে) আরে, আমি রাজসংসারে চাকুরী করে বৃড়ো হয়েছি। আমাকে ঘুষ না দিলে কি আমার দ্বারা কোন কর্ম হতে পারে ? ঝানিগাছে তেল না দিলে সে কি সহজে ঘোরে ?

সখী। আচ্ছা! রাজমাতার জন্তে সোণার হার্মান্দিস্তায় যে পান মসলা দিয়ে ছেঁচে, তাই আপনাকে না হয় একটু এনে দেব? তা হলে ত হবে?

কণ্ঠু। সুহু পান নিয়ে কি হবে? মিঠাই টিঠাই কিছু দিতে পার কি না?

সখী। হাঁ! পারবো না কেন?

কণ্ঠু। তবে বলি। এ কথা যথার্থ। তোমার প্রিয়সখীর স্বয়ম্বর হবে।

সখী। (ব্যগ্রভাবে) হ্যাঁ মহাশয়, কবে হবে?

কণ্ঠু। অতি শীঘ্রই হবে। মহারাজ মন্ত্রিবরকে স্বয়ম্বরের সমুদয় আয়োজন কতো অনুরমতি করেছেন। আর কাল প্রাতে দূতেরা নিমন্ত্রণ-পত্র লয়ে দেশ দেশান্তরে যাত্রা করবে। দেখো, এ পদ্মের গন্ধে অলিকূল একবারে উন্নত হয়ে উড়ে আসবে। ও কি ও! তুমি যে কাঁদতে আরম্ভ কল্যে। তোমাকে ত আর শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে না।

সখী। (চক্ষু মুছিয়া) কৈ? আমি কাঁদছি আপনাকে কে বললে? (রোদন।)

কণ্ঠু। আরে ঐ যে। কি উৎপাত! তা তোমার জন্তেও না হয় একটা বর ধরে দেব, তার নিমিত্তে ভাবনা কি? তোমার প্রিয়সখী ত আর সকলকে বরণ করবেন না। আর যদি তুমি রাজকূলে বিয়ে কতো না চাও—তবে শর্ম্মা ত রয়েছেন।

সখী। আঃ, যাও, মিছে ঠাট্টা করো না। (রোদন।)

( পরিচারিকার প্রবেশ। )

পরি। কণ্ঠুকী মহাশয়, প্রণাম করি।

কণ্ঠু। এস, কল্যাণ হউক। (স্বগত) এ গস্তানী আবার কোথথেকে এসে উপস্থিত হলো? কি আপদ্। এ যে গঙ্গায় আবার যমুনা এসে পড়লেন। এখন ত আর জলের অভাব থাকবে না।

সখী। মাধবি, প্রিয়সখী যথার্থই এত দিনের পর আমাদের ছেড়ে চললেন। (রোদন।)

পরি। (ব্যগ্রভাবে) কেন, কেন? কি হয়েছে?

সখী । আমরা যে স্বয়ম্বরের কথা শুনেছিলাম, সে সকলই সত্য হলো । (রোদন ।)

কণ্ঠ । (স্বগত) আহা! প্রণয়পন্থের মৃণালে যে কণ্টক জন্মে, সে কি সামান্য তীক্ষ্ণ? আর তার বেঁধনে যে প্রাণ কি পর্য্যন্ত ব্যথিত হয়, তা সে বেদনা যে সহ্য করেছে, সেই কেবল বলতে পারে । (প্রকাশে) আরে, তোরা যে কেঁদেই অস্থির হলি! এমন কথা শুনে কি কাঁদতে হয়? রাজনন্দিনী কি চিরকাল আইবড় থাকলে তোরা সুখী হবি?

পরি । বালাই! তাঁর শত্রু আইবড় থাকুক, তিনি থাকবেন কেন?

কণ্ঠ । তবে তোরা কাঁদিস্ কেন লা?

পরি । তুমিও যেমন । কে কাঁদচে? তুমি কাণা হলে নাকি?

কণ্ঠ । তবে তুই, ভাই, একবার হাস্ ত, দেখি?

পরি । হাস্বো না কেন? এই দেখ (হাস্য ও রোদন ।)

কণ্ঠ । বেশ । ওলো মাধবি, লোকে বলে, বৌদ্রে বৃষ্টি হলে খেঁকশিয়ালীর বিয়ে হয়, তা আমি দেখ্চি তোরও বিয়ে অতি নিকট ।

পরি । কেন? আমি কি খেঁকশিয়ালী। যাও, মিছে গাল দিও না ।

সখী । ওলো মাধবি, চল্ আমরা যাই ।

পরি । চল ।

[ উভয়ের ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান ।

কণ্ঠ । (স্বগত) আমাদের পদ্মাবতীর রূপ লাভ্য দেখলে কোন মতেই বিশ্বাস হয় না যে, এর মানবকুলে জন্ম । সৌদামিনী কি কখন ভূতলে উৎপন্ন হয়? আর এ যে কেবল সৌন্দর্য্য গুণে চক্ষের সুখকরী মাত্র, তা নয়,—এমন দয়াশীলা পরোপকারিণী কামিনী কি আর আছে? আর তা না হবেই বা কেন? পারিজাত পুষ্প কি কখন সৌরভহীন হতে পারে? আহা! এ মহার্হ রত্ন কোন্ রাজগৃহ উজ্জ্বল করবে হে?

নেপথ্যে বৈতালিক ।

গীত ।

পরজ কালংড়া—একতারা ।

অপরূপ আজিকার রাজসভা শোভিল !

জিনি অমরাপুরী, নৃপপুর হইতেছে :

বিভবে সুরেন্দ্র লাজ পাইল ॥

মোহনমূরতি অতি রাজন রাজিছে,  
 রতিপতি ভাতি হেরি মোহিল ।  
 তুলনা দিবার তবে, রজনী সে আপনি  
 শশীরে সাজায়ে ধনী আনিল ॥

কণ্ঠ । ( স্বগত ) এই ত মহারাজ সভা হতে গাত্রোথান কলোন ।  
 এখন যাই, আপনার কৰ্ম দেখিগে ।

[ প্রস্থান ।

ইতি দ্বিতীয়ঙ্ক ।

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী—রাজনিকেতন-সমিধানে মদনোচ্চান ।

( ছদ্মবেশে রাজা ইন্দ্রনীল এবং বিদূষকের প্রবেশ । )

রাজা । সখে মানবক ।

বিদু । মহারাজ—

রাজা । আরে ও আবার কি ? আমি একজন বণিক্ ; তুমি আমার মিত্র ; আমরা দুজনে এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজকন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর-সমারোহ দেখবার জন্তেই এ রাজ্যে এসেছি—

বিদু । আন্তা—আর বলতে হবে না ।

রাজা । তবে তুমি এই শিলাতলে বসো, আমি ঐ দেবালয়ের নিকটে সরোবর থেকে একটু জল পান করো আসি । আঃ, এই নগর ভ্রমণ করে আমি যে কি পর্য্যন্ত ক্লান্ত হয়েছি তার আর কি বলবো ।

বিদু । তবে আপনি কেন এখানে বসুন না, আমিই আপনাকে জল এনে দিচ্ছি । ব্রাহ্মণের জল খেলে ত আর বেণের জাত যায় না ।

রাজা । ( সহাস্ত বদনে ) সখে, তা ত যায় না বটে, কিন্তু জল আনবে কিসে করে ? এখানে পাত্র কোথায় ? তুমি ত আর পবনপুত্র হনুমান্ নও, যে ঔষধ না পেয়ে একবারে গন্ধমাদনকে উপড়ে এনে ফেলবে । তা তুমি থাক, আমি আপনিই যাই ।

[ প্রস্থান ।

বিদু । ( স্বগত ) হায় ! আমার কি ছরদৃষ্ট ! দেখ, এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজার মেয়ের স্বয়ম্বর হবে বল্যে, প্রায় এক লক্ষ রাজা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে ; আর এই নগরের চারি দিকে যে কত তাম্বু আর কানাত পড়েছে তার সংখ্যা নাই । কত হাতী, কত ঘোড়া, কত উট, কত রথ আর যে কত লোকজন এসে একত্র হয়েছে তা কে গুণে ঠিক কত্যা পারে ? আর কত শত স্থানে যে নট নটীরা নৃত্যগীত কচে তা বলা ছড়র । আর যেমন বর্ষাকালে জল পর্বত থেকে শত শ্রোতে বেরিয়ে যায়, রাজভাণ্ডার থেকে সিদেপত্র তেমনিই বেরুচে । আহা ! কত যে

চাল, কত যে ডাল, কত যে ভেল, কত যে লবণ, কত যে ঘি, কত যে সন্দেশ, কত যে দই, কত যে ছুধ ভারে ভারে আস্চে যাচে তা দেখলে একেবারে চক্ষুঃ স্থির হয়। রাজাবেটার কি অতুল ঐশ্বর্য! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা দেখ, এ হতভাগা বামণের কপালে এর কিছুই নাই। আমাদের মহারাজ কল্যেন কি, না সঙ্গে যত লোকজন এসেছিল তাদের সকলকে দূরে রেখে কেবল আমাকে লয়ে ছদ্মবেশে এ নগরে এসে চুকেছেন। এতে যে গুঁর কি লাভ হবে তা উনিই জানেন। তবে লাভের মধ্যে আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমার দক্ষিণাটি দেখুচি লোপাপত্তি হবে। হায়! এ কি সামান্য ছুঃখের কথা? (চিন্তা করিয়া) মহারাজ একটা মেয়েমানুষকে স্বপ্নে দেখে এই প্রতিজ্ঞা করে বসেছেন, যে তাকে না পেলে আর কাকেও বিয়ে করবেন না। হায়! দেখ দেখি, এ কত বড় পাগলামি। আর—আমি যে রাত্রে স্বপ্নে নানা রকম উপাদেয় মিষ্টান খাই তা বল্যে কি আমার ব্রাহ্মণী যখন খোড় ছেঁচুকি, কি কাঁচকলা ভাতে, কি বেগুন পোড়া এনে দেয়, তখন কি সে সব আমি না খেয়ে পাতে ঠেলে রেখে দি? সাগর সকল জলই গ্রহণ করেন। অগ্নিদেবকে যা দাও তাই তিনি চক্ষুর নিমিষে পরিপাক করে শুষ্ক করে ফেলেন।

(রাজার পুনঃপ্রবেশ।)

রাজা। কি হে সখে মানবক, তুমি যে একেবারে চিন্তামাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছো?

বিদু। মহারাজ—

রাজা। মরু বানর। আবার?

বিদু। আজ্ঞা—না। তা আপনার এত বিলম্ব হলো কেন?

রাজা। সখে, আমি এক অদ্ভুত স্বয়ম্বর দেখতেছিলেম।

বিদু। বলেন কি? কোথায়?

রাজা। সখে, ঐ সরোবরে কমলিনী আজ যেন স্বয়ম্বর হয়েছো।

আর তার পাণিগ্রহণ লোভে ভগবান্ সহস্ররশ্মি, মলয়মারুত, অলিরাঙ্গ, আর রাজহংস—এঁরা সকলেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। আর কত যে কোকিলকুল মঙ্গলধ্বনি কচে তা আর কি বলবো? এসো সখে, আমরা ঐ সরোবরকূলে যাই।

বিদু। ভাল—মহাশয়, আপনি যে আমাকে নিমন্ত্রণ কচেন, তা বলুন দেখি, আমার দক্ষিণা কে দেবে ?

রাজা। কেন ? কমলিনী আপনিই দেবে। তার স্মরণ মধু দিয়ে সে যে ভোমার চিত্তবিনোদ করবে তার কোন সন্দেহ নাই।

বিদু। হা! হা! হা! ( উচ্চহাস্য ) মহাশয়, আমি ব্রাহ্মণ, আমার কাছে কি ও সব ভাল লাগে ? হয় টাকাকড়ি—নয় খাণ্ড জব্য—এই ছুটার একটা না একটা হলে কি আমি উঠি।

রাজা। চল হে, চল, না হয় আমিই দেব।

বিদু। হাঁ—এ শোনবার কথা বটে। তবে চলুন।

[ উভয়ের প্রস্থান। ]

( সখী এবং পরিচারিকার প্রবেশ। )

সখী। মাধবি, আমি ত আর চলতে পারি না। উঃ, আমার জন্মেও আমি কখন এত হাঁটি নাই। আমার সর্বাঙ্গে যে কত বেদনা হয়েছে, তার আর বলবো কি ? বোধ করি, আমাকে এখন চারি পাঁচ দিন বুঝি কেবল বিছানাতেই পড়ে থাকতে হবে।

পরি। ও মা। সে কি ? রাজনন্দিনীর স্বয়ম্বরের আর ছুটি দিন বই ত নাই। তা তুমি পড়ে থাকলে কি আর কর্ম চলবে ?

সখী। না চললে আমি কি করবো ? আমার ত আর পাষণের শরীর নয়।

পরি। সে কিছু মিছে কথা নয়।

সখী। ( পট অবলোকন করিয়া ) দেখু, আমি প্রিয়সখীকে না হবে ত প্রায় সহস্র বার বলেছি যে এ প্রতিমূর্তি কখনই মনুষ্যের নয়, কিন্তু আমার কথায় তিনি কোন মতেই বিশ্বাস করেন না।

পরি। কি আশ্চর্য্য! এই যে আমরা আজ সমস্ত দিন বেড়িয়ে বেড়িয়ে প্রায় এক লক্ষ রাজা দেখে এলেম, এদের মধ্যে এমন একটি পুরুষ নাই যে তাকে এঁর সঙ্গে এক মনুষ্যের জ্ঞেও তুলনা করা যায়। হায়, এ মহাপুরুষ কোথায় ?

সখী। স্মেরুপর্বত যে কোথায় তা কে বলতে পারে ? কনকলঙ্কা কি লোকে আর এখন দেখতে পায় ?

পরি। তা সত্য বটে। তবে এখন কি করবে ?

সখী। আর কি করবো! আয়, এই উচ্চানে একটুখানি বিশ্রাম করে প্রিয়সখীর কাছে এ সকল কথা বলিগে। ( শিলাতলে উপবেশন। )

পরি। আহা! রাজনন্দিনীকে এ কথা কেমন করে বলবে ? এ কথা শুনলে তিনি যে কত হুঃখিত হবেন, তা মনে পড়লে আমার চখে জল আসে।

সখী। তা এ মায়ার হেমমুগ ধরা তোর আমার কর্ম নয়। এ যে একবার দেখা দিয়ে, কোন্ গহন কাননে গিয়ে পালিয়ে রইলো, তা কে বলতে পারে ? জগদীশ্বর এই করুন, যেন প্রিয়সখী এর প্রতি লোভ করে অবশেষে সীতা দেবীর মতন কোন ক্লেশে না পড়েন। এ যে দেবমায়ী তার কোন সন্দেহ নাই। ( পরিচারিকার প্রতি ) তুই যে বসছিস্ না ? তোর কি এত হেঁটেও কিছু পরিশ্রম হয় নাই ?

পরি। হয়েছে বই কি ! কিন্তু রাজনন্দিনীর হুঃখের কথা ভাবলে আর কোন হুঃখই মনে পড়ে না। যে গায়ে সাপের বিষ প্রবেশ করেছে, সে কি আর বিছের কামড়ে জ্বলে। ( সখীর নিকটে ভূতলে উপবেশন ) এখন এ স্বয়ম্বরটা হয়ে গেলেই বাঁচি।

সখী। তুই দেখিস্ এ স্বয়ম্বরে কোন না কোন একটা ব্যাঘাত অবশ্যই ঘটে উঠবে।

পরি। বালাই! এমন অমঙ্গল কথা কি মুখে আনতে আছে ?

সখী। তুই প্রিয়সখীর প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলি নাকি ? তোর কি মনে নাই যে যদি এ লক্ষ রাজার মধ্যে, তিনি যে মহাপুরুষকে স্বপ্নে দেখেছেন, তাঁর সেই প্রাণেশ্বরকে না পান তবে তিনি আর কাকেও বরণ করবেন না ?

নেপথ্যে। ( উচ্চহাস্য। )

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সচকিত্তে) ও আবার কি ?

পরি। কেন, কি হলো ? ( উভয়ের গাত্ৰোত্থান। )

পরি। ( সজ্ঞাসে ) ও মা! চল আমরা এখান থেকে পালাই। এ মহাস্বয়ম্বরে যে কত দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষঃ এসে উপস্থিত হয়েছে, তা কে বলতে পারে ? এ নির্জন বনে—

সখী। চূপ্ কর্ লো। চূপ্ কর্। আর ঐ দেখ্—



পরি। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ঐ না পুঙ্করিণীর ধারে হুই জন পুঙ্কবমাহুৰ বসে রয়েছে? আহা! ওদের মধ্যে একজনের কি অপরূপ রূপলাবণ্য!

সখী। (পট অবলোকন করিয়া) মাধবি, এতক্ষণের পর, বোধ করি, আমাদের পরিভ্রম সফল হলো। ঐ সুন্দর পুরুষটির দিকে একবার বেশ করে চেয়ে দেখ্ দেখি।

পরি। তাই ত! কি আশ্চর্য্য! এ কি গগনের চাঁদ ভূতলে এসে উপস্থিত হলেন?

সখী। (সপুলকে) এ ত গগনের চন্দ্র নয়, এ যে আমার প্রিয়সখীর হৃদয়াকাশের পূর্ণচন্দ্র।

পরি। (পট অবলোকন করিয়া) তাই ত? এ কি আশ্চর্য্য! তা ঔকে যে রাজবেশে দেখ্চি না।

সখী। তাতে বয়ে গেল কি? (চিন্তা করিয়া) মাধবি, তুই এক কর্ম কর্। তুই অস্তঃপুরে দৌড়ে গিয়ে, প্রিয়সখীকে একবার এখানে ডেকে আনগে। যদিও ঐ মহাপুরুষ মহত্ম্য না হন, তবু প্রিয়সখী ঔকে একবার চক্ষে দর্শন করে জন্ম সফল কর্।

পরি। রাজনন্দিনী কি এখন অস্তঃপুর হতে একলা আসতে পারবেন?

সখী। তুই একবার য়েয়ে দেখেই আয় না কেন। যদি আসতে পারেন ভালই ত, আর না পারেন আমরা ত দোষ হতে মুক্ত হলেম।

পরি। বলেছ ভাল, এই আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া স্বগত) ইনি কি মহত্ম্য, না কোন দেবতা, মরণাবলে মানবদেহ ধারণ করে এই স্বয়ম্বর দেখ্তে এসেছেন? হায়, এ কথা আমি কাকে জিজ্ঞাসা করবো? এখন প্রিয়সখী এলে বাঁচি। আহা! বিধাতা কি এমন সুন্দর বর প্রিয়সখীর কপালে লিখেছেন?

(পদ্মাবতীর সহিত পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ।)

পদ্মা। সখি, তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন? কি সংবাদ, বল দেখি শুনি?

সখী। সকলই সুসংবাদ। তা এসো, এই শিলাতলে বসো।

পদ্মা। সখি, আমার প্রাণনাথ কি তোমাকে দর্শন দিয়েছেন?  
( উপবেশন। )

সখী। ( পদ্মাবতীর নিকটে উপবেশন করিয়া ) হ্যাঁ—দিয়েছেন।

পদ্মা। ( ব্যগ্রভাবে সখীর হস্ত ধারণ করিয়া ) সখি, তুমি তাঁকে কোথায় দেখেছ ?

সখী। ( সহাস্ত বদনে ) প্রিয়সখি, তুমি স্থির হয়ে ঐ অশোকবনের দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি।

পদ্মা। কেন ? তাতে কি ফললাভ হবে ?

সখী। বলি দেখই না কেন ?

পদ্মা। ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া ) ঐ ত ভগবান্ অশোকবৃক্ষ বসন্তের আগমনে যেন আপনার শতহস্তে পুষ্পাঞ্জলি ধারণ করো, ঋতুরাজের পূজা করবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

সখী। ভাল, বল দেখি, ঋতুরাজ বসন্ত কোথায় ?

পদ্মা। সখি, এ কি পরিহাসের সময়।

সখী। পরিহাস কেন ? ঐ বেদিকার দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি ?

পদ্মা। ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া ) সখি, আমি কি আবার নিজায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগলেম ? ( আত্মগত ) হে হৃদয়, এত দিনের পর কি তোমার নিশাবসান কতো তোমার দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিলেন। ( প্রকাশে ) সখি ! তুমি আমাকে ধর—( অচেতন হইয়া সখীর ক্রোড়ে পতন। )

সখী। হায় ! এ কি হলো ? প্রিয়সখী যে সহসা অচেতন হয়ে পড়লেন। ( পরিচারিকার প্রতি ) মাধবি, তুই নীত্র গিয়ে একটু জল আন ত।

পরি। এই যাই।

[ বেগে প্রস্থান। ]

সখী। ( স্বগত ) হায় ! আমি প্রিয়সখীকে এ সময়ে এ উচ্চানে ডাকিয়ে এনে এ কি কল্যেয় ?

( বেগে রাজার পুনঃপ্রবেশ । )

রাজা । এ কি ? সুন্দরি । এ স্ত্রীলোকটির কি হয়েছে ?

সখী । মহাশয়, এঁর মুর্ছা হয়েছে ।

রাজা । কেন ?

সখী । তা আমি এখন আপনাকে বলতে পারি না ।

রাজা । ( স্বগত ) লোকে বলে যে পূর্ণশশীর উদয় হলে সাগর উথলিত হন, তা আমারও কি সেই দশা ঘটলো । ( পুনরবলোকন করিয়া ) এ কি ? এই যে আমার মনোমোহিনী, যাকে আমি স্বপ্নযোগে কয়েক বার দর্শন করেছিলাম । তা দেবতারা কি এত দিনের পর আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়ে আমার হৃদয়নিধি মিলিয়ে দিলেন ।

পদ্মা । ( চেতন পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ । )

রাজা । ( সখীর প্রতি ) শুভে, যেমন নিশাবসানে সরসীতে নলিনী উদ্ভীলিতা হয়, দেখ, তোমার সখীও মোহাস্তে আপন কমলাক্ষি উদ্ভীলন কল্যেন । আহা ! ভগবতী জাহ্নবী দেবী, ভগ্নতট-পতনে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে কলুষা হয়ে, এইরূপেই আপন নির্মল স্ত্রী পুনর্ধারণ করেন ।

পদ্মা । ( গাত্রোথান করিয়া যুত্বস্বরে সখীর প্রতি ) সখি, চল, আমরা এখন অস্তঃপুরে যাই । এ উত্থানে আমাদের আর থাকা উচিত হয় না ।

রাজা । ( স্বগত ) আহা ! এও সেই মধুর স্বর । আমার বিবেচনায় তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির কর্ণে জলস্রোতের কলকল শ্বনিও এমন মিষ্ট বোধ হয় না । ( প্রকাশে সখীর প্রতি ) সুন্দরি, তোমার প্রিয়সখী কি আমার এখানে আসাতে বিরক্ত হলেন ?

সখী । কেন ? বিরক্ত হবেন কেন ?

রাজা । তবে যে উনি এখান থেকে এত স্বরায় যেতে চান ?

সখী । আপনি এমন কথা কখনই মনে করবেন না । তবে কি না আমরা এখন সকলেই ব্যস্ত ।

রাজা । শুভে, তবে তুমি তোমার এ পরমসুন্দরী সখীর পরিচয় দিয়া আমাকে চরিতার্থ করে যাও ।

সখী । মহাশয়, ইনি রাজনন্দিনী পদ্মাবতীর একজন সখী মাত্র ।

রাজা। কি আশ্চর্য্য! আমরা জানি যে বিধাতা কমলিনীকেই পুষ্পকুলের ঈশ্বরী করে সৃষ্টি করেছেন। তা তাঁর অপেক্ষা কি আরও সুচারু পুষ্প পৃথিবীতে আছে?

পদ্মা। (স্বগত) আহা! প্রাণনাথ কি মিষ্টভাষী! তা ভগবান্ গন্ধমাদন কি কখন সৌরভহীন হতে পারেন?

সখী। মহাশয়! আপনি যদি এ দাসীর অপরাধ মার্জনা করেন তবে আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

রাজা। তাতে দোষ কি? যদি আমি কোন প্রকারে তোমাদের মনোরঞ্জন কতে পারি, তবে তা অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি?

সখী। মহাশয়, কোন্ রাজধানী এখন আপনার বিরহে কাতরা হয়েছে, এ কথা আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের বলুন।

পদ্মা। (স্বগত) এতক্ষণের পর বসুমতী আমার মনের কথাটিই জিজ্ঞাসা করেছে।

রাজা। (সহাস্ত্র বদনে) সুন্দরি, আমার বিদর্ভনাম্নী মহানগরীতে জন্ম। সে নগরের রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আমি তোমাদের রাজনন্দিনীর স্বয়ম্বর-মহোৎসব দেখবার নিমিত্তেই এ দেশে এসেছি।

পদ্মা। (স্বগত) এ কি অসম্ভব কথা! এঁর কি তবে রাজকুলে জন্ম নয়?

(জল লইয়া পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ।)

সখী। তোমার এত বিলম্ব হলো কেন?

পরি। আমাকে ঘটির জন্তে অন্তঃপুর পর্য্যন্ত দৌড়ে যেতে হয়েছিল।

সখী। তা সত্য বটে। তা এ কথা ত অন্তঃপুরে কেউ টের পায় নাই।

পরি। না, এ কথা কেউ টের পায় নাই, কিন্তু ওরা সকলে মননের পূজা কতে আসচে।

সখী। তবে চল, আমরা যাই।

রাজা। (সখীর প্রতি) সুন্দরি, আমি কি তবে তোমাদের চন্দ্রাননের আর এ জন্মে দর্শন পাব না?

পদ্মা । ( সখীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রীড়া সহকারে ) প্রিয়সখি, তুমি এ মহাশয়কে বল যে যদি আমাদের ভাগ্যে থাকে, তবে আমরা এই উড়ানেই পুনরায় ঠর দর্শন পাব ।

নেপথ্যে । কৈ লো কৈ ? রাজনন্দিনী আর বসুমতী কোথায় ?

সখী । চল, আমরা যাই ।

পদ্মা । ( কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করিয়া ) উছ । এ কি—

সখী । কেন ? কেন ? কি হলো ?

পদ্মা । সখি, দেখ, এই নূতন তৃণাকুর আমার পায়ে বাজতে লাগলো ।  
উছ, আমি ত আর চলতে পারি না, তোমরা এক জন আমাকে ধর ।  
( রাজার প্রতি লজ্জা এবং অনুরাগ সহকারে দৃষ্টিপাত । )

সখী । এই এসো ।

[ পদ্মাবতীকে ধারণ করিয়া সখী এবং পরিচারিকার প্রস্থান ।

রাজা । ( স্বগত ) হে সৌদামিনি, তুমি কি আমার এ মেঘাবৃত হৃদয়াকাশকে আরও তিমিরময় করবার জ্ঞে আমাকে কেবল এক মুহূর্তের নিমিত্তে দর্শন দিলে ! ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) হায় ! তা এ ঘোর অন্ধকার তোমার পুনর্দর্শন ব্যতীত কি আর কিছুতে কখন বিনষ্ট হবে ?

নেপথ্যে । ( বহুবিধ যন্ত্রধ্বনি । )

রাজা । ( নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত ) এই যে রাজকুলবালারা গানবাণ কত্বে কত্বে ভগবান্ কন্দর্পের মন্দিরের দিকে যাচে ।

নেপথ্যে । নাচ্ লো, নাচ্ । এই দেখ্ আমি ফুল ছড়াচ্চি ।

নেপথ্যে । ( গীত । )

রাগিণী—খাছাজ, তাল যৎ ।

চলস কলে আরাধিব কুসুমবাণে ।

সম্বনে করতালি দেহ মিলিয়ে,

ষতনে পূজিব হরিষ মনে ॥

বাছিয়া তুলিয়াছি নানা কুসুম,

অঞ্জলি পুরিয়া দিব চরণে ।

সখীর পরিণয়ে শুভ সাধিতে,  
তুষ্টিব দেবেরে মঙ্গলগানে ॥

রাজা। (স্বগত) আহা, কি মধুর ধ্বনি! তা আমার আর এ স্থলে  
বিলম্ব করা উচিত হয় না। আমি এ নগরে ছদ্মবেশে প্রবেশ করো  
উত্তমই করেছি। আহা! এই পরম সুন্দরী বামাটি যদি রাজহুহিতা  
পদ্মাবতী হতো, তবে আর আমার সুখের সীমা থাকতো না।

[প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী—দেবালয়-উত্তান।

(পুরোধিত এবং কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

পুরো। আহা, কি আক্ষেপের বিষয়! মহাশয়, যেমন ভগবতী  
ভাগীরথীকে দর্শন করে জগজ্জনগণ হিমাচলকে ধনুবাদ করে, রাজহুহিতা  
পদ্মাবতীকে দেখে সকলেই আমাদের নরপতিকে তক্রূপ পরম ভাগ্যবান  
বলে গণ্য করতো। হায়, কোন ছুর্দেব বিপাকে এ নির্মলসলিলা গঙ্গা  
যেন অকস্মাৎ রোধপতনে পঙ্কিলা হয়ে উঠলেন।

কঞ্চু। ছুর্দেব বিপাকই বটে। মহাশয়, দেখুন, এ বিপুল ভারত-  
ভূমিতে প্রতি যুগে কত শত রাজগৃহে এই স্বয়ম্বরকার্য্য মহাসমারোহে  
নিম্পন্ন হয়েছে; কিন্তু কুত্রাপি ত এরূপ ব্যাঘাত কস্মিন্ কালেও ঘটে নাই!

পুরো। হায়। এতটা অর্থ কি তবে ব্যথাই ব্যয় হলো?

কঞ্চু। মহাশয়, তন্নিমিত্তে আপনি চিন্তিত হবেন না। দেখুন, যে  
অকুল সাগরকে শত সহস্র নদ ও নদী বারিস্বরূপ কর অনবরত প্রদান  
করে, তার অনুরাশির কি কোন মতে হ্রাস হতে পারে? তবে কি না এ  
একটা কলঙ্ক চিরস্থায়ী হয়ে রৈল।

পুরো। ভাল, কঞ্চুকী মহাশয়, রাজকন্ঠার স্বয়ম্বর-সমাজে উপস্থিত  
না হবার মূল কারণটা কি তা আপনি বিশেষরূপে কিছু অবগত আছেন?

কঞ্চু। আজ্ঞা না, তবে আমি এইমাত্র জানি যে স্বয়ম্বর-সভায় যাত্রা-  
কালে, রাজবালা, মুহুমূর্ছা মুর্ছা প্রাপ্ত হয়ে, এতাদৃশী ছর্ব্বলা হয়ে

পড়েছিলেন, যে রাজবৈজ্ঞ তাঁকে গৃহের বহির্গত হতে নিষেধ করেন ; সুতরাং স্বয়ম্বর কক্ষার অস্থপস্থিতিতে শুভলগ্ন ভ্রষ্ট হওয়ার, রাজদল অকৃতকার্য হয়ে স্ব স্ব দেশে প্রস্থান কল্যেন ।

পুরো । আহা, বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যা পারে ? তা চলুন, আমরা এক্ষণে দেষদর্শন করিগে ।

কণ্ঠ । আস্তা চলুন ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

( সখী এবং পরিচারিকার প্রবেশ )

সখী । কেমন—আমি বলেছিলাম কি না, যে এ স্বয়ম্বরে কোন না কোন একটা ব্যাঘাত অবশ্যই ঘটে উঠবে ?

পরি । তাই ত ? কি আশ্চর্য্য । তা রাজনন্দিনী যে একেবারে এমন হয়ে পড়বেন, তা কে জানতো ?

সখী । আহা, প্রিয়সখীর হৃৎখের কথা মনে হলে প্রাণ যে কেমন করে তা আর কি বলবো ! ( রোদন । )

পরি । ভাল, রাজনন্দিনী যে একেবারে এমন হয়ে পড়লেন, এর কারণ কি ?

সখী । আর কারণ কি ? প্রিয়সখী য়ারে স্বপ্নে দেখে ভাল বাসেন, তিনি ত আর রাজা নন যে তাঁকে প্রিয়সখী পাবেন ।

পরি । তা সত্য বটে । ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া ) ও কে ও ? ঐ না সেই বিদর্ভদেশের লোকটি এই দিকে আসচেন ? উনিও যে রাজনন্দিনীকে ভাল বাসেন, তার সন্দেহ নাই ; তা এমন ভাল বাসায় ঔর কি লাভ হবে ? বামন হয়ে কি কেউ কখন চাঁদকে ধরতে পারে ? চল, আমরা ঐ মন্দিরের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখি, উনি এখানে এসে কি করেন ।

সখী । চল ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

( ছদ্মবেশে রাজা ইন্দ্রনীলের প্রবেশ । )

রাজা । ( স্বগত ) আমার ত এ রাজধানীতে আর বিলম্ব করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নয় । যত রাজগণ এ বৃথা স্বয়ম্বরে এসেছিল, তারা

সকলেই আপন আপন রাজ্যে প্রস্থান করেছে। কিন্তু আমি এ পরমসুন্দরী কন্যাটিকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করে যাই? (দীর্ঘনিশ্বাস) হে প্রভো অনঙ্গ, যেমন সুরেন্দ্র আপন বজ্রধারা পর্বতরাজের পক্ষচ্ছেদ করে তাকে অচল করেছেন, তুমিও কি তোমার পুষ্পশরাঘাতে আমাকে উদ্ধৃপ গতিহীন কতো চাও। (চিন্তা করিয়া) এ স্ত্রীলোকটিকে কোন মতেই আমার রাজমহিষী পদে অভিষিক্ত করা যেতে পারে না। সিংহ সিংহীর সহিতই সহবাস করে। এ রাজবালা পদ্মাবতীর একজন সহচরী মাত্র, তা এর সহিত আমার কি সম্পর্ক? (দীর্ঘনিশ্বাস) হে রতি দেবি, তুমি যে অমূল্য রত্ন আমাকে দান কতো চাও, সে রত্ন শচী এবং যক্ষেশ্বরীর ক্রোধে আমার পক্ষে অস্পর্শীয় অগ্নিশিখা হলো। হায়, এ পবিত্রা প্রবাহিণী কি তাঁদের অভিশাপে আমার পক্ষে কর্মনাশা নদী হয়ে উঠলো? তা আর বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে? (সচকিতে নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এ কি?

নেপথ্যে। তুই বেটা কি সামান্য চোর। তুই যে দ্বিতীয় হনুমান্।

ঐ। কেন? হনুমান্ কেন?

ঐ। কেন তা আবার জিজ্ঞাসা করিস? দেখ্ দেখি—যেমন হনুমান্ রাবণের মধুবন ভেঙ্গে লণ্ডভণ্ড করেছিল, তুইও আজ আমাদের মহারাজের অমৃতফলবনে সেইরূপ উৎপাত করেছিস। তা তোর মাথাটা কেটে ফেলাই উচিত।

ঐ। ইস্।

ঐ। বটে? দেও ত হে, বেটাকে ঘা ছুই তিন লাগিয়ে দেও ত।

ঐ। দোহাই মহারাজের—

(বেগে কতিপয় রক্ষক সহিত বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। মহারাজ, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

রাজা। কেন, কি হয়েছে?

বিদূ। মহারাজ, এ বেটারা সাক্ষাৎ যমদূত।

প্রথম। ধর ত হে, বেটাকে ধরে বাঁধ।

বিদূ। (রাজার পশ্চাত্তাগে দণ্ডায়মান হইয়া) ইস্। তোর কি যোগ্যতা যে তুই আমাকে বাঁধবি? ওরে ছুই রক্ষক, তুই যদি কনকলঙ্কার



চুকতে চাস, তবে আগে সমুদ্র পার হ। এই মহান্না বিদর্ভদেশের  
অধিপতি রাজা ইস্রনীল রায়।

রাজা। আরে কর কি।

বিদু। মহারাজ, আপনি যে কে, তা না টের পেলেন কি এ পাবণ  
বেটারা আমাকে অমনি ছাড়বে। বাপ!

প্রথম। মহাশয়—

বিদু। মরু বেটা নরাদম, তুই কাকে মহাশয় বলিস্ রে ?

রাজা। ( বিদুষকের প্রতি ) চুপ্ কর হে—চুপ্ কর। ( রক্ষকের  
প্রতি ) রক্ষক, তুমি কি বলছিলে ?

প্রথম। মহাশয়—দেখুন। এ ঠাকুবটি আমাদের মহারাজের অমৃত-  
ফলবনে যত পাকা ফল ছিল প্রায় তা সব পেড়ে পেড়ে খেয়েছেন।

বিদু। খাব না কেন ? আমি খাব না ত আর কে খাবে ? তুই  
বেটা আমাকে হনুমান্ বলে গাল দিচ্ছিলি। আচ্ছা, আমি যদি এখন  
হনুমানের মতন তোদের পুরী পুড়িয়ে ভস্ম করো যাই, তবে তুই আমার  
কি কতো পারিস্ ?

রাজা। ( জনাস্তিকে বিদুষকের প্রতি ) ও কি কতো পারে ? কিন্তু  
অবশেষে তুমি আপনার মুখ পোড়াবে। আর কি ?

( কঙ্কুকী এবং পুরোহিতের পুনঃপ্রবেশ । )

প্রথম। ( কঙ্কুকী এবং পুরোহিতের সহিত একান্তে কথোপকথন । )

কঙ্কু। বল কি ? ( অগ্রসর হইয়া ) মহারাজের জয় হউক।

পুরো। মহারাজ চিরজীবী হউন।

কঙ্কু। রক্ষক, তুমি এ সংবাদ মহারাজের নিকট অতি স্বরায়  
লয়ে যাও।

প্রথম। যে আজ্ঞা। তবে এই আমি চল্লেম।

পুরো। মহারাজ, আপনার শুভাগমনে এ রাজধানী অত কৃতার্থ  
হলো।

কঙ্কু। হে নরেশ্বর, আপনার আর এ স্থলে অবস্থিতি করা উচিত  
হয় না। অমুগ্রহ করে রাজনিকেতনের দিকে পদার্পণ করুন।

রাজা। (স্বগত) এত দিনের পর আজ সকলই বৃথা হলো।  
(প্রকাশে) চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

(সখী এবং পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ।)

সখী। হ্যাঁ লো মাধবি, এ আবার কি? আমরা কি স্বপ্ন দেখছি,  
না এ বাজীকরের বাজী?

পরি। ও মা, তাই ত! ঐ কি রাজা ইন্দ্রনীল, যার কথা  
সকলেই কয়?

নেপথ্যে। (মঙ্গলবাণ ও জয়ধ্বনি।)

সখী। কি আশ্চর্য্য! চল, আমরা এ সব কথা প্রিয়সখীকে বলিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয়াক্ষর।

# চতুর্থীক

## প্রথম গর্ভাক

বিদর্ভ নগর—তোষণ ।

( সারথিবেশে কলির প্রবেশ । )

কলি । ( স্বগত ) আমি কলি ; এ বিপুল বিখে কে না কাঁপে  
শুনিয়া আমার নাম ? সতত কুপথে  
গতি মোর । নলিনীরে সৃজেন বিধাতা—  
জলতলে বসি আমি মৃগাল তাহার  
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজবলে ।  
শশীক যে কলঙ্কী—সে আমার ইচ্ছায় ।  
ময়ূরের চন্দ্রক-কলাপ দেখি, রাগে  
কদাকারে পা-ছথানি গড়ি তার আমি ! ( পরিক্রমণ । )  
জন্ম মম দেবকূলে ; অমৃতের সহ  
গরল জন্মিয়াছিল সাগর-মথনে ।  
ধর্মাধর্ম সকলি সমান মোর কাছে ।  
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে  
হিত মোর ; পরহুঃখে সদা আমি সুখী ।  
( চিন্তা করিয়া ) এ বিদর্ভপুরে,—  
নৃপতি রাজেন্দ্র ইন্দ্রনীল ; তার প্রতি  
অতি প্রতিকূল এবে ইন্দ্রাণী সুন্দরী,  
আর মুরজা রূপসী, কুবের-রমণী ;—  
এ দৌহার অমুরোধে, মায়া-জালে আমি  
বেড়িয়াছি নৃপবরে, নিষাদ যেমতি  
ঘেরে সিংহে ঘোর বনে বধিতে তাহারে ।  
মাহেশ্বরীপুরীর ঈশ্বর যজ্ঞসেন—  
পদ্মাবতী নামে তার সুন্দরী নন্দিনী ;  
ছদ্মবেশে বরি তারে রাজা ইন্দ্রনীল

আনিয়াছে নিজালয়ে ; এ সংবাদ আমি  
ভাটবেশে রটিয়া দিয়াছি দেশে দেশে ।  
পৃথিবীর রাজকুল মহারোষে আসি  
ধানা দিয়া বসিয়াছে এ নগর-দ্বারে—

নেপথ্যে । ( ধনুষ্ঠকার ও শঙ্খনাদ । )

কলি । ( স্বগত ) ঐ শুন—

বীর দর্পে তা সবার সঙ্গে যুঝে এবে  
ইন্দ্রনীল । ( চিন্তা করিয়া ) এই অবসরে যদি আমি  
রাণী পদ্মাবতীরে লইতে পারি হরি—  
তা হলে কামনা মোর হবে ফলবতী ।  
প্রেয়সী-বিরহ শোকে ইন্দ্রনীল রায়  
হারাইবে প্রাণ, ফণী মণি হারাইলে  
মরে বিষাদে । এ হেতু সারথির বেশে  
আসিয়াছি হেথা আমি । ( পরিক্রমণ । ) কি আশ্চর্য্য !  
অহো—

এ রাজকুলের লক্ষ্মী মহাতেজস্বিনী !  
এঁর তেজে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে  
অক্ষম কি হইলু হে ? ( সহাস্ত বদনে ) কেনই না হব ?  
অমৃত যে দেহে থাকে, শমন কি কভু  
পারে তারে পরশিতে ? দেখি, ভাগ্যক্রমে  
পাই যদি রাণীরে এ তোরণ সমীপে ।  
( চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া সপুলকে ) এ কি ?  
ওই না সে পদ্মাবতী ? আয় লো কামিনি—  
এইরূপে কুরঙ্গিনী নিঃশব্দে অভাগা  
পড়ে কিরাতের পথে ; এইরূপে সদা  
বিহঙ্গী উড়িয়া বসে নিষাদের ঝাঁদে । ( চিন্তা করিয়া )  
কিঞ্চিৎ কালের জগ্মে অদৃশ্য হইয়া  
দেখি কি করা উচিত । ( অন্তর্ধান । )

( অবগুণ্ঠিকাবৃত্তা পদ্মাবতী এবং সখীর প্রবেশ । )

সখী । প্রিয়সখি, এ সময়ে পাঁচীরের বাইরে যাওয়া কোন মতেই উচিত হয় না । তা এসো আমরা এখানেই দাঁড়াই । আর এ তোরণ দিয়েও কই কেউ ত বড় যাওয়া আসা কচ্যে না ? এ এক প্রকার নির্জন স্থান ।

পদ্মা । ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) সখি, আমার মতন হতভাগিনী কি আর ছুটি আছে ? দেখ, প্রাণেশ্বর আমার জ্ঞে কি ক্লেশই না পেলেন । আর এই যে একটা ভয়ঙ্কর সমর আরম্ভ হয়েছে, যদি ভগবতী পার্বতীর চরণপ্রসাদে এ হতে আমরা নিস্তার পাই, তবুও যে কত পতিহীনা স্ত্রী, কত পুত্রহীনা জননী, কত যে লোক আমার নাম শুনলেই শোকানলে দক্ষ হয়ে আমাকে যে কত অভিসম্পাত দেবে, তা কে বলতে পারে ? হে বিধাতঃ, তুমি আমার অদৃষ্টে যে সুখভোগ লেখো নাই, আমি তার নিমিত্তে তোমাকে তিরস্কার করি না, কিন্তু তুমি আমাকে পরের সুখনাশিনী কল্যে কেন ? ( রোদন । )

সখী । প্রিয়সখি, তুমি এমন কথা মনেও করো না । তোমার জ্ঞেই যে রাজারা কেবল যুদ্ধ করে মর্চ্যে তা নয় । এ পৃথিবীতে এমন কৰ্ম অনেক স্থানে হয়ে গেছে । দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে কি হয়েছিল তা কি তুমি শোন নি ?

পদ্মা । সখি, তুমি পাঞ্চালীর কথা কেন কও ? শশীর কলঙ্কে তাঁর স্ত্রীর হ্রাস না হয়ে বরঞ্চ বৃদ্ধিই হয় ।—

নেপথ্যে । ( ধনুষ্টিকার হুঙ্কারধ্বনি এবং রণবাচ্চ । )

পদ্মা । ( সত্রাসে ) উঃ ! কি ভয়ঙ্কর শব্দ । সখি, তুমি আমাকে ধর । এই দেখ বীরদলের পায়ের ভরে বসুমতী যেন কেঁপে কেঁপে উঠছেন ।

সখী । ( আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া ) কি সর্বনাশ ! প্রিয়সখি, দেখ আকাশ থেকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্যে ! এমন অদ্ভুত শরজাল ত আমি কখনও দেখি নাই ।

পদ্মা । কি সর্বনাশ ! সখি, আমার কি হবে ( রোদন । )

সখী । প্রিয়সখি ! তুমি কেঁদো না ! আর ভয় নাই, ঐ দেখ, যখন রাজসারথি এই দিকে আস্চে তখন বোধ হয় মহারাজ অবশ্যই শত্রুদলকে পরাভব করে থাকবেন ।

পদ্মা । ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া ) কি সৰ্বনাশ ! সারথি যে একলা আস্চে ?

( সারথি-বেশে কলির পুনঃপ্রবেশ । )

সারথি, তুমি যে রাজরথ ত্যাগ করে আস্চো ?

কলি । মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না । মহারাজ এ দাসকে আপনার নিকটেই পাঠিয়েছেন ।

পদ্মা । কেন ? কি সংবাদ, তা তুমি আমাকে শীঘ্র করে বল ।

কলি । আজ্ঞা— সকলই সুসংবাদ, মহারাজ অশ্রু এক রথে আরোহণ করে আমাকে এই বল্যে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যে আপনি কিঞ্চিৎ কালের জন্তে রাজপুরী ছেড়ে ঐ পৰ্ব্বতের ছুর্গে গিয়ে থাকুন । আর এ দাসও নরবরের আজ্ঞায় এই রথ এনেছে । তা দেবীর কি আজ্ঞা হয় ?

সখী । প্রিয়সখি, তুমি যে চুপ্ করে রৈলে ?

পদ্মা । ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) সখি, আমি এ নগর ছেড়ে কেমন করে যাই ?—

নেপথ্যে । ( ধনুষ্টিকার ছঙ্কারধ্বনি ও রণবাণ্ড । )

সখী । উঃ ! কি ভয়ঙ্কর শব্দ ! সারথি, কৈ, রথ কোথায় ? তুমি আমাদের শীঘ্র নিয়ে চল ।

কলি । ( স্বগত ) এ হতভাগিনীরও মরণেচ্ছা হলো না কি ? তা যে শিশিরবিন্দু পুষ্পদলে আশ্রয় লয়, সে কি সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ হতে কখন রক্ষা পেতে পারে ? ( প্রকাশে ) দেবি, তবে আসুন ।

পদ্মা । ( স্বগত ) হে আকাশমণ্ডল, তোমাকে লোকে শব্দবাহ বলে । তা তুমি এ দাসীর প্রতি অশ্রুগ্রহ করে আমায় এই কথাগুলিন্ আমার জীবিতনাথের কর্ণকুহরে সাবধানে লয়ে যাও । হে রাজন্, তোমার পদ্মাবতী তোমার আজ্ঞা পালন কল্যে ; কিন্তু তার প্রাণটি এ রণক্ষেত্রে তোমার নিকটেই রৈল । দেখ, চাতকিনী বজ্র বিদ্যুৎ আর প্রবল বায়ুকেও ভয় না করে, জলধরের প্রসাদ প্রতীক্ষায় কেবল তার সঙ্গেই উড়তে থাকে ।

সখী । প্রিয়সখি, চল । আমরা যাই ।

পদ্মা । ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) তবে চল ।

কলি। ( স্বগত ) গরুড় ভূঙ্গিনীকে ধরে উড়লেন।

[ সকলের প্রস্থান।

( রক্তাক্ত বস্ত্র পরিধানে ও রক্তার্জ্ব অসি হস্তে বিদূষকের প্রবেশ। )

বিদূ। ( চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত ) রাম বল, বাঁচলেম। বেশ পালিয়েছি। আরে, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কি এ সকল ভাল লাগে? তবে করি কি? ছুঁষ্ট ক্ষত্রদলের সঙ্গে কেবল এ পোড়া পেটের জ্বালায় সহবাস কতো হয়। তা একটু আদটু সাহস না দেখালে বেটারা নিতান্ত হেয়জ্ঞান করবে বলে, আমি এই খাঁড়াখানা নিয়ে বেরিয়েছি— যেন যুদ্ধ কতোই গিয়েছিলেম। আর এই যে রক্ত দেখুছো, এ ত রক্ত নয়। এ—আলতা-গোলা। ( উচ্চহাস্য। ) এই যুদ্ধের কথা শুনে ব্রাহ্মণীর সিঁছর-চূপড়ী থেকে খানকতক আলতা চুরি করে টেকে গুঁজে রেখেছিলাম। আর কেন যে রেখেছিলেম তা সামান্য লোকের বুঝে উঠা হুঙ্কর। ওহে, যেমন সিংহের অস্ত্র দাঁত, বাঁড়ের অস্ত্র শিঙ, হাতীর অস্ত্র শুঁড়, পাখার অস্ত্র ঠোঁট আর নখ, ক্ষত্রকুলের অস্ত্র ধনুর্কবাণ, তেমনি ব্রাহ্মণের অস্ত্র—বিজ্ঞা আর বুদ্ধি। তা বিজ্ঞা বিষয়ে ত আমার ক অক্ষর গোমাংস; তবে কি না একটু বুদ্ধি আছে। আর তা না থাকলে কি এত করে উঠতে পাতেম? বল দেখি, আমার কাপড় আর এই খাঁড়া দেখে কে না ভাববে যে আমি শত শত হাতী আর ঘোড়া আর যোদ্ধাদেরকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে এসেছি? ( উচ্চহাস্য। ) তা দেখি আজ মহারাজ এ বেশ দেখে আমাকে কি পুরস্কার করেন? হে ছুঁষ্টে সরস্বতি, তুমি এসে আমার কাঁধে ভর কর, তা না কল্যে কর্ম চলবে না। আজ যে আমাকে কত মিথ্যা কথা কইতে হবে তার সংখ্যা নাই।

( কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ। )

প্রথম। এই যে আর্ধ্য মানবক এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মহাশয়, প্রণাম করি। ( নিকটবর্তী হইয়া সচকিতে ) ইঃ, এ কি?

বিদূ। কেন, কি হলো?

প্রথম। মহাশয়, আপনার সর্ব্বাঙ্গে যে রক্ত দেখুছি।

বিদু। দেখ্বে না কেন ? ওহে, দোল্ দেখ্তে গেলে কি গায়ে  
আবীর লাগে না ?

দ্বিতীয়। তবে মহাশয় রণক্ষেত্রে গিয়েছিলেন নাকি ?

বিদু। যাব না কেন ? কি হে, তুমি কি ভেবেছো যে আমি একটা  
টোলের ভট্টচার্য্য—দেড়গজী সমাস ভিন্ন কথা কই না, আর বিচারসভাতেই  
কেবল জোণাচার্য্যের বীর্য্য দেখাই, কিন্তু একটু মারামারির গন্ধ পেলেই  
ব্রাহ্মণীর আঁচল ধর্যে তার পেছন দিকে গিয়ে লুকুই। ( উচ্ছ্বাস )।

দ্বিতীয়। না, না, তাও কি হয় ? আপনি এক জন মহাবীরপুরুষ।  
তা কি সংবাদ, বলুন দেখি শুনি ?

বিদু। আর কি সংবাদ ? দেখ, যেমন জমদগ্নির পুত্র ভীষ্ম—

প্রথম। মহাশয়, জমদগ্নির পুত্র ভৃগুরাম।

বিদু। তাই ত ! তা এ গোলে কি কিছু মনে থাকে হে ? দেখ,  
যেমন জমদগ্নির পুত্র ভৃগুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলেন, এ ব্রাহ্মণও  
আজ তাই করেছে।

নেপথ্যে। ( জয়বাণী )।

প্রথম। এই যে মহারাজ, শত্রুদলকে রণস্থলে জয় করে ফিরে  
আস্চেন।

নেপথ্যে। ( মহারাজের জয় হউক । )

তৃতীয়। চল হে, রাজদর্শনে যাওয়া যাউক।

নেপথ্যে। ( বৈতালিকের গীত । )

মাজহুরট—একতারা।

কি রজ রাজভবনে, কি রজ আজ—

করিয়া রণ, শত্রুনিধন, রাজনবর রাজে।

পুলকে সব হইল মগন, উৎসবরত যত পুরজন,

জয় জয় রবপূর্ণ গগন, নৌবত ঘন বাজে ॥

সৈন্তসকল সমরকুশল, নিরখি ভীত অরিদলবল,

কম্পিত হয় ধরণীতল, বাসুকি নত লাজে।

ভূপতি অতি বীর্য্যবান, বিভব নিবহ সুরসমান,

ইন্দ্র যেন শোভমান, মর্ত্য্যভূবন মাজে ॥



নেপথ্যে । ওরে, একজন দৌড়ে গিয়ে আৰ্য্য মানবককে শীঘ্র ডেকে  
আনগে তো । মহারাজ তাঁর অবেষণ কচোন ।

বিদু । ঐ শোন । দোধ মহারাজ আমাকে আজ কি শিরোপা দেন ।  
[ প্রস্থান ।

প্রথম । এ ব্রাহ্মণ বেটা কি সামান্ত ধূর্ত গা ?

দ্বিতীয় । এমন নির্লজ্জ পুরুষ কি আর পৃথিবীতে দুটি আছে ?

তৃতীয় । তবে ও আলতা-গোলা বটে ?

প্রথম । তা বই কি ? ও কি আর যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলো ?

দ্বিতীয় । মহাশয়, চলুন রাজদর্শন করিগে ।

প্রথম । চল ।

[ সকলের প্রস্থান ।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পর্তুগীশধরস্থ গহন কানন ।

( কলির প্রবেশ । )

কলি । ( স্বগত ) এই ত হরণ করি আনিমু রাণীরে  
এ ঘোর কাননে । এবে কোথায় ইন্দ্রাণী ?  
যে প্রতিজ্ঞা তাঁর কাছে করেছিমু আমি,  
রক্ষা করিয়াছি তাহা পরম কৌশলে,—  
( কলির কৌশল কভু হয় কি বিফল ? )  
যাই এবে স্বর্গে ( অবলোকন করিয়া )  
অহো ! এই যে পৌলোমী  
মুরজার সঙ্গে—

( শচী এবং মুরজার প্রবেশ । )

( প্রকাশে ) দেবি, আশীর্ব্বাদ করি ।

শচী । প্রণাম । হে দেববর, কি করেছ, বল ?

কলি । পালিমু তোমার আঞ্জা যতনে, ইন্দ্রাণী,  
বিদায় করহ এবে যাই স্বর্গপুরে ।

- শচী । ( ব্যগ্রভাবে ) কোথায় রেখেছ তাকে ?  
 কলি । এই ঘোর বনে  
 সখী সহ আনি তাকে রেখেছি, মহিষি । ( সহাস্ত বদনে । )  
 রথে যবে তুলি দৌহে উঠিছু আকাশে,  
 কত যে কাঁদিল ধনী, করিল মিনতি,  
 সে সকল মনে হলে—হাসি আসে মুখে ।
- মুর । ( স্বগত ) হেন ছুরাচার আর আছে কি জগতে ?  
 ( প্রকাশে ) ভাল কলিদেব,—  
 কিছু কি হলো না দয়া তোমার হৃদয়ে ?
- কলি । সে কি, দেবি ? হরিণীয়ে মুগেন্দ্র কেশরী  
 ধরে যবে, শুনি তার ক্রন্দনের-ধ্বনি,  
 সদয় হইয়া সে কি ছাড়ি দেয় তাকে ?
- শচী । কলিদেব,—  
 শত ধনুবাদ আমি করি গো তোমারে !  
 শতকোটি প্রণাম তোমার ও চরণে !  
 বাঁচালে আমারে তুমি । তোমার প্রসাদে  
 রহিল আমার মান । অপ্সরীর দলে  
 যাহে প্রাণ চাহে তব, পাইবে তাহারে—  
 পাঠাইব তাকে আমি তোমার আলয়ে,  
 রবিরে প্রদান যথা করয়ে সরসী  
 নব কমলিনী হাসি—নিশি অবসানে ।  
 যত রত্নরাজ্য আছে বৈজয়ন্ত-ধামে  
 তোমার সে সব । দেখ, আজি হতে শচী—  
 ত্রিদিবের দেবী—দেব, হলো তব দাসী ।  
 যাও চলি স্বর্গে এবে । শীঘ্র আসি আমি  
 যথোচিত পুরস্কারে তুষিব তোমারে ।
- কলি । যে আজ্ঞা ! বিদায় তবে হই আমি, সতি ।

[ প্রস্থান ।

মুর । সখি, আমাদের কি এ ভাল কর্ম্ম হলো ?

শচী । কেন ? মন্দ কর্ম্মই বা কি ?

মুর। দেখ, আমরা পরের অপরাধে এ সরলা মেয়েটিকে যাতনা দিতে প্রবৃত্ত হলেম।

শচী। আঃ, আর মিছে বকো কেন? তোমাকে আমি না হবে তো প্রায় এক শত বার বলেছি যে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা বিধাতার দৃষ্ট দমন করবার ক্ষমতা সময় বিশেষে ভগবতী বসুমতীকেও জলমগ্ন করেন। তা ভগবতী বসুমতী কি স্বদোষে সে যন্ত্রণা ভোগ করেন?

মুর। তা আমি কেমন করো বলবো? (চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া) একবার ঐ দিকে চেয়ে দেখ দেখি, সখি।

শচী। কি?

মুর। সখি, ঐ পর্বতশৃঙ্গের অন্তরাল থেকে এদিকে কে আসুচে দেখ তো? আহা! এ কি ভগবতী ভাগীরথী হরিদ্বার হতে বেরুচোন? এমন অপরূপ রূপ লাভ্য ত আমি কোথাও দেখি নাই।

শচী। ঐ সেই পদ্মাবতী।

মুর। সখি, ওব মুখখানি দেখলে বোধ হয় যেন আমি ওকে আরও কোথাও দেখেছি। (স্বগত) এ কি? আমার স্তনদ্বয় যে সহসা হৃৎকে পরিপূর্ণ হলো? হে হৃদয়, তুমি এত চঞ্চল হলে কেন?

শচী। সখি, চল আমরা পুনরায় কলিদেবের নিকটে যাই।

মুর। কেন?

শচী। চল না কেন? আমার মনস্কামনা এখনও সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই।

মুর। সখি, আমার মন কলিদেবের নিকটে আর কোন মতেই যেতে চায় না। আমি অলকায় চল্যোম।

[প্রস্থান।

শচী। (স্বগত) তুমি গেলেই বা! তোমার দ্বারা যত উপকার হতে পারবে, তা আমি বিশেষরূপে জানি। তা যাই—আমি একলাই কলিদেবের নিকটে যাই। ইন্দ্রনীল যেন স্বয়ম্বরসংগ্রামে হত হয়েছে, এইরূপ একটা মিথ্যাঘোষণা রটিয়ে দিলে আরও ভাল হবে।

[প্রস্থান।

( পদ্মাবতীর প্রবেশ । )

পদ্মা । ( স্বগত ) হায় । এ বিপজ্জাল হতে আমাকে কে রক্ষা করবে ! এ কি কোন দেব, না দেবী, এ হতভাগিনীর প্রতি বাম হয়ে একে এত যত্নগা দিতে প্ররুস্ত হলেন ? ( চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া ) কি ভয়ঙ্কর স্থান ! বোধ হয় যেন যামিনীদেবী দিবাভাগে এই নিভৃত স্থলেই বিরাজ করেন । ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) হে প্রাণেশ্বর, যেমন রঘুনাথ ভগবতী জ্ঞানকৌকে বিনা দোষে বনবাস দিয়েছিলেন, আপনিও কি এ দাসীর প্রতি প্রতিকূল হয়ে তাই কল্যেন । হে জীবিতেশ্বর, আপনি যে আমাকে পৃথিবীর সুখভোগে নিরাশ কল্যেন, তাতে আমার কিছুই মনোবেদনা হয় না, তবে যাবজ্জীবন আমার এই একটা দুঃখ রৈলো, যে আপনাকে আমি বিপদসাগর থেকে উত্তীর্ণ হতে দেখতে পেলেম না । ( রোদন । ) হায় ! আমার কি হবে ? আমাকে কে রক্ষা করবে ? ( পরিক্রমণ ও পর্বতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ) হে গিরিবর, এ অনাথা আপনার নিকট আশ্রয় চায়, তা আপনার কি আশ্রা হয় ? ( চিন্তা করিয়া ) আপনি যে নিস্তর হয়ে রৈলেন ? তা থাকবেন বৈ আর কি ? হে নগরাজ, এ পৃথিবীতে যে ব্যক্তি মহান হয়, তার ক্ষুদ্র লোকের প্রতি এইরূপই ব্যবহার বটে । আপনি সিংহের নিনাদ শুনে তৎক্ষণাৎ তার প্রত্যুত্তর দেন,—মেঘের গর্জনে পুনর্গর্জন করেন,—বজ্রের শব্দে অস্থির হয়ে ছুছকার ধ্বনি করেন ;—আমি অবলা মানবী, তা আপনি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করবেন কেন ? ( রোদন । ) কি আশ্চর্য্য ! এ এমনি গহন বন, যে এখানে আমার আপনার শব্দ শুনেও ভয় হয় । হায় ! আমি এখন কোথায় যাব ? বসুমতী যে এখনও আস্চে না ।

( কদলীপত্রে জল লইয়া সখীর প্রবেশ । )

সখী । প্রিয়সখি, এই নাও । আঃ ! এ জলের অশ্বেষণে যে আমি কত দূর ঘুরেছি তার আর কি বলবো ?

পদ্মা । ( জল পান করিয়া ) সখি, আমি তোমাকে বৃথা ক্লেশ দিলেম বৈ ত নয় । হায় ! এ জলে কি এ পাপপ্রাণের তৃষ্ণা দূর হবে ? ( রোদন । )

সখী । প্রিয়সখি, এ পর্বতপ্রদেশ কি ভয়ঙ্কর স্থান ।

পদ্মা । কেন ? কেন ?

সখী । উঃ ! আমি যে কত সিংহ, কত বাঘ, কত মহিষ, কত ভালুক, আর কত যে বরাহের পায়ের চিহ্ন দেখেছি, তা মনে হলে বুক শুকিয়ে উঠে ! প্রিয়সখি, এ ঘোর গহন বনে আমাদের আর কে রক্ষা করবে । (রোদন ।)

পদ্মা । (সখীর হস্ত ধারণ করিয়া) সখি, আমি যে প্রাণনাথের নিকট কি অপরাধ করেছি, তা আমার এখনও স্মরণ হচ্ছে না । কিন্তু তিনি কি আমার প্রতি একেবারে এত নির্দয় হলেন, যে এ হতভাগিনীকে যারা ভালবাসে, তাদের উপরও তাঁর রাগ হলো ? (রোদন ।)

সখী । প্রিয়সখি, তুমি আমার জ্ঞে কেঁদো না ।

পদ্মা । সখি, তুমিও কি আমার দোষে মারা পড়বে ? (রোদন ।)

সখী । (সজল নয়নে পদ্মাবতীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয়সখি, আমি কি তোমার জ্ঞে মরতে ডরাই ! আমি যদি আমার প্রাণ দিয়ে তোমাকে এ বিপজ্জাল হতে উদ্ধার করতে পারি, তবে আমি তা এখনই দিতে প্রস্তুত আছি । (রোদন ।)

পদ্মা । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ, তুমি যদি এ তরণীকে অকূল সমুদ্রমধ্যে মগ্ন করবার নিমিত্তেই নির্মাণ করেছিলে, তবে তুমি একে জলপূর্ণ করে ভাসালে কেন ? (রোদন ।)

সখী । প্রিয়সখি, তুমি আমার জ্ঞে কেঁদো না । (রোদন ।)

পদ্মা । সখি, এসো, আমরা এখানে বসি । আমাদের কপালে যদি মরণ থাকে, তবে আমরা একত্রই মরবো । (শিলাতলে উভয়ের উপবেশন ।)

সখী । প্রিয়সখি, এ ছুট সারথি যে আমাদের সঙ্গে এমন অসৎ ব্যবহার করবে, তা আমি স্বপ্নেও জানতেম না ।

পদ্মা । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, তার দোষ কি ? সে এক জন ভৃত্য বই ত নয় ।

নেপথ্যে । রে অবোধ প্রাণ ! তুই যদি এ ভয় কাণাগারম্বরূপ দেহ রণভূমিতেই পরিত্যাগ কত্তিস, তা হলে ত তাকে আর এ যত্না সহ্য কত্বে হতো না । হায় !—

পদ্মা। (সত্রাসে) এ কি? (উভয়ের গাত্ৰোখান।)

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সত্রাসে) তাই ত  
প্রিয়সখি, বোধ করি, এ কোন মায়াবী রাক্ষস হবে। হে জগদীশ্বর,  
আমাদের এখন কে রক্ষা করবে?

(ক্ষত যোদ্ধার বেশে কলির পুনঃপ্রবেশ।)

কলি। আপনারা দেবকন্যাই হউন কি মানবীই হউন, আমার এ  
স্থলে সহসা প্রবেশে বিরক্ত হবেন না। হায়! যেমন হস্তী সিংহের  
প্রচণ্ড আঘাতে ব্যথিত হয়ে কোন পর্বতগহ্বরে ত্রাসে পলায়ন করে,  
আমিও তদ্রূপ এই স্থলে এসে উপস্থিত হলেম।

সখী। (ব্যগ্রভাবে) কেন? আপনার কি হয়েছে?

কলি। আমি বীরচূড়ামণি রাজা ইন্দ্রনীলের এক জন যোদ্ধা। তাঁর  
শত্রুদলের সঙ্গে ঘোরতর ঈমর করে এই ছুরবস্থায় পড়েছি।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে) মহাশয়, রণক্ষেত্রের সংবাদ কি?

কলি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! দেবি, আপনি ও  
কথা আর আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করেন? প্রবল শত্রুদল মহারাজকে  
সমৈশ্বে নিপাত করে, বিদর্ভনগরীকে ভস্মরাশি করেছে।

পদ্মা। অ্যা! আপনি কি বলোন?

সখী। এ কি! প্রিয়সখী যে সহসা পাণ্ডুবর্ণা হয়ে উঠলেন?

পদ্মা। (অচেতন হইয়া ভূতলে পতন।)

সখী। (পদ্মাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হায়! প্রিয়সখী যে  
অচেতন হয়ে পড়লেন। মহাশয়, ঐ পর্বতশৃঙ্গের ঐ দিকে একটা নিৰ্ঝর  
আছে, আপনি অমুগ্রহ করে ওখান থেকে একটু জল আনলে বড়  
উপকার হয়। ইনি একজন সামান্য জ্ঞানী নন। ইনি রাজমহিষী পদ্মাবতী।

কলি। (স্বগত) যেমন কালসর্প আপন শত্রুকে দংশন করে বিবরে  
প্রবেশ করে, আমিও তদ্রূপ আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করে স্বস্থানে প্রস্থান  
করি। (প্রকাশে) এই আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

সখী। (স্বগত) হায়, এ কি হলো? (আকাশে কোমল বাত।)  
এ কি? আকাশে।

( গীত )

[ লুম—১৭ । ]

আর কি কব তোমারে ?

যে জন পীরিতে রত, সুখ ছুঃখ সহে কত  
পরেরি তরে ।

সুধাকর প্রেমাধীনী, অতি সুখী চকোরিণী ;  
কভু হয় বিষাদিনী, বিরহ-শরে ।

নলিনী ভানুর বশে, মগন প্রণয়-রসে,  
তথাপি কখন ভাসে, বিষাদ-নীরে ।

প্রেম সমভাব নহে, কভু সুখভোগে রহে,  
কভু বা বিরহ দহে, নয়ন বুঝে ॥

( কাষ্ঠচ্ছেদিকা-বেশে রতি দেবীর প্রবেশ । )

রতি । ( স্বগত ) হায় ! দেবকুলে শচীর মতন চণ্ডালিনী কি আর আছে ? আহা ! সে যে ছুঃ কলির সহকারে রাজমহিষী পদ্মাবতীকে কত ক্লেশ দিতে আরম্ভ করেছে, তা মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় । ও আমার এখন কি করা উচিত ? ( চিন্তা করিয়া ) এই চিত্রকূট পর্বতের নিকটে তমসা নদীতীরে অনেক মহর্ষিরা সপরিবারে বাস করেন, তা পদ্মাবতী আর বসুমতীকে কোন মুনির আশ্রমে লয়ে যাওয়াই উচিত । তার পরে আমি কৈলাসপুরীতে ভগবতী পার্বতীর নিকট এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করবো । তিনি এ বিষয়ে মনোযোগ কল্যে আর কোন ভয়ই থাকবে না । যে দেশ গঙ্গাদেবীর স্পর্শে পবিত্র হয়েছে, সে দেশে কি কেউ তৃষ্ণাপীড়া ভোগ করে ? ( অগ্রসর হইয়া প্রকাশে ) ওগো, তোমরা কারা গা ?

সখী । তুমি কে ?

রতি । আমি এই পর্বতে কাট কুড়ুতে এসেছি, তোমরা এখানে কি কচ্যো ?

সখী । দেখ, আমার প্রিয়সখী অচেতন হয়ে রয়েছেন, তা তুমি একটু জল এনে দিতে পার ?

রতি। অচেতন হয়েছেন? তা জলে কাজ কি? আমি ঠেকে এখনই ভাল করে দিচ্ছি। (পদ্মাবতীর গায়ে হস্ত প্রদান।)

পদ্মা। (চেতন পাইয়া দীর্ঘান্বাস পরিত্যাগ।)

রতি। দেখ, এই তোমার সখী চেতন পেলেন।

পদ্মা। (গাত্রোত্থান করিয়া) সখি, আমি যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি তার কথা আর কি বলবো?

সখী। প্রিয়সখি, কি স্বপ্ন?

পদ্মা। আমার বোধ হলো যেন একটি পরমসুন্দরী দেবকন্যা আমার মস্তকে তাঁর পদ্মহস্ত বুলিয়ে বল্যেন, বৎসে, তুমি শাস্ত হও। তোমার প্রাণনাথের সঙ্গে শীঘ্রই তোমার মিলন হবে। (রতিকে অবলোকন করিয়া সখীর প্রতি) সখি, এ স্থীলোকটি কে?

সখী। প্রিয়সখি, এ এক জন কাটুরিয়াদের মেয়ে।

রতি। হ্যাঁ গা, তোমাদের কি এখানে থাকতে ভয় হয় না?

পদ্মা। কেন?

রতি। এ পাহাড়ে যে কত সিংহ, কত বাঘ, কত ভালুক, আর কত যে সাপ থাকে, তা কি তোমরা জান না?

সখী। (সত্রাসে) কি নর্বনাশ! এ পাহাড়ের নাম কি গা!

রতি। এর নাম চিত্রকূট।

পদ্মা। এখান থেকে বিদর্ভনগর কত দূর, তা তুমি জান?

রতি। বিদর্ভনগর এখান থেকে অনেক দিনের পথ। কেন, তোমরা কি সেখানে যেতে চাও?

পদ্মা। (স্বগত) হায়! সে বিদর্ভনগর কি আর আছে! হে প্রাণেশ্বর, তুমি এ হতভাগিনীকে কেন সঙ্গে করো নিলে না? (রোদন।)

রতি। (সখীর প্রতি) তোমার প্রিয়সখী কাঁদেন কেন? ওর যদি এখানে থাকতে ভয় হয়, তবে তোমরা আমার সঙ্গে এসো।

সখী। তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে?

রতি। এই পাহাড়ের কাছে অনেক তপস্বীরা বসতি করেন, তা তাঁদের কারো আশ্রমে গেলে তোমাদের আর কোন ক্লেশই থাকবে না।

সখী। (পদ্মাবতীর প্রতি) প্রিয়সখি, তুমি কি বল? আমার বিবেচনায় এখানে আর এক মুহূর্তের জন্তেও থাকা উচিত হয় না।



পদ্মা। সখি, তোমার যা ইচ্ছা।

সখী। তবে চল। ওগো কাটুরেদের মেয়ে, তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে দাও ত ?

রতি। এই দিকে এসো।

[ সকলের প্রস্থান।

## তৃতীয় গর্তাঙ্ক

বিদর্ভনগরস্থ রাজগৃহ।

( রাজা ইন্দ্রনীল ম্লান ও মৌনভাবে আসীন, মন্ত্রী । )

মন্ত্রী। ( স্বগত ) প্রায় সপ্তাহ হলো রাজ্ঞী পদ্মাবতী সখী বন্ধুমতীর সহিত রাজপুরী পরিত্যাগ কর্যে যে কোথায় গেছেন তার কোন অহুসঙ্কানই পাওয়া যাচে না। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) আহা! মহীপাল অধুনা রাজমহিবীর প্রাপ্তি বিষয়ে প্রায় নিরাশ্বাস হয়ে নিরাহারে এবং অনিদ্রায় দিনযামিনী যাপন করেন; আর আর আপনার নিত্যকার্যের প্রতি তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও মনোযোগ করেন না। হায়! মহারাজের হৃদশা দেখলে হৃদয় বিদৌর্ণ হয়। হে বিধাতঃ! তোমার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা! তুমি কি এ দয়াসিঙ্কুকেও বাড়বানলে তাপিত কল্যে,—এ কল্পতরুকেও দাবানলে দগ্ধ কল্যে,—এ প্রতাপশালী আদিত্যকেও ছুই বছর গ্রাসে নিষ্ক্রিপ্ত কল্যে? ( চিন্তা করিয়া ) তা আমার আর এ স্থলে অপেক্ষা করবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রায় দুই দশাবধি আমি এ স্থলে দণ্ডায়মান আছি, কিন্তু মহারাজ আমার প্রতি একবার দৃকপাতও কল্যেন না। ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া ) এই যে আর্ধ্য মানবক এদিকে আগমন কচ্যেন। তা দেখি এঁর দ্বারা কোন উপকার হতে পারে কি না।

( বিদুষকের প্রবেশ । )

বিদু। ( মন্ত্রীর প্রতি ) মহাশয়, আপনি অল্পগ্রহ করে এখান থেকে কিঞ্চিৎ কালের জন্তে প্রস্থান করুন। দেখি, আমি মহারাজের এ মৌনব্রত ভঙ্গ কচ্যে পারি কি না।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, তবে আমি যাই।

[ প্রস্থান।

বিদু। ( স্বগত ) হায়! প্রিয় বয়স্কের এ ছুরবস্থা দেখে আর এক মুহূর্তের জ্ঞেও বাঁচতে ইচ্ছা করে না। হা রে দারুণ বিধি, তোর মনে কি এই ছিল? ( চিন্তা করিয়া ) প্রিয় বয়স্কের সঙ্গীতে চিরকাল অমুরাগ, আর না হবেই বা কেন? ঋতুরাজ বসন্তই কোকিলকে সমাদর করেন। এই জ্ঞে আমি রাজমহিষীর কয়েক জন সুগায়িকা সহচরীকে এখানে এনেছি। দেখি, এদের সুস্বরে প্রিয় বয়স্কের চিত্তবিনোদ হয় কি না? ( মেপথ্যাভিমুখে জনাস্তিকে ) কেমন নিপুণিকে, তোমরা সকলে ত প্রস্তুত হয়েছেো? ( কর্ণ দিয়া ) ভাল! তবে আরম্ভ কর দেখি?

নেপথ্যে। ( বহুবিধ যন্ত্রের মৃচ্ছনি। )

বিদু। ( নেপথ্যাভিমুখে জনাস্তিকে ) আহা! কি মনোহর ধ্বনি। তা এখন একটা উত্তম গান গাও দেখি?

নেপথ্যে। ( গীত )

[ বারোটা—ঠুংরী। ]

পীরিতি পরম রতন।

বিরহে পারে কি কভু হরিতে সে ধন।

কমলে কণ্টক থাকে, তবু ভাল বাসে লোকে,

কে ত্যজে বিচ্ছেদ দেখে, প্রেম আকিঞ্চন।

মিলন বিচ্ছেদ পরে, দ্বিগুণ সুখের তরে,

যথা অমানিশাস্তরে শশীর শোভন ॥

রাজা। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) সখে মানবক—

বিদু। ( সহর্ষে ) মহারাজের জয় হউক!

রাজা। ( গাত্রোত্থান করিয়া ) সখে, যে কুসুমকানন দাবানলে দগ্ধ হয়ে গেছে, তাতে জলসেচন করা বৃথা পরিশ্রম বৈ ত নয়।

বিদু। বয়স্ক, বিধাতা না করেন যে এমন সুকুসুম-কাননে দাবানল প্রবেশ করে।

রাজা। সে যা হোক, সখে, তুমি আমাকে চিরবাধিত কল্যে। দেখ, আগ্নেয়গিরির উপরে মেঘদল বারিবর্ষণ কল্যে যতপিও তার অন্তরিত

ছত্ৰাশন নিৰ্বাণ না হয়, তত্ৰাচ তার অঙ্গের জ্বালাৰ অনেক হ্রাস হয়।  
তুমি আমার মনোরঞ্জনের নিমিত্তে কি না কচ্যো ?

বিদু। বয়স্ক, সাগর উথলিত হলে যে কত জীবের জীবন সংশয় হয়,  
তা কি আপনি জানেন না ? তা আপনি একটু স্থস্থির হলে আমরা  
সকলেই পরম সুখলাভ করি।

রাজা। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) সখে, এমন প্রবল ঝড়  
বইতে আরম্ভ কল্যে কি সাগর স্থির হয়ে থাকতে পারে ? দেখ, যে  
শোকশেলে দেবদেব মহাদেব, এবং স্বয়ং বিষ্ণু-অবতার রঘুপতিও ব্যথিত  
হয়েছিলেন, তার প্রচণ্ড আঘাতে আমি অতি ক্ষুদ্র মানব কি প্রকারে স্থির  
হতে পারি ? ( চিন্তা ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) হে বিধাতঃ !  
তোমার কি কিছুমাত্র বিবেচনা নাই ? যে হলাহল স্বয়ং নীলকণ্ঠের দেহ  
দাহন করেছিল, তাই তুমি আমাকে পান করালে ?

বিদু। ( স্বগত ) আহা ! প্রিয় বয়স্কের খেদোক্তি শুনলে বুক ফেটে  
যায় ! হায় রে নিষ্ঠুর বিধি ! তোর মনে কি এই ছিল ?

রাজা। কি আশ্চর্য্য ! সখে, এ সুবর্ণলতাটি যে আমার হৃদয়ভূমি  
থেকে কোন্ নিশাচর চুরি করে নিয়ে গেলো, এ সংবাদ কি কেউ আমাকে  
দিতে পারে না ? হে পক্ষিৰাজ জটায়ু, তোমার তুল্য পরোপকারী কি  
বিহঙ্গমকুলে আর এখন কেউ নাই ? হায় ! ( মুচ্ছাপ্রাপ্তি )

বিদু। কি সৰ্ব্বনাশ ! কি সৰ্ব্বনাশ ! ( উচ্চস্বরে ) ওরে এখানে  
কে আছিস্ রে ? একবার শীঘ্র করে এ দিকে আয় তো।

( বেগে মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ । )

মন্ত্ৰী। এ কি ?

বিদু। মহাশয়, আর কি বলবো ? এই চক্ষে দেখুন।

মন্ত্ৰী। ( সজল নয়নে ) হে রাজকুলশেখর, এই কি তোমার উপযুক্ত  
শয্যা ! আৰ্য্য মানবক, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! প্রজাদলের স্নেহ-স্বরূপ  
পরিখায় পরিবেষ্টিত এ রাজনগরে এ দুৰ্জয় শত্রু কি প্রকারে প্রবেশ  
কল্যে ? হে নরশ্রেষ্ঠ, হে বীরকেশরি, যে অকুল সাগর ভগবতী  
বসুমতীকে আপন আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন, তিনি

কি এত দিনে তাঁকে পরিত্যাগ কল্যেন। হায়! হায়! এ কি ছবিবপাক।

বিদু। মহাশয়, আসুন, মহারাজকে স্থানান্তরে লয়ে যাওয়া যাক্।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা। চলুন।

[ উভয়ের রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

ইতি চতুর্থান্ধ।

# পঞ্চমাস্ক

## প্রথম গর্ভাস্ক

শক্রাবতারাত্মস্তরে শচীতীর্থ।

( শচীর প্রবেশ। )

শচী। ( স্বগত ) আমি বসন্তকালে এই তীর্থের নির্মল জলে গাত্র প্রক্ষালন করি, আর এই নিকুঞ্জে যে সকল ফুল ফোটে তা দিয়া কুস্তল সাজিয়ে দেবেস্ত্রের শয়নমন্দিরে যাই,—এই নিমিত্তেই লোকে এ সরোবরকে শচীতীর্থ বলে। এই জলে অবগাহন কল্যে বামাকুলের যৌবন চিরস্থায়ী হয়, আর তাদের অঙ্গের রূপলাবণ্য রসানে মার্জিত হেমকাস্তির মতন শতগুণ বৃদ্ধি হয়। ( চতুর্দিক্ অবলোকন ) আহা, ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে এ কাননের কি অপূর্ব শোভাই হয়েছে।

নেপথ্যে।

( গীত )

[ বাহারভৈরবী—১৭। ]

মধুর বসন্ত আগমনে,  
মধুপ গুঞ্জরে সঘনে,  
করি মধুপান সুখে ফুলকাননে।  
কত পিকবরে,  
পঞ্চম কুহরে,  
মনোহর সে ধ্বনি শ্রবণে।  
উপবন যত,  
সৌরভ রসিত,  
সতত মলয় সমীরণে।  
সুখের কারণ,  
বসন্ত যেমন,  
না হেরি এমন ত্রিভুবনে।  
রতিপতি রসে,  
মোদিত হরষে,  
যুবক যুবতি স্মিলনে ॥

শচী। আমার সহচরী অঙ্গরীরা ঐ তরুমূলে স্নেহে গান কচে। এ মধুকালে কার মন আনন্দ-সাগরে মগ্ন না হয়? (পরিক্রমণ করিয়া) সে যা হোক, এত দিনের পর ছুঁই ইন্দ্রনীল সর্বপ্রকারেই সমুচিত দণ্ড পেলে। কি আহ্লাদের বিষয়! কয়েক মাস হলো আমি কলিদেবের সহকারে তার মহিষী পদ্মাবতীকে রাজপুরী হতে অপহরণ করে বনবাস দিয়েছি। এখন ইন্দ্রনীল কাস্তার বিরহে শোকাক্ত হয়ে আপন রাজ্য পরিত্যাগ করেছে, আর উদাসভাবে দেশদেশান্তর ভ্রমণ কচে। (সরোষে) আঃ পাষণ্ড ছুরাচার! তুই শৃগাল হয়ে সিংহীর সঙ্গে বিবাদ করিস্। তা তুই এখন আপন কুকর্মের ফল বিলক্ষণ করে ভোগ কর্। তাকে আর এখন কে রক্ষা করবে?

(পুষ্পপাত্র-হস্তে রস্তার প্রবেশ।)

রস্তা। দেবি, এই মালা ছড়াটা একবার গলায় দেন দেখি?

শচী। কৈ? দে দেখি। (পুষ্পমালা গ্রহণ করিয়া) বাঃ! বেশ গেঁথেছিস্। তা তোর এত বিলম্ব হলো কেন?

রস্তা। (সহাস্ত্র বদনে) দেবি, আজ যে আমি কত শত শত্রুকে সমরে হারিয়ে এসেছি, তা শুনলে আপনি অবাক হবেন।

শচী। সে কি লো?

রস্তা। (সহাস্ত্র বদনে) যখন আমি এই সকল ফুল তুলতে আরম্ভ কল্যে, তখন যে কত অলি সরোষে এসে আমার চার দিকে গুণগুণ কতে লাগলো, তা আর আপনাকে কি বলবো। ছুঁই দৈত্যকুল এইরূপেই শঙ্খধ্বনি করে স্বর্গপুরী ঘেরে।

শচী। (সহাস্ত্র বদনে) তা তুই কি করলি?

রস্তা। আর কি করবো? আমি তখন আমার একাবলীর আঁচল নেড়ে এমন পবনবাণ ছাড়লুম, যে বীরবরেরা সকলেই যুদ্ধে বিমুখ হয়ে বেগে পালালেন।

(ক্রন্দন করিতে করিতে মুরজার প্রবেশ।)

শচী। (ব্যগ্রভাবে) সখি যক্ষেশ্বর, এ কি?

মুর। শচী দেবি, তুমিই আমার সর্বনাশ করেছে।

শচী। কেন ? কেন ? কি করেছি ?

মুর। আর কি না করেছো ? (রোদন) হায় ! হায় ! বাছা ! আমি কি পৃথিবীর মতন নিষ্ঠুর হয়ে যাকে গর্ভে ধরেছিলেম তাকেই আবার গ্রাস কল্যেম। আমি কি সিংহী আর বাঘিনী অপেক্ষাও মমতাহীন হলেম। হে বিধাতঃ, এ কি তোমার সামান্য লীলাখেলা ! (রোদন) হায় ! এমন কর্ম মা হয়ে কে কোথায় করেছে ? (রোদন।)

শচী। সখি, বৃত্তান্তটা কি তা তুমি আমাকে ভাল করেই বল না কেন ?

মুর। সখি, আর বলবো কি ? ইন্দ্রনীলের মহিষী পদ্মাবতীই আমার বিজয়া। (রোদন।)

শচী। বল কি ? তা এ কথা তোমাকে কে বললে ?

মুর। আর কে বলবে ? স্বয়ং ভগবতী বসুমতীই বলেছেন। (রোদন।)

শচী। সখি, তুমি না কেঁদে বরং এ সকল কথা আমাকে খুলে বল। ভাল, যদি পদ্মাবতীই তোমার বিজয়া হবে, তবে মাহেশ্বরীপুরীর রাজা যজ্ঞসেন তাকে কোথথেকে পেলে ?

মুর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতী বসুমতী বিজয়াকে প্রসব করে্যে ত্রীপর্ক্বতের উপর কমলকাননে রেখেছিলেন, পরে রাজা যজ্ঞসেন ঐ স্থলে মৃগয়া কতো্যে গিয়ে, তাকে পেয়ে আপনার পাটেশ্বরীর হাতে লালন পালনের জন্তে দিয়েছিল। হায় ! হায় ! বাছা, চিত্রকূটপর্ক্বতের উপর তোমার চন্দ্রানন দেখে আমার স্তনদ্বয় ছুঁকে পরিপূর্ণ হয়েছিল, তা আমি তোমাকে তাতেও চিন্লেম না ? (রোদন।)

শচী। সখি, তুমি শাস্ত হও।

আকাশে। (বীণাধ্বনি।)

শচী। এ কি ? (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে দেবর্ষি নারদ এই দিকে আস্চেন। সখি, তুমি সাবধান হও, এই ধূর্ত ব্রাহ্মণই এ বিপদের মূল ; দেখো—ও যেন আবার কন্দল বাধাতে না পারে।

(নারদের প্রবেশ।)

উভয়ে। ভগবন্, আমরা আপনাকে অভিবাদন করি।

নার। আপনাদের কল্যাণ হউক।

শচী । দেবর্ষি, সংবাদ কি ? আজ্ঞা করুন দেখি ?

নার । দেবি, সকলই সুসংবাদ । ভগবতী পার্বতী আমাকে অত্য আপনাদের সমীপে প্রেরণ করেছেন ।

শচী । কেন ? ভগবতীর কি আজ্ঞা ?

নার । তিনি শুনেছেন যে আপনারা নাকি বিদর্ভনগরের রাজা পরম শিবভক্ত ইন্দ্রনীল রায়কে কলিদেবের সাহায্যে নানা ক্লেশ দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন ।—

শচী । ভগবন্, তা ভগবতী পার্বতীকে এ কথা কে বললে ?

নার । ভগবতী এ কথা রতি দেবীর মুখেই শ্রবণ করেছেন ।

শচী । ( স্বগত ) কি সর্বনাশ ! এ ছুষ্ঠী রতির কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই ? এমন কথাও কি মহেশ্বরীর কর্ণগোচর করা উচিত ? ( প্রকাশে ) দেবর্ষি, তা ভগবতী এ কথা শুনে কি আদেশ করেছেন ?

নার । ভগবতীর এই ইচ্ছা যে আপনারা এ বিষয়ে ক্লান্ত হয়েন ।

শচী । ভাল, তা যেন হলেম । কিন্তু এখন পদ্মাবতীই বা কোথায় আর ইন্দ্রনীলই বা কোথায়—তা কে জানে ?

নার । ( সহাস্ত বদনে ) তন্নিমিত্তে আপনি চিন্তিত হবেন না । রাজমহিষী পদ্মাবতী এক্ষণে তমসা নদীতীরে মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে বাস কচ্যেন ।

শচী । ( স্বগত ) হায় ! আমার এত পরিশ্রম কি তবে বৃথা হলো ? আর অবশেষে রতিই জিতলে । তা করি কি ? ভগবতী গিরিজার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করা কার সাধ্য । শ্রোতস্বতীর পথ রুদ্ধ কত্যা কে পারে ?

নার । আমি মহাদেবীর আজ্ঞামুসারে যতীন্দ্র অঙ্গিরার আশ্রমে গমন কত্যা আকাজ্ঞা করি, অতএব আপনারা আমাকে এক্ষণে বিদায় করুন ।

মুর । ভগবন্, আপনি আমাকে সেখানে সঙ্গে লয়ে চলুন ।

শচী । চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই । ( রস্তার প্রতি ) রস্তা, তুই এখন অমরাবতীতে যা । আমি একবার যোগিবর অঙ্গিরার আশ্রম থেকে আসি ।



রম্ভা । যে আঙ্কে ।

[ নারদ, শচী এবং মুরজার প্রস্থান ।

আমি আর এখানে একলা থেকে কি করবো ? যাই, দেখিগে নন্দনকাননে এখন কি হচে ।

[ প্রস্থান ।

### দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক .

তমসা নদীতীরে মহর্ষি অন্ধিরার আশ্রম ।

( পদ্মাবতী এবং গৌতমীর প্রবেশ । )

গৌত । বৎসে, তুমি এত অধীরা হইও না । তোমার প্রাণেশ্বর অতি স্বরায়ই তোমার নিকটে আসবেন, তার কোন সন্দেহ নাই । ভগবান্ অন্ধিরা তোমার এ প্রতিকূল দৈব শাস্তির নিমিত্তে এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেছেন ।—

পদ্মা । ভগবতি, আমি কি সে শ্রীচরণের আর এ জন্মে দর্শন পাব । ( রোদন । )

গৌত । বৎসে, তুমি শাস্ত হও, মহর্ষির যজ্ঞ কখনই নিফল হবার নয় ।

পদ্মা । ভগবতি, আপনি যা আজ্ঞা কচোন সে সকলই সত্য, কিন্তু আমি এ নির্বোধ প্রাণকে কেমন করে প্রবোধ দি । হায় ! এ কি আর এখন কোন কথা মানে ? ( রোদন । )

গৌত । বৎসে, বিবেচনা করে দেখ, এ অধিল ব্রহ্মাণ্ডে কোন বস্তুই চিরকাল শ্রীভ্রষ্ট হয়ে থাকে না । বর্ষার সমাগমে জলহীনা নদী জলবতী হয়,—ঋতুরাজ বসন্ত বিরাজমান হলে লতাকুল মুকুলিতা ও ফলবতী হয়,—কৃষ্ণপক্ষে শশীর মনোরম কাস্তি হ্রাস হয় বটে, কিন্তু আবার শুক্লপক্ষে তার পূরণ হয়,—তা তোমারও এ ঘটনা অতি শীঘ্রই দূর হবে ।

নেপথ্যে । ভো শাক্তবর, ভগবতী গৌতমী কোথায় হে ! দেখ, ছই জন অতিথি এসে এ আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে, অতএব তাদের যথাবিধি আতিথ্য কর ।

গৌত । বৎসে, এক্ষণে আমি বিদায় হলেম । তুমি এই তরুর ছায়ায় কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে বিজ্রাম কর । দেখ ! ভগবতী তমসার

নির্মল সলিলে কমলিনী কি অনির্বচনীয় শোভাই ধারণ করয়ে বিকশিত হয়েছে, তা তোমার বিরহ-রজনীও প্রায় অবসান হয়ে এলো।

[ প্রস্থান।

পদ্মা। ( স্বগত ) প্রাণেশ্বর যে সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছেন তার আর কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এ হতভাগিনীকে কি আর তাঁর মনে আছে ? ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) হে বিধাতঃ! আমি পূর্বজন্মে এমন কি পাপ করেছিলেম যে তুমি আমাকে এত দুঃখ দিলে। তুমি আমাকে রাজেন্দ্রনন্দিনী, রাজেন্দ্রগৃহিণী করেও আবার অনাথা যুথত্রষ্টা কুরঙ্গিণীর মতন বনে বনে ফেরালে। ( রোদন। )

নেপথ্যে। প্রিয়সখি, কৈ, তুমি কোথায় ?

পদ্মা। ( নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া ) কেন ? এই যে আমি এখানেই আছি।

( বেগে সখীর প্রবেশ। )

সখী। প্রিয়সখি—( রোদন। )

পদ্মা। ( ব্যগ্রভাবে সখীকে আলিঙ্গন করিয়া ) এ কি ? কেন ? কেন সখি, কি হয়েছে ?

সখী। ( নিরুত্তরে রোদন। )

পদ্মা। সখি, কি হয়েছে তা তুমি আমাকে শীঘ্র করে বল ?

সখী। প্রিয়সখি, মহারাজ আর্ধ্য মানবকের সঙ্গে এই আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

পদ্মা। ( অভিমান সহকারে ) সখি, তুমিও কি আবার আমার সঙ্গে চাতুরী কত্বে আরম্ভ করলে ?

সখী। সে কি ? প্রিয়সখি, আমি কি তা কখন পারি ? ঐ দেখ, ভগবতী গৌতমী মহারাজ আর আর্ধ্য মানবককে লয়ে এদিকে আসছেন। কেমন, আমি সত্য না মিথ্যা বলেছি ? ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া ) আহা! মহারাজের মুখখানি দেখলে, বোধ হয়, যে উনি তোমার বিরহে অতি দুঃখে কালযাপন করেছেন।

পদ্মা। ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া ) কি আশ্চর্য্য। সখি, তাই ত। বিধাতা কি তবে এত দিনের পর আমার প্রতি যথার্থই

অম্বুকুল হলেন। (রাজার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে জীবিতেশ্বর, আপনার কি এত দিনের পর এ হতভাগিনী বল্যে মনে পড়লো? (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি, চল, আমরা ঐ বৃক্ষবাটিকায় গিয়ে দাঁড়াই। মহারাজকে তোমার সহসা দর্শন দেওয়া উচিত হয় না।

[ উভয়ের প্রস্থান।

( রাজা ও বিদুষকের সহিত গৌতমীর পুনঃপ্রবেশ। )

গৌত। হে নরেশ্বর, তার পর কি হলো?

রাজা। ভগবতি, তার পর আমি রাজমহিষীর কোনই অন্বেষণ না পেয়ে যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হলেম, তা আর আপনাকে কি বলবো। আর এ ছরুহ শোকানল সহ কতো অক্ষম হয়ে, রাজমন্ত্রীর উপর রাজ্যভার অর্পণ করে, এই আমার চিরপ্রিয় বয়স্কের সহিত তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা কল্যেম।

গৌত। হে নরনাথ, আপনি এ বিষয়ে আর উদ্বিগ্ন হবেন না। রাজমহিষী এই আশ্রমেই আছেন। মহর্ষি অঙ্গিরা তাঁকে আপন ছুহিতার শ্রায় পরম স্নেহ করেন। আর তাঁর আগমনাবধি বহু যত্নে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন।

রাজা। ভগবতি, সে সকল বৃত্তান্ত আমি দেবর্ষি নারদের মুখে বিশেষরূপে শ্রুত আছি। কুলায়ভ্রষ্টা পারাবতী আশ্রয়-আশায় কোন বিশাল বৃক্ষের সমীপে গমন কল্যে, তরুণের কি শরণদানে পরাম্বুখ হয়ে, তাকে নিরাশ করেন? ভগবান্ অঙ্গিরা ঋষিকুলের চূড়ামণি, তা তিনি যে এরূপ ব্যবহার করবেন, এ কিছু বড় অসম্ভব নয়।

গৌত। হে পৃথ্বীশ্বর, আপনি এই শিলাতলে ক্ষণেক কাল উপবেশন করুন আমি গিয়ে রাজমহিষীকে এখানে লয়ে আসি।

রাজা। ভগবতি, আপনার যা আজ্ঞা।

গৌত। আর আপনার এ আশ্রমে শুভাগমনের সংবাদও মহর্ষির নিকট প্রেরণ করা উচিত। অতএব আমি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে বিদায় হলেম।

[ প্রস্থান।

রাজা। ( উপবেশন করিয়া ) সখে, যেমন তপনতাপে তাপিত জন স্নশীতল তরুচ্ছায়া পেলে পূর্ব্বতাপ বিস্মৃত হয়, আমারও আজ অবিকল তাই হলো।

বিদু। আজ্ঞা, তার আর সন্দেহ কি ? এত দিনের পর আমাদের ডিক্রাখানি ঘাটে এসে লাগলো। কিন্তু এ ঘাটটা আমাকে বড় ভাল লাগছে না।

রাজা। কেন, বল দেখি ?

বিদু। বয়স্, এ মূনির আশ্রম, এখানে সকলেই হবিশ্য করে ; তা আমরাও কি একাহারী হয়ে আবার মারা পড়বো ?

রাজা। কেন ? তুমি ত আর সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন কর নাই, যে তোমাকে একাহারে থাকতে হবে ?

আকাশে। ( কোমল বাত )

রাজা। ( গাত্রোখান করিয়া সচকিতে ) এ কি ? আহা ! কি মধুর ধ্বনি ! সখে, আমি যে দিন মায়ায়ুগের অমুসরণ করে বিদ্যাচলে দেব-উপবনে উপস্থিত হয়েছিলেম, সে দিনও আকাশে এইরূপ কোমল বাত শুনেছিলাম।

বিদু। ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সত্রাসে ) কি সর্ব্বনাশ !

রাজা। কেন ? কি হলো ?

বিদু। মহারাজ ! চলুন, আমরা এখান থেকে পালাই। ঐ দেখুন, এ আশ্রমবনে দাবানল লেগেছে। উঃ ! কি ভয়ঙ্কর শিখা !

রাজা। ( অবলোকন করিয়া ) সখে, ও ত দাবানল নয়।

বিদু। বলেন কি ? মহারাজ, ঐ দেখুন, সব গাছপালা একবারে যেন ধু ধু করে জ্বলে উঠছে।

রাজা। কি হে সখে, তুমি অন্ধ হলে না কি ?

বিদু। বয়স্, তবে ও কি ?

রাজা। ওঁরা সকল দেবকন্যা। তা ওঁরাও অগ্নিশিখার মতন তেজস্বিনী বটেন। ( অবলোকন করিয়া সানন্দে ) কি আশ্চর্য্য ! এই যে শচী দেবী, যক্ষেশ্বরী, আর রতি দেবী আমার প্রেরসীকে লয়ে এ দিকে আসছেন। হে হৃদয় ! তুমি যে এত দিন এ পূর্ণশরীর অদর্শনে বিদৌর্গ

হও নাই এই আশ্চর্য্য! ( অগ্রসর হইয়া ) এ দাস আপনাদিগের  
ত্রীচরণে প্রণাম কচে । ( প্রণাম । )

( শচী, মুরজা, রতি, গৌতমী, পদ্মাবতী, সখী, নারদ এবং  
অঞ্জিরার প্রবেশ । )

সকলে । মহারাজের জয় হউক ।

নার । হে মহাপতে, যেমন মহর্ষি বায়্মিকির পুণ্যাশ্রমে দাশরথি  
ভগবতী বৈদেহীকে প্রাপ্ত হন, আপনিও অল্প তদ্রূপ মহিষী পদ্মাবতীকে  
এই স্থলে লাভ কল্যেন ।

অঞ্জি । হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনার বাহুবলে ঋষিকুলের সর্বত্রই কুশল ।  
অতএব আপনি পুরস্কারস্বরূপ এই ত্রীরত্নটি গ্রহণ করুন ।

শচী । ( রাজার হস্তে পদ্মাবতীর হস্ত প্রদান করিয়া ) হে নরনাথ,  
আপনি অত্যাধি নিঃশঙ্কচিত্তে রাজসুখভোগে প্রবৃত্ত হউন ।

আকাশে ।

গীত ।

[ বেহাড়া—গোস্তা । ]

সুমতি ভূপতি অতি, তুমি ওহে মহারাজ ।

সুখে থাক ধনে মানে, রিপুগণে দিয়ে লাজ ।

পাইলে হারা নিধি, প্রিয়তমা পুনরায়,

বাসনা পূর্ণ হলো, সুখে কর রাজকাজ ।

হয়ে সুবিচারে রত কর বহু যশোলাভ,

যেমন শোভে ক্ষিতি, তারাপতি দ্বিজরাজ ॥

( পুষ্পবৃষ্টি )

সকলে । রাজমহিষী চিরবিজয়িনী হউন ।

নারদ । ( রাজার প্রতি ) আমিও আশীষ করি, শুন নরপতি ।—

সুখে সদা কর বাস অবনৌ-মণ্ডলে,

পরান্নবি শত্রুদলে, মিত্রকূলে পালি,

ধর্মপথগামী যথা ধর্মের নন্দন

পৌরব । চরমে লভ স্বর্গ ধর্মবলে ।

## মধুসূদন-প্রমোদালী

(পদ্মাবতীর প্রতি) যশঃসরে চিররুচি কমলিনীরূপে  
 শোভ তুমি পদ্মাবতি—রাজেন্দ্রনন্দিনি,  
 যযাতির প্রণয়িনী দৈত্যরাজবাল্য  
 শশ্মিষ্ঠা যেমতি । তার সহ নাম তব  
 গাঁধুক গোড়ীয় জন কাব্যরত্নহারে,  
 মুকুতা সহ মুকুতা গাঁথে লোক যথা ।

( যবনিকা পতন । )

ইতি পঞ্চমাস্ক ।

এহ সমাপ্ত ।

# স্বপ্নকুমারী নাটক

[ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে ]





# কুমারী নাটক

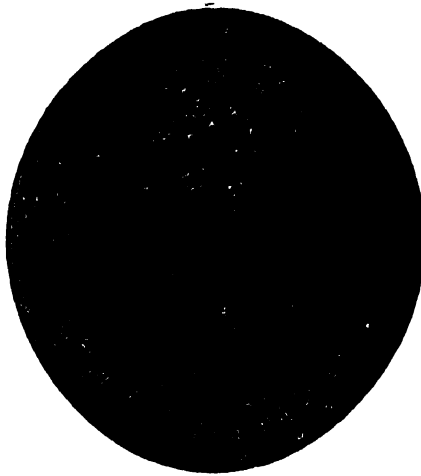
।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত ]

সম্পাদক :

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়  
শ্রীসজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা-৬

প্রকাশক  
শ্রীমদেবকুমার গুপ্ত  
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮  
দ্বিতীয় মুদ্রণ—শ্রাবণ, ১৩৫০  
তৃতীয় সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৫২  
চতুর্থ সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২

মূল্য দুই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলিকাতা-৩৭

হইতে শ্রীমদেবকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

১১—১৭।৫।১৯৫৫

## ভূমিকা

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনার সঙ্গে সঙ্গেই মধুসূদন তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' লিখিতে প্রবৃত্ত হন। এই নাটক রচনা প্রসঙ্গে সে যুগের সুবিখ্যাত নট, বেলগাছিয়া নাট্যশালার সর্বপ্রধান অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারই উৎসাহে মধুসূদন পুনরায় নাটক-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। এ বিষয়ে 'জীবন-চরিত'-লেখক বলিয়াছেন—

...কেশব বাবুর অভিনয়-নৈপুণ্যে এবং নাটকীয় দোষ, গুণ বিচার শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া মধুসূদন তাঁহার একান্ত গুণপক্ষপাতী ছিলেন। সুশিষ্টা ও একেই কি বলে সভ্যতা রচনার সময়ে তিনি, অনেক স্থলে, কেশব বাবুর পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতন নাটক রচনার সকল ক্ষময়ে উদ্ভিত হইলে মধুসূদন প্রথমে মহাভারতীয় স্বভঙ্গা-উপাখ্যান অমিত্রচ্ছন্দে লিখিয়া তাহা কেশব বাবুকে দেখিবার জন্ত পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু, কাব্যাংশে স্থল্য হইলেও, তাহা অভিনয়ের উপযোগী হইবে না, কেশব বাবু স্বভঙ্গা নাটক সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মধুসূদন ইহার পর সম্রাট আলটামাসের হুঁহতা, স্থলতানা রিজিয়ার চরিত্র অবলম্বনে আর একখানি নাটক আরম্ভ করিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত আদর্শ কেশব বাবুকে এবং মহারাজা বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা দ্বৈধরচন্দ্র সিংহকে দেখাইবার জন্ত পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু মূলমান-চরিত্র অবলম্বনে রচিত নাটক সাধারণ হিন্দু-দর্শকের শ্রীতিকর হইবে না ভাবিয়া রিজিয়া সম্বন্ধেও তাঁহার কেহই উৎসাহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। রিজিয়ার পরিবর্তে কোন হিন্দু ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে নাটক রচনা করিলে তাহা অধিকতর আদরণীয় হইবার সম্ভাবনা, তাঁহার মধুসূদনকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন। কেশব বাবু মধুসূদনকে লিখিয়াছিলেন যে, "রাজপুত্র জাতির ইতিহাস এরূপ বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, মধুসূদনের জ্ঞায় প্রতিভাবান্ পুরুষ তাহা হইতে অনায়াসেই গ্রন্থরচনার উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন।" ইহা হইতেই মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী রচনার প্রণোদিত হইয়াছিলেন। মধুসূদনকে লিখিত কেশব বাবুর সেই পত্র নিয়ে সন্নিবিষ্ট হইল ;—

My dear Dutt,

The synopsis of your Rizia was made over to Jotindra babu the day that I received it from you, with a request that he would consult the Chota Raja and acquaint you with their united opinion in respect to the Drama. I saw them both, day before yesterday, at the

Emerald Bower, and had a talk on the subject. They say that the synopsis is not sufficiently full to enable them to judge of the nature and merits of the play. Besides, Baboo Jotindra thinks, and the Raja seems to participate in the opinion, that Mahomedan names will not perhaps bear well in a Bengalee Drama, and they doubt whether an experiment of doubtful success, is worth being hazarded by the author of শর্মিষ্ঠা and তিলোত্তমা। They also anticipate impediments in the way of success from the too numerous characters in the play, and believe that the female parts, at least a majority of them, cannot be expected to be well represented. By the bye, a thought strikes me. Can't we cull out a subject from the history of the Rajputs? I believe the field is pretty extensive and may yield innumerable hints for the imagination of a writer like yourself.

Yours affectionately  
Keshob Chandra Ganguly.

—‘জীবন-চরিত’, পৃ. ৪৩৮-৪২।

কেশব বাবুর এই পত্র সম্ভবতঃ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের প্রথমেই লিখিত। মধুসূদন পত্রপ্রাপ্তি মাত্রেই টড-প্রণীত রাজস্থান হইতে নাটকের উপাদান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন এবং কৃষ্ণকুমারীর কাহিনী মনোনীত করেন। ঐ বৎসরের ৬ আগষ্ট আরম্ভ করিয়া ৭ সেপ্টেম্বর তিনি ‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’ রচনা সমাপ্ত করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রচিত হইলেও প্রায় এক বৎসর পরে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে ‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১১৫। আখ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল—

কৃষ্ণকুমারী নাটক। / শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত / প্রণীত। / আপরিভোবাষিদ্ধবাং  
ন সাধু মন্ত্রে প্রয়োগবিজ্ঞানং। / বলবদপি শিক্তানামাশ্রমপ্রত্যয়ং চেতঃ। /  
কালিদাস। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র বসু কোং বহুবাচারহ ১৮২ সংখ্যক / ভবনে  
ট্যান্‌হোপ্‌ বন্দ্রে ব্রিত্ত। / সন ১২৬৮ সাল। /

কেশবচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ মধুসূদন নাটকটি তাঁহাকে উৎসর্গ করেন। কেশবচন্দ্রের নিকট লিখিত একখানি পত্রেও তিনি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছিলেন—

My dear Gangooly, Here is Kissen Cumari—your Kissen Cumari, I dedicate her to the first actor of the age, to a Gentleman of whose friendship I am proud, and whose modesty, cheerfulness and talents endear him to all who know him. Should we ever have a

national Drama, and that Drama a future historian to commemorate its rise and progress, may be associate my humble name with yours ! God bless you, old boy !

And now work away like a jolly fellow, and let Jotinder Baboo to write the songs. He is sure to do every justice to the play.— Don't depend upon me, for I am going to plunge deep into Heroic Poetry again.

Yours ever affectionately,

Michael M. S. Dutt

—‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ৪৭০ ।

যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন,—“কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গীতগুলি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচিত” (পৃ. ৪৪৩) । কিন্তু নগেন্দ্রনাথ সোম বলেন, মাত্র দুইটি সঙ্গীত যতীন্দ্রমোহন রচনা করিয়াছিলেন । (‘মধু-স্মৃতি,’ পৃ. ৩০২-৩) । নগেন্দ্রবাবুর উক্তিই ঠিক বলিয়া মনে হয় ; কারণ, “মুঙ্গলাচরণে” মধুসূদন স্বয়ং লিখিয়াছেন—

এ কাব্যেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পদ্য রচনা পরিত্যাগ করিয়াছি । অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য ; কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য এখনও এ দেশে এত দূর পর্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাহসপূর্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি ।

‘কৃষ্ণকুমারী নাটকে’র মুদ্রাক্ষর-ব্যয়ভার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বহন করিয়াছিলেন । এই নাটক সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, ইহা পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত ; ‘শর্মিষ্ঠা নাটক’ ও ‘পদ্মাবতী’র ছায় ইহাতে সংস্কৃত আদর্শ অবলম্বিত হয় নাই । সঙ্গীতগুলি সব কম্বুটিই নেপথ্যে গেল । ‘পদ্মাবতী’ রচনার পর তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন ( ১৫ মে, ১৮৬০ )—

If I should live to write other Dramas, you may rest assured I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya-Darpan. I shall look to the great Dramatists of Europe for models. That would be founding a real National Theatre.—‘মধু-স্মৃতি,’ পৃ. ৩০১ ।

‘কৃষ্ণকুমারী নাটকে’ এই আদর্শ অবলম্বিত হইয়াছিল ।

মধুসূদনের জীবনীকারেরা ‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’কে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম “বিধাদাস্ত” নাটক বলিয়াছেন । এই উক্তি ঠিক নহে । ১৮৫৮ বঙ্গাব্দে ( ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ) যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের ‘কীর্তিবিলাস নাটক’ প্রকাশিত হয় ।

ইহা পঞ্চাঙ্গে বিভক্ত একটি “করণাভিনয় প্রবন্ধ”। এই নাটকের “ভূমিকা”য় প্রবন্ধকার বিয়োগাস্ত নাটক রচনার বিরুদ্ধে যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে সৌদামিনী ও রাজপুত্রের যুগপৎ মৃত্যুতে নাটকটি অভিশয় বিষাদাস্ত হইয়াছে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত উমেশচন্দ্র মিত্রের ‘বিধবা বিবাহ নাটক’ও বিয়োগাস্ত। বিধবা সুলোচনার বিষপানে আত্মহত্যা এই নাটকের পরিণতি ও সমাপ্তি ঘটিয়াছে। সুতরাং ‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’কে প্রথম বিষাদাস্ত নাটক কিছতেই বলা চলে না। তবে প্রথম “ঐতিহাসিক” বিষাদাস্ত নাটক বলিলে ভুল হইবে না।

‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’ের রচনা ও অভিনয় সম্পর্কে অনেক সংবাদ বিভিন্ন সময়ে বন্ধুদের নিকট লিখিত মধুসূদনের পত্রে আছে। তন্মধ্যে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট লিখিত পত্রগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা নিম্নে ‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’ সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাংশ ‘মধু-স্মৃতি’ (১ম সং) হইতে উদ্ধৃত করিলাম। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট লিখিত পত্রগুলি সর্ব্বাঙ্গে উদ্ধৃত হইল; শেষের পত্রগুলি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত।

(ক) মধুসূদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে—

১। My dear Gangooly, Last Sunday, I submitted another “Synopsis” of a Drama on an entirely Hindu subject. I dare say you have already seen it. If so, is it not beautiful? For two nights, I sat up for hours pouring over the tremendous pages of Tod and about 1. A. M last Saturday, the *Muses smiled*! As a true realizer of the Dramatist’s conceptions you ought to be quite in love with কৃষ্ণকুমারী, as I am. Lord! What a romantic Tragedy it will make; I have made the List of Dramatis Personæ as short as I could, for I wish to leave no loop-whole for our Manager to escape through. Fancy, only 5 or 6 males, and but 4 Females in a historic tragedy! If the Chota Raja should grumble about the Females, please tell him I undertake to find 3 out of the 4!

I wish you would stir them up, সখে মাধব! It is a down-right shame that such a theatre, as that at Belgatchia, should be the abode of Bats, or what is tantamount to it, the gaze of Bat-like men! as the boatswain says the “Tempest.”

“Heigh, my hearts; cheerly, cheerly, my hearts; yare, yare. Take in, the top-sail; tend to the Master’s whistle. Blow, till thou burst thy wind, if room enough!”

If you all like the plot, I promise you the play in six weeks, if not earlier. But I must be met half-way. ~~স্বা~~ তেভাল is not the ভাল for me.

If you have *not* seen the "Synopsis," run to Jotinder Baboo and he will show it to you.

With sentiments of very kind regards to self and friend *Deeno meah*. Yours very sincerely.

P. S. ~~স্ব~~ We must have a farce with the tragedy. I tell you what, friend Garrick, even if we prolong the play to 2 A. M. no one will grumble. The farce will make the old fellows laugh away all sorts of ill humours, but ~~স্ব~~ I shall make the tragedy as short as I can.—পৃ. ৭৫-৫৬।

২। You must know, my brilliant friend, that just now I have no time to write a Drama "*on spec*" as they call it. I am engaged in writing a poem on the death of Meghanad, the celebrated son of Ravan, generally known as "Indrajit"—besides, it is high time that I should resume my legal studies, seeing that the year is nearly at an end, and I may be called up for an examination next January. But if the Chota Raja really makes up his mind to reopen his theatre, I am his man! This, I wish, you would ascertain next Sunday, when I suppose you will have an opportunity of seeing both him and Jotinder. Ask the Chota Rajah candidly what his real intentions are. ~~স্ব~~ There is no use writing a play and then leaving it to rot in my desk. All this you must ascertain next Sunday, and communicate to me the result of the mission, next Monday. If the Chota Rajah, is for a play, and I *sincerely hope* he is, you shall have Krishna Koomary before you are many weeks older.

~~স্ব~~ You suggest an under-plot, the suggestion is good—*what* can be bad that comes from you, O thou *avatar* of the Roman Roscius and the English Garrick!—~~স্ব~~ But it will involve the necessity of two more females. ~~স্ব~~ The story of Krishna, though tragic, is barren of incidents. ~~স্ব~~ Instead of lengthening it, I would rather write a Farce to be acted with it. But *Master's Hookum* is my motto.—পৃ. ৭৬-৭৭।

৩। My dear Gangooly, Many thanks to you and Jotinder Baboo though I am not particularly interested in the question of getting the work printed. This I look upon as a secondary matter. ~~স্ব~~ What I want is to have it acted and acted by such an actor as your noble-self. The play would be an experiment, and, unless well

supported by great histrionic talent, could not be expected to create any very great sensation.

To complicate the Plot, by the introduction of one or two more characters (male), would be to complicate it in every sense of the word; for you must remember that play is a historical one, and to introduce battles and political discussions would be to astonish the weak senses of the audience and the reader. I am for two more females. This অগংসিংহ of অরুণর had a favourite mistress. Tod gives her name as the "Essence of Camphor"; I think we may bring her in and allow her jealousy full play. Her arts would offer a fine contrast to the innocence of our Heroine—though they are never to be brought together, and I also intend to make her contribute an air of comicality to some of the scenes—and she should have her "Familiar" or সখী।

A "synopsis" can hardly be supposed to give a reader a full idea of the Plot as it rises in the Dramatist's mind. But if you examine the one, forwarded by me, carefully, you will find the Queen a very necessary character;—so also the তপস্বিনী। And here, I must make a few remarks on the disadvantages we, "Indian Bards," labour under, with reference to Female characters:—

The position of European females, both dramatically as well as socially, are very different. It would shock the audience if I were to introduce a female (a virtuous one) discoursing with a man, unless that man be her husband, brother or father. This describes a circle around me, beyond the boundary line of which I cannot step. The consequence is, I am obliged to have a larger number of females to give my Plot an air of fulness, and I must here tell you, my dear G., what, I dare say, you will allow at least to some extent, viz., that the Asiatics are of a more romantic turn of mind than our European neighbours. Look at the splendid Shakespearean Drama. If you leave out the Midsummer Night's Dream, Romeo and Juliet and perhaps one or two more, what play would deserve the name of *Romantic*? Romantic in the sense in which Sacoontala is Romantic? In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of Fairylands. The genius of the Drama has not yet received even a moderate degree of development in this country. Ours are dramatic poems; and even Wilson, the great foreign admirer of our ancient language, has been compelled to admit this. In the



Sarmista, I often stepped out of the path of the Dramatist, for that of the mere Poet. I often forgot the real in search of the poetical. In the present play I mean to establish a vigilant guard over myself. I shall not look this way or that way for poetry ; if I find her before me I shall not drive her away ; and I fancy, I may safely reckon upon coming across her now and then. I shall endeavour to create characters who speak as nature suggests and not mouth-mere poetry. The proof of the Pudding, however, is in the eating, and I hope to send you the First Act in time to enable you to read with Jotinder Baboo, next Sunday. As for the language, the Drama to be written in, I shall follow Dr. Johnson's advice :—"If there be," says he, "what I believe there is, in every nation a style which never becomes obsolete, a certain mode of phraseology so consonant and congenial to the analogy and principles of its respective language, as to remain settled and unaltered, this style is to be probably sought in the common intercourse of life, among those who speak only to be understood, without the ambition of elegance." And he commends Shakespeare for having adopted this language ; and this advice I mean to adopt except where the thoughts rise high of their own accord and clothe themselves with loftier diction, and that will be in the more Tragic parts of the play.

You must remember these remarks, my dear fellow, when you sit down to peruse the Play, and I must at the same time beg of you, to treat me with the utmost candour. No human being is infallible, and I the last man to feel heart when my faults are pointed out to me, either by friend or foe. If this Tragedy be a success, it must ever remain as the foundation-stone of our National Theatre. Excuse this long letter, and believe me, Ever yours most sincerely.

P. S. Blank verse only in soliloquies ? What say you ? In this play will be full of acting and dialogue, there won't be many openings for Blank verse ; but a little of it won't hurt anybody, I think.—'सु-वृत्ति', पृ. १७०-७२ ।

8 | My Dear Gangooly, Tho' I have nearly finished the first three Acts, I have not had time to make a fair copy of them. The pleasure of composition is outweighed by the trouble of copying ! Here is the First Act. That कृमिका will play the Duce with धनदास । I hope the portion of the play I am sending, would not disappoint you and other friends. You will find the Second Act more solemn. The most beautiful plays in the world are combination of Tragedy,

and Comedy. I have not given any verse—of that, by and by. Let me know by Monday, what you think of this Act. You are welcome to strike off, add, alter and all that. In great haste. Ever yours sincerely.—‘বঙ্গ-বৃত্তি’, পৃ. ১৩৩।

৫। My dear Gangooly, Here you are. This is Act No. 3. The Fourth Act has also been completed, but I must make a fair copy of it before I send it to you.

Jotinder Baboo writes to me to say that he is not well enough to read the play just now, and that he has made it over to the Chota Rajah. Now, from what I know of the Chota Rajah, I am afraid he will not look into it at all, unless there is some one *at* him. This task you must undertake, you and Deenoo Baboo. You must *force* him to read the scenes with you. If not, I have laboured in vain.

If the Chota Rajah *really* wishes to reopen his Theatre, he ought to send the Mss. at once to the Printers and then read over the proofs with you. Yours as ever.

P. S. I do not know how it is, but I fancy that everything will end in smoke—‘বঙ্গ-বৃত্তি’, পৃ. ১৩৩।

৬। My dear G. Here is the Fourth Act. As a humble member of the noble Belgatchia Amateur Company, I am doing what I can to promote its glory. If the other members won't stir themselves, it is no fault of mine. By Jove! Here is a play—if meritorious in no other respect, at least *brimful* of acting, acting, acting! I shall soon finish the Last Act, it will be highly Tragic. Poor Kissen Kumari will die. Yours in haste.—‘বঙ্গ-বৃত্তি’, পৃ. ১৩৩।

৭। My dear Gangooly, I wish you had not thought of Shakespeare so much, as you appear to have done, when you sat down to peruse poor Kissen Kumari. Some of the defects you point out, are defects indeed, but it does not fall to the lot of every one to rise superior to them, and even Shakespeare himself does not do so often. As a first rate actor, you are, as a matter of course, a first rate dramatic critic: but do not believe for a moment that there are *three* men in all Bengal who would discover these *secret* failings of the play.

As for “variety of action” there is not much of it, to be sure, but that result I could not very well avoid, owing to the original barrenness of the Plot. I do not pretend to understand much about

acting, that is your province ; but I am disposed to believe that you are mistaken in thinking that the play would not succeed on the stage. With the actors we have, we can not expect very great amount of success ; but I fancy it would create a deeper sensation than any Play yet produced. If all our actors were like yourself, it would be a different thing. Most of the Shakespearean Dramas were no better acted, at first, I suspect, than ours are. As for the male characters, that is another inconvenience of the Plot. I have tried to represent Juggut Sing as I find him in history, a somewhat silly and voluptuous fellow ; Bheem Sing as a sad, serious man. The other characters are invented, but I had to conform them to the principal characters. As for Dhanadass, I never dreamt of making him the counterpart of Yago. The plot does not admit of such a character, even I could invent it—which I gravely doubt ! I wish Bullender to be serious and light, like the "Bastard" in King John. Dhanadass is an ordinary rogue, indeed, but he will do admirably, if you take him by the hand !

As for the females, there I am on my own element, and I hope you will like them all. The Queen of such an unfortunate Prince, as the Rana Bheem Sing, cannot but be sad and grave ; the princess, I hope is dignified, yet gentle. But that Madanika is my favourite. Kissen Kumari falling in love with a man she has never seen before, is by no means uncommon in our own ancient History of Fable ; the name of Rukmini will occur to you at once ; I believe there are allusions to her in the play. I am aware that it will be hard to get good female actors ; but we must make the most of what we have. This is a misfortune I cannot remedy. I have great faith in you as a Teacher.

I am happy you like the language. Ease can be only obtained by practice ; and I am as yet a mere novice. But I hope I am a *progressive animal*. As the play is a tragedy, I have not thought it proper to begin any scene with the determination of being *comic* ; in my humble opinion such a thing would not be in keeping with the nature of the Play. But whenever in the course of the dialogue a pleasant remark has suggested itself I have not neglected it. The only piece of criticism I shall venture upon, is this ;—never *strive* to be comic in a tragedy ; but if an opportunity presents itself unsought to be gay, do not neglect it in the less important scenes, so as to have an agreeable variety. This I believe to be Shakespeare's plan. Perhaps, you will not find many scenes in his higher tragedies in

which he is *studiously* comic. However, both yourself and our friend Tagore are welcome to brush up into a comic glow any scene, that would admit of such a thing. I am not such an ungrateful fellow as to find fault with my friends for trying to make me look handsomer !

As for beginning the play with a soliloquy, that is of little consequence. Little mannerism does no harm, and I promise you, I shan't do it again.

Perfection, my dear fellow, can only be attained by long practice. So you must not be very severe upon poor me. If spared, perhaps, I shall yet do better !

I am truly happy that you like the play upon the whole. I hope Jotinder Baboo and our Manager will sail in the same boat with you. The style of criticism you bring to bear upon the play, is the very highest possible ; such an *aesthetic storm* would sink the ship of every dramatist in the world, save and except Shakespeare ; and even he would suffer considerable damage ! A word about the Scenes :—I am very fond of busy and varied scenes ; and as for the French idea of not allowing one set of actors to retire and introduce another, I have no great respect for it, and yet I like to preserve "unity of place" and, as far as I can, that of time also. Examine each Act and you will find unity of place if not of time.

Your letter fills my heart with hope. I fancy you can move the Chota Rajah, if you really wish it. As for Jotinder Baboo, his enthusiasm requires little pushing from behind. If these two gentlemen like it, they can make this an age of glory in the literary annals of their country ! Let them but seriously encourage the drama, and they will see wonders ! If not, we must strike our heads and say,—“Alas ! born an age too soon” !

I am quite ready to undertake another drama, but this must be acted first. We ought to take up Indo-Mussulman subjects. The Mohomedans are a *fiercer* race than ourselves, and would afford splendid opportunity for display of passion. Their women are more out out for intrigue than ours.

Excuse this scrawl. Hoping you are quite well personally and domestically.

1st September, 1860

Yours most sincerely.

P. S. 1. I shall after the opening soliloquy and remove it to some other place.

P. S. II. I am sorry Jotinder Baboo is still ailing. I hope to go and see him to-morrow. I wish you would begin the work of revision at once;—I am so impatient! After this, we must look to "Rizia."—I hope that will be a drama after your own heart! The prejudice against Moslem names must be given up. If you like, I can pick up other subjects from Tod. But I must first finish my *Meghanada*. That will take me some months.

! My dear Gangooly, You must not fancy that I have been idle. Kissen Kumari was finished two days ago Begun 6th August finished 7th September—rather quick work, old fellow! But in these days of steam and other stimulating powers, a man must keep pace with the times. But though I have finished the drama you can't have it for some days yet. I have to make a fresh or fair copy and that is really bothersome. In the mean time let me know how you are getting on. Have you seen our Manager? What saith the man of Millions? Verily, brother Keshub, my heart is set upon seeing Kissen Cumari acted at *Belgatchia*, and the Chota Rajah ought to do it. I wish you would make it a point to see him to-morrow on the subject. Take Denoo Meah with you and go like a good fellow. If Jotinder Baboo is better, as I hope he is, take him with you also. Mind you, you all broke my wings once about the farces; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew and Chinese! If you see the Chota Rajah to-morrow and he shows symptoms of a yeilding spirit, we can have a meeting Sunday after next (to-morrow week) at *Belgatchia*, and I shall go over. If the Chota Rajah begins to talk of his brother's absence, silence him by saying—"Pooh, my lord, we know your brother never says "nay," to anything you wish to do. This sort of *bosh* won't go down with boys like ourselves! Ha! Ha!"—

I flatter myself you will like the Fifth act. I shed tears when poor Kissen Cumari stabbed herself and fell on her bed! And then the poor queen also dies—but behind the scenes. There are three scenes in this Act. I am afraid the play has grown longer than I intended, but never mind. No one would grumble at a good play for being a little too long. What more?—as we say in Sanskrit—*किमधिकं ?* —'अधु-वृत्ति', पृ. १७७-७१।

! My dear Gangooly, Many thanks for your letter with enclosure. By Jove, this act is really brilliant! I have written to

our friend Baboo J. M. Tagore about the songs. The first and second acts are already in type.

It strikes me that if the drama is to be acted, you had better at once organise your company and begin operations with the two acts already printed Go on rehearsing at Jotinder's and then you can settle whether we are to do the thing in the Town Theatre or blaze out at dear old Belgatchia. I vote for Belgatchia.

Now master Dhanadas, allow me to give you a bit of advice. Put down Issur Chunder Sing as "Jagat Sing", and then you will very soon find yourself at Belgatchia! Do you see him now? I hope Preonath will take up ভীমসিংহ। Denoo সত্যদাস, Jodoo বলেন্দ্র; Sreenath the other স্বামী। By the bye—do you think Kissendhon will do for Kissen Kumari? Make Kali বদনিকা। Under your guidance, he is sure to do very well. (16 January 1861.)—'মধু-স্মৃতি', পৃ. ৭৬৮।

১০। And now old boy, *what* about Kissen Kumari? What has our elegant friend Baboo J. M. Tagore done? What does he intend doing? What says our "Manger"? I am afraid, brother Keshub, we are all losing that fine enthusiasm we once had in matters dramatic! As for me, excuse my vanity; I think I have some little excuse—another branch of the art is seducing my soul at present from the "Old Love"; how will *you* answer at the Bar of Posterity!

If Kissen Kumari does not satisfy our friend, I am just now comparatively free, and don't mind plunging in again! However give me all the news you can. I should be sorry to see the play acted in rainy weather, and the cold weather has fairly commenced.

If the Rajahs of Paikparah are bent upon shutting their doors against সত্যবতী, I hope the poor Goddess will still find a warm friend in Baboo Jotindra Mohan Tagore!—'মধু-স্মৃতি' পৃ. ৭৬৮-৬৯।

(খ) মধুসূদন জয়নারায়ণকে :

১। My dear Raj, It is many weeks since I last wrote to you or heard from you, but I have been dramatizing, writing a regular tragedy in—prose! The plot is taken from Tod, Vol. I, P. 461. I suppose you are well acquainted with the story of the unhappy princess Kissen Kumari. There is one more Act to be written—viz. the fifth—'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ৭৭০।

२।...I have finished my Tragedy on the death of the Rajput Princess Kissen Kumari. Babu J. M. Tagore and his friends have got hold of it and it will be shortly printed. They speak of it in a very flattering manner. But you must judge for yourself.—'बधु-वृत्ति', पृ. १८२।

३।...Kissen Kumari will be ready for publication in a week or two and the Odes are now in the hands of the printer. I think I deserve some credit even for doing so much in this really fearful weather.—'बधु-वृत्ति', पृ. १८६।

४। You will be glad to hear that Kissen Kumari, the beautiful Rajput Princess, will be out in a day or two. I shall instruct my printer to send you a copy, as early as possible, and then you must tell me what you think of it.—'बधु-वृत्ति', पृ. १८१।

५। You surprise me. Is it possible that Kissen Kumari has not yet reached you? I must write to my printer again on the subject.—'बधु-वृत्ति', पृ. १८४।

६। You must take the trouble of writing to me again, for I am anxious to know what you think of the Tragedy; but if not, you must allow me to ask you the meaning of this long silence. Has the book disappointed you? Here people speak well of it; tho' I must say that men of your stamp are anything but common here.

How [Here?] you are old boy, a Tragedy, a volume of Odes, and one half of a real Epic poem! All in the course of one year; and that year only half old! If I deserve credit for nothing else, you must allow that I am, at least, an *Industrious dog*.—'बधु-वृत्ति', पृ. १८३-६०।

१।...I am not at all dissatisfied with your criticism on Kissen Kumari, but I flatter myself you will thank more highly of her as you grow more acquainted with the piece. I have certain Dramatic notions of my own, which I follow invariably. Some of my friends—and I fancy you are among them, as soon as they see a Drama of mine, begin to apply the canons of criticism that have been given forth by the masterpieces of William Shakespeare. They perhaps forget that I write under very different circumstances. Our social and moral developments are of a different character. We are no doubt actuated by the same passions, but in us those passions assume a milder shape. But hang all Philosophy. I shall put down on paper the thoughts as they spring up in me, and let the world say what it will.—'बधु-वृत्ति', पृ. १८३।

উপরোক্ত পত্রাবলীতে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র অভিনয় সম্পর্কে মধুসূদন যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহা বস্তুতঃ সত্য হইয়াছিল। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' বেঙ্গগাছিয়া নাট্যাশালায় অভিনীত হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহার অস্পষ্ট আভাস পত্রে আছে। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র প্রতি এই অবহেলার জন্যই মধুসূদন কয়েকটি নাটকের খসড়া প্রস্তুত করিয়াও রচনা সম্পূর্ণ করেন নাই। শোভাবাজার নাট্যাশালায় (শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি) ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি সোমবার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 'বঙ্গীয় নাট্যাশালার ইতিহাস' (২য় সং, পৃ. ৬৩-৬৪) হইতে এই অভিনয়ের বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

...গত শুক্রবার রাত্রিতে শোভাবাজারের সখের থিয়েটারের দল সম্রাট ও হুনিরীকিচিৎ বর্নকদের সমক্ষে, বাবু মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত স্থপরিচিত বিরোগান্ত 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের প্রথম প্রকাশ অভিনয় দেখাইয়া সকলকে আনন্দিত করেন। 'কৃষ্ণকুমারী' বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র মৌলিক নাটক।...নাট্যক্ষেত্রে এই নাটকটির বিচিত্র ঘটনাবলীর অভিনয় কম কৃতিত্বের কথা নয়। একান্ত শোভাবাজারের অভিনেতাদের যে-সকল ক্রটিবিচ্যুতি হইয়াছে, সেগুলি ক্রমের চক্ষে দেখা উচিত। কোন অভিজ্ঞ শিক্ষাদাতার সাহায্য ব্যতিরেকে বাহা করা সম্ভব, তাঁহারা তাহা করিয়াছেন।... এই দলের অভিনেতাদের মধ্যে বাহারী ধনদাস, বদনিকা, ভীমসিংহ, বলেন্দ্র ও সত্যদাস-চন্দ্রের অভিনয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অভিনয়ের বেশ ক্ষমতা আছে। চেষ্টা করিলে তাঁহারা কালে হৃদক অভিনেতা হইবেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ('হিন্দু পেট্রিয়ার্ট' হইতে অনূদিত)

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে কে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার একটি তালিকা মহেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানিধির 'সম্বর্ড-সংগ্রহ' পুস্তকে দেওয়া আছে। আমরা তালিকাটি উদ্ধৃত করিতেছি,—

## ( পুরুষগণ )

পূজ্যধার	...	বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু
ভীম সিংহ	( উদয়পুরের রাণা )	শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়
বলেন্দ্র সিংহ	( ঐ রাণার ভ্রাতা )	বাবু প্রিয়নাথ বসু বসিক
সত্যদাস	( রাণার মন্ত্রী )	কুমার আনন্দকৃষ্ণ
জগৎ সিংহ	( জয়পুর-মহারাজ )	" শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ
নারায়ণ মিশ্র	( জগৎসিংহ-মন্ত্রী )	বাবু বেণীনাথ বোষ
ধনদাস	( মহারাজের পার্শ্বিক )	বাবু মণিমোহন সরকার
দুত	...	" বেণীনাথ বোষ
ভৃত্য	...	শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দেব



( জীবন )

কৃষ্ণকুমারী	( বাণ-কন্যা )	কুমার ব্রহ্মব্রহ্মক
অহল্যা বাই	( বাণার বাণী )	কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ
তপস্বিনী	...	শ্রীউদয়কৃষ্ণ দেব
বিনাসবতী	( মহারাজের রক্ষিতা বেত্রা )	বাবু হরলাল সেন
মদনিকা	( বিনাসবতীর পরিচারিকা )	বাবু বাবুকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রথম সহচরী	...	শ্রীহরলাল সেন
দ্বিতীয় সহচরী	...	বাবু নকুড়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতেও 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' অভিনীত হইয়াছিল ; এই অভিনয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃষ্ণকুমারীর মাতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়—শ্রীশ্রীশ্রী থিয়েটারে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' অভিনীত হয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ ফেব্রুয়ারি শনিবার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ভীম সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ইহাই তাঁহার প্রথম আবির্ভাব। গ্রেট শ্রীশ্রীশ্রী থিয়েটারও 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'র ( ২৪ জানুয়ারি, ১৮৭৪ ) অভিনয় করিয়াছিলেন।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'র আর একটি অভিনয় উল্লেখযোগ্য। মধুসূদনের মৃত্যুর পর তাঁহার অপোগণ্ড সন্তানগণের সাহায্যকল্পে শ্রীশ্রীশ্রী থিয়েটার কর্তৃক ১৬ জুলাই ১৮৭৩ তারিখে কলিকাতার অপেরা হাউসে মহা সমারোহে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে হিন্দু শ্রীশ্রীশ্রী থিয়েটারের অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী-প্রমুখ কয়েক জন খ্যাতনামা অভিনেতাও যোগদান করিয়াছিলেন। মহাকবির উদ্দেশে গিরিশচন্দ্র ঘোষ-রচিত এই গানটি সর্বপ্রথমে গীত হয় :—

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে ।  
 মধুহীন বকভূমি হইয়াছে এত দিনে ।  
 কৃষ্ণকী কল্পনাবলে, কে আনিবে রঙ্গমলে,  
 কুমারী কৃষ্ণ-কমলে, মোহিতে মনে ।  
 বীরমদে অধুনাদে, কে আনিবে মেঘনাদে,  
 কাহিবে প্রমীলা সনে, কেলিবিপিনে ।

—গিরিশ-গীতাবলী, ১ম ভাগ ( ২য় সং ), পৃ. ৪৫৬ ।

মধুসূদনের জীবিতকালে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র তিনটি সংস্করণ হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণ ১২৬৮ সালে (পৃ. ১১৫), দ্বিতীয় সংস্করণ ১২৭২ সালে (পৃ. ১১৫) ও তৃতীয় সংস্করণ ১২৭৬ সালে (পৃ. ১১৮) প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে খুঁটিনাটি পরিবর্তন আছে, কিন্তু তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয়েরই পুনর্মুদ্রণ মাত্র। অনাবশ্যক বোধে পাঠভেদ দেওয়া হইল না।

---

## মঙ্গলাচরণ

মান্তবর জীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়,

মহাশয়েষু।

মহাশয়।

আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। আপনি আধুনিক বঙ্গদেশীয় নট-কুলশিরোমণি; ইহার দোষ গুণ আপনার কাছে কিছুই অবিদিত থাকিবেক না। বিশেষতঃ, আমার...এই বাহা, যে ভবিষ্যতে এ দেশীয় পণ্ডিতসম্প্রদায় জানিতে পারেন, যে আপনার সদৃশ দর্শন-কাব্য-বিশারদ এক জন মহোদয় ব্যক্তি স্বাদৃশ জনের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ প্রকাশ করিতেন।

আমাদিগের পরমাত্মীয় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র.সিংহ মহাশয় অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে, দর্শনকাব্যের উন্নতি বিষয়ে যে কত দূর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা দর্শনকাব্যপ্রিয় মহাশয়গণের অবিদিত নহে। আমি এই ভরসা করি, যে মৃত রাজা মহাশয় যে সুবীজ রোপিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার বৃদ্ধি বিষয়ে অন্তান্ত মহাশয়েরা যত্নবান্ হন। এই কাব্য-বিষয়ে উক্ত রাজা মহাশয় আমাকে যে কত দূর উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িলে ইচ্ছা হয় না, যে আর এ পথের পথিক হই। হায়! বিধাতা এ বঙ্গভূমির প্রতি কেন প্রতিকূলতা প্রকাশ করিলেন?

এ কাব্যেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পঞ্চ রচনা পরিত্যাগ করিয়াছি। স্মিত্রাক্ষর পণ্ডাই নাটকের উপযুক্ত পণ্ড; কিন্তু অস্মিত্রাক্ষর পণ্ড এখনও এ দেশে এত দূর পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাহসপূর্ব্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি। তথাচ ইহাও বক্তব্য, যে স্মিত্রাক্ষর পণ্ডই মাতৃভাষায় রঙ্গভূমিতে গল্প অতীব সুশ্রাব্য হয়। এমন কি, বোধ করি, অল্প কোন ভাষায় তদ্রূপ হওয়া সুকঠিন। যাহা হউক, এ অভিনব কাব্য আপনার এবং অন্তান্ত গুণগ্রাহী মহোদয়গণ সমীপে আদরণীয় হইলে, পরিচয় সফল বোধ করিব, ইতি।

প্রণয়কর্ত্ত

বিবেকমিতি।

### নাটোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

ভীম সিংহ .	...	...	...	উদয়পুরের রাজা ।
বলেন্দ্র সিংহ	...	...	...	রাজভ্রাতা ।
সত্যদাস	...	...	...	রাজমন্ত্রী ।
জগৎ সিংহ	...	...	...	জয়পুরের রাজা ।
নারায়ণ মিশ্র	...	...	...	রাজমন্ত্রী ।
ধনদাস	...	...	...	রাজসহচর ।
অহল্যা দেবী	...	...	...	ভীম সিংহের পাটেশ্বরী ।
কৃষ্ণকুমারী	...	...	...	ভীম সিংহের ছদ্মিণী ।
তপস্বিনী ।				
বিলাসবতী ।				
মদনিকা ।				

ভৃত্য, রক্ষক, দূত, সন্ন্যাসী, ইত্যাদি ।

# কুম্বকুম্বারী নাটক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অম্বপুত্র—রাজপুত্র।

( রাজা জয়সিংহ, পশ্চাতে পত্র হস্তে মন্ত্রীর প্রবেশ । )

রাজা। আঃ কি আপদ্ ! তোমরা কি আমাকে এক মুহূর্তের অন্ত্রেও বিজ্ঞান কস্তে দেবে না ? তুমিই যা হয় একটা বিবেচনা করগে না ।

মন্ত্রী। মহারাজ, অনন্তদেবই পৃথিবীর ভার সর্বদা সস্থ করেন । তা আপনি এতে বিরক্ত হবেন না ।

রাজা। হা ! হা ! মন্ত্রিবর, অনন্তদেবের সঙ্গে আমার তুলনাটা কি প্রকারে সঙ্গত হয় ? তিনি হলেন দেবাংশ, আমি একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য মাত্র । আহা, নিজা, সময়বিশেষে আরাম—এ সকল না হলে আমার জীবন রক্ষা করা দুষ্কর । তা দেখ, আমার এখন কিঞ্চিৎ অলস ইচ্ছা হচে । এ সকল পত্র না হয় সন্ধ্যার পর দেখা যাবে, তাতে হানি কি ? স্বর্জনদল কিম্বা মহারাষ্ট্রের সৈন্ত ত এই মুহূর্তেই এ নগর আক্রমণ কস্তে আস্তে না—

( ধনদাসের প্রবেশ । )

আরে, ধনদাস ? এস, এস, তবে ভাল আহ ত ?

ধন। আজ্ঞা, এ অধীন মহারাজের চিরদাস । আপনার ঐচরণপ্রসাদে এর কি অমঙ্গল আছে ?

মন্ত্রী। (স্বগত) সব প্রতুল হলো—আর কি? একে মনসা, তায় আবার ধূনার গন্ধ! এ কর্মনাশাটা থাকতে দেখছি কোন কর্মই হবে না। দূর হোক! এখন যাই। অনিচ্ছুক ব্যক্তির অনুসরণ করা পণ্ড পরিভ্রম।

[ প্রস্থান।

রাজা। তবে সংবাদ কি, বল দেখি?

ধন। (সহাস্র বদনে) মহারাজ, এ নিকুঞ্জবনের প্রায় সকল ফুলেই আপনার এক একবার মধুপান করা হয়েছে, নৃতনের মধ্যে কেবল ভেরেণ্ডা, ধুতুরা প্রভৃতি গোটা কতক কদর্যা ফুল বাকি আছে। কৈ? জয়পুরের মধ্যে মহারাজের উপযুক্ত স্ত্রীলোক ত আর একটিও দেখতে পাওয়া যায় না।

রাজা। সে কি হে? সাগর বারিশূন্য হলো না কি?

ধন। আর, মহারাজ! এমন অগস্ত্য অবিভ্রান্ত শুষতে লাগলে, সাগরে কি আর বারি থাকে?

রাজা। তবে এখন এ মেঘবরের উপায় কি, বল দেখি?

ধন। আজ্ঞা, তার জন্মে আপনি চিন্তিত হবেন না। এ পৃথিবীতে একটা স্ত্রী নয়, সাতটা সাগর আছে।

রাজা। ধনদাস, তোমার কথা শুনে আমার মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠলো। তবে এখন উপায় কি, বল দেখি?

ধন। আজ্ঞা, উপায়ের কথা পরে নিবেদন করছি। আপনি অগ্রে এই চিত্রপটখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন দেখি। এখানি একবার আপনাকে দেখাবার নিমিত্তেই আমি এখানে আনলেম।

রাজা। (চিত্রপট অবলোকন করিয়া) বাঃ, এ কার প্রতিমূর্তি হে? এমন রূপ ত আমি কখন দেখি নাই।

ধন। মহারাজ, আপনি কেন? এমন রূপ, বোধ হয়, এ জগতে আর কেউ কখন দেখে নাই।

রাজা। তাই ত! আহা! কি চমৎকার রূপ! ওহে ধনদাস, এ কমলিনীটি কোন্ সরোবরে স্কুটেছে, আমাকে বলতে পার? তা হলে আমি বায়ুগতিতে এখনই এর নিকটে যাই।

ধন। মহারাজ, এ বিষয়ে এত ব্যস্ত হলে কি হবে? এ বড় সাধারণ ব্যাপার

নয়। এ সুধা চন্দ্রলোকে থাকে। এর চারি দিকে রুদ্রচক্র অহর্নিশি ঘুরছে।  
একটি ক্ষুদ্র মাছিও এর নিকটে যেতে পারে না।

রাজা। কেন? বৃত্তাস্তটা কি, বল দেখি শুনি?

ধন। আজ্ঞা, মহারাজ—

রাজা। বলই না কেন? তায় দোষ কি?

ধন। মহারাজ, ইনি উদয়পুরের রাজহুহিতা—এঁর নাম কুকুমারী।

রাজা। (সসম্মানে) বটে? (পট অবলোকন করিয়া) ধনদাস, তুমি যে বলছিলে এ সুধা চন্দ্রলোকে থাকে, সে যথার্থই বটে। আহা! যে মহাংশে শত রাজসিংহ জন্ম গ্রহণ করেছেন; যে বংশের যশঃসৌরভে এ ভারতভূমি চির পরিপূর্ণ; সে বংশে এরূপ অল্পপমা কামিনীর সম্ভব না হলে আর কোথায় হবে? যে বিধাতা নন্দনকাননে পারিজাত পুষ্পের সৃজন করেছেন, তিনিই এই কুমারীকে উদয়পুরের রাজকুলের ললামরূপে সৃষ্টি করেছেন। আহা, দেখ, ধনদাস—

ধন। আজ্ঞা করুন।

রাজা। তুমি এ বংশনিদান বাপ্পা রায়ের যথার্থ নাম কি, তা জান ত?

ধন। আজ্ঞা—না।

রাজা। সে মহাপুরুষকে লোকে আদর করে বাপ্পা নাম দিয়াছিল; তাঁর যথার্থ নাম শৈলরাজ। আহা! তিনি যে শৈলরাজ, তা এ চিত্রপটখানি দেখলেই বিলক্ষণ জানা যায়।

ধন। কেমন করে, মহারাজ?

রাজা। মনু মূর্খ! ভগবতী মন্দাকিনী শৈলরাজের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন কি না?

ধন। (স্বগত) মাছ ভায়া টোপটি ত গিলেছেন। এখন এঁকে কোন ক্রমে ডাঙার তুলতে পাল্যে হয়।

রাজা। দেখ, ধনদাস!

ধন। আজ্ঞা করুন, মহারাজ!

রাজা। তুমি এ চিত্রপটখানি আমাকে দাও—

ধন। মহারাজ, এ অধীন আপনার ক্রৌত দাস; এর যা কিছু আছে, সে সকলই মহারাজের। তবে কি না—তবে কি না—

রাজা। তবে কি, বল?

ধন। আজ্ঞা, এ চিত্রপটখানি এ দাসের নয়; তা হলে মহারাজকে একপেই দিতেম। উদয়পুর থেকে আমার এক জন বান্ধব এ নগরে এসেছেন। তিনিই আমাকে এ চিত্রপটখানি বিক্রয় কত্যা দিয়েছেন।

রাজা। বেশ ত। তোমার বান্ধবকে এর উচিত মূল্য দিলেই ত হবে ?

ধন। (স্বগত) আর যাবে কোথা ? এইবার কাঁদে ফেলেছি। (প্রকাশে) আজ্ঞা, তা হবে না কেন ? তিনি বিক্রয় কত্যা এসেছেন; যথার্থ মূল্য পেলে না দেবেন কেন ? তবে কি না, তিনি যে মূল্য প্রার্থনা করেন, সেটা কিছু অধিক বোধ হয়।

রাজা। ধনদাস, এ চিত্রপটখানি একটি অমূল্য রত্ন। ভাল, বল দেখি, তোমার বান্ধব কত চান ?

ধন। (স্বগত) অমূল্য রত্ন বটে ? তবে আর ভয় কি ? (প্রকাশে) মহারাজ, তিনি বিশ সহস্র মুদ্রা চান। এর কমে কোন মতেই বিক্রয় কত্যা স্বীকার করেন না। অনেক লোকে তাঁকে ষোল সহস্র মুদ্রা পর্যন্ত দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তাতে তিনি—

রাজা। ভাল, তবে তিনি যা চান তাই দেওয়া যাবে। আমি কোষাধ্যক্ষকে এক পত্র দি; তুমি তার কাছ থেকে এ মুদ্রা লয়ে তোমার বন্ধুকে দিও। কৈ ? এখানে যে লিখবার কোন উপকরণ নাই।

ধন। মহারাজ, আজ্ঞা করেন ত আমি এখনই সব এনে প্রস্তুত করে দি।

রাজা। তবে আন।

ধন। যে আজ্ঞা, আমি এলেম বলে।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) মহারাজ ভীমসিংহের যে এমন একটি সুন্দরী কন্যা আছে তা ত আমি স্বপ্নেও জানতেম না। হে রাজলক্ষ্মি, তুমি কোন্ ঋষিবরের অভিশাপে এ জলধিতলে এসে বাস কচ্যো ?

(মসীভাজন প্রভৃতি লইয়া ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ।)

ধন। মহারাজ, এই এনেছি। (রাজার উপবেশন এবং লিপিকরণ—স্বগত) মন্ত্রণার প্রথমেই ত ফল লাভ হলো। এখন দেখা যাক, শেষটা কিরূপ দাঁড়ায়। কৌশলের ক্রটি হবে না। তার পর আর কিছু না হয়, জানলেম যে চোরের



রাজ্যবাসই লাভ। আর মন্দই বা কি? কোন ব্যয় নাই অথচ বিলক্ষণ লাভ হলো।

রাজা। এই নাও। (পত্রদান।)

ধন। মহারাজ, আপনি স্বয়ং দাতা কর্ণ।

রাজা। তুমি আমাকে যে অমূল্য রত্ন প্রদান করে, এতে তোমার কাছে আমি চিরবাধিত থাকলেম।

ধন। মহারাজ, আমি আপনার দাস মাত্র। দেখুন মহারাজ, আপনি যদি এ দাসের কথা শোনেন, তা হলে আপনার অনায়াসে এ জ্ঞানভটি লাভ হয়।

রাজা। (উঠিয়া) বল কি, ধনদাস? আমার কি এমন অদৃষ্ট হবে?

ধন। মহারাজ, আপনি উদয়পুরের রাজকুমারীর সঙ্গে পরিণয় ইচ্ছা প্রকাশ করবামাত্রই, আপনার সে আশা ফলবতী হবে, সন্দেহ নাই। আপনার পূর্ব-পুরুষেরা ঐ বংশে অনেক বার বিবাহ করেছেন; আর আপনি কুলে, মানে, রূপে, গুণে সর্বপ্রকারেই কুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র। যেমন পঞ্চালদেশের ঈশ্বর ক্রপদ তাঁর কৃষ্ণাকে পৌরবকুলতিলক পার্থকে দিতে ব্যগ্র ছিলেন, আপনার নাম শুনে মহারাজ ভীমসেনও সেইরূপ হবেন।

রাজা। হাঁ—উদয়পুরের রাজসংসারে আমার পূর্বপুরুষেরা বিবাহ করেন বটে; কিন্তু মহারাজ ভীমসেন নিতান্ত অভিমাত্রী, যদি তিনি এ বিষয়ে অসম্মত হন, তবে ত আমার আর মান থাকবে না।

ধন। মহারাজ, আপনি সূর্যবংশচূড়ামণি। মহোদয় ব্যক্তির আশা আপনার গুণবিষয়ে প্রায়ই আশ্বিন্মুত। এই ক্ষণে আপনি আপন মাহাস্ব্য জানেন না। জনক রাজা কি দাশরথিকে অবহেলা করেছিলেন?

রাজা। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা—তুমি একবার মন্ত্রিবরকে ডাক দেখি।

ধন। যে আস্তা, মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) দেখি, মন্ত্রীর কি মত হয়। এ বিষয়ে সহসা হস্তক্ষেপ করাটা উচিত নয়। আহা, যদি ভীমসিংহ এতে সম্মত হন, তবে আমার জন্ম সফল হবে। (উপবেশন।)

(মন্ত্রীর সহিত ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ।)

মন্ত্রী। দেব, অসুখমতি হয় ত, এ পত্র কথানি রাজসম্মুখে পাঠ করি।

রাজা। (সহাস্ত বদনে) না, না! ও সব সঙ্কার পরে দেখা যাবে। এখন বসো। তোমার সঙ্গে আমার অস্ত্র কোন কথা আছে।

মন্ত্রী। (বসিয়া) আজ্ঞা করুন।

রাজা। দেখ, মন্ত্রিবর, মহারাজ ভীমসিংহের কি কোন সম্ভান সম্ভতি আছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, হাঁ আছে।

রাজা। কর পুত্র, কর কস্তা, তা তুমি জান?

মন্ত্রী। আজ্ঞা না, এ আশীর্বাদক কেবল রাজকুমারী কৃষ্ণার নাম প্রসন্ন আছে।  
ধন। মহাশয়, রাজকুমারী কৃষ্ণা নাকি পরম সুন্দরী?

মন্ত্রী। লোকে বলে যে রাজসেনী স্বয়ং পুনরায় তুমণ্ডলে অবতীর্ণা হয়েছেন।

ধন। তবে মহাশয়, আপনি আমাদের মহারাজের সঙ্গে এ রাজকুমারীর বিবাহের চেষ্টা পান না কেন? মহারাজও ত স্বয়ং নরনারায়ণ অবতার।

মন্ত্রী। তার সম্ভেহ কি? তবে কি না এতে যৎকিঞ্চিৎ বাধা আছে।

রাজা। কি বাধা?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ, মরুদেশের মৃত অধিপতি বীরসিংহের সঙ্গে এই রাজকুমারীর পরিণয়ের কথা উপস্থিত হয়েছিল; পরে তিনি অকালে লোকান্তর প্রাপ্ত হওয়াতে, সে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। আমি পরম্পরায় শুনেছি যে, সে দেশের বর্তমান নরপতি মানসিংহ নাকি এই কস্তার পাদিগ্রহণ কৃত্যে ইচ্ছা করেন।

রাজা। বটে? বামন হয়ে চাঁদে হাত। এই মানসিংহ একটা উপপত্নীর দস্তক পুত্র, এ কথা সর্বত্র রাষ্ট্র। তা এ আবার কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহ কৃত্যে চায়? কি আশ্চর্য্য! হরাস্তা রাবণ কি বৈদেহীর উপযুক্ত পাত্র? দেখ, মন্ত্রী, তুমি এই দণ্ডেই উদয়পুরে লোক পাঠাও! আমি এ রাজকস্তাকে বরণ করবো। (উঠিয়া) মানসিংহ যদি এতে কোন অত্যাচার করে, তবে আমি তাকে সমুচিত প্রতিফল না দিয়া ক্লেস্ত পাব না।

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার, এ কি ঘরোও বিবাদের সময়? দেখুন, দেশবৈরিদল চতুর্দিকে দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে।

রাজা। আঃ, দেশবৈরিদল! তুমি যে দেশবৈরিদলের কথা ভেবে ভেবে একবারে বাতুল হলে! এক যে দিল্লীর সম্রাট, তিনি ত এখন বিবহীন কণী। আর যদি মহারাষ্ট্রের রাজার কথা বল, সেটা ত নিতান্ত লোভী।

যৎকিঞ্চিং অর্থ পেলেই ত তার সন্তোষ। তা যাও। তুমি এখন বথাবিধি দূত প্রেরণ করগে। মানসিংহের কি সাধ্যায়ে, সে আমার সঙ্গে বিবাদ করে ?

ধন। ( জনাস্তিকে ) মহারাজ, এ দাসকে পাঠালে ভাল হয় না ?

রাজা। ( জনাস্তিকে ) সে ত ভালই হয়। তুমি একজন সৎশক্ত কত্রিয়, তোমার যাওয়ার হানি কি ? ( প্রকাশে ) দেখ, মন্ত্রী, তুমি ধনদাসকে উদয়পুরে পাঠায়ে দাও।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ। ( ধনদাসের প্রতি ) মহাশয়, আপনি তবে আমার সঙ্গে আসুন। এ বিষয়ে বা কর্তব্য সেটা স্থির করা থাকগে।

রাজা। যাও, ধনদাস, যাও।

ধন। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[ মন্ত্রী এবং ধনদাসের প্রস্থান। ]

রাজা। ( পরিক্রমণ করিয়া স্বগত ) আহা, এমন মহার্হ রত্ন কি আমার ভাগ্যে আছে ? তা দেখি, বিধাতা কি করেন। ধনদাস অত্যন্ত সুচতুর মানুষ ; ও যদি সুচারুরূপে এ কর্মটা নির্বাহ কত্যা না পারে, তবে আর কে পারবে ?

( ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ। )

ধন। মহারাজ,—

রাজা। কি হে, তুমি যে আবার ফিরে এলে ?

ধন। আজ্ঞা, মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটা কথাই ঐক্য হচে না। তারই জন্তে আবার রাজসম্মুখে এলেম।

রাজা। কি কথা ?

ধন। আজ্ঞা, এ দাসের বিবেচনার কতকগুলি সৈন্ত সঙ্গে নিলে ভাল হয় ; কিন্তু মন্ত্রী এতে এই আপত্তি করেন যে, তা কত্যা গেলে অনেক অর্থের ব্যয় হবে।

রাজা। হা! হা! হা! বৃদ্ধ হলে লোকের এমনি বুদ্ধিই ঘটে! তবে মন্ত্রীর কি ইচ্ছা যে তুমি একলা যাও ?

ধন। আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে।

রাজা। কি লজ্জার কথা! একে ত মহারাজ ভায়সেন অত্যন্ত অভিমাত্রী, তাতে এ বিষয়ে যদি কোন ক্রটি হয়, তা হলেই বিপরীত ঘটে উঠবে।

ধন। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি ? এ দাসও তাই বলছিল।

রাজা। আচ্ছা—তুমি মন্ত্রীকে এই কথা বলগে, তিনি তোমার সঙ্গে এক শত অশ্ব, পাঁচটা হস্তী, আর এক সহস্র পদাতিক প্রেরণ করেন। এ বিষয়ে কৃপণতা কল্যে কায হবে না।

ধন। মহারাজ, আপনি প্রত্যাপে ইস্র, ধনে কুবের, আর বুদ্ধেও স্বয়ং বৃহস্পতি অবতার। বিবেচনা করে দেখুন, যখন সুরপতি বাসব সাগর মন্বন কর্যে অমৃতলাভের বাসনা করেছিলেন, তখন কি তিনি সে বৃহৎ ব্যাপারে একলা প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ?

রাজা। দেখ, ধনদাস,—

ধন। আজ্ঞা করুন—

রাজা। যেমন নলরাজা রাজহংসকে দময়ন্তীর নিকটে দৃত করে পাঠিয়েছিলেন, আমিও তোমাকে তেমনি পাঠাচ্ছি। দেখ, ধনদাস, আমার কৰ্ম যেন নিষ্ফল না হয়।

ধন। মহারাজ, আপনার কৰ্ম সাধন কত্যে যদি প্রাণ যায়, তাতেও এ দাস প্রস্তুত; কিন্তু রাজচরণে একটি নিবেদন আছে।

রাজা। কি ?

ধন। মহারাজ, নলরাজা যে হংসকে দৃত করে পাঠিয়েছিলেন, তার সোনার পাখা ছিল; এ দাসের কি আছে মহারাজ ?

রাজা। (সহাস্ত বদনে) এই নাও। তুমি এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ কর।

ধন। মহারাজ, আপনি স্বয়ং দাতা কর্ণ।

রাজা। তবে আর বিলম্ব কেন ? তুমি মন্ত্রীর নিকট গিয়ে, অঞ্জই যাতে যাত্রা করা হয়, এমন উদ্যোগ করগে। যাও, আর বিলম্ব করো না। আমি এখন বিলাসকাননে গমন করি।

ধন। (স্বগত) এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা, গমন কর। আমার বা কৰ্ম তা হয়েছে। (পরিক্রমণ) ধনদাস বড় সামান্য পাত্র নন। কোথায় উদয়পুরের একজন বণিকের চিত্রপট কৌশলক্রমে প্রায় বিনা মূল্যেই হস্তগত করা হলো; আবার তাই রাজাকে বিক্রয় করে বিলম্ব অৰ্থ সংগ্রহ করলেন। এ কি সামান্য বুদ্ধির কৰ্ম। হা! হা! হা! বিশ সহস্র মুজা! হা! হা! হা! মধ্যে থেকে আবার এই অঙ্গুরীটিও লাভ হয়ে গেল। (অবলোকন করিয়া) আহা! কি চমৎকার মণিখানি! আমার প্রপিতামহও এমন বহুমূল্য মণি

কখন দেখেন নাই। যা হোক, ধনু ধনদাস! কি কৌশলই শিখেছিলে। জ্যোতির্বেত্তারা বলে থাকেন যে গ্রহদল রবিদেবের সেবা করে তাঁর প্রসাদেই তেজঃ লাভ করেন, আমরাও রাজ-অনুচর; তা আমরা যদি রাজপূজায় অর্ঘলাভ না করি, তবে আর কিসে করব? তা এই ত চাই। আরে, এ কালে কি নিতান্ত সরল হলে কাজ চলে। কখন বা লোকের মিথ্যা গুণ গাইতে হয়; কখন বা অহেতু দোষারোপ কতে হয়; কারো বা ছোটো অসত্য কথায় মনঃ রাখতে হয় আর কারু কারু মধ্যে বা বিবাদ বাধিয়ে দিতে হয়; এই ত সংসারের নিয়ম। অর্থাৎ, যেমন করে হোক, আপনার কার্য উদ্ধার করা চাই। তা না করে, যে আপনার মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলে, সেটা কি মানুষ? হঁঃ! তার মন তো বেচার ঘর বলেই হয়। কোন আবারণ নাই। যার ইচ্ছা সেই প্রবেশ কতে পারে। এরূপ লোকের ত ইহকালে অন্ন মেলা ভার আর পরকালে—পরকাল কি? পরকালে বাপ নির্বংশ—আর কি! হা! হা! যাই, অগ্রে ত টাকাগুলো হাত করিগে; পরে একবার মন্ত্রীর কাছে যেতে হবে। আঃ, সেটা আবার এক বিষম কষ্টক! ভাল, দেখা যাক, মন্ত্রীভায়ার কত বুদ্ধি।

[ প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অন্নপূর—বিলাসবতীর গৃহ

( বিলাসবতী । )

বিলা। ( স্বগত ) কি আশ্চর্য্য! মহারাজ যে আজ এত বিলম্ব কচোন, এর কারণ কি? ( দীর্ঘনিশ্বাস ) ভাল—আমি এ লম্পট জগৎসিংহের প্রতি এত অমুগাঙ্গী হলেম কেন? এ নবযৌবনের ছলনায় যাকে চিরদাস করবো, মনে করেছিলাম, পোড়া মদনের কৌশলে আমিই আবার তার দাসী হলেম যে! আমি কি পাখীর মতন আহারের অবেশে জালে পড়লেম? তা না হলে রাজাকে না দেখে আমার মনঃ এত চঞ্চল হয় কেন? ( দীর্ঘনিশ্বাস )

রাজার আসবার ত সময় হয়েছে ; আমাকে আজ কেমন দেখাচে কে জানে ?  
( দর্পণের নিকট অবস্থিতি । )

( মদনিকার প্রবেশ । )

( প্রকাশে ) ওলো মদনিকে, একবার দেখ্ ত, ভাই, আমার মুখখানা আজ আরসিতে কেমন দেখাচে ?

মদ । আহা, ভাই, যেন একটি কনকপদ্ম বিমল সরোবরে ফুটে রয়েছে ! তা ও সব মরুক্ গে যাক ! এখন আমি যে কথা বলতে এলেম, তা আগে মন দিয়ে শোন ।

বিলা । কি, ভাই ? মহারাজ বুঝি আসচেন ?

মদ । আর মহারাজ ! মহারাজ কি আর তোমার আছেন যে আসবেন ?

বিলা । কেন ? কেন ? সে কি কথা ? কি হয়েছে, শুনি—

মদ । আর শুনবে কি ? ঐ যে ধনদাস দেখচো, ওকে ত তুমি ভাল করে চেন না । ও পোড়ারমুখোর মতন বিশ্বাসঘাতক মানুষ কি আর ছুটি আছে ?

বিলা । কেন ? সে কি করেছে ?

মদ । কি আর করবে ? তুমি যত দিন তার উপকার করেছিলে, তত দিন সে তোমার ছিল ; এখন সে অগ্নি পথ ভাবচে ।

বিলা । বলিস্ কি লো ? আমি ত তোর কথা কিছুই বুঝতে পাল্যেম না ।

মদ । বুঝবে আর কি ? তুমি উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের নাম শুনেছ ?

বিলা । শুনবো না কেন ? তিনি ইন্দুকুলের চূড়ামণি ; তাঁর নাম কে না শুনেছে ?

মদ । তোমার প্রিয় বন্ধু ধনদাস সেই রাজার মেয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচে ।

বিলা । এ কথা তোকে কে বললে ?

মদ । কেন ? এ নগরে তুমি ছাড়া বোধ হয়, এ কথা সকলেই জানে । ধনদাস যে স্বয়ং কাল সকালে পত্র কণ্ঠে উদয়পুরে যাত্রা করবে । ও কি ও ? তুমি যে কাঁদতে বসলে ? হি । হি । এ কথা শুনে কি কাঁদতে হয় ? মহারাজ ত আর তোমার স্বামী নন, যে তোমার সতীনের ভয় হলো ?

বিলা। বা, তুমি এখন যা—(রোদম)।

মদ। ও মা! এ কি? তোমার চক্কের জল যে আর থাকে না! কি আপদ। আমি যদি, ভাই, এমন জানতেম, তা হলে কি আর এ কথা তোমাকে শোনাই?—ঐ যে ধনদাস এ দিকে আসচে। দেখ, ভাই, তুমি যদি এ বিষয় নিবারণ কতো চাও, তবে তার উপায় চেষ্টা কর। কেবল চক্কের জল কেলেলে কি হবে? তোমার চক্কের জল দেখে কি মহারাজ ভুলবেন, না ধনদাস ভরাবে?

বিলা। আর, ভাই, তবে আমরা একটু সরে দাঁড়াই। ঐ ধনদাস আসচে। দেখি না, ও এখানে এসে কি করে? (অস্তরালে অবস্থিতি।)

(ধনদাসের প্রবেশ।)

ধন। (স্বগত) হা! হা! মন্ত্রীভায়া আমার সঙ্গে অধিক সৈন্য পাঠাতে নিতান্ত অসম্মত ছিলেন; কিন্তু এমনি কৌশলটি করলেম যে ভায়ার আমার মতেই শেষ মত দিতে হলো। হা! হা! রাজাই হউন, আর মন্ত্রীই হউন, ধনদাসের কাঁদে সকলকেই পড়তে হয়। শর্মা আপন কর্মটি ভোলেন না! এই ত আপাততঃ সৈন্যদলের ব্যয়ের জন্তে যে টাকাটা পাওয়া যাবে, সেটা হাত কতো হবে; আর পথের মধ্যে যেখানে যা পাব, তাও ছাড়া হবে না। এত লোক যার সঙ্গে, তার আর ভয় কি? (চিন্তা করিয়া) বিলাসবতীর উপর মহারাজের যে অমুরাগটি ছিল, তার ত দিন দিন হ্রাস হয়ে আসছে। এখন আর কেন? এর দ্বারায় ত আমার আর কোন উপকার হতে পারে না। তবে কি না—স্ত্রীলোকটা পরমসুন্দরী। ভাল—তা একবার দেখাই যাক না কেন? (প্রকাশে) কৈ হে? বিলাসবতী কোথায়? কৈ, কেউ যে উত্তর দেয় না?

(বিলাসবতীর পুনঃপ্রবেশ।)

বিলা। কি হে, ধনদাস? তবে কি ভাবছিলে, বল দেখি শুনি?

ধন। আর কি ভাববো, ভাই? তোমার অপরূপ রূপের কথাই ভাবছিলেম।

বিলা। আমার অপরূপ রূপের কথা? এ কথা তোমাকে কে শিখিয়ে দিলে, বল দেখি?

ধন। আর কে শিখিয়ে দেবে, ভাই? আমার এই চকু ছুটিই শিখিয়ে দিয়েছে।

বিলা। বেশ! বেশ! ওহে ধনদাস, তুমি যে একজন পরম রসিক পুরুষ হয়ে পড়লে হে?

ধন। আর ভাই, না হয়ে করি কি? দেখ, গৌরীর চরণ স্পর্শে একটা পাবাণ মহারত্নের শোভা পেয়েছিল, তা এ ধনদাস ত তোমারই দাস।

বিলা। ভাল ধনদাস, তুমি নাকি মহারাজের কাছে একখানা চিত্রপট বিশ হাজার টাকায় বিক্রী করেছ?

ধন। অ্যা—তা—না। এ—এ কথা তোমাকে কে বললে?

বিলা। যে বলুক না কেন? এ কথাটা সত্য ত?

ধন। না, না। এমন কথা তোমাকে কে বললে? তুমিও যেমন ভাই! আজকাল বিশ হাজার টাকা কে কাকে দিয়ে থাকে?

বিলা। এ আবার কি? তুমি ভাই, এ অঙ্গুরীটি কোথায় পেলে?

ধন। (স্বগত) আ, এ মাগী ত ভারি জ্বালাতে আরম্ভ কল্যে হে? (প্রকাশে) এ অঙ্গুরীটি মহারাজ আমাকে রাখতে দিয়েছেন।

বিলা। বটে? ভাই ত বলি। ভাল, ধনদাস, মরুভূমি আকাশের জল পেলে যেমন যত্নে রাখে, বোধ হয়, তুমিও মহারাজের কোন বস্তু পেলে তেমনি যত্নে রাখ, না?

ধন। কে জানে, ভাই? তুমি এ কি বল, আমি কিছুই বুঝতে পারি না।

বিলা। না—তা পারবে কেন? তোমার মতন সরল লোক ত আর ছুটি নাই। আমি বলছিলাম কি, যে, মরুভূমি যেমন জল পাবামাত্রই তাকে একবারে শুবে নেয়, তুমিও রাজার কোন জব্বাদি পেলে ত ভাই কর? সে যাক মেনে; এখন আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি নাকি উদয়পুরের রাজকন্টার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যো?

ধন। (স্বগত) কি সর্বনাশ! এ বাধিনী আবার এ সব কথা কেমন করে শুনলে?

বিলা। কি গো ঘটক মহাশয়, আপনি যে চুপ করে রইলেন?

ধন। তোমাকে এ সব মিছে কথা কে বললে বল ত?

বিলা। মিছে কথা বৈ কি? আমি তোমার ধূর্তপনা এত দিনে বিলক্ষণ করে টের পেয়েছি; তুমি আমার সঙ্গে যেকোন ব্যবহার করেছ, আর আমাকে যে সব



কথা বলেছ, সে সব মহারাজ শুনলে, তোমাকে উদয়পুরে ঘটকালি কতো না পাঠিয়ে, একেবারে যমপুরে পাঠাতেন। তুমি জান ?

ধন। তা এখন তুমি বলবেই ত ? তোমার দোষ কি, ভাই ? এ কালের ধর্ম। এ কলিকাল কি না ? এ কালে যার উপকার কর, সে আবার অপকার করে। মনে করে দেখ দেখি, ভাই, তুমি কি ছিলে, আর কি হয়েছে। এখন যে তুমি এই রাজ-ইশ্রাণীর সুখভোগ কচ্যো, সেটি কার প্রসাদে ? তা এখন আমার নামে চুকলি না কাটলে চলবে কেন ? তুমি যদি আমার অপবাদ না করবে, ত আর কে করবে ? তুমিও ত একজন কলিকালের মেয়ে কি না।

বিলা। হাঁ—আমি কলিকালের মেয়ে বটি ; কিন্তু তুমি যে স্বয়ং কলি অবতার। তুমি আমাকে পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাও, কিন্তু সে সব কথা তুমি আপনি একবার মনে করে দেখ দেখি। তুমিই না অর্থের লোভে আমার ধর্ম নষ্ট করালে ? আমি যদিও হুঁশী লোকের মেয়ে, তবুও ধর্মপথে ছিলাম। এখন, ধনদাস, তুমিই বল দেখি, কোন্ হুঁষ্ট বেদে এ পাখীটিকে কাঁদ পেতে ধরে এনে এ সোনার পিঞ্জরে রেখেছে ? (রোদন।)

ধন। (স্বগত) এ মেয়েমানুষটিকে আর কিছু বলা ভাল হয় না ; যে সব কথা জানে, তা মহারাজ শুনলে আর নিস্তার থাকবে না। (প্রকাশে) আমি ত ভাই, তোমার হিত বৈ অহিত কখন করি নাই ; তা তুমি আমার উপর এ বৃথা রাগ কর কেন ?

বিলা। এ বিবাহের কথা তবে কে তুললে ?

ধন। তা আমি কেমন করে জানবো ?

বিলা। কেমন করে জানবে ? তুমি হচ্যো এর ঘটক, তুমি জানবে না ত আর কে জানবে ?

ধন। হা! হা! তোমাদের মেয়েমানুষের এমনি বুদ্ধিই বটে। আরে আমি যে ঘটক হয়েছি, সে কেবল তোমার উপকারের জন্তে বৈ ত নয়। তুমি কি ভেবেছ, যে আমি গেলে আর এ বিবাহ হবে ? সে বিষয়ে নিশ্চিত থাক। তার পর তখন টের পাবে, ধনদাস তোমার কেমন বন্ধু।

নেপথ্যে। ওগো, ধনদাস মহাশয় এ বাড়ীতে আছেন ? মহারাজ তাঁকে একবার ডাকচেন।

ধন। ঐ শোন। আমি ভাই, এখন বিদায় হই। তুমি এ বিষয়ে কোন মতেই ভাবিত হইও না। যদিও মহারাজ এ বিবাহ করেন, তবু আমি বেঁচে

থাকতে তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমার যে এই নববৌবন আর রূপ, এ ধনপতির ভাগ্যার! ( স্বগত ) এখন রূপ নিয়ে ধূরে খাও ; আমি ত এই তোমার মাথা খেতে চললুম।

[ প্রস্থান। ]

বিলা। ( দীর্ঘনিশ্বাস ও স্বগত ) এখন কি যে অদৃষ্টে আছে কিছুই বলা যায় না! কৈ ? মহারাজ ত আজ আর এলেন না।

( মদনিকার পুনঃপ্রবেশ। )

মদ। কেমন, ভাই ? আমি যা বলেছিলাম, তা সত্য কি না ? তবে এখন এর উপায় কি ? এ বিবাহ হলে, তুমি চিরকালের জন্মে গেলে।

বিলা। আর উপায় কি ?

মদ। উপায় আছে বৈ কি ? ভাবনা কি ? ধনদাস ভাবে যে ওর মতন সূচতুর মানুষ আর ছুটি নাই ; কিন্তু এইবার দেখা যাবে ও কত বুদ্ধি ধরে। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো। ও ছুটকে ঠকান বড় কথা নয়।

বিলা। তবে চল।

[ উভয়ের প্রস্থান। ]

ইতি প্রথমোক্ত।

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজগৃহ।

( অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ । )

অহ। ভগবতি, আমার দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন। আমি যে বেঁচে আছি, সে কেবল ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে বৈ ত নয়। আহা! মহারাজের মুখখানি দেখলে আমার হৃদয় বিদৌর্ণ হয়। ভগবতি, আমরা কি পাপ করেছি, যে বিধাতা আমাদের প্রতি একেবারে এত বাম হলেন।

তপ। রাজমহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। সংসারের নিয়মই এই। কখন সুখ, কখন শোক, কখন হর্ষ, কখন বিষাদ আছেই ত। লোকে যাকে রাজভোগ বলে, সে যে কেবল সুখভোগ, তা নয়। দেখুন, যে সকল লোক সাগর-পথে গমনাগমন করে, তারা কি সর্ব্বদাই শান্ত বায়ু সহযোগে যায়। কত মেঘ, কত ঝড়, কত বৃষ্টি, সময়বিশেষে যে তাদের গতি রোধ করে, তার কি সংখ্যা আছে?

অহ। ( দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ) ভগবতি, সেই প্রলয় ঝড় যে দেখেছে, সেই জানে, যে সে কি ভয়ঙ্কর পদার্থ। আপনি যদি আমাদের ছরবহ্নার কথা শোনেন, তা হলো—

তপ। দেবি, আমি চির-উদাসিনী। এ ভবসাগরের কল্লোল আমার কর্ণকুহরে প্রায়ই প্রবেশ কত্যা পারে না। তবে যে—

অহ। ( অতি কাতরভাবে ) ভগবতি, মহারাজের বিরস বদন দেখলে আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না। আহা! সে সোনার শরীর একেবারে যেন কাল হয়ে গেছে। বিধাতার এ কি সামান্ত বিড়ম্বনা!

তপ। মহিষি, সূর্যবর্ষকাস্তি অগ্নির উত্তাপে আরও উজ্জ্বল হয়। তা আপনাদের এ ছরবহ্না আপনাদের গৌরবের বৃদ্ধি বৈ কখন হ্রাস করবে না। দেখুন, স্বয়ং ধর্ম্মগুণ্ড সুধিষ্ঠির কি পর্য্যন্ত ক্লেশ না সৃষ্টি করেছিলেন!

## মধুসূদন-প্রবাহিনী

অহ। ভগবতি, আমার বিবেচনায় এ রাজভোগ করা অপেক্ষা বাবাজীবন বনবাস করা ভাল। রাজপদ যদি সুখদায়ক হতো, তা হলে কি আর ধর্মরাজ, রাজ্যত্যাগ করে মহাবাত্রায় প্রবৃত্ত হতেন।

তপ। হাঁ—তা সত্য বটে। ভাল, রাজমহিষি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; বলি, আপনারা রাজকুমারীর বিবাহের বিষয়ে কি স্থির করেছেন, বলুন দেখি?

অহ। আর কি স্থির করবো? মহারাজের কি সে সব বিষয়ে মন আছে? (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, আপনাকে আর কি বলবো, আমি এমন একটু সময় পাই না, যে মহারাজের কাছে এ কথাটিরও প্রসঙ্গ করি।

তপ। সে কি মহিষি? এ কশ্মে অবহেলা করা ত কোন মতেই উচিত হয় না। সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণার যৌবনকাল উপস্থিত; তা তার এ সময় বিবাহ না দিলে, আর কবে দেবেন?—এ না মহারাজ এই দিকে আসচেন?

অহ। ভগবতি, একবার মহারাজের মুখপানে চেয়ে দেখুন। হে বিধাতঃ, এ হিন্দুকুলসূর্য্যকে তুমি এ রাজপ্রাস হত্যে কবে মুক্ত করবে? হায়, এ কি প্রাণে সয়! (রোদন।)

তপ। দেবি, শাস্ত হউন। আপনার এ সময়ে এত চঞ্চলা হওয়া উচিত নয়। মহারাজ আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে যে কত দূর ক্ষুব্ধ হবেন, তা আপনিই বিবেচনা করুন।

অহ। ভগবতি, মহারাজের এ দশা দেখলে কি আর বাঁচতে ইচ্ছা হয়। হে বিধাতঃ, আমি কোন জন্মে কি পাপ করেছিলাম, যে তুমি আমাকে এত যন্ত্রণা দিলে? (রোদন।)

তপ। (স্বগত) আহা! পতির চুঃখ দেখে পতিপরায়ণা স্ত্রী কি স্থির হত্যে পারে? (প্রকাশে) মহিষি, আপনি এখন একটু সরে দাঁড়ান, পরে কিঞ্চিৎ শাস্ত হয়ে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবেন। (হস্ত ধরিয়া) আসুন, আমরা ছজনই একবার সরে দাঁড়াই গে। (অস্তুরালে অবস্থিতি।)

(ভৃত্যসহিত রাজা ভীমসিংহের প্রবেশ।)

রাজা। রামপ্রসাদ।—

ভৃত্য। মহারাজ।

রাজা। এই পত্র কথানা সভ্যদাসকে দে আর। আর দেখ, তাঁকে বলিস, যে এ সকলের উত্তর যেন আজিই পাঠিয়ে দেন।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

রাজা। উত্তরের মর্ম্ম যা যা হবে, তা আমি প্রতি পত্রের পৃষ্ঠে লিখে দিয়েছি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[ প্রস্থান।

রাজা। ( স্বগত ) হে বিধাতঃ, একেই কি লোকে রাজভোগ বলে।

তপ। ( অগ্রসর হইয়া ) মহারাজ, চিরজীবী হউন।

রাজা। ( প্রণাম করিয়া ) ভগবতি, বহুদিনের পর আপনার পাদপদ্ম দর্শন করে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হলাম, তার আর কি বলবো? রাজমহিষী কোথায়? তাঁকে যে এখানে দেখ্চি নে?

তপ। আজ্ঞা, তিনি এই ছিলেন, বোধ করি, আবার এখনি আসবেন।

রাজা। ভগবতি, আপনি এত দিন কোথায় ছিলেন?

তপ। আজ্ঞা—আমি তীর্থ-পর্য্যটনে যাত্রা করেছিলেম। মহারাজের সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল ত?

রাজা। এই যেমন দেখছেন। ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে রাজলক্ষ্মী এখনও ত এ রাজগৃহে আছেন, কিন্তু এর পর থাকবেন কিনা, তা বলা ছুঁকর।

তপ। মহারাজ, এমন কথা কি বলতে আছে? মন্দাকিনী কি কখন শৈলরাজগৃহ পরিত্যাগ করেন; কমলা এ রাজভবনে ত্রেতাযুগ অবধি অবস্থিতি কচেন। শরৎকালের শশীর স্থায় বিপদমেঘ হতো পুনঃ পুনঃ মুক্তা হয়ে পৃথিবীকে আপন শোভায় শোভিত করেছেন। এ বিপুল রাজকুল কি কখন হতে পারে? আপনি এমন কথা মনেও করবেন না।

( অহল্যাদেবীর পুনঃপ্রবেশ। )

আম্বন, মহিষী আম্বন।

অহ। ( রাজার হস্ত ধরিয়া ) নাথ, এত দিনের পর যে একবার অন্তঃপুরে পদার্পণ কল্যে, এও এ দাসীর পরম সৌভাগ্য।

রাজা। দেবি, আমি যে তোমার কাছে কত অপরাধী আছি, তা মনে কল্যে অত্যন্ত লজ্জা হয়। কিন্তু কি করি? আমি কোন প্রকারেই ইচ্ছাকৃত দোষে

দোষী নই। তা এসো, প্রিয়ে বসো। (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আপনিও আসন পরিগ্রহ করুন। (সকলের উপবেশন।)

(ভৃত্যের পুনঃপ্রবেশ।)

ভৃত্য। ধর্মাবতার, মন্ত্রীমহাশয় এই পত্রখানি রাজসম্মুখে পাঠিয়ে দিলেন।  
রাজা। কৈ? দেখি। (পত্র পাঠ করিয়া) আঃ, এত দিনের পর, বোধ হয়, এ রাজ্য কিছু কালের জন্যে নিরাপদ হলো।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

অহ। নাথ, এ কি প্রকারে হলো?

রাজা। মহারাজ্ঞের অধিপতির সঙ্গে এক প্রকার সন্ধি হবার উপক্রম হয়েছে। তিনি এই পত্রে অঙ্গীকার করেছেন, যে ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা পেলে স্বদেশে ফিরে যাবেন। দেখি, এ সংবাদে রাজা দুর্ঘোষনের মতন আমার হর্ষবিবাদ হলো। শত্রুবলস্বরূপ প্রাবন যে এ রাজভূমি ত্যাগ কল্যে, এ হর্ষের বিষয় বটে; কিন্তু যে হেতুতে ত্যাগ কল্যে, সে কথাটি মনে হল্যে আমার আর এক দণ্ডের জন্মেও প্রাণধারণ কত্বে ইচ্ছা করে না। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হায়। হায়। ভূমি ভুবনবিখ্যাত শৈলরাজের বংশধর, আমাকে এক জন দুষ্ট, লোভী গোপালের ভয়ে অর্ধ দিয়া রাজ্যরক্ষা কত্বে হলো? ধিক্ আমাকে! এ অপেক্ষা আমার আর কি গুরুতর অপমান হতে পারে?

তপ। মহারাজ, আপনি ত সকলই অবগত আছেন। ছাপরে চন্দ্রবংশপতি যুধিষ্ঠির বিরাত রাজার সভাসদপদে নিযুক্ত হয়ে কালযাপন করেন। এই সূর্যবংশ-চূড়ামণি নলও সারথিপদ গ্রহণ করেছিলেন। তা এ সকল বিখাতার লীলা বৈ ত নয়।

রাজা। আজ্ঞা, হাঁ, তার সন্দেহ কি?

অহ। মহারাজ্ঞের অধিপতি যে সসৈন্তে স্বদেশে গেলেন, এ কেবল ভগবান্ একলিঙ্গের অঙ্গগ্রহে।

রাজা। (সহাস্ত বদনে) দেখি, তুমি কি ভেবেছ, যে ও নরাদম আমাদের একেবারে পরিত্যাগ করে গেল? বিড়াল একবার যেখানে ছুঁধের গন্ধ পায়, সে স্থান কি আর ছাড়তে চায়? ধনের অভাব হল্যেই ও যে আবার আসবে, তার সন্দেহ নাই।

তপ। মহারাজ, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানের কর্তা, তিনিই আপনাকে ভবিষ্যতে রক্ষা করবেন ; আপনি সে বিষয়ে উৎকণ্ঠিত হবেন না।

অহ। নাথ, এ জঞ্জাল ত এক প্রকার মিটে গেল। এখন তোমার কৃষ্ণকুমারী বিবাহের বিষয়ে মনোযোগ কর।

রাজা। তার ক্ষেত্রে এত ব্যস্ত হবার আবশ্যিক কি ?

অহ। সে কি, নাথ ? এত বড় মেয়ে হলো, আরো কি তাকে আইরুড় রাখা যায় ? ( নেপথ্যে দূরে বংশীধ্বনি। )

রাজা। এ কি ? আহা ! এ বংশীধ্বনি কে কচ্যে ?

অহ। ( অবলোকন করিয়া ) ঐ যে তোমার কৃষ্ণা তার সখীদের সঙ্গে উত্তানে বিহার কচ্যে।

তপ। আহা, মহারাজ, দেখুন, যেন বনদেবী আপন সহচরীগণ লয়ে বনে জমণ কচ্যেন।

অহ। নাথ, তোমার কি এই ইচ্ছা যে কোন পাষণ্ড যবন এসে এই কমলটিকে এ রাজসরোবর থেকে তুলে নে যায় ?

রাজা। সে কি, প্রিয়ে ?

অহ। মহারাজ, দিল্লীর অধিপতি, কিম্বা অল্প কোন যবনরাজ, জনরবস্বরূপ বায়ুসহযোগে এ পদ্মের সৌরভ পেলে কি আর রক্ষা থাকবে ? কেন, তোমার পূর্বপুরুষ ভীমসেনের প্রণয়িনী পদ্মিনীদেবীর কথা তুমি কি বিস্মৃত হলো ? ( নেপথ্যে দূরে বংশীধ্বনি। )

রাজা। আহা ! কি মধুর ধ্বনি !

( নেপথ্যে গীত। )

[ ধানী মূলতানী—কাওয়ালী ]

শুনিয়ে মোহন, মুরলী গান।  
করি অহুমান, গেল বুঝি কুলমান।  
প্রাণ কেমন করে, সুমধুর স্বরে,  
ধৈর্য মন না ধরে ;  
সাধ সতত হয় শ্রাম দরশনে,  
লাজ ভয় হলো অবসান।

নারি, সহচরি, রহিতে ভবনে,  
 ত্রিভঙ্গ শ্যাম বিহনে,  
 চিত্ত যে বঞ্চিত ছুরিত মিলনে,  
 না দেখি তাহার সুবিধান ॥

তপ। আ, মরি, মরি! কি সুধাবর্ষণ! মহারাজ, আমরা তপোবনে কখন কখন এইরূপ সুবর আকাশমার্গে গুনে থাকি। তাতে করে আমার জ্ঞান ছিল, যে সুন্দরী তিন্ন এ স্বর অশ্রের হয় না।

রাজা। আহা, তাই ত। ভাল, মহিষি, কৃষ্ণার এখন বয়েস কত হলো।

অহ। সে কি, মহারাজ? তুমি কি জান না? কৃষ্ণা যে এই পোনেরতে পা দিলেছে।

তপ। মহারাজ, 'এ কলিকালে স্বয়ংবরের প্রথাটা একেবারেই উঠে গেছে; নতুবা আপনার এ কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ লোভে এত দিন সহস্র সহস্র রাজা এসে উপস্থিত হতেন।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এ ভারতভূমির কি আর সে স্ত্রী আছে। এ দেশের পূর্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হলো, আমরা যে মহুগ্ৰ, কোন মতেই ত এ বিশ্বাস হয় না। জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা বলতে পারি নে। হায়! হায়! যেমন কোন লবণাধু-তরঙ্গ কোন সুমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ করে তায় সুস্বাদ নষ্ট করে, এ হুঁট যখনদলও সেইরূপ এ দেশের সর্বনাশ করেছে। ভগবতি, আমরা কি আর এ আপদ হতে কখন অব্যাহতি পাবো?

অহ। হা অদৃষ্ট! এখন কি আর সে কাল আছে? স্বয়ংবরসমারোহ দূরে থাকুক, এখন যে রাজকুলে সুন্দরী কন্যা জন্মে, সে কুলের মান রক্ষা করা ভার।

তপ। তা সত্য বটে। প্রভো, তোমারই ইচ্ছা। মহারাজ, ভারতভূমির এ অবস্থা কিছু চিরকাল থাকবে না। যে পুরুষোত্তম সাগরমগ্না বসুধাকে বরাহরূপ ধরে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি কি এ পুণ্যভূমিকে চিরবিস্মৃত হয়ে থাকবেন? অত্যাধি চন্দ্রসূর্য্যের উদয় হচ্ছে, এখনও এক পাদ ধর্ম আছে।

রাজা। আর ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে। দেখি, তুমি কৃষ্ণাকে একবার এখানে ডাক ত। আহা! অনেক দিন হলো, মেয়েটিকে ভাল করে দেখি নাই।

অহ। এই যে ডেকে আছি।



তপ। মহিষি, আপনার বাবার আশঙ্ক কি? আমিই বাণী।  
 অহ। (উঠিয়া) বলেন কি, ভগবতি? আপনি যাবেন কেন?  
 রাজা। (অবলোকন করিয়া) আর কাকেও যেতে হবে না। ঐ দেখ,  
 কৃষ্ণা আপনিই এই দিকে আসচে।

তপ। আহা! মহারাজ, আপনার কি সৌভাগ্য। মহিষি, আপনাকেও  
 আমি শত ধন্যবাদ দি, যে আপনি এ ছন্দ রক্ষটিকে লাভ করেছেন। আহা!  
 আপনি কি স্বয়ং উমাকে গর্ভে ধরেছেন। আপনারা যে পূর্বজন্মে কত পুণ্য  
 করেছিলেন, তার সংখ্যা নাই।

অহ। (উপবেশন করিয়া সজলনয়নে) ভগবতি, এখন এই আশীর্বাদ  
 করুন, যেন মেয়েটি স্বচ্ছন্দে থাকে। ওর রূপলাবণ্য, সচরিত্র, আর বিজ্ঞাবুদ্ধি  
 দেখে, আমার মনে যে কত ভাব উদয় হয়, তা বলতে পারি নে।

### (কৃষ্ণকুমারীর প্রবেশ।)

এসো, মা এসো। মা তুমি কি ভগবতী কপালকুণ্ডলাকে চিনতে পাচ্যো না?

কৃষ্ণা। ভগবতীর শ্রীচরণ অনেক দিন দর্শন করি নাই, তাইতে, মা, ঠেকে  
 প্রথমে চিনতে পারি নাই। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি, আপনি এ দাসীর দোষ  
 মার্জনা করুন।

তপ। বৎসে, তুমি চিরসুখিনী হও। (রাগীর প্রতি) মহিষি, যখন আমি  
 তীর্থযাত্রায় যাই, তখন আপনার এ কনকপদ্মটি মুকুল মাত্র ছিল।

রাজা। বসো, মা, বসো। তুমি ও উত্তানে কি করছিলে, মা?

কৃষ্ণা। (বসিয়া) আজ্ঞা, অর্ধম ফুলগাছে জল দিয়ে, শিকক মহাশয়  
 বে নুতন তানটি আজ শিখিয়ে দিয়েছেন, তাই অভ্যাস করছিলাম। পিতঃ,  
 আপনি অনেক দিন আমার উত্তানে পদার্পণ করেন নাই, তা আজ একবার  
 চলুন। আহা! সেখানে যে কত প্রকার ফুল ফুটেছে, আপনি দেখে কত  
 আনন্দিত হবেন এখন।

অহ। ওটি কি ফুল, মা?

কৃষ্ণা। মা, এটি গোলাব; আমার ঐ উত্তান থেকে তোমার অন্তে তুলে  
 এনেছি। (মাতার হস্তে অর্পণ।)

রাজা। পূর্বকালে এ পুন্দ্র এ দেশে ছিল না। যে সর্পের সহকারে  
 আমরা এ মণিটি পেয়েছি, তার গরলে এ ভারতভূমি প্রতিদিন দগ্ধ হচ্ছে।

(দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) এ কুম্ভকর হুট্ ববমেরাই এ দেশে আনে। (দূরে হুমুড়িধ্বনি।)

সকলে। (চকিতে) এ কি ?

রাজা। রামপ্রসাদ।

নেগণ্ডে। মহারাজ ?

(ভূত্যের পুনঃ প্রবেশ।)

রাজা। দেখ ত, এ হুমুড়িধ্বনি হচ্ছে কেন ?

ভূত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। এ আবার কি বিপদ উপস্থিত হলো, দেখ ? মহারাজ্ঞিপতি সন্ধি অবহেলা করে, আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন না কি ? (উঠিয়া) আঃ, এ ভারত-ভূমিতে এখন এইরূপ মঙ্গলধ্বনিই লোকের কর্ণকুহরে সচরাচর প্রবেশ করে। আমি শুনেছি যে, কোন কোন সাগরে ঝড় অনবরতই বইতে থাকে ; তা এ দেশেরও কি সেই দশা ঘটলো। হায় ! হায় !—

(ভূত্যের পুনঃ প্রবেশ।)

কি সমাচার ?

ভূত্য। আজ্ঞা, মহারাজ, সকলই মঙ্গল। জয়পুরের অধিপতি রাজা জগৎসিংহ রায় রাজসম্মুখে কোন বিশেষ কার্যের নিমিত্তে দূত প্রেরণ করেছেন।

রাজা। বটে ? আঃ, রক্ষা হোক ! আমি ভাবছিলাম, বলি বুঝি আবার কি বিপদ উপস্থিত হলো।—জয়পুরের অধিপতি আমার পরম আত্মীয়। জগদীশ্বর করুন, যেন তিনি কোন বিপদগ্রস্ত হয়ে আমার নিকটে দূত না পাঠিয়ে থাকেন। (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আমাকে এখন বিদায় দিন। (রাগীর প্রতি) প্রেয়সি, আমাকে পুনরায় রাজসভায় যেতে হলো।

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) জীবিতেশ্বর, এ অধীনীর এমন কি সৌভাগ্য, যে ক্ষণকালও নাথের সহবাসসুখ লাভ করে !

রাজা। দেবি, এ বিষয়ে তোমার আক্ষেপ করা বৃথা। লোকে যাকে নরপতি বলে, বিশেষ বিবেচনা করে দেখলে, সে নরদাস বৈ নয়। অন্তএব

বার এত লোকের সম্ভাষণ কতই হয়, সে কি ভিলাসবতীর মিসিখের বিবাহ  
কতই পারে।

[ ভৃত্যের সহিত প্রশ্নান।

অহ। ভগবতি, চলুন, তবে আমরাও বাই। (কৃষ্ণার প্রতি) এসে,  
মা—আমরা তোমার পুষ্পোচ্চানে একবার বেড়িয়ে আসিগে।

কৃষ্ণা। যাবে, মা? চল না।—দেখ, মা, আজ পিতা একবার আমার  
উচ্চানটি দেখলেন না?

[ সকলের প্রশ্নান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজপথ।

( পুরুষবেশে মদনিকার প্রবেশ। )

মদ। (স্বগত) হা! হা! হা! তোমার নাম কি, ভাই? আমার  
নাম মদনমোহন। হা! হা! হা!—না না;—এমন করে হাসলে হবে  
না। (আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) বড় চমৎকার বেশটা হয়েছে, যা  
হোক। কে বলে যে আমি বিলাসবতীর সখী মদনিকা? হা! হা!  
হা।—দূর হোক।—মনে করি যে হাসবো না; আবার আপনা আপনিই  
হাসি পায়। ধনদাস স্বয়ং ধূর্তচূড়ামণি; সে যখন আমাকে চিনতে পারে  
নাই, তখন আর ভয় কি?—বিলাসবতীর নিতাস্ত ইচ্ছা যে এ বিবাহটা কোন  
মতে না হয়; তা হলে ধনদাসের মুখে এক প্রকার চূণকালি পড়ে। দেখা  
যাক, কি হয়। আমি ত ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি।  
আবার রাজা মানসিংহকে কৃষ্ণকুমারীর নামে জাল করে এক পত্রও লিখেছি।  
হা! হা! হা! পত্রখানা যে কৌশল করে লেখা হয়েছে, মানসিংহ তা  
পাৰা মাত্রেই কৃষ্ণার জন্মে একেবারে অস্থির হবে। কল্পিনীদেবী, শিশুপালের  
হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্মে, যত্নপতিকে যেরূপ মিনতি করে পত্র  
লিখেছিলেন, আমরাও সেইরূপ করে লিখে দিয়েছি। এখন দেখা যাক,  
আমাদের এ শিশুপালের ভাগ্যে কি ঘটে? ঐ যে ধনদাস মন্ত্রীর সঙ্গে এ

দিকে আসছে। আমি ঐ মহাশয়কে বিলাসবতীর কথা যে করো বলেছি, বোধ হয়, এর মন আমাদের রাজার উপর সম্পূর্ণ চটে গেছে। দেখি না, ওদের কি কথোপকথন হয়। (অন্তরালে অবস্থিতি।)

(সত্যদাস এবং ধনদাসের প্রবেশ।)

ধন। মহাশয়মহাশয়, যৌবনাবস্থায় লোকে কি না করে থাকে? তা আমাদের নরপতি যে কখন কখন ভগবান্ কন্দর্পের সেবক হন, সে কিছু বড় অসম্ভব নয়। মহারাজের অতি অল্প বয়স। বিশেষতঃ, আপনিই বলুন দেখি, বড় বড় ঘরে কি কাণ্ড না হচে?।

সত্য। আজ্ঞা, তা সত্য বটে। কিন্তু আমি শুনেছি, যে জয়পুরের অধিপতি বিলাসবতী নামে একটা বারবিলাসিনীর এত দূর বাধ্য, যে—

ধন। হা! হা! বলেন কি মহাশয়? অলি কি কখন কোন কুলের বাধ্য হয়ে থাকে?

সত্য। মহাশয়, আমি শুনেছি, যে এই বিলাসবতী বড় সামান্য পুণ্ড্র নয়।

ধন। (স্বগত) তা বড় মিথ্যা নয়। নৈলে কি আমার মন টলে। (প্রকাশে) আজ্ঞা, আপনাকে এ কথা কে বলো? সে একটা সামান্য স্ত্রী, আজ্ঞা আছে, কাল নাই।

সত্য। মহাশয়, রাজনন্দিনী কৃষ্ণা রাজকুলপতি ভীমসিংহের জীবন-স্বরূপ। তা তিনি যে এ সব কথা শুনলে, এ বিবাহে সন্মত হন, এমন তা আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না।

ধন। কি সর্বনাশ! মহাশয়, এ কথা কি মহারাজের কর্ণগোচর করা উচিত?

সত্য। আজ্ঞা, তা ত নয়; কিন্তু জনরবের শত রসনা কে নিরস্ত করবে? এ বিবাহের কথা প্রচার হলো যে কত লোকে কত কথা কবে, তার কি আর সংখ্যা আছে?

ধন। মহাশয়, চম্ভে কলঙ্ক আছে বলে কি কেউ তাঁকে অবহেলা করে?

সত্য। আজ্ঞা, না। কিন্তু এ ত সেরূপ কলঙ্ক নয়। এ যে রাহুগ্রাস। এতে আপনাদিগের নরপতির জীবন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা।

ধন। ( স্বগত ) এ উ বিবম বিভ্রাট। বিভ্রাটই বা কেমন? বরক আমারই উপকার। মহারাজ যদি এ সারিকাটিকে পিঞ্জর খুলে ছেড়ে দেন, তা হলে আর পার কে? আমি ত কীদ পেতেই বসে আছি।

সত্য। মহাশয় যে নিরুত্তর হলেন?

ধন। আজ্ঞা—না; ভাবছি কি বলি, এ তুচ্ছ বিষয়ে যদি আপনার এত দূর বিরাগ জন্মে থাকে, তবে না হয় আমি মহারাজকে এই সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখি, যে তিনি পত্রপাঠমাত্রেই সে চুপ্তা স্ত্রীকে দেশান্তর করেন। তা হলে, বোধ করি, আর কোন আপত্তি থাকবে না।

সত্য। আজ্ঞা, এর অপেক্ষা আর সুপরামর্শ কি আছে? রাজা জগৎসিংহ যদি এ কর্ম করেন তা হলে ত আর এ বিবাহের পক্ষে কোন বাধাই নাই।

ধন। আজ্ঞা, এ না করবেন কেন? তাজের পরিবর্তে স্বর্ণ কে না গ্রহণ করে?

সত্য। তবে আমি এখন বিদায় হই। আপনিও বাসায় যেয়ে বিজ্ঞান করুন। মহারাজার সহিত পুনরায় সায়ংকালে সাক্ষাৎ হবে এখন।

[ প্রস্থান। ]

ধন। ( স্বগত ) আমাদের মহারাজের সুখ্যাতিটি দেখছি বিলক্ষণ দেদীপ্যমান। ভাল, এই যে জনরব, একে কি নীরব করবার কোন পন্থাই নাই? কেমন করোই বা থাকবে? এর গতি মহানদের গতির তুল্য। প্রথমতঃ পর্বত-নির্বর থেকে জল ঝরে একটি জলাশয়ের সৃষ্টি হয়; তা থেকে প্রবাহ বেরিয়ে ক্রমে ক্রমে বেগবান হয়; পরে আর আর স্রোতের সহকারে মহাকায় ধারণ করে। এ জনরবের ব্যাপারও সেইরূপ। ( মদনিকাকে দূরে দর্শন করিয়া ) আহা! এ সুন্দর বালকটি কে হে? এটিকে যেন চিনি চিনি বোধ হচ্ছে।—একে কি আর কোথাও দেখেছি? ( প্রকাশে ) ওহে ভাই, তুমি একবার এই দিকে এসো ত।

মদ। ( অগ্রসর হইয়া ) আপনি কি আজ্ঞা কচেন?

ধন। তোমার নাম কি, ভাই?

মদ। আজ্ঞা, আমার নাম মদনমোহন।

ধন। ঝঃ, তোমার বাপ মা বুঝি তোমার রূপ দেখেই এ নামটি রেখেছিলেন ? তুমি এখানে কি কর, ভাই ?

মদ। আজ্ঞা, আমি রাজসংসারে থেকে লেখাপড়া শিখি।

ধন। হুঁ। মুক্তাকলের আশাতেই লোকে সমুদ্রে ডুব দেয়। রাজসংসার অর্থরস্বাকর। তা তুমি এমন স্থানে কি কেবল লেখাপড়াই কর ? কেন ? তোমাদের দেশে কি টোল নাই ? সে যা হোক, তুমি রাজনন্দিনী কৃষ্ণাকে দেখেছ ?

মদ। আজ্ঞা, দেখবো না কেন ? যারা চন্দ্রলোকে বাস করে, তাদের কি আর অমৃত দেখতে বাকি থাকে ?

ধন। বাহবা, বেশ। আচ্ছা ভাই, বল দেখি, তোমাদের রাজকুমারী দেখতে কেমন ?

মদ। আজ্ঞা, সে রূপ বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয় ; কিন্তু তিনি বিলাসবতীর কাছে নন।

ধন। অ্যাঁ—কার কাছে নন ?

মদ। ও মহাশয়, আপান কিছু কাণে খাট বটে ?—বিলাসবতী ! বিলাসবতী ! শুনেতে পেয়েছেন ?

ধন। অ্যাঁ—বিলাসবতী কে ?

মদ। হা। হা। বিলাসবতী কে, তা কি আপনি জানেন না ? হা। হা। হা।

ধন। ( স্বগত ) কি সর্বনাশ ! তার নাম এ ছোঁড়া আবার কোথথেকে শুনেলে ? ( প্রকাশে ) আমি তাকে কেমন করে জানবো ?

মদ। ঝঃ, আমার কাছে আর মিছে ছলনা করেন কেন ? আপনি মন্ত্রিবরকে যা যা বলছিলেন, আমি তা সব শুনেছি।

ধন। ( স্বগত ) এ কথার আর অধিক আন্দোলন কিছু নয়। ( প্রকাশে ) ছা দেখ ভাই, আমার দিব্য, তুমি যা শুনেছ, শুনেছ, কিন্তু অগ্নের কাছে এ কথার আর প্রসঙ্গ করো না।

মদ। কেন ? তাতে হানি কি ?

ধন। না ভাই, তোমাকে না হয় আমি কিছু মেটাই খেতে দিচ্ছি, এ সব রাজারাজড়ার কথায় তোমার থেকে কাজ কি ?

মদ। ( সরোষে ) তুমি ত ভারি পাগল হে। আমাকে কি কচি ছেলে পেয়েছো, যে মিঠাই দেখিয়ে ভোলাবে ?

ধন। তবে বল, ভাই, তুমি কি পেলো সন্তুষ্ট হও ?

মদ। আচ্ছা, তোমার হাতে ঐ যে অঙ্গুরীটি আছে, ঐটি আমাকে দেও, তাঁ হলে আমি আর কাকেও কিছু বলবো না।

ধন। ছি ভাই, তুমি আমাকে পাগল বলছিলে ; আবার তুমিও পাগল হলে না কি ? এ নিয়ে তুমি কি করবে ? এ কি কাকেও দেয় ?

মদ। আচ্ছা, তবে আমি এই রাজমহিষীর কাছে যাই। ( গমনোত্তত । )

ধন। ওহে ভাই, আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, রাগ ভরেই চল্যে যে ? একটা কথাই শুনে যাও। ( স্বগত ) এ কথা প্রচার হল্যে সব বিফল হবে। এখন করি কি ? এ অমূল্য অঙ্গুরীটিই বা দি কেমন করে।—কি করা যায় ? দিতে হলো।—হায় ! হায় ! এ অঙ্গুরীটি যে কত যত্নে মহারাজের কাছ থেকে পেয়েছিলেম,—আর ভাবলেই বা কি হবে ?

মদ। ও মহাশয়, আপনি কাঁদছেন না কি ? হা ! হা ! হা !

ধন। ( স্বগত ) কি আশ্চর্য্য। একটা শিশু আমাকে ঠকালে হে ? ছি ! ছি ! আর কি করি ? দি। ভাল, এ কর্ণটা সফল কভ্যে পাল্যে, রাজার নিকট বিলক্ষণ কিঞ্চিৎ পাবার সম্ভাবনা আছে। ( প্রকাশে ) এই নাও, ভাই। দেখো, ভাই, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়।

মদ। ( অঙ্গুরী লইয়া ) যে আজ্ঞা—তবে আমি চল্যেম। ( অন্তরালে অবস্থিতি । )

ধন। ( স্বগত ) দূর ছোঁড়া হতভাগা ! আজ যে কি কুল্যে তোর মুখ দেখেছিলেম, তা বলতে পারি নে। আর কি হবে, যাই এখন বাসায় যাই।

[ প্রস্থান ।

মদ। ( অগ্রসর হইয়া স্বগত ) হা ! হা ! ধনদাসের হৃৎক দেখলে কেবল হাসি পায়। হা ! হা ! বেটা যেমনি ধূর্ত, তেমনি প্রতিফল হয়েছো।—এখনই হয়েছো কি ? একে সমুচিত শাস্তি দিতে হবে, তা নৈলে আমার নামই নয়। তা এখন কেন যাই না। একবার নারীবেশ ধরে রাজকুমারী কৃষ্ণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গে। ভাল, আমার পরিচয়টা কি দেব ? ( চিন্তা করিয়া ) হাঁ। তাই ভাল। মক্কেদেশের রাজা মানসিংহের দূতী। হা ! হা ! হা !

[ প্রস্থান ।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজ-উদ্যান।

( অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ । )

তপ। মহিষি, এ পরম আত্মাদের বিষয় বটে। জয়পুরের রাজবংশ ভগবান্ অংশুমালীর এক মহাতেজোময় অংশুরূপ। তা মহারাজ জগৎসিংহ যে কক্কুমারীর উপযুক্ত পাত্র তার সন্দেহ নাই।

অহ। আজ্ঞা, হাঁ; এ কথা অবশ্যই স্বীকার কত্বে হবে।

তপ। আমি শুনেছি, যে রাজার অতি অল্প বয়েস; আর তিনি এক জন পরম ধর্মপরায়ণ ও বিজ্ঞানুরাগী পুরুষ।

অহ। আপনার আশীর্ব্বাদে যেন এ সকল সত্যই হয়। প্রায় বড় কমলিনীকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে; কিন্তু মলয়সমীরণ বইলে তার শোভা যেন দ্বিগুণ বেড়ে উঠে। গুণহীন স্বামীর হাতে পড়লে কি স্ত্রীলোকের স্ত্রী থাকে? ( চিন্তা করিয়া ) কি আশ্চর্য্য! ভগবতি, আমি এই কৃষ্ণার বিবাহের বিষয়ে যে কত দূর ব্যগ্র ছিলাম, তার আর কি বলবো? কিন্তু এখন যে তার বিবাহ হবে, এ কথা আবার মনে উদয় হলে, আমার প্রাণটা যেন কেঁদে উঠে। ( রোদন । )

তপ। আহা! মায়ের প্রাণ কি না! হতেই ত পারে।

অহ। ভগবতি, আমার এ হৃদয়সরোবরের পদ্মটি কাকে দেবো? কে তুলে লয়ে চলে যাবে? আমি যে সারিকাটিকে এত দিন প্রাণপণে পালন কল্যেম, তাকে আমি কেমন করে পরের হাতে দেবো? আমার এ আঁধার ঘরের মণিটি গেলে আমি কেমন করে প্রাণধারণ করবো? ( রোদন । )

তপ। দেবি, এ সকল বিধাতার নিয়ম। যেখানে কন্ডা, সেখানেই এ যাতনা সঙ্গ কত্বে হয়। দেখুন, গিরীশমহিষী মেনকা সখৎসরের মধ্যে তাঁর উমার চন্দ্রানন কেবল তিনটি দিন বই দেখতে . পান না। তা ও চিন্তা বুধা। চলুন, এখন আমরা অন্তঃপুরে যাই। বোধ হয়, মহারাজ এতক্ষণ রাজসভা থেকে উঠেছেন।

অহ। যে আজ্ঞা—তবে চলুন।

[ উভয়ের প্রস্থান । ]



( কুকুমারী এবং মদনিকার প্রবেশ । )

কৃষ্ণা । বল কি, দূতি ? তোমার কথা শুনলে, আমার ভয় হয় । তুমি এত ক্লেশ পেয়ে এখানে এলে ?

মদ । রাজনন্দিনি, পোবা পাখী পিঞ্জর থেকে উড়ে বেরুলে, যেমন বনের পাখীসকল তার পশ্চাতে লাগে, আমারও প্রায় সেই দশা ঘটেছিল । কিন্তু আপনার চন্দ্রবদন দেখে, আমি সে সব দুঃখ এতক্ষণে ভুললোম ।

কৃষ্ণা । ভাল দূতি, রাজা মানসিংহ, আমার পিতার কাছে দূত না পাঠিয়ে, তোমাকে আমার কাছে পাঠালেন কেন ?

মদ । আজ্ঞা, রাজনন্দিনি, আপনি অতি বুদ্ধিমতী । আপনি ত বুঝিতেই পারেন । যে যাকে ভাল বাসে, সে কি তার মন না জেনে কোন কর্মে হাত দেয় ?

কৃষ্ণা । ( সহাস্রবদনে ) কেন ? তোমাদের মহারাজ কি আমাকে ভাল বাসেন ?

মদ । রাজনন্দিনি, ভাল বাসেন কি না, তা আবার জিজ্ঞাসা কচোন ? আমাদের মহারাজ রাত দিন কেবল আপনার কথাই ভাবচেন, আপনার নামই কচোন । তাঁর কি আর কোন কর্মে মন আছে ?

কৃষ্ণা । কি আশ্চর্য্য ! তিনি ত আমাকে কখন দেখেন নাই । তবে যে তিনি আমার উপর এত অমুরক্ত হলেন, এর কারণ ? ভাল দূতি, বল দেখি, তোমাদের মহারাজের কয় রাণী ?

মদ । রাজনন্দিনি, মহারাজের এখনও বিবাহ হয় নাই । আমি শুনেছি, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে আপনাকে না পেলে তিনি আর কাকেও বিবাহ করবেন না ।

কৃষ্ণা । সত্য না কি ?

মদ । রাজনন্দিনি, আমি কি আপনার কাছে আর মিথ্যা কথা বলছি ? মহারাজ আপনার রূপ প্রথমে স্বপ্নে দেখেন, তার পর লোকের মুখে আপনার আবার গুণ শুনে তিনি যেন একবারে পাগল হয়ে উঠেছেন ।

কৃষ্ণা । দেখ, দূতি, আমার মাথা খাও, তুমি যথার্থ বল দেখি, তোমাদের রাজা দেখতে কেমন ?

মদ । রাজনন্দিনি, তাঁর রূপের কথা এক এক করে আপনাকে আর কি বলবো ? তাঁর সমান রূপবান্ পুরুষ আমার চক্ষে ত কখন দেখি নাই । আহা !

রাজনন্দিনি, সে রূপের কথা আমাকে মনে করে দিলেন, আমার মনটা যেন একবারে শিহরে উঠলো। আ, মরি মরি। কি বর্ণ; কি গঠন! যেন সাক্ষাৎ কমলপ। রাজনন্দিনি, আমি সঙ্গে করে মহারাজের একখানা চিত্রপট এনেছি; আপনি যদি দেখতে চান, ত আমি কোন সময়ে এনে দেখাব। দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন, যে তাঁর কেমন রূপ।

কৃষ্ণা। (স্বগত) এ দূতীর কথা কি সত্য হবে? হতেও পারে। (প্রকাশে) দেখ, দূতি, তুমি আবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করো। এখন আমি যাই। আমার সখীরা ঐ সরোবরের কূলে আমার অপেক্ষা কচে।

মদ। যে আজ্ঞা।

কৃষ্ণা। (কিঞ্চিং গমন করিয়া) দেখো, তুমি ভুল না, দূতি! তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

[প্রস্থান।

মদ। (স্বগত) লোকে বিলাসবতীকে রূপবতী বলে। কিন্তু মহারাজ যদি এ নারীরূপটি পান, তা হলে কি আর তার মুখ দেখতে চাইবেন? আহা! এমন রূপ কি আর এ পৃথিবীতে আছে? আবার গুণও তেমনি। যেন সাক্ষাৎ কমলা। আহা! এমন সরলা স্ত্রী কি আর হবে? (চিন্তা করিয়া) সে যা হোক। এঁর মনটা রাজা মানসিংহের দিকে একবার ভাল করে লওয়াতে পাল্যে হয়। নদী একবার সমুদ্রের অভিমুখী হলে, আর কি কোন দিকে করে? (চিন্তা করিয়া) রাজা মানসিংহের দূত যে অতি স্বরাসি এখানে আসবে, তার কোন সন্দেহ নাই। তিনি কি আর সে পত্র পেয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন? এই যে মহারাজ ভীমসিংহ এই দিকে আসছেন। আমি এই গাছটার আড়ালে একটু দাঁড়াই না কেন? (অস্তরালে অবস্থিতি।)

(রাজার সহিত অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর পুনঃ প্রবেশ।)

তপ। মহারাজ, রাজদূতের নামটা কি বলছিলেন?

রাজা। আজ্ঞা, তার নাম ধনদাস। ব্যক্তিতে অতি গুণবান্ আর বহুদর্শী। আর রাজা জগৎসিংহ স্বয়ং মহাগুণী পুরুষ, তাঁর সখ্যাতিও বিস্তর।

তপ। মহারাজ, আপনাদের প্রতি ভগবান্ একলিঙ্গের অসীম কৃপা বলতে হবে। এই দেখুন, কি আশ্চর্য্য ঘটনা! তিনি রঘুকুল-ভিলক রামচন্দ্রকে জানকী

সুন্দরীর পাপিগ্রহণ কত্যা এনে উপস্থিত করে দিলেন। এ হতে আর আনন্দের বিষয় কি আছে, বলুন ?

রাজা। আজ্ঞা, সকলই আপনাদের আশীর্বাদ।

তপ। আমার মানস এই যে, এ পরিণয়-ক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হলে আমি আবার তীর্থযাত্রায় নির্গত হবো। তা এতে আর বিলম্ব কি ? শুভ কর্ম শীঘ্রই করা উচিত।

অহ। নাথ, তবে আর এ কর্মে বিলম্বের প্রয়োজন কি ? আমার কৃষ্ণা—(রোদন।)

রাজা। (হাত ধরিয়।) প্রিয়ে, এ শুভ কর্মের কথা উপলক্ষে কি তোমার রোদন করা উচিত ?

অহ। প্রাণেশ্বর, আমার হৃদয়নিধিকে কেমন করে এক জন পরের হাতে সমর্পণ করবো ? (রোদন।)

রাজা। (দৌর্ভনিশ্বাস ছাড়িয়া) দেবি, বিধাতার বিধি কে খণ্ডন কত্যা পারে ? ভেবে দেখ, তুমি আপনি এখন কোথায় আছ, আর আগেই বা কোথায় ছিলে ? বিধাতার সৃষ্টি এইরূপেই চলে আসচে। কত শত কুসুমলতা, কত শত ফলবৃক্ষ লোকে এক উদ্যান থেকে এনে আর এক উদ্যানে রোপণ করে; আর তারাও নূতন আশ্রমে ফলফুলে শোভমান হয়।

নেপথ্যে গীত।

[ আশাগৌরী—আড়া। ]

অসুখী ভ্রমর দলে।

নলিনী মলিনী ক্রমে বিবাদে সলিলে ॥

অবসান দিনমান, শশী প্রকাশিল,

কুমুদী হেরি হাসিলো,

যুবক যুবতী, হরষিত অতি,

বিরহিণী ভাসিছে আঁধিজলে।

চক্রবাক চক্রবাকী, বিরহে ভাবিত,

কপোতী পতি মিলিত,

নিশি আগমনে, কেহ সুখী মনে,

কার মনঃ দহিছে ছুথানলে ॥

রাজা। আহা!

অহ। মহারাজ, আমার এ কোকিলটি এ বনস্থলী ছেড়ে গেলে কি আর আমি বাঁচবো। (রোদন।)

তপ। মহিষি, আপনি এত উভলা হবেন না। দেখুন, আপনার হৃৎখে মহারাজও অতি বিষন্ন হচোন।

( কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ। )

রাজা। এসো, মা, এসো। ( শিরশ্চ্যুতন। )

কৃষ্ণা। পিতঃ, মা আমার এমন কচোন কেন? তুমি কাঁদ কেন মা?

অহ। ( কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ) বাছা, তুমি কি এত দিনের পর তোমার এ হৃৎখিনী মাকে ছেড়ে চললে? আমার আর কে আছে, মা, যে আমাকে এমন করে মা বলি ডাকবে? (রোদন।)

কৃষ্ণা। সে কি মা? তোমাকে ছেড়ে আমি কার কাছে যাব মা? (রোদন।)

রাজা। ভগবতি, মোহস্বরূপ কুম্ভমের কটক কি সামান্য ভীক্ষু।

তপ। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? এই জগ্গেই পূর্বকালে মহর্ষিকুলে প্রায় অনেকেই সংসারধর্ম পরিত্যাগ করে, বনবাসী হতেন।

( ভৃত্যের প্রবেশ। )

রাজা। কি সমাচার, রামপ্রসাদ?

ভৃত্য। ধর্মান্বতার, মক্কেদেশের ঈশ্বর রাজা মানসিংহ রায় রাজসম্মুখে দূত প্রেরণ করেছেন।

রাজা। ( স্বগত ) রাজা মানসিংহ আমার নিকট দূত পাঠিয়েছেন কেন? ( প্রকাশে ) আচ্ছা, সত্যদাসকে দূতের যথাবিধি সমাদর কত্বে বল্গে যা। আমি স্বরায় যাচি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[ প্রস্থান। ]

রাজা। প্রিয়ে, চল, আমরা অন্তঃপুরে যাই। আমাকে আবার রাজসভায় যেতে হলো।

কুকা। ( স্বগত ) এ দৃতীর কথা যদি সত্য হয়, তা হলে, বোধ হয়, এ দূত আমার জন্তেই এসেছে। এখন পিতা কি স্থির করেন, বলা যায় না।

অহ। চলুন। ( তপস্বিনীর প্রতি ) ভগবতি, আপনিও আসুন।

[ সকলের প্রস্থান।

মদ। ( চিত্রপট হস্তে অগ্রসর হইয়া স্বগত ) আহা! রাজমহিবীর শোক দেখলে বুক ফেটে যায়। তা এমন মেয়েকে মা বাপে যদি এত স্নেহ না করবে তবে আর করবে কাকে? এই যে নূতন দূত কোন্ দেশ থেকে এলো, সেটা ভাল করে জানতে পেলেন না। যাই, দেখিগে বৃত্তান্তটা কি? আমার ত বিলক্ষণ বিশ্বাস হচে যে এ দূত রাজা মানসিংহই পাঠিয়েছেন।—আহা, পরমেশ্বর যেন তাই করেন। এখন গিয়ে ত আবার পুরুষ-বেশ ধরিগে। এ যদি মানসিংহের দূত হয়, তবে আজ ধনদাসের সর্ব্বনাশ করবো। হা। হা। যারা জীলোককে অবোধ বল্যে ঘৃণা করে, তারা এটা ভাবে না, যে জীলোকের শক্তিকূলে জন্ম। যে মহাদেব ত্রিভুবনকে এক নিমিষে নষ্ট কত্যা পারেন, ভগবতী কৌশলক্রমে তাঁকে আপনার পদতলে ফেলে রেখেছেন। হায়! হায়! জীলোকের বুদ্ধির কাছে কি আর বুদ্ধি আছে? এই দেখাই যাবে, ধনদাসেরই কত বুদ্ধি, আর আমারই বা কত বুদ্ধি।—এই যে রাজনন্দিনী আবার এই দিকে কিরে আসচেন। হয়েছে আর কি।—মুখ দেখে বেশ বোধ হচে, মনটা যেন একটু ভিলেটে। তাই যদি না হবে, তা হলে আমাকে এত ঘন ঘন দেখতে চান কেন? এইবার চিত্রপটখানা দেখাতে হবে। দেখি না, তাতে কি ভাব দাঁড়ায়। হা, হা, হা! এ ত মানসিংহের কোন পুরুষেরই প্রতিমূর্ত্তি নয়। নাই বা হলো, বয়ে গেল কি? কাঠের বিড়াল হোক না কেন, ইঁদুর ধরতে পাল্যেই হয়।

( কুকার পুনঃ প্রবেশ। )

কুকা। এই যে। দূতি, তুমি আমার তল্লাস কচ্যো না কি? তোমাদের মহারাজ যে দূত পাঠিয়েছেন আমি এই শুনে এলেন। আমি ভেবেছিলাম, তুমি যেন আমাকে একটা উপকথাই কইতেছিলে—

মদ। রাজনন্দিনি, তাও কি কখন হয়। আমাদের মতন লোকের কি কখন এমন সাহস হয়ে থাকে?

কৃষ্ণা। দেখ, দৃতি, এ বিষয়ে আমি দেখছি, একটা না একটা বিষম বিবাদ ঘটে উঠবে। তুমি কি শোন নি'য়ে জয়পুরের রাজাও আমার জন্তে দূত পাঠিয়েছেন ?

মদ। রাজনন্দিনি, তাতে কি আমাদের মহারাজ ডরাবেন ? আপনি অমুমতি দিলে তিনি জয়পুরকে এক মুহূর্তে ভস্মরাশি করে ফেসতে পারেন।

কৃষ্ণা। (সহাস্রবদনে) তুমি ত তোমার রাজার প্রশংসা সর্বদাই কচ্যো। তা দেখি, কি হয়।

মদ। রাজনন্দিনি, আপনি মহারাজের দিকে হলে, তাঁকে আর কে পায় ?

কৃষ্ণা। (হাসিয়া) দেখ, দৃতি, পারিজাত ফুল লয়ে ইস্ত্রের সঙ্গে যত্নপতির বিবাদ ত আরম্ভ হলো। এখন দেখি, কে জেতেন। তুমি তবে এখন তোমাদের রাজদূতের সঙ্গে একবার দেখা করগে।

মদ। যে আজ্ঞা।' (কিকিৎ গিয়া পুনরাগমনপূর্বক) রাজনন্দিনি, আপনাকে যে আমাদের মহারাজের একখানা চিত্রপট দেখাব বলেছিলাম, এই দেখুন। (হস্তে প্রদান) এখানি এখন আপনার কাছে থাক্; আমাকে আবার ফিরে দেবেন।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! রাজা মানসিংহের কথা শুনে আমার মনটা যে এত চঞ্চল হলো এর কারণ কি ? (চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) অ্যা! এমন রূপ! আহা! কি অধর! কি হাস্য! এমন রূপবান্ পুরুষ কি পৃথিবীতে আছে ? আ মরি, মরি!—ও দূতী যা বলেছিল, তা সত্য বটে! হায়! হায়! আমার অদৃষ্টে কি তা হবে?—আমার মনটা যে অতি চঞ্চল হয়ে উঠলো।—না—এখানে আর থাকা উচিত নয়; কে আবার এসে দেখবে। যাই, আপনার ঘরে যাই। সেখানে নির্জনে চিত্রপটখানি দেখিগে। আহা! কি চমৎকার—

[চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে প্রস্থান।

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজনিকেতন-নদ্বীপে ।

( ময়ূরদেশের দূত এবং [ পুরুষবেশে ] মদনিকার প্রবেশ । )

দূত । কি আশ্চর্য্য ! তবে এ পত্রের কথাটা সত্য ?

মদ । আস্তা, হাঁ, সত্য বৈ কি ? রাজকুমারী পত্র লিখে প্রথমে আমাকে দেন ; তার পর আমি একজন বিশ্বাসী লোক দিয়ে আপনাদের দেশে পাঠাই ।

দূত । যা হউক, আমাদের মহারাজের অতি সৌভাগ্য বলতে হবে, তা না হলে তোমাদের সূকুমারী কি তাঁর প্রতি এত অমুরক্ত হন ? আহা ! বিধাতার কি অদ্ভুত লীলা ! কেউ বা মহামণির লোভে অন্ধকারময় খনিতে প্রবেশ করে, আর কেউ বা তা পথে কুড়িয়ে পায় ! এ সকল কপালগুণে ঘটে বৈ ত নয় ! মহারাজ এ পত্র পাওয়া অবধি যেরূপ হয়ে উঠেছেন, তার আর তোমাকে কি বলবো ?

মদ । দেখুন দূত মহাশয়, আপনি একটু সাবধান হয়ে চলবেন । এ পত্রের কথা এখানে প্রকাশ করবেন না, তা হলে রাজনন্দিনী লজ্জায় একেবারে প্রাণত্যাগ করবেন ।

দূত । হাঁ ! সে কি কথা ? আমি ত পাগল নই । এ কথাও কি প্রকাশ কতো আছে ?

মদ । এই যে জয়পুরের দূত ধনদাস, ওকে, বোধ হয়, আপনি ভাল করে চেনেন না ।

দূত । না, ওঁর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ নাই ।

মদ । মহাশয়, ওটা যে আপনাদের রাজার কত নিন্দা করে, তা শুনলে বোধ হয়, আপনি অগ্নির ছায় জলে উঠেন ।

দূত । বটে ?

মদ । আর তাতে রাজনন্দিনী যে কি পর্য্যন্ত ক্রোধ, তা আর আপনাকে কি বলবো । মহাশয়, ওকে একবার কিছু শিক্ষা দিতে পারেন ? তা হলে বড় ভাল হয় ।

দূত । কেন ? ওটা বলে কি ?

## মধুসূদন-প্রবাসী

মদ। মহাশয়, ওটা যা বলে, সে কথা আমাদের মুখে আনতে লজ্জা করে। ও লোকের কাছে বলে বেড়ায় কি যে-মহারাজ মানসিংহ একটা ভীষ্ম দ্বীর মস্তক পুত্র মাত্র; আর তিনি মরুদেশের প্রকৃত অধিকারী নন।

দূত। অ্যা—কি বললে? ওর এত বড় যোগ্যতা! কি বলবো? আমি বৃদ্ধ ভ্রামণ, নতুবা এই দণ্ডেই ওর মস্তকচ্ছেদ কতোম।

মদ। মহাশয়, এতে এত রাগলে কাজ চলবে না। যদি বাক্যবাণ ছারা ও ছুরাচারকে কোন দণ্ড দিতে পারেন, ভালই; নচেৎ অল্প কোন অত্যাচার করাটা ভাল হয় না।

দূত। আচ্ছা, আমি এখন রাজমন্ত্রীরা কাছে যাই। এর পর যা পরামর্শ হয়, করা যাবে। শূণ্যালের মুখে সিংহের নিন্দা। এ কি কখন সম্ভব হয়।

[ প্রস্থান। ]

মদ। ( স্বগত ) বাঃ! কি গোলযোগই বাধিয়ে দিয়েছি। এখন জগদীশ্বর এই করুন, যেন এতে রাজনন্দিনী কুম্ভার কোন ব্যাঘাত না জন্মে। ভাল, এও ত আশ্চর্য্য। আমি একজন বেষ্টার সহচরী, বনের পাখীর মতন কেবল বেচ্ছাই অধীন; কখনই সংসার-পিঞ্জরে বন্ধ হই নাই। কিন্তু এ সুকুমারী রাজকুমারীর প্রকৃতি দেখে আমার মনটা এমন হলো কেন?—সত্য বটে।—লজ্জা আর সূক্ষ্মলতাই স্ত্রীজাতির প্রধান অলঙ্কার। আহা! এ দুটি পদ্য এ সরোবর থেকে যে আমি কি কুলগ্নে তুলে ফেলেছিলাম, তা কেবল এখন বুঝতে পাচ্চি। এই যে ধনদাস এ দিকে আসচে।

( ধনদাসের প্রবেশ। )

মহাশয়, ভাল আছেন ত?

ধন। আরে মদন যে! তবে ভাল আছ ত? ভাই, তুমি সে অঙ্গুরীটি কোথায় রেখেছো?

মদ। আজ্ঞা, আপনাকে বলতে লজ্জা করে! আর বোধ হয়, আপনি তা শুনেও রাগ করবেন।

ধন। সে কি? কেন? রাগ করবো কেন?

মদ। আজ্ঞা, তবে শুনুন। এই নগরে মদনিকা বলে একটি বড় সুন্দরী মেয়ে মাহুব আছে, তাকে আমি বড় ভাল বাসি। সেই আমার কাছ থেকে সে অঙ্গুরীটি কেড়ে নিয়েছে।



ধন। কি সৰ্ব্বনাশ। তেমন অমূল্য রত্ন কি একটা বেত্রাকে বিতে হয় ? তোমার ত ঐনতান্ত শিববুদ্ধি হে। হি। হি। আর তুমি এত অন্ন বয়েসে এমন সব লোকের সঙ্গে সহবাস কর ?

মদ। দেখুন দেখি, এই আপনি বললেন, রাগ করবো না, তবে আবার রাগ করেন কেন ?

ধন। (স্বগত) ভাও বটে; আমিই বা রাগ করি কেন ? (প্রকাশে) হা। হা। ওহে, আমি তামাসা কছিয়িলেম। যা হউক, তুমি যে, দেখচি, এক জন বিলক্ষণ রসিক পুরুষ হে। ভাল, তোমার এ মদনিকা কোথায় থাকে, বল দেখি, ভাই।

মদ। আজ্ঞা, তার বাড়ী গড়ের বাইরে।

ধন। (স্বগত) স্ত্রীলোকটার বাড়ীর সন্ধান পেলে অঙ্গুরীটা না হয় কিছু দিয়ে কিনে লওয়ার চেষ্টা পাওয়া যায়। আর যদি সহজে না দেয়, তারও উপায় করা যেতে পারে। (প্রকাশে) হাঁ। কোথায় বললে ভাই ?

মদ। আজ্ঞা, এই গড়ের বাইরে।

ধন। ভাল, সে মেয়েমানুষটি দেখতে ভাল ত ?

মদ। আজ্ঞা, বড় মন্দ নয়। মহাশয়, এ দিকে দেখছেন, রাজা মানসিংহের দূত মন্ত্রীসঙ্গে এই দিকে আসছেন।

ধন। ভাল কথা মনে কল্যে, ভাই। তোমাকে আমি যে যে কথা অন্তঃপুরে বলতে বলেছিলেম, তা বলেছো ত ?

মদ। আজ্ঞা, আপনার কাজে আমার কি কখনও অবহেলা আছে ?

ধন। তোমার যে ভাই কত গুণ, তা আমি একমুখে কত বলবো ?—তা বল দেখি, তোমার মদনিকা কোথায় থাকে ?

মদ। তার জন্মে আপনি এত ব্যস্ত হচেন কেন ? এক দিন, না হয়, আপনার সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দেবো, তা হলেই ত হবে ? আমি এখন যাই, আর দাঁড়াব না। (স্বগত) দেখি, এ ঘটক ভায়ার ভাগ্যে আজ কি ঘটে।

[ প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) অঙ্গুরীটির উদ্ধার না কল্যে আমার মন কোন মতেই স্থির হচে না। সেটির মূল্য প্রায় দশ হাজার টাকা। তা সহজে কি ত্যাগ করা যায়। আহা! মহারাজকে যে কত প্রকারে তুলিয়ে সেটি পেরেছিলাম, তা

মনে পড়লে চক্ষে জল এসে। তা বড় দ্বারে না পড়লে আর সে আমার হাতছাড়া হতে পারতো না। দেখি, এই মদনিকার বাড়ীর সন্ধানটা পেলে একবার বুঝতে পারি। ধনদাসের চতুরতা কি নিতান্তই বিফল হবে ?

( সত্যদাসের সহিত দূতের পুনঃ প্রবেশ । )

সত্য। এই যে ধনদাস মহাশয় এখানে রয়েছেন। তা চলুন, একবার রাজসভাতে যাওয়া যাউক।

দূত। মহাশয়, ইনিই রাজা জগৎসিংহের দূত না ?

সত্য। আজ্ঞা, হাঁ।

দূত। ( ধনদাসের প্রতি ) মহাশয়, আমরা যখন উভয়েই একটি অমূল্য রত্নের আশায় এ দেশে এসেছি, তখন আমরা উভয়ে উভয়ের বিপক্ষ বটি, কিন্তু তা বল্যে আমাদের পরস্পরে কি কোন অসহ্যবহার করা উচিত ?

ধন। আজ্ঞা, তাও কি হয় ?

দূত। তবে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি;—বলি, আপনি যে নিরন্তর মরুদেশের রাজ্যেশ্বরের নিন্দা করেন, সেটা কি আপনার উপযুক্ত কর্ম ?

ধন। বলেন কি মহাশয় ? এ কথা আপনাকে কে বললে ?

দূত। মহাশয়, বাতাস না হলে বৃক্ষপল্লব কখনই লড়ে না।

ধন। মহাশয়ের আমার সঙ্গে নিতান্ত বিবাদ করবার ইচ্ছা বটে ?

দূত। আপনার সঙ্গে আমার বিবাদ করায় কি ফল ? কিন্তু আপনি যে এ হৃদয়ের সমুচিত ফল পাবেন, তার সন্দেহ নাই। আপনাদের নরপতি বেণ্ডাদাস; বৃত্য, গীত, প্রেমালাপ—এই সকল বিছাতেই পরম নিপুণ; তা তিনি কি রাজেন্দ্রকেশরী মানসিংহের সমতুল্য ব্যক্তি ? না সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র ?

ধন। ( সত্যদাসের প্রতি ) মহাশয়, শুনলেন ত ? ( কর্ণে হস্ত দিয়া দূতের প্রতি ) ঠাকুর, কি বলবো, তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তা না হল্যে তোমাকে আমি আজ অমনি ছাড়তেম না।

দূত। কেন ? তুমি কি কত্যা ? ওঃ ! বড় স্পর্ধা যে ?

সত্য। মহাশয়ের কাস্ত হউন। আপনাদের এ বৃথা বাগ্‌বন্দে প্রয়োজন কি ? বিশেষতঃ, এ স্থলে কি আপনাদের এরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করা উচিত ?

ধন। আজ্ঞা, হাঁ, তা সত্য বটে। কিন্তু আপনি বিবেচনা করুন, আমার এ বিষয়ে অপরাধ কি? উনিই তা বিবাদ ক'চেন।

( বলেঙ্গু সিংহের প্রবেশ। )

বলে। এ কি এ, মহাশয়? আপনাদের মধ্যে ঘোর ঝড় উপস্থিত যে? আপনারা কি লক্ষ্য ভেদ হতে না হতেই যুদ্ধ আরম্ভ কল্যেন?

দুত। আজ্ঞা, না। যুদ্ধ আরম্ভ হবে কেন? তবে কি না, এই জয়পুরের দুত মহাশয়কে আমি ছই একটা হিতোপদেশ দিচ্ছিলেম।

বলে। কি হিতোপদেশ দিলেন, বলুন দেখি? আপনার তা এই ইচ্ছা, যে উনি এ বিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে স্বদেশে প্রস্থান করেন? হা! হা! হা!

ধন। হা! হা! হা! আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে।

দুত। আজ্ঞা, হাঁ! আমার বিবেচনায় ঠ'র তাই করা উচিত হ'চ্যে। মহাশয়, মান বড় পদার্থ। অতএব এমন যে মান, এর রক্ষার বিষয়ে অবহেলা করা অতি অকর্ষব্য।

বলে। হা! হা! দুত মহাশয়, আপনি যে দেখছি, স্বয়ং চাণক্য অবতার! ভাল মহাশয়, আমি শুনেছি, যে আপনাদের মরুদেশে ভগবতী পৃথিবী নাকি বক্ষ্যা নারীর স্বভাব ধরেন? তা বলুন দেখি, আপনাদের রাজকর্ম্ম কিরূপে চলে?

দুত। বীরবর, বক্ষ্যা স্ত্রী লয়ে কি কেউ সংসার করে না?

বলে। হা! হা! বেশ। ( ধনদাসের প্রতি ) ও গো মহাশয়, আপনাদের অস্থরদেশের বর্ণনটা একবার করুন দেখি শুনি।

ধন। আজ্ঞা, আমার কি সাধ্য, যে তার বর্ণন করি? যদি পঞ্চানন হন, তথাপি অস্থরের সুখসম্পত্তির সুচারুরূপে বর্ণন হয় না।—মহাশয়, আমাদের অস্থর সাক্ষাৎ অস্থরপ্রদেশই বটে। সেখানে অঙ্গনাকুল তারাকুলতুল্য সুন্দর; আর মেখে যেমন সৌদামিনী আর বারিবিন্দু, রাজভাণ্ডারে তেমনি হীরক ও মুক্তা প্রভৃতি, তাতে আবার আমাদের মহারাজ তা স্বয়ং শশধর—

দুত। হাঁ, শশধরের স্থায় কলঙ্কী বটেন।

বলে। হা! হা! কি বল, ধনদাস?

ধন। 'আজ্ঞা, ও কথায় আর কি বলবো? পেচক সূর্য্যের আলো ত কখনই সছ কতো পারে না। আর যদিও কুমার পীড়নে রাত্রিকালে কোটরের বাহির হয়, তবু সে চক্রেয় প্রতি কখন প্রকাশিত নয়নে দৃষ্টিপাত করতে পারে না। তেজোময় বস্তুমাত্রই তার চক্রেয় বিব।

বলে। হা। হা। হা। কেমন, দূতবর। এইবার? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি)  
ও আবার কি? (নেপথ্যে বাজ।)

সত্য। এই যে মহারাজ রাজসভায় আসচেন। চলুন, আমরা এখন যাই।

( রক্ষকের প্রবেশ। )

রক্ষক। (ঘোড়করে) বীরবর, গণেশগঙ্গাধর শাস্ত্রী নামে একজন দূত মহারাষ্ট্রপতির শিবির থেকে সিংহদ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আপনার কি আজ্ঞা হয়?

বলে। দূত? মহারাষ্ট্রপতির শিবির থেকে? আচ্ছা, তাঁকে রাজসভায় নে যাও; আমি যাচ্ছি। চলুন তবে আমরা সকলেই একবার রাজসভায় যাই।

[ সকলের প্রস্থান। ]

( মদনিকার পুনঃ প্রবেশ। )

মদ। (স্বগত) এখন ত আমার কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে; আর এ নগরে বিলম্ব করবার প্রয়োজন কি? আমার কৌশলক্রমে রাজনন্দিনী রাজা মানসিংহের উপর এমন অমুরাগিনী হয়েছেন, যে তিনি রাজা জগৎসিংহের নাম শুনলে একবারে যেন জলে উঠেন; আর আমার পত্র পেয়ে মানসিংহও দূত পাঠিয়েছেন। তবে আর এখানে থেকে কি হবে?—যাব বটে, কিন্তু রাজনন্দিনীকে ছেড়ে যেতে প্রাণটা যেন কেমন করে। আহা! এমন সুশীলা মেয়ে কি আর হুঁটি আছে! হে পরমেশ্বর, এই যে আমি যেন আগুন লাগিয়ে চললুম, এ যেন দাবানলের রূপ ধরে এ স্নলোচনা কুরঙ্গীকে দগ্ধ না করে। প্রভু, তুমিই একে কৃপা করে রক্ষা করো। যাই, আমাকে আবার ধনদাসের আগে জয়পুরে পঁহুঁছিতে হবে।

[ প্রস্থান। ]

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজ-উত্থান ।

( তপস্বিনীর প্রবেশ । )

তপ। ( স্বগত ) কি আশ্চর্য্য ! আমি ত্রিপতিতে ভগবান্ গোবিন্দরাজের মন্দিরে কৃষ্ণকুমারীর বিষয়ে যে কুস্বপ্নটা দেখেছিলাম, তা কি যথার্থই হলো ? রাজা মানসিংহ ও রাজা জগৎসিংহ উভয়েই যখন রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ আশায় এ নগরে দূত প্রেরণ করেছেন, তখন এ মাতঙ্গদ্বয় কি বিনা যুদ্ধে নিরস্ত হবে ? না এদের ভয়ঙ্কর বিগ্রহে বনস্থলীর সামান্য দুর্দশা ঘটবে ? হায়, হায়, কি বিধাতার বিড়ম্বনা ! ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) দীনবন্ধো, তুমিই সত্য ! কৃষ্ণাও দেখছি রাজা মানসিংহের প্রতি নিতান্ত অনুরাগিনী হয়ে উঠেছে। তা যাই, এ সব কথা রাজমহিষীকে একবার জানান কর্তব্য ।

[ প্রস্থান ।

( কৃষ্ণকুমারীর প্রবেশ । )

কৃষ্ণা। ( স্বগত ) সে দূতীটি পাখী হয়ে উড়ে গেল না কি ? আমি যে তার অধেষণে কত স্থানে লোক পাঠিয়েছি, তার আর সংখ্যা নাই। ( দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ) কি আশ্চর্য্য ! এঁ যে কি মায়াবলে আমাকে এত উতলা করে গেল, আমি ত তার কিছুই বুঝতে পারি না। হা রে, অবোধ মনঃ ! কেন বুধা এত চঞ্চল হোস্ ? নিশার স্বপ্ন কি কখন সফল হয় ? এ দূতীটি কি আমাকে ছলনা করে গেল ? তাই বা কেমন করে বলি ? ওদের রাজার দূত পর্য্যন্ত এসেচে। ( চিন্তা করিয়া ) ভগবতী কপালকুণ্ডলাকে আমার মনের কথাগুলি বলে কি ভাল করেছি ?—তা একরূপ রহস্ত কি মনে গোপন করে রাখা যায় ? যেমন কীট ফুলের মুকুল কেটে নির্গত হয়, এও তাই করে। ঐ যে ভগবতী মার সঙ্গে কথা কইতে কইতে এই দিকে আসচেন। বৃষ্টি আমার কথাই হচ্ছে। ও মা, ছি। ছি। কি লজ্জা ! মা গুনলে বলবেন কি ? আমি মাকে এ মুখ আর কেমন করে দেখাবো ? বিধাতা যে এ অদৃষ্টে কি লিখেছেন, কিছুই বলা যায় না। যাই, এখন সঙ্গীতশালার পালাই।

[ প্রস্থান ।

( অহল্যা দেবীর সহিত তপস্বিনীর পুনঃ প্রবেশ । )

অহ। বলেন কি, ভগবতি ? আপনি কি এ কথা কৃষ্ণার মুখে শুনেছেন ?

তপ। আজ্ঞা, হাঁ। সেই আপনিই বলেছে।

অহ। কি আশ্চর্য্য।—

তপ। মহিষি, লক্ষ্মী যুবতীর হৃদয়মন্দিরে দৌবারিক স্বরূপ। তার পরাভব করা কি সহজ কর্ম ? আমি যে কত কৌশলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েছি, তা আপনাকে আর কি বলবো ?

অহ। আহা ! এই জগোই বুঝি মেয়েটিকে এত বিরসবদন দেখতে পাই। ভাল, ভগবতি, কৃষ্ণা যে রাজা মানসিংহের উপর এত অমুরাগিনী হলো, এর কারণ কিছু বুঝতে পেরেছেন ?

তপ। মহিষি, ও সকল দৈব ঘটনা। ঐ যে সূর্য্যমুখী ফুলটি দেখছেন, ওটি ফুটলেই সূর্য্যদেবের পানে চেয়ে থাকে ; কিন্তু কেন যে চায়, তা কেউ বলতে পারে না।

অহ। সূর্য্যদেবের উজ্জ্বল কাস্তি দেখে সূর্য্যমুখী তাঁর অধীন হয় ; আমার কৃষ্ণা ত আর রাজা মানসিংহকে দেখে নাই—

তপ। দেবি, মনচক্ষু দিয়ে লোকে কি না দেখতে পায় ? বিশেষ ভগবান্ কন্দর্পের যে কি লীলাখেলা, তা কি আপনি জানেন না ? দময়ন্তী সতী কি রাজা নলকে আপন চর্ন্যচক্রে দেখে তাঁর প্রতি অমুরাগিনী হয়েছিলেন ? ( সচকিতে ) আহা, কি মনোহর সৌরভ। দেবি, দেখুন দেখি, এই যে স্নুগকটি গন্ধবহের সহকারে আকাশে ভাসছে, এর যে কোন্ ফুলে জন্ম, তা আমরা দেখতে পাচ্চি না। কিন্তু আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হচ্ছে, যে সে ফুলটি অতীব সুন্দর। এ যেন নীরবে আমাদের কাছে আপন জন্মদাতা কুসুমের সূচরুতার ব্যাখ্যা কচে। দেবি, যশঃস্বরূপ সৌরভেরও, জানবেন, এই রীতি। মরুদেশের অধিপতি মানসিংহ রায় ত এক জন যশোহীন পুরুষ নন।

অহ। আজ্ঞা, তা সত্য বটে। ( নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি । )

তপ। দেখুন মহিষি, রাজনন্দিনীর মনের যা ভাব, তা এখনিই প্রকাশ হবে।

( নেপথ্যে গীত । )

[ ভৈরবী—মধ্যমান ]

তারে না হেরে আঁখি বুঝে,  
প্রাণ হরে কামশরে জরজরে ।

রজনী দিবসে মানসে নাহি সুখ,  
মনোহুখ তোরা বিনে, সই, কহিব কাহারে ।  
মলয় পবন দাহন সদা করে,  
কোকিলের কুহুরবে ভায় হৃদয় বিদরে ॥

তপ। আহা! ঋতুরাজ বসন্ত উপস্থিত হলে, কোকিলকে কি কেউ নীরব করে রাখতে পারে? সে অবশ্যই আপন মনের কথা বনস্থলে দিবারাজ পঞ্চম্বরে ব্যক্ত করে। যৌবনকাল এলে মানবজাতির হৃদয়ও সেইরূপ চূপ করে থাকতে পারে না।

অহ। সে যা হউক। ভগবতি, আপনার কথাটা শুনে যে আমার মন কত উতলা হয়ে উঠলো, তা বলতে পারি না। হার, হায়, আমার মতন হতভাগিনী ত্রী কি আর আছে? সেরেটির ভাল করে বিবাহ দেবো, এই সাধটি বড় সাধ ছিল, কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় দেখছি সকলই বিফল হলো। ( বোদন । )

তপ। কেন, মহিষি? বিফলই হবে কেন?

অহ। ভগবতি, আপনি কি ভেবেছেন, যে মহারাজ মরুদেশের রাজাকে কেন্দ্রে দেবেন? একে ত রাজা মানসিংহের সঙ্গে তাঁর বড় সন্তাব নাই, তাতে আবার জয়পুরের দূত এখানে আগে এসেছে।

তপ। তা হলই বা! যে ধীবর প্রথমে ডুব দেয়, তাকেই কি সাগর উৎকৃষ্ট মুক্তাফল দিয়ে থাকেন? এ কি কথা, মহিষি? আপনাদের কথা, আপনারা যাকে ইচ্ছা হয়, তাকেই দেবেন; এতে আবার অগ্রপশ্চাৎ কি?

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, আমরা কি স্বেচ্ছাধীন।—আহা! ভগবতি, একবার এ দিকে চেয়ে দেখুন। ( অগ্রসর হইয়া ) এসো, মা, এসো—

( কুকুমার পুনঃ প্রবেশ । )

তোমার আজ এত বিরস বদন দেখছি কেন?

কুমা। না, মা, বিরসবদন হবো কেন?

অহ। ও কি ও ? তুমি কাঁদচো কেন মা ?

কৃষ্ণা। ( নিরুত্তরে রাগীর গলা ধরিয়৷ রোদন । )

অহ। ছি মা, ছি। কেন ? তোমার কিসের অভাব, যে তুমি এমন  
দুঃখিত হলে ?

তপ। ( স্বগত ) আহা, এ ব্রতে নূতন ব্রতী কি না। সুতরাং ব্রতের  
উদ্দেশ্য দেবতাকে না পেলে কি এ আর স্থির হতে পারে।

অহ। ছি। ছি। ও কি, মা ?

কৃষ্ণা। মা, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তোমরা আমাকে জলে ভাসিয়ে  
দিতে উত্তত হয়েছো ? ( রোদন । )

অহ। বালাই ! কেন মা ? তোমাকে জলে ভাসিয়ে দেবো কেন ? মেয়েরা  
কি চিরকাল বাপের ঘরে থাকে, মা ? ( রোদন । )

তপ। বৎসে, পক্ষিশাবক কি চিরকাল জন্মনীড়ে থেকে কালাতিপাত  
করে ? এই যে তোমার মা, ইনি কেমন করে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে পতির  
গৃহে বাস কচেন ? তুমিও তো তাই করবে ; তাতে আর ক্লোত্ত কি ?

কৃষ্ণা। ভগবতি,—( রোদন । )

অহ। স্থির হও, মা স্থির হও। ছি, মা, কেঁদো না। ( রোদন । )

কৃষ্ণা। মা, আমাকে এত দিন প্রতিপালন করে কি অবশেষে বনবাস  
দেবে ? ( রোদন । )

তপ। মহিষি, ঐ যে মহারাজ এই দিকে আসছেন। উনি আপনাদের  
দুঃজনকে এ দশায় দেখলে অত্যন্ত দুঃখিত হবেন। তা আপনি এক কর্ম করুন,  
রাজনন্দিনীকে লয়ে একটু সরে যান।

অহ। আর, মা, আমরা এখন যাই।

[ অহল্যাদেবী ও কৃষ্ণার প্রস্থান ।

তপ। ( স্বগত ) আমি ভেবেছিলাম, যে অনিদ্ৰা, নিরাহার, কঠোর তপস্শা  
—এ সকল সংসারমায়ানৃৎখল থেকে মুক্তি দান করে। তা কৈ ? আমি যে সে  
মুক্তি লাভ করেছি, এমন ত কোন মতেই বোধ হয় না। আহা ! এঁদের  
দুঃজনের শোক দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ( দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ) হে  
বিধাতঃ, এই মানবহৃদয়ে তুমি যে ইন্দ্রিয়সকলের বীজ রোপণ করেছ, তাদের  
নির্মূল করা কি মহুস্তের সাধ্য ? বিলাপধ্বনি শুনেলে বোগীশ্বরেরও মন চঞ্চল  
হয়ে উঠে !



( রাজা ভীমসিংহের প্রবেশ । )

রাজা । ভগবতি, মহিবী না এখানে ছিলেন ?

তপ । আজ্ঞা, হাঁ ! তিনি এই ছিলেন ; বোধ হয়, আবার এখনি এলেন বলে ।

রাজা । তাঁর সঙ্গে আমার কোন বিশেষ কথা আছে । ( পরিক্রমণ করিয়া ) বোধ হয়, আপনিও শুনে থাকবেন, মরুদেশের অধিপতি রাজা মানসিংহ রায়ও কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ ইচ্ছায় আমার নিকট দূত পাঠিয়েছেন ।

তপ । আজ্ঞা, হাঁ, শুনেছি বটে ।

রাজা । ( দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ) ভগবতি, এ সব কেবল আমার কপালশূণ্যে ঘটে !

তপ । আজ্ঞা, সে কি, মহারাজ ? এমত ত সর্বত্রই হচে ।

রাজা । ভগবতি, আপনি চিরতপস্বিনী, সূতরাং এ দেশের লোকের চরিত্র বিশেষরূপে জানেন না । এই বিবাহ উপলক্ষে যে কত গোলযোগ হয়ে উঠবে, তার কি সংখ্যা আছে ?

( অহল্যাদেবীর পুনঃ প্রবেশ । )

প্রায়সি, তোমার কৃষ্ণার বিবাহ যে স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন হয়, এমন ত আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না ।

অহ । সে কি, নাথ ?

রাজা । আর বলবো কি বল ? এ বিষয়ে মহারাজের অধিপতি আবার রাজা মানসিংহের পক্ষ হয়ে, আমাকে অমুরোধ কচোন যে—

তপ । নরনাথ, তবে রাজনন্দিনীকে রাজা মানসিংহকেই প্রদান করুন না কেন ? তিনিও ত একজন সামান্য রাজা নন—

অহ । জীবিতেশ্বর, এ দাসীরও এই প্রার্থনা ।

রাজা । বল কি, দেবি ? রাজা জগৎসিংহ আমার এক জন পরম আশ্রয় ; তাতে আবার তাঁর দূতই আগে এসেছে ; এখন আমি কি বলে তাঁকে এ বিষয়ে নিরাশ করি ? ( দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ) হে বিধাতঃ, তুমি এই যে প্রমাদ-অগ্নির সূত্র কল্যে, এ কি রক্তশ্রোতঃ ব্যতীত আর কিছুতে নির্বাণ হবে ?

অহ। প্রাণেশ্বর, মহারাষ্ট্রপতি যে এতে হাত দেন, এর কারণ কি ? তিনি না স্বদেশে কিরে যেতে উচ্ছত ছিলেন-?

রাজা। দেবি, তুমি সে নরাধমের চরিত্র ত ভাল করে জান না। সে ত এই চায়। একটা হল ছুতা পেলে হয়।

তপ। ভাল, মহারাজ, তুমি যদি এ বিষয়ে সন্মত না হও, তা হলে মহারাষ্ট্রপতি কি করবেন ?

রাজা। তা হলে তার দস্যুদল আবার দেশ লুট কত্যা আরম্ভ করবে। হয়! হয়! তাতে কি আর দেশে কিছু থাকবে? ভগবতি, আমার কি আর এখন সে অবস্থা আছে, যে আমি এমন প্রবল শত্রুকে নিরস্ত করি ?

তপ। মহারাজ, মা কমলার প্রসাদে আপনার কিসের অভাব ?

অহ। (রাজার হস্ত ধারণ করিয়া) নাথ, এতে এত উতলা হইও না। বোধ হচ্ছে, ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে এ উদ্বেগ অতি স্বরায়ই শান্ত হবে।

রাজা। মহিষি, তুমি ত রাজপুত্রী। তুমি কি জান না, যে এ বিবাহে আমি যাকে নিরাশ করবো, সেই তৎক্ষণাৎ অসিকোষ দূরে নিক্ষেপ করবে? প্রিয়ে, তোমার কৃষ্ণা কি সতীর মতন আপন পিতার সৰ্বনাশ কত্যা এসেছে? হয়, আমি বিধাতার নিকট এমন কি পাপ করেছি, যে তিনি আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলেন! আমার এমন অমূল্য রত্নটিও কি অনল হয়ে আমাকে দহ কত্যা লাগলো! আমার হৃদয়নিধি হতে যে আমার সৰ্বনাশের নূচনা হবে, এ স্বপ্নেরও অগোচর।

অহ। (নিরস্তুরে রোদন।)

তপ। ও কি? মহিষি, আপনি কি করেন?

অহ। ভগবতি, শমন কি আমাকে বিন্ধিত হয়েছেন? (রোদন।)

তপ। বালাই! তিনি আপনার শত্রুকে স্বরণ করলেন। মহারাজ, আজ্ঞা হয় ত, আমরা এখন অন্তঃপুরে যাই।

অহ। নাথ, আমার কৃষ্ণার এতে দোষ কি, বলুন দেখি? বাছা ত আমার ভাল মন্দ কিছুই জানে না। মহারাজ, তাকে এমন করে বল্যে কি দায়ের প্রাণে সয়?—বাছা, কেনই বা তোর এ অভাগিনীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল!—(রোদন।)

রাজা। (হস্ত ধরিয়া) দেবি, আমার এ অপরাধ মার্জনা কর। হায়। হায়। আমি কি নরাধম। আমার মৃতন ভাগ্যহীন পুরুষ, বোধ করি আর নাই। এমন অমৃতও আমার পক্ষে বিষ হলো। তা চল, প্রিয়ে, এখন অস্তঃপুরে যাই। সূর্য্যদেবও অস্তাচলে চললেন। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে দিননাথ, তোমাকে যে লোকে এই রাজকুলের নিদান বলে; তা তুমিও কি এর দ্বঃখে মলিন হলে।

[ সকলের প্রস্থান।

( কুম্ভার পুনঃ প্রবেশ। )

কুম্ভা। ( পরিক্রমণ করিয়া স্বগত ) আহা। সে এক সময় আর এ এক সময়। আমি কেন বৃথা আবার এখানে এলেম ? এ সকল কি আমার আর ভাল লাগে। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) আহা। আমি এই মল্লিকা ফুলটিকে আদর করে বনবিনোদিনী নাম দিয়েছিলাম। এই সুচারু শমীবৃক্ষটিকে সশ্বী বলে বরণ করেছিলাম। ( সচকিতে ) ও কি ? আহা। সখি, তুমি কি এ হতভাগিনীর দ্বঃখ দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়চো ? কেন ? তুমি ত চিরসুখিনী ; তোমার খেদের বিষয় কি ? মলয়সমীরণ তোমার একান্ত অনুগত, সর্বদাই তোমার সঙ্গে মধুর স্বরে প্রেমলাপ কচে, তা তুমি কি পরের দ্বঃখ বুঝতে পার ? কি আশ্চর্য্য। ( চিন্তা করিয়া ) হায়, হায়। এ মায়াবিনী যে কি কুলয়ে এ দেশে এসেছিল, তা বলা যায় না। কি আশ্চর্য্য। আমি ঝাঁকে কখন দেখি নাই ; ঝাঁর নাম কখন শুনি নাই ; ঝাঁর সহিত কখন বাক্যালাপ করি নাই ; তাঁর জন্তে আমার প্রাণ অস্থির হয় কেন ? কেবল সেই দূতীর কুহকেই আমার মন এত চঞ্চল হলো ? আহা। আমি কেনই বা সে চিত্রপট দেখেছিলাম ? কেনই বা সে মনোহর মূর্ত্তি আমার হৃদ্পদ্মে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম ? লোকে বলে, যে সে মরুদেশ অতি বহু ছিল ; সেখানে বনুমতী না কি সর্বদা বিধবাবেশ ধরে থাকেন ; কুম্ভাদিরূপ কোন অলঙ্কার পরেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য। আমার মনে সে দেশ যেন নন্দনকানন বোধ হচে। আমি তার বিষয় যে কত মনে করি, তা আমার মনই জানে। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) একবার যাই, দেখিগে, সে দূতীর কোন অবেষণ পাওয়া গেল কি না। ( পরিক্রমণ করিয়া সচকিতে ) এ কি ? এ উজ্জান হঠাৎ এমন পঙ্কজকে পরিপূর্ণ হলো কেন ?

(সন্তরে) কি আশ্চর্য্য! আমি যে গতিহীন হলেম! আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন সহসা সিহরে উঠলো। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কি? ও! ও! ও! (মূর্ছাপ্রাপ্তি; আকাশে কোমল বাত্ম)।

(বেগে তপস্বিনীর প্রবেশ।)

তপ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! (কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) এঁ কি এ? সর্ব্বনাশ! ভাগ্যে আমি এই দিক্ দিয়ে বাচ্ছিলাম। উঠ, মা, উঠ। এমন কেন হলো?

কৃষ্ণা। (সুপ্তভাবে) দেবি, আপনি এঁ মিষ্ট কথাগুলি আবার বলুন। আমি ভাল করে শুনি। কি বললেন? আহা! শ্রীমৎ সুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা থাকে না।” আহা! এ অভাগিনীর কপালে কি এমন স্নেহ আছে?

তপ। সে কি মা? ও কি বলচো? (স্বগত) হায়, হায়, দেখে দেখি, বিধাতার কি বিড়ম্বনা! একে ত এ রাক্ষসী বেলা, তাতে আবার কৃষ্ণার নববৌবন; কে জানে কার দৃষ্টি—

কৃষ্ণা। (উঠিয়া সসজ্জমে) ভগবতি, আপনি আবার এখানে কোথথেকে এলেন?

তপ। কেন, মা, সে কি?

কৃষ্ণা। (চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ভগবতি, আমি যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলাম, তা শুনলে আপনি একেবারে অবাচ্ হবেন।

তপ। কি স্বপ্ন, মা?

কৃষ্ণা। বোধ হলো, যেন আমি কোন সুবর্ণমন্দিরে একখানি কমল-আসনে বসে রয়েছি, এমন সময়ে একটি পরম সুন্দরী স্ত্রী একটি পদ্ম হাতে করে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে বললেন,—বাছা, তুমি আমাকে প্রণাম কর। আমি সম্পর্কে তোমার জননী হই।

তপ। তার পর?

কৃষ্ণা। আমি প্রণাম কল্যেম। তার পর তিনি বললেন,—দেখ, বাছা, যে সুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা

নাই। আমি এই কুলেরই বধু ছিলাম। আমার নাম পদ্মিনী। তুমি যদি আমার মত কর্ম কর, তা হলে আমারই মতন যশস্বিনী হবে।

তপ। তার পর, তার পর ?

কৃষ্ণা। উঃ, ভগবতি, আপনি আমাকে একবার ধরুন। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপচে।

তপ। কি সর্ব্বনাশ! চল, মা, তুমি অন্তঃপুরে চল। এখানে আর কাজ নাই। দেখ, মা, আমাকে বা বললে, এ কথা তুমি আর কাকেও বলো না। ( আকাশে কোমল বাত। )

কৃষ্ণা। আহা হা। ভগবতি, ঐ শুভন!

তপ। কি সর্ব্বনাশ! বৎসে, আমি কি শুনবো ?

কৃষ্ণা। সে কি, ভগবতি ? শুনলেন না, কেমন সুমধুর ধ্বনি। আহা, হা।

তপ। চল, মা, এখানে আর থেকে কাজ নাই। তুমি শীঘ্র করে এখান থেকে চল।

[ উভয়ের প্রস্থান। ]

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—নগরতোষণ।

( বলেন্দ্রসিংহ এবং কতিপয় রক্ষকের প্রবেশ। )

বলে। রঘুবরসিংহ।—

প্রথ। ( যোড়করে ) কি আজ্ঞা, বীরবর ?

বলে। দেখ, তোমরা সকলে অতি সাবধানে খেঁকো। আজ কাকেও এ নগরে প্রবেশ কত্যা দিও না।

প্রথ। যে আজ্ঞা। আপনার বিনা অনুমতিতে, কার সাধ্য, এ নগরে প্রবেশ করে।

বলে। আর দেখ, যদি মহারাষ্ট্রপতির শিবিরে কোন গোলযোগ শুনতে পাও, তবে তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দিও।

প্রথ। যে আজ্ঞা।

বলে । ( অবলোকন করিয়া স্বগত ) এই মহারাষ্ট্রের শৃগালটা কি সামান্য ধূর্ত । এমন অর্থলোভী, অহিতকারী নরাদম দম্য কি আর ছুটি আছে ? কিন্তু মানসিংহের সহিত এর যে সহসা এত সৌহার্দ হলো, এর কারণ আমি কিছুই বুঝতে পারি নাই । ( চিন্তা করিয়া ) কোন না কোন কারণ অবশ্যই আছে । তা নৈলে ও এমন পাত্র নয়, যে বুধা ক্রেশ স্বীকার করে । কৃষাকে যে বিবাহ করুক না কেন, ওর ভাতে বয়ে গেল কি ?

[ প্রস্থান ।

( নেপথ্যে ) রণবাণ ।—

দ্বিতী । ভাল, রঘুবরসিংহ—

প্রথ । কি হে ?

দ্বিতী । তোমাকে, ভাই, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ; তুমি না কি সর্বদাই আমাদের সেনাপতি বলেস্রসিংহের নিকট থাকো ; রাজসংসারের বৃত্তান্ত তুমি যত জান, এত আর কেউ জানে না ।

প্রথ । হাঁ, কিছু কিছু জানি বটে । তা কি জিজ্ঞাসা করবে, বলই না শুনি ।

দ্বিতী । দেখ, ভাই, আমি শুনেছিলাম, যে এই মহারাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমাদের মহারাজের সন্ধি হয়েছিল ; তা উনি যে আবার এসে থানা দিয়ে বসলেন, এর কারণ ?

প্রথ । সে কি ? তুমি কি এর কিছুই শোন নাই ?

দ্বিতী । না, ভাই ।

তৃতী । কৈ ? আমরা ত এর কিছুই জানি না ।

প্রথ । মরুদেশের রাজা মানসিংহ, আর জয়পুরের অধিপতি জগৎসিংহ, উভয়েই আমাদের রাজনন্দিনীকে বিবাহ করবার আশায় দূত পাঠিয়েছেন ।

তৃতী । হাঁ । তা ত জানি । বলি, এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের রাজা হাত দেন কেন ?

প্রথ । আমাদের মহারাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, যে মেয়েটি জগৎসিংহকে দেন ; কিন্তু এ রাজার সঙ্গে জগৎসিংহের চিরকাল বিবাদ ; এঁর ইচ্ছা, যে মহারাজ রাজকুমারীকে মানসিংহকে প্রদান করেন ।

দ্বিতী । ভাল, ভাই, ইনি যদি বিবাহের ঘটকালি কতোই এসেচেন, তবে আবার সঙ্গে এত সৈন্য সামন্তের প্রয়োজন কি ?

প্রথ। হা। হা। এও বুঝতে পাল্যে, না, ভাই ? এর মত ভিখারী ত আর ছুটি নাই। এ ত এমনি গোলযোগই চায়। একটা কিছু উপলক্ষ হলেই, ছলে হোক, বলে হোক, এর ভিষ্কার ঝুলি পূর্ণ হয়।

তৃতী। তা সত্য বটে। তা আমাদের মহারাজ কি স্থির করেছেন, জান ?

প্রথ। আর কি স্থির করবেন ? জয়পুরের রাজদুতকে বিদায় করবার অনুমতি দিয়েছেন। আর অল্প দিনের মধ্যেই মহারাষ্ট্রপতির সঙ্গে ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরে সাক্ষাৎ করবেন। তার পর বিবাহের বিষয় কি হয়, বলা যায় না।

তৃতী। ভাল, তুমি কি বোধ কর, ভাই, যে জয়পুরের রাজা এতে চূপ করে থাকবেন ?

প্রথ। বলা যায় না। শুনেছি, রাজা না কি বড় রণপ্রিয় নন। তবু যা হউক, রাজপুত্র কি না ? এত অপমান কি সহ্য কতো পারবেন ?

তৃতী। ওহে, এ দিকে ছজন কে আসছে, দেখ দেখি।

প্রথ। সকলে সতর্ক হও হে। যেন মন্ত্রী মহাশয় বোধ হচে।

( সত্যদাস এবং ধনদাসের প্রবেশ । )

সত্য। রঘুবরসিংহ—

প্রথ। ( যোড়করে ) আজ্ঞা।

সত্য। সব মঙ্গল ত ?

প্রথ। আজ্ঞা, হাঁ।

সত্য। আচ্ছা। ( ধনদাসের প্রতি ) মহাশয়, একটু এই দিকে আসুন।

ধন। মন্ত্রী মহাশয়, এ কন্ঠটা কি ভাল হলো ?

সত্য। আজ্ঞা, ও কথা আর বলবেন না। মহারাজ যে এতে কি পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ, তা আপনিই কেন বুঝে দেখুন না। কিন্তু কি করেন ? এতে ত আর কোন উপায় নাই।

ধন। আজ্ঞা, হাঁ, এ কথা যথার্থ বটে। কিন্তু আমার, দেখছি, সর্বনাশ হলো। আমি যে কি কুলগে আপনাদের দেশে এসেছিলাম, তা বলতে পারিনে।

সত্য। কেন, মহাশয় ?

ধন। আর কেন মহাশয় ? প্রথমতঃ দেখুন, আমার যা কিছু ছিল, সে সব ঐ দস্যুদল লুটে নিলে। তার পর রাজা মানসিংহের দূতের হাতে আমি যে কি পর্যন্ত অপমান সহ্য করেছি, তা ত আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, আবার—

সত্য। মহাশয়, বা হয়েছে; হয়েছে। ও সব কথা আর মনে করবেন না। এখন অল্পএই করে এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ করুন। মহারাজ এটি আপনাকে দিতে দিয়েছেন।

ধন। মহারাজের প্রসাদ শিরোধার্য। (অঙ্গুরী গ্রহণ।)

সত্য। মহাশয়, আপনি এক জন সুচতুর মনুষ্য। অতএব আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য। আপনি মহারাজ জগৎসিংহকে এ বিষয়ে কান্ড হতে পরামর্শ দেবেন। এ আশ্রয়বিচ্ছেদের সময় নয়। (চিন্তা করিয়া) দেখুন, আপনি যদি এ কর্ম কতে পারেন, তা হলে মহারাজ আপনাকে যথেষ্ট পরিতুষ্ট করবেন।

ধন। যে আজ্ঞা। আমি চেষ্টার ক্রটি করবো না। তার পর জগদীশ্বরের হাত।

সত্য। আমি কর্মকারকদের প্রতি রাজ-আদেশ পাঠিয়েছি। আপনার পথে কোন ক্লেশ হবে না।

ধন। তবে আমি এখন বিদায় হই।

সত্য। যে আজ্ঞা, আশুন তবে।

[ প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) দেখি দেখি, অঙ্গুরীটি কেমন? (অবলোকন করিয়া) বাঃ, এটি যে মহারত্ন! এর মূল্য প্রায় লক্ষ টাকা হবে। হা! হা! ধনদাসের ভাগ্য। মাটি ছুঁলে সোনা হয়। হা হা হা। যাকে বিধাতা বুদ্ধি দেন, তাকে সকলই দেন। (চিন্তা করিয়া) এ বিবাহে কৃতকার্য হলেম না বলে যদি মহারাজ বিরক্ত হন, হলেনই বা; না হয়, ওঁর রাজ্য ত্যাগ করে অশ্রদ্ধে গিয়ে বাস করবো। আর কি! আমার ত এখন আর ধনের অভাব নাই। হা! হা! বুদ্ধিবলেই ধনদাস ধনপতি। তবে কি না, এই একটা বাধা দেখছি; বিলাসবস্ত্রের আশাটা তা হলে একবারে ছাড়তে হয়। যে মুগ লক্ষ্য করে এত দিন বনে বনে পর্যটন কল্যে, তাকে এখন এক প্রকার আশ্রয় করে কেমন কয়ে ফেলে যাই। (চিন্তা করিয়া) কেন? ফেলেই বা যাব কেন, আমি কি আর একটা বেষ্ট্রাকে ভুলাতে পারবো না। কত কত লোক স্বর্গকন্যাকে বশ করেছে, আর আমি কি একটা সামান্ত বায়াজনার মনঃ চুরি কতে পারবো না। হা! হা! তা দেখি কি হয়।

[ প্রস্থান।



প্রথ। ( অগ্রসর হইয়া ) ওহে, তোমরা কেউ এ লোকটিকে চেন ?

দ্বিতী। চিনবো না কেন ? ও যে কল্পপুরের দূত । আঃ, এক দিন রাতে, ভাই, ও যে আমাকে কষ্টটা দিয়েছিল, তা আর কি বলবো ?

তৃতী। কেন ? কেন ?

দ্বিতী। আমি, ভাই, পুরস্কারের লোভে মদনিকা বলে একটা মেয়েমানুষের তত্ত্বে ওর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম । সমস্ত রাতটা ঘুরে ঘুরে মলেম, কিছুই হলো না । শেষ প্রাতঃকালে বাসায় ফিরে যাবার সময় বেটা আমাকে কেবল চারটি গণ্ডা পয়সা হাতে দিয়ে বল্যে কি, যে তুমি মিটাই কিনে খেও । হা ! হা ! হা !

প্রথ। হা ! হা ! যেমন কর্ন তেমনি ফল ! ( আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া ) উঃ, রাত্রি যে প্রভাত হলো ।

নেপথ্যে গীত ।

[ ভৈরব—কাওয়ালী । ]

যাইতেছে যামিনী, বিকসিত নলিনী ।

প্রিয়তম দিবাকর হেরিয়ে

প্রমোদিনী ভামুভামিনী ;

শশী চলিল তাই হেরে

বিবাদে বিমলিনী কুমুদিনী

অতি হুধিনী ।

মধুকর ধার মধুর কারণে ফুলবনে

বিহঙ্গের মধুর স্বরে মোহিত করে

প্রমোদ ভরে বিপিনচরে,

নব ভূগাসনে হরষিত মনোহরিনী ॥

তৃতী। ঐ শুনেল ত ? চল, আমরা এখন যাই । ( নেপথ্যে রণবাত্ত । )

প্রথ। হাঁ—চল— । ঐ যে আর এক দল আসচে ।

[ সকলের প্রস্থান ।

ইতি তৃতীয়ঙ্ক ।

# চতুর্থী

## প্রথম গর্ভাক

দয়পুর—রাজগৃহ।

( রাজা জগৎসিংহ এবং মন্ত্রী । )

রাজা। বল কি, মন্ত্রী ? এ সংবাদ তোমাকে কে দিলে ?

মন্ত্রী। মহারাজ, ধনদাস হয় অল্প বৈকালে কি কল্যাণ প্রাপ্তে এসে উপস্থিত হবে। তার মুখে এ সকল কথা শুনেই ত আপনি বিশ্বাস করবেন ?

রাজা। কি আপদ্। আমি কি আর তোমার কথায় অশ্রদ্ধা কচি হে ? আমি জিজ্ঞাসা কচি কি, বলি এ কথা তুমি কার কাছে শুনে ?

মন্ত্রী। মহারাজ, আমারই কোন চরের মুখে শুনেছি। সে অতি বিশ্বাসযোগ্য পাত্র।

রাজা। বটে ? তবে রাজা ভীমসিংহ আমাকে অবহেলা করো মানসিংহকেই ক্রমপ্রদান করবেন, মানস করেছেন ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, শুনেছি, যে রাজকুলপতি ভীমসিংহের আপনার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ ; তিনি কেবল দায়গ্রস্ত হয়ে আপনার বিরুদ্ধ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। মহারাজ, আমি ত পূর্বেই এ সকল কথা রাজসম্মুখে নিবেদন করেছিলাম, কিন্তু আমার দৌর্ভাগ্যক্রমে আপনি সে সময়ে ধনদাসের পরামর্শই শুনলেন।

রাজা। আঃ, সে গত বিষয়ের অনুশোচনে কল কি ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি ? তবে কি না, বিবেচনা করুন, ধনদাসই এই অনর্থের মূল। সেই কেবল স্বার্থ সাধনের জন্তে এ রাজ্যের সর্বনাশটা কল্যে।

রাজা। কেন ? কেন ? তার অপরাধ কি ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, আমি আর কি বলবো ? ধনদাসের চরিত্র ত আপনি বিশেষরূপে জানেন না।

রাজা। কেন ? কি হয়েছে, বল না।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, এ সকল কথা রাজসম্মুখে কওয়া আমার কোন মতেই উচিত হয় না। কিন্তু—

রাজা। কেন ? ধনদাসের এতে অপরাধটা কি ?

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজকুমারী কুমার প্রতিনৃষ্টি যে ও আপনাকে কেন এনে দেয়ার, তা কি আপনি এখনও বুঝতে পাচ্ছেন না ?

রাজা। কৈ, না। কি কারণ, বল দেখি শুনি।

মন্ত্রী। এই বিবাহের উপলক্ষে একটা গোলযোগ বাধিয়ে আপনার উদর পূর্ণ করবে, এই কারণ, আর কারণ কি ? মহারাজ, ওর মত স্বার্থপর মানুষ কি আর ছুটি আছে ?

রাজা। বটে ? তাই ও এ বিষয়ে এত উদ্ভোগী হয়েছিল ? আমি তখন বুঝতে পারি নাই। আচ্ছা, ও আগে ফিরে আসুক। তা এখন এ বিষয়ে কি কর্তব্য, বল দেখি ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

রাজা। (সরোষে) বল কি, মন্ত্রী ? তুমি উদ্ভাদ হলে না কি ? এমন অপমান কি কেউ কোথাও সহ্য কত্যা পারে ?—কেন, আমার কি অর্থ নাই ?—সৈন্য নাই ? না কি বল নাই ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজলক্ষীর প্রসাদে মহারাজের অভাব কিসের ?

রাজা। তবে আমাকে এতে ক্লান্ত হতে বলচো কেন ? মান অপেক্ষা কি ধন না জীবন প্রিয়তর ? হি। তুমি এমন কথা মুখেও আন। দেখ, প্রতি ছুর্গপতিকে তুমি এখনই গিয়ে পত্র পাঠাও, যে তারা পত্রপাঠমাত্র সসৈন্তে এ নগরে এসে উপস্থিত হয়। আর দেখ—

মন্ত্রী। আজ্ঞা করুন—

রাজা। তুমি যে সে দিন ধনকুলসিংহের কথা বলছিলে, তিনি কে, আমাকে ভাল করে বল দেখি।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি মরুদেশের মৃত রাজা ভীমসিংহের পুত্র। কিন্তু তাঁর পিতার লোকান্তর প্রাপ্তির পর জন্ম হওয়ায়, কোন কোন লোক বলে যে তিনি বাস্তবিক ভীমসিংহের পুত্র নন।

রাজা। বটে ? মরুদেশের বর্তমান রাজা মানসিংহ ত গোমানসিংহের পুত্র। গোমানসিংহ ধনকুলসিংহের পিতামহ, বীরসিংহের কনিষ্ঠ ছিলেন ; তা ধনকুলসিংহেই মরুদেশের প্রকৃত অধিকারী।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কলিকালে কি আর ধর্মাধর্মের বিচার আছে ? যার শক্তি, তারই জয়। কুমার ধনকুলসিংহ কি আর রাজসিংহাসন পাবেন।

রাজা। অবশ্য পাবেন। আমি তাঁকে মরুদেশের সিংহাসনে বসাবো। দেখ, মন্ত্রী, তুমি শীঘ্র গিয়ে পত্র লেখ। মানসিংহের এত বড় যোগ্যতা, যে সে আমার বিপক্ষতা করে। এখন দেখি, সে আপন রাজ্য কি করে রাখে।

মন্ত্রী। মহারাজ,———

রাজা। (পাত্রোখান করিয়া) আর বুধা বাক্যব্যয়ে প্ররোজন কি? যাও—

মন্ত্রী। মহারাজ, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। এই মহৎকুলের প্রসাদে মহুন্দর লাভ করেছি। আপনার স্বর্গীয় পিতা—

রাজা। আঃ! কি উৎপাত! আমি কি আর তোমাকে চিনি না; মন্ত্রী, তুমি যে আমাকে আপন পরিচয় দিতে আরম্ভ কল্যে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা নয়। তবে কি না আমার পরামর্শে এ বিবম কাণ্ডে সহসা প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না।

রাজা। মন্ত্রী, মানবজীবন চিরস্থায়ী নয়; কিন্তু অপযশ: চিরস্থায়ী। আমি যদি এ অপমান সহ্য করি, তা হলে ভবিষ্যতে লোকে আমাকে কাপুরুষের দৃষ্টান্তস্থল করবে। বরঞ্চ ধনে প্রাণে মরবো, সেও ভাল, কিন্তু এ কথাটি যেন কেউ না বলে, যে অধ্বর-অধিপতি মরুদেশের রাজার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। হি! হি! আমার সে অপযশ: হতে সহস্রগুণে মরণ ভাল। তা তুমি যাও।

মন্ত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) যে আজ্ঞা, মহারাজ। (স্বগত) ব্রিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন কতে পারে? হায়! হায়! ছুট ধনদাসটাই এই অনর্থ ঘটালে।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) এই ত আর এক কুরুক্ষেত্রের বৃদ্ধ আরম্ভ হলো! এত দিন রাজভোগে মত্ত ছিলাম, এখন একটু পরিষ্কমই করে দেখি। তরবার চিরকাল কোষে আবদ্ধ থাকলে মলিন ও কলঙ্কিত হয়। (চিন্তা করিয়া) বা হউক, ধনদাসকে এবার বিলক্ষণ দণ্ড দিতে হবে। আমি যত কুরুক্ষ করেছি, সকলেতেই ঐ ছুট আমার গুরু। ওঃ! বেটার কি চমৎকার বুদ্ধি! তা দেখি, এবারও কি হয়?

[প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জয়পুর—বিলাসবতীর গৃহ।

( বিলাসবতী এবং মদনিকা । )

বিলা। বাঃ, তোর, ভাই, কি বুদ্ধি ? ধন্থ যা হউক ।

মদ। ( সহাস্ত বদনে ) সে বড় মিছা কথা নয় । আমি উদয়পুরে যে সকল কাণ্ড করে এসেছি, তা মনে হলে আপনা আপনি হেসে মত্যা হয় । হা । হা । হা ।

বিলা। ভাই ত ? কি আশ্চর্য্য । ভাল, ধনদাস কি তোকে ষড়ার্থই চিনতে পারে নাই ?

মদ। তা পারলে কি ও আমাকে আর এ অঙ্গুরীটি দিত ?

বিলা। ভাল, ভাই, তুই লোকের কাছে কি বলে আপনার পরিচয়টা দিতিস্ ?

মদ। কেন ? উদয়পুরের লোককে বলতেম, আমার জয়পুরে বাড়ী । আর জয়পুরের লোককে বলতেম, আমার উদয়পুরে বাড়ী । আর যেখানে দেখতেম, তুই দেশেরই লোক আছে, সেখানে আদতে যেতেম না ।

বিলা। বাঃ, তোর কি বুদ্ধি ভাই ।

মদ। হা । হা । রাজমন্ত্রী, রাজা মানসিংহের দূত, রাজকুমারী, আমি কার সঙ্গে না দেখা করেছি ? আর কত বেশ যে ধরতেম, তার আর কি বলবো ?

বিলা। ভাই ত ? ভাল, মদনিকে, রাজকুমারী কৃষ্ণা না কি বড় সুন্দরী ?

মদ। আহা ! সুন্দরী বল্যে সুন্দরী ? ও কথা, ভাই, আর জিজ্ঞাসা করো না । আমি বলি, এমন রূপলাবণ্য পৃথিবীতে আর কোথায়ও নাই । ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ । )

বিলা। ও কি লো ? তুই যে একবারে বিরসবদন হলি ? কেন ? তিনি কি এতই তোর মনঃ ভুলিয়েছেন ? ই । ই । অবাক্ কল্যে মা ।

মদ। ভাই, বলবো কি ? রাজনন্দিনী কৃষ্ণার কথা মনে হলে প্রাণ যেন কেঁদে উঠে । আহা ! সে মুখ যে একবার দেখে, সে কি আর ভুলতে পারে !

বিলা। বলিস্ কি লো ? তিনি কি এমন সুন্দরী ? কি আশ্চর্য্য । আর, ভাই, আমরা এখানে বলি । তবে আমাকে রাজকুমারীর কথাটা ভাল করে বল দেখি, তুমি ।

মদ। কেন ? তাঁর কথা শুনে আর তোমার কি উপকার হবে, বল ?

বিলা। কে জানে, ভাই ? ভোর মুখে তাঁর কথা শুনে আমার এমনি ইচ্ছা হচ্চে, যে উদয়পুরে গিয়ে তাঁকে একবার দেখে আসি।

মদ। যে, ভাই, কৃষ্ণকুমারীকে কখন দেখে নাই, বিধাতা তাকে বৃথা চক্ষুঃ দিয়েছেন।—সে যাক মেনে, এখন মহারাজ কদিন এখানে আসেন নাই, বল দেখি।

বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস্ ? আজ তিন দিন।

মদ। বটে ? তবে তিনি ধনদাসের ফিরে আসবার দিন অবধি আর এখানে আসেন নাই। বোধ করি, তিনি এ বিবাহের বিষয়ে বড় ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তা হবেনই ত। তাঁর দূতকে আমি যে জুতো খাইয়ে এসেছি,—হা। হা। ধনদাস, ভাই, আর এ জন্মেও কারো ঘটকালি করবে না। হা। হা। হা।

বিলা। হা। হা। হা। বোধ হয় না।

মদ। দেখ, সখি, মহারাজ, বোধ করি, আজ এখানে আসবেন এখন। তা তুমি, ভাই, যদি তাঁকে আজ পায়ে না ধরিয়ে ছাড়, তবে আমি আর এ জন্মে তোমার সঙ্গে কথা কইবো না।

বিলা। ও মা, সে কি লো ? ছি। ছি। তাও কি কখন হয় ?

মদ। হবে না কেন ? বুদ্ধি থাকলেই সব হয় ? এই যে এসো না, তোমাকে, না হয়, মানভঙ্গের পালাটা অভিনয় করে দেখিয়ে দি। (উপবেশন) আমি যেন মানিনী নায়িকা, বসে আছি; তুমি নায়ক হয়ে এসে আমাকে সাধ। (বদনাবৃত্তকরণ।)

বিলা। হা। হা। হা। বেশ লো বেশ। তুই, ভাই, কত রঙ্গই জানিস্ ? তা আমি এখন কি করবো, বল ?

মদ। (গাত্রোত্থান করিয়া) কি আপদ্ ! তুমিই না হয়, মান করে বসো। আমি নায়ক হয়ে সাধি।

বিলা। (উপবেশন করিয়া) আচ্ছা—এই আমি বসলেম।

মদ। এখন মান কর।

বিলা। এই কল্যেয়ম। (বদনাবৃত্তকরণ।)

মদ। হে সুন্দরি, তোমার বদনশরীকে অভিমানরূপ রাহগ্রাসে দেখে আজ আমার চিন্তচকোর—

বিলা। হা। হা। হা।

মদ। ছি। ছি। ও কি? ঐ ত.সব নষ্ট কল্যে।—এমন সময়ে কি হাসতে হয়?

বিলা। ঐ না, মহারাজ এই দিকে আসচেন?

মদ। তাই ত। দেখো, ভাই, মহারাজ এলে যেন এমন করে হেসে উঠ না। আমি এখন যাই। এত দিনের পর আজ ধনদাসের মাথা খাবার যোগাড় হয়েছে।

[ প্রস্থান।

( রাজা জগৎসিংহের প্রবেশ। )

রাজা। ( স্বগত ) আজ তিন দিন এখানে আসি নাই। আর কেমন করেই বা আসবো? আমার কি আর নিশ্বাস ত্যাগ করবার সাবকাশ ছিল।—এ তিন দিনে প্রায় নব্বই হাজার সৈন্য এসে এ নগরে একত্র হয়েছে। আর ধনকুলসিংহও প্রায় আট, দশ হাজার লোক সঙ্গে করে আসচেন। শত সহস্র বীর। দেখি, এখন মানসিংহ আপন রাজ্য কেমন করে রক্ষা করে? সে যাক। এ গৃহে ত পুষ্প-ধনুঃ আর পঞ্চ শর ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রের কথা নাই। এ ভগবান্ কন্দর্পের রণভূমি! তা কই, বিলাসবতী কোথায়! ( প্রকাশে ) ওহে, বসন্ত এলে কি কোকিল নীরবে থাকে? ( অবলোকন করিয়া ) এই যে—কেন প্রিয়ে, তুমি এত বিরসবদন হয়ে বসে রয়েছো কেন? এ কি—এ কয়েক দিন না আসাতে তুমি কি আমার উপর বিরক্ত হয়েছ? ( নিকটে উপবেশন। ) দেখ, ভাই, তুমি কখন এমন ভেবো না, যে আমি সাধ করে তোমার কাছে আসি নাই।—কি আশ্চর্য্য! আমার সঙ্গে কথা কইলে কি, ভাই, তোমার জ্ঞাত যাবে? একটা কথাই কও। এ কি? একবারে নিস্তব্ধ।—তা তুমি যদি ভাই, আমার সঙ্গে একান্তই কথা না কবে, তবে বল, আমি ফিরে যাই। আমি শত সহস্র কর্ম ফেলে রেখে তোমার এখানে এলেম, আর তুমি নীরব হয়ে বসে রইলে।

বিলা। যাও না কেন; আমি কি তোমাকে বারণ কচি?

রাজা। কেন, ভাই, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তুমি আমার উপর আজ এত দয়াহীন হলে?

বিলা। সে কি, মহারাজ? আপনি হচ্যেন রাজকুল-চূড়ামণি; তাতে আবার রাজা ভীমসিংহের জামাই হবেন;—আমি এক জন—

রাজা। তুমি, দেখছি, ভাই, আমার উপর যথার্থই রেগেছো।—ছি।  
ও কি? তুমি যে আবার নীরব, হলে? দেখ, যে ব্যক্তি এত অমুগত, তার  
উপর কি এত রাগ করা উচিত? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) আহা! এমন সুমধুর  
ধ্বনি শুনলেও কি তোমার আর রাগ যায় না?

( নেপথ্যে গীত । )

[ কাকীকংলা—৪৭ । ]

মনে বুঝে দেখ না,

এ মান সহজে যাবে না,

তা কি জান না?

যে করে তোমারে যতন অতি,

চাতুরী তাহার প্রতি;

তার প্রতীকার, না হলে আর

কোন কথা কবে না!

যে দোষে তোমার মনোমোহিনী

হয়েছে অভিমানিনী,

সে দোষে এ বিধি, হে গুণনিধি,

পায়ে ধরে সাধনা!

রাজা। হা! হা! হা! সত্য বটে! দেখ, ভাই, তোমার সখীরা আমাকে  
বড় সংপরামর্শ দিচ্ছে। তা এসো, তোমার পায়েই ধরি। এখন তুমি আমার  
সব দোষ ক্ষমা কর। (পদধারণ।)

বিলা। (ব্যগ্রভাবে) করেন কি, মহারাজ? ছি! ছি! আমি কেবল  
আপনার সঙ্গে পরিহাস কচ্ছিলেম বৈ ত নয়। বলি দেখি, মহারাজ নারীর মান  
রাখেন কি না।

রাজা। আর, ভাই, পরিহাস। ভাগ্যে তোমার রোগের ঔষধ পেলেম,  
তাই রক্ষা।—যা হউক, এখন ত আমাদের আবার ভাব হলো?

বিলা। কেন, সখে, আমাদের ত ভাবের অভাব কখনই ছিল না।

( মদনিকার পুনঃ প্রবেশ । )

রাজা। আরে এসো! দেখ, সখি, তোমাকে দেখলে আমার ভয় হয়।

মদ। ও মা!—সে কি, মহারাজ? আপনি কি কথা আজ্ঞা করেন?



রাজা। তুমি, সখি, মদন-কেতু। তুমি যে স্থানে বাহু-চালনা কতো থাক, সেখানে কি আর রক্ষা থাকে। অনবরত কামদেবের রণভেরি বাজতে থাকে, প্রমাদ-প্রেমযুদ্ধ উপস্থিত হয়, আর পঞ্চশরের আঘাতে লোকের প্রাণ বাঁচান ভার হয়ে উঠে।

মদ। আপনার তার নিমিত্তে চিন্তা কি, মহারাজ? আপনি যদি মদনের শেলাঘাতে পড়েন, তার উচিত ঔষধ আপনার কাছেই ত রয়েছে। এমন বিশল্যকরণী থাকতে আপনার ভয় কি?

রাজা। হা! হা! সাবাস্, সখি, ভাল কথা বলেছো। তুমি, ভাই, সরস্বতীর পিতামহী!—যা হউক, বড় তুষ্ট হলেম। এই নাও। ( স্বর্ণহার প্রদান। )

মদ। ( প্রণাম করিয়া ) আমি মহারাজের এক জন ক্ষুদ্র দাসী মাত্র।

রাজা। বসো। ( মদনিকার উপবেশন। ) দেখ, সখি, তুমি ধনদাসের বিষয়ে আমাকে যে সকল কথা বলছিলে, সে কি সত্য?

মদ। মহারাজ, আপনি যদি এ দাসীর কথায় প্রত্যয় না করেন, আমার সখীকে বরং জিজ্ঞাসা করুন।

রাজা। ধনদাস যে পরম ধূর্ত আর স্বার্থপর, তা আমি এখন বিলক্ষণ টের পেয়েছি; কিন্তু ওর যে এত দূর সাহস, এ, ভাই, আমার কখনই বিশ্বাস হয় না।

মদ। মহারাজ, স্বচক্ষে দেখলে, স্বকর্ণে শুনলে ত আপনার বিশ্বাস হবে?

রাজা। হাঁ! তা হবে না কেন? এর অপেক্ষা আর সাক্ষ্য কি আছে।

মদ। আজ্ঞা, তবে আমি এলেম বলে।

[ প্রস্থান। ]

বিলা। নরনাথ, তুষ্ট ধনদাসই এ সব অনর্থের মূল।

রাজা। তার সন্দেহ কি? আমার এ বিবাহে কি প্রয়োজন ছিল? বিশেষতঃ ( হস্ত ধরিয়া ) বিশেষতঃ, তুমি থাকতে, ভাই, আমি কি আর কাকেও ভাল বাসতে পারি।

বিলা। ঐ তো, মহারাজ, এই সকল মধু-মাখা কথা কয়েই আপনারা কেবল আমাদের মনঃ চুরি করেন। ( নিকটবর্তিনী হইয়া ) যথার্থ বলুন দেখি, মহারাজ, এ বিবাহে আপনার এখনও মন আছে কি না?

রাজা। রাম বল। এ বিবাহে আমার কি আবশ্যক ? তবে কি না, খনদাসের মঙ্গলা শুনে আমার, ভাই, অহি-মুষিকের ব্যাপার হয়েছে, মানটা ত রক্ষা করা চাই। সেই জন্তেই এ সব উত্তোগ—

( মদনিকার পুনঃ প্রবেশ । )

মদ। মহারাজ, আপনি সত্বর এই দিকে একবার পদার্পণ কল্যে ভাল হয়। খনদাস আসচে। ( বিলাসবতীর প্রতি ) ভাই, এখন মহারাজকে একবার প্রমাণটা দেখিয়ে দেও। ( রাজার প্রতি ) আসুন তবে, মহারাজ।

রাজা। ( উঠিয়া ) আচ্ছা, তবে চল। তুমি যেখানে যেতে বল, সেখানেই যাব। এমন মাজির হাতে নৌকা দেব তার ভয় কি ? ( উভয়ের অন্তরালে অবস্থিতি । )

বিলা। ( স্বগত ) খনদাস ধূর্তরাজ, কিন্তু মদনিকা আজ যে ফাঁদ পেতেছে, তা থেকে এ শৃগাল ভায়ার নিষ্কৃতি পাওয়া হুঙ্কর।

( খনদাসের প্রবেশ । )

এসো, এসো, খনদাস, বসো। তবে, ভাই, ভাল আছ ত ?

খন। ( বসিয়া ) আর, ভাই, ভাল ? কেমন করে ভাল থাকবো, বল ? উদয়পুর থেকে ফিরে আসা অবধি, মহারাজ একবারও আমাকে রাজসম্মুখে ডাকেন নাই। আর কত লোকের মুখে যে কত কথা শুনি, তার আর কি বলবো ? তবে তুমি যে আমাকে মনে রেখেছো, এই ভাল।

বিলা। গগন কি, ভাই, চিরকাল মেঘাবৃত থাকে ?

খন। না, তা ত থাকে না। তবে কি না তুমি যদি, ভাই, আমার এ মেঘাবৃত গগনের পূর্ণশশী হও, তা হলে আমাকে আর পায় কে ?

মদ। ( জনাস্তিকে ) মহারাজ, শুনেছেন।

রাজা। ( জনাস্তিকে ) চুপ—

খন। ( স্বগত ) মদনিকা না হবে ত সহস্র বার আমাকে বলেচে, যে বিলাসবতী মনে মনে আমাকেই ভাল বাসে। আর এর ভাব ভঙ্গি দেখলে সে কথাটায় এক প্রকার বিলক্ষণ বিশ্বাসও হয়। ( প্রকাশে ) তুমি যে, ভাই, চুপ করে রইলে ? আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি, তা কি তুমি জান না ?

বিলা। ( ত্রীড়া-সহকারে ) তা ভাই, আমি কেমন করে জানবো ?

ধন। সে কি, ভাই ? তুমি কি এও জ্ঞান না, যে ভেক সর্বদা কমলিনীর সহিত সহবাস করে বটে, কিন্তু সে ফুল যে কি সুধারসের আকর, তা কেবল মধুকরই জানে। তুমি যে কি পদার্থ, তা কি গাড়ল রাজাগুলার কৰ্ম বোঝা ? হা! হা! হা! হা!

রাজা। ( জনাস্তিকে ) শুনলে ? শুনলে বেটার স্পর্ধার কথা ? ইচ্ছা হয় যে, এ নরাধমের মাথাটা এই মুহূর্তেই কেটে ফেলি। ( অসি নিকোষ করণে উদ্ভত । )

মদ। ( জনাস্তিকে ) ও কি মহারাজ ? আপনি করেন কি ? ( হস্ত ধারণ । )

ধন। দেখ, বিলাসবতি,—

বিলা। কি বল, ভাই ?

ধন। আমি ভাই, তোমার নিতাস্ত চিহ্নিত দাস, আর আমি এ রাজসংসারে কৰ্ম করে যা কিছু সংগ্রহ করেছি, সে সকলই তোমার। ( স্বগত ) এ মাগীর কাছে রাজদত্ত যে সকল বহুমূল্য রত্ন আছে, তার কাছে সে কোথায় লাগে ? তা একে একবার হাত করবার কি ? এ দেশ থেকে একে একবার নে যেতে পাল্যে হয়। ( প্রকাশে ) তুমি যে, ভাই, চূপ করে রইলে ?

বিলা। আমি আর কি বলবো ?

ধন। দেখ, কাল সকালে তো রাজা সৈন্য লয়ে মরুদেশ আক্রমণ কতো যাত্রা করবে। তা সে শত্রুবিদ্যায় যত নিপুণ, তা কারই অগোচর নাই। রণভূমি দেখে মূর্ছনা না গেলে বাঁচি। হা! হা! হা! তা আমি বেশ জানি, এমন ভীত মানুষ তো আর দুটি নাই।

রাজা। ( জনাস্তিকে ) কি! বেটা এত বড় কথা আমাকে বলে ? ( মারিতে উদ্ভত । )

মদ। ( ধরিয়৷ জনাস্তিকে ) করেন কি, মহারাজ ? একটু শাস্ত হউন, আরো কি বলে, শুনুন না।

ধন। আমার বিলক্ষণ বোধ হচ্ছে, যে হয় এ যুদ্ধে মারা যাবে, নয় মুখে চূণকালি নিয়ে দেশে ফিরে আসবে।—

রাজা। ( জনাস্তিকে ) ভাল, দেখি, কার মুখে চূণ কালি পড়ে। কৃতন্ত্র ! পামর !

ধন। তা তুমি যদি, ভাই, বল, তবে আমি সব প্রস্তুত করি। চল, আমরা কাল দুজনে এ দেশ থেকে চলে যাই। ও অধম কাপুরুষের কাছে থাকলে তোমার আর কি উপকার হবে ? বালির বাঁধের ভরসা কি বল ?

রাজা। ( অগ্রসর হইয়া সরোষে ধনদাসের গলদেশ আক্রমণ করিয়া ) রে ছুরাচার নরাধম দাসীপুত্র ! এই কি তোর কৃতজ্ঞতা ! তুই যে দেখচি, চির-উপকারী জনের গলায় ছুরি দিতে পারিস্ ।

ধন। ( সভয়ে ) কি সর্বনাশ ! ইনি যে এখানে ছিলেন, তা ত আমি স্বপ্নেও জানতাম না। কি হবে ? কোথায় যাব ? এই বারে গেলেম, আর কি ? এই ছুঁচারিণী মাগীই আমাকে মজালে ।

রাজা। তোর মুখে যে আর কথাটি নাই ? তুই যে কেমন লোক, তা আমি এত দিনের পর টের পেলেম। তোর অসাধ্য কর্ম নাই। তা বশুমতী এমন ছুরাচার পাষণ্ডের ভার আর সহ্য করবেন না ! ( অসি নিক্ষেপ । )

বিলা। ( সসম্মুখে রাজার হস্ত ধরিয়া ) মহারাজ, করেন কি ? ক্ষমা দেন। এ ক্ষুদ্র প্রাণীর শোণিতে আপনার অসি কলঙ্কিত হবে মাত্র। সিংহ কখন শৃগালকে আক্রমণ করে না। তা মহারাজ, আমাকে এর প্রাণটি ভিক্ষা দেন।

রাজা। প্রিয়ে, তোমার কথার অশ্রুধা কত্যা পারি না। আচ্ছা, প্রাণদণ্ড করবো না। ( অসি কোষস্থ করিয়া ) কিন্তু যাতে আমাকে ওর মুখাবলোকন কত্যা না হয়, এমন দণ্ড বিধান করা আবশ্যিক।——রক্ষক ?——

নেপথ্যে। মহারাজ ?

( রক্ষকের প্রবেশ । )

রাজা। দেখ, এ ছুরাচারকে নগরপালের নিকট এই মুহূর্তে লয়ে যা। আর তাকে বল্গে, যে এর মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, গালে চূণ কালি দিয়ে, একে দেশান্তর করে দেয়। আর এর যা কিছু সম্পত্তি আছে, সব দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করে।

রক্ষ। যে আজ্ঞা, ধর্মাবতার ! ( ধনদাসের প্রতি ) চল,——

ধন। ( করযোড়ে সজল নয়নে ) মহারাজ——

রাজা। চূপ, বেহায়া। আর আমি তোর কোন কথা শুনতে চাইনে। নে যা একে। ওর মুখ দেখলে পাপ হয়।

রক্ষ। চল।

[ ধনদাসকে লইয়া রক্ষকের প্রস্থান ।

মদ। ( অগ্রসর হইয়া ) আহা ! প্রাণটা বেঁচেছে যে, এই রক্ষা ! এখনই ভায়ার লীলা সম্বরণ হয়েছিল আর কি । হা ! হা ! যা হউক, হীড়র ভায়া সমস্ত রাত্রি চুরি করে করে খেয়ে, শেষ রাত্রে কাঁদে পড়েছেন । হা ! হা ! হা !

বিলা । এ সব, ভাই, তোরই কৌশলে ঘটলো । যা হউক, মহারাজ যে ওর প্রাণটি দিলেন, এই পরম লাভ । তবে কি না, মহারাজের চোখ ছুটি যে এত দিনে খুললো, এও আহ্লাদের বিষয় ।

রাজা । এ ছুরাচার আমাকে যে সব কুপথে ফিরিয়েছে, তা মনে হলে লজ্জা হয় ! কিন্তু কি করি, কেবল তোমার অনুরোধে ওটাকে অল্প দণ্ড দিয়ে ছেড়ে দিতে হলো ।

নেপথ্যে । ( রণবাত্ত ) ( মহারাজের জয় হউক ) ( রাজকুমারের জয় হউক ) ।

রাজা । ( সচকিতে ) বোধ হয়, কুমার ধনকুলসিংহ এসে উপস্থিত হলেন । প্রিয়ে, এখন আমাকে বিদায় দিতে হবে । আমাকে এখন যেতে হলো ।

বিলা । সে কি, মহারাজ ? এত শীঘ্র ? তবে আবার কখন দেখা হবে, বলুন ?

রাজা । তা ভাই, কেমন করে বলবো ? আমি কাল প্রাতেই যুদ্ধে যাত্রা করবো । যদি বেঁচে থাকি, তবে আবার দেখা হবে, নচেৎ এ জন্মের মত এই সাক্ষাৎ হলো । ( হস্ত ধরিয়া ) দেখ, ভাই, যদি আমি মরেই যাই, তা হলে আমাকে নিতান্ত ভুল না, একবার মনে করো, আর অধিক কি বলবো ।

বিলা । ( নিরুত্তরে রোদন । )

মদ । ( সজল নয়নে ) বালাই, মহারাজ, এমন কথা কি মুখে আনতে আছে !

রাজা । সখি, এ বড় সামান্য ব্যাপার ত নয় । পৃথিবীর ক্ষত্রিয়-কুল এ রণক্ষেত্রে একত্র হবে ! সে যা হউক । এখন এসো, বিলাসবতি, আমাকে হস্তমুখে বিদায় দাও এসে ।

মদ । এসো, সখি, মহারাজের সঙ্গে ছার পর্য্যন্ত যাই । আর কাঁদলে কি হবে, ভাই ? এখন পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা কর, যে মহারাজ যেন ভালয় ভালয় স্বরাজ্যে ফিরে আসেন ।

[ সকলের প্রস্থান ।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

জয়পুর—নগরপ্রান্তে রাজপথ-সম্মুখে দেবালয় । দেবালয়ের গবাক্ষদ্বারে

বিলাসবতী এবং মদনিকা ।

মদ । আর কেন, সখি ? চল, এখন বাড়ী গিয়ে স্নানাদি করা যাক্‌গে, বেলা প্রায় দুই প্রহর হলো । বিশেষ দেবদর্শনের ছলে এখানে এসেছি, আর এখানে থাকলে লোকে বলবে কি ?

নেপথ্যে । ( রণবাচ্চা । )

বিলা । ঐ শোন্‌ লো, শোন্‌ । মহারাজ বুঝি আবার ফিরে আসছেন ।

মদ । তোমার এমনি ইচ্ছাটাই বটে ! ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি, কে আসচে ?

বিলা । সখি, আমি চক্ষুর জলে একবারে যেন অন্ধ হয়ে পড়েছি । তা কে ? আমি ত কাকেও দেখতে পাচ্ছি না ।

মদ । এখন, ভাই, কঁাদলে আর কি হবে ? ঐ দেখ, মন্ত্রী মহাশয় আসছেন ।

( নীচে মন্ত্রীর প্রবেশ । )

মন্ত্রী । বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যা পারে ? হায়, একটা তুচ্ছ অগ্নিকণা এ ঘোরতর দাবানল হয়ে জ্বলে উঠলো ! আহা, এতে যে কত সুন্দর তরু আর কত পশু পক্ষী পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে, তার কি আর সংখ্যা আছে । ( দীর্ঘ নিশ্বাস ) এখন আর আশ্রয় করা বৃথা ! এ জলশ্রোতঃ যখন পর্বত থেকে বেরিয়েছে, তখন এর গতি রোধ করা কার সাধ্য ? ( নেপথ্যাভিমুখে ) এ কি ? অর্জুনসিংহ, তোমার দল যে এখনও এখানে রয়েছে ?

নেপথ্যে । আজ্ঞা, এই আমরা চললেম আর কি ।

মন্ত্রী । কি সর্বনাশ ! তোমার কি কিছুমাত্র ভয় নাই ? এ কি ? এ সব ময়দার গাড়ী এখনও পড়ে রয়েছে ?

নেপথ্যে । মহাশয়, গরু পাওয়া ভার ।

মন্ত্রী । ( কর্ণ দিয়া ) অ্যা——কি বললে ? গরু পাওয়া ভার । কি সর্বনাশ ! তোমরা তবে কি কত্যা আছ ?

নেপথ্যে। উঠ হে, উঠ, শীঘ্র করে গাড়ী গুলন যুতে ফেল।

ঐ। আজ্ঞা, এই হলো আর কি ?

ঐ। ও হে বাত্বকরেরা, তোমরা ঘুমুতে লাগলে না কি ? বাজাও।  
বাজাও।

ঐ। মহাশয়, আশীর্বাদ করুন, এই আমরা চললেম। বাজাও হে,  
বাজাও।

ঐ। ( রণবাণ ) মহারাজের জয় হউক।

মন্ত্রী। ( স্বগত ) দেখিগে, আর কোন্ দল কোথায় কি কচ্যে ? আঃ, এ  
সব কি একজন হতে হয়ে উঠে ? ভগবান্ সহশ্রলোচন পারেন কি না, সন্দেহ ;  
আমার ত হুই চক্ষুঃ বৈ নয়।

[ প্রস্থান।

বিলা। মদনিকে, চল, ভাই, আমরা ওই ময়দার গাড়ীর পেছনে পেছনে  
মহারাজের নিকট যাই।

মদ। তুমি, সখি, পাগল হলে না কি ? চল বরং বাড়ী যাই। দেখ, বেলা  
প্রায় হুই প্রহরের অধিক হলো। এখন রাজহংসীরা সরোবরে ভেসে গা শীতল  
কচ্যে। তা আমাদের আর এখানে থাকি উচিত হয় না।

বিলা। আমার কি আর, ভাই, ঘরে ফিরে যেতে মনঃ আছে ?

মদ। হা। হা। হা। তুমি, ভাই, কৃষ্ণযাত্রা আরম্ভ কল্যে নাকি ?  
হা। হা। হা। সখি, কৃষ্ণ বিনে এ পোড়া প্রাণ আর বাঁচে না। হা। হা।  
হা। ওহে রাধে। এ যমুনা-পুলিনে বসে একলা কাঁদলে আর কি হবে ?  
তোমার বংশীবদন যে এখন মধুপুরে কুজা সুন্দরীকে লয়ে কেলি কচোন। হা।  
হা। হা।

বিলা। ছি ; যাও মেনে, ভাই। ও সব তামাসা এখন আর ভাল  
লাগে না।

মদ। এ কি ? ধনদাস না ?

( নীচে দরিদ্রবেশে ধনদাসের প্রবেশ। )

ধন। ( চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত ) হে বিধাতঃ, তোমার মনে কি  
এই ছিল। আমি এত কাল রাজসংসারে থেকে নানাবিধ সুখ ভোগ করে,

অবশেষে অস্বাভাবে ক্ষুধাতুর কুকুরের স্তায় আমাকে কি দ্বারে দ্বারে ফিরতে হলো? তা তোমারই বা দোষ কি? আমারই কর্মের দোষ। পাপকর্মের প্রতিকূল এইরূপেই ত হয়ে থাকে। হায়! হায়! লোভমদে মস্ত হলে লোকের কি আর জ্ঞান থাকে? তা না হলে রঘুপতি কি সীতাকে ফেলে সুবর্ণ-মুগের অনুসরণ কতেন? এই লোভমদে মস্ত হয়ে আমি যে কত কুকর্ম করেছি, তার সংখ্যা নাই। (রোদন)। প্রভু, আমার অশ্রুজল দিয়া তুমি আমার পাপপঙ্কে মলিন আত্মাকে ধোত কর। (রোদন)। হায়! হায়! আমার যদি এ জ্ঞান পূর্বে হতো, তবে কি আর আমার এ দুর্দশা ঘটতো।

মদ। আহা! সখি, শুনলে ত? দেখ, সখি, ধনদাসের দশা দেখে আমার যে কি পর্য্যস্ত দুঃখ হচ্ছে, তা আর কি বলবো? তুমি, ভাই, এখানে একটু থাক, আমি গিয়ে ওর সঙ্গে গোটা দুই কথা কয়ে আসি।

[ প্রস্থান। ]

ধন। (স্বগত) ধনসঙ্কয়ের নিমিত্তে লোকে কি না করে? কিন্তু সে ধন কারো সঙ্গে যায় না। হায়, এ কথাটি যে লোকে কেন না বোঝে, এই আশ্চর্য্য। এই যে আমি এত করে একগাছি রত্নমালা গাঁথেছিলাম, সে গাছি এখন কোথায় গেলো? কে ভোগ করবে? হাঃ।

( মদনিকার প্রবেশ। )

মদ। ধনদাস যে।

ধন। অ্যা—কেন—কে ও? মদনিকা? (স্বগত) আরো কি যজ্ঞণা বাকি আছে? (প্রকাশে) দেখ, ভাই, আমি যত দূর দণ্ড পেতে হয়, তা পেয়েছি, তা তুমি আবার—

মদ। না, না, তোমার ভয় নাই। আমি তোমার আর কোন মন্দ করবো না। তোমার দুঃখে আমি যে কি পর্য্যস্ত দুঃখী হয়েছি, তা তোমাকে আর কি বলবো? ধনদাস, আমি, ভাই, সতী স্ত্রী নই বটে, কিন্তু আমার ত নারীর শ্রাণ বটে—হাজার হউক, পরের দুঃখ দেখলে আমার মনে বেদনা হয়। তা, ভাই, যা হবার হয়েছে, এখন এই নাও, আমি তোমাকে এই অঙ্গুরীটি দিলেম।

ধন। (সচকিতে) আঃ, এ অঙ্গুরীটি, ভাই, তুমি কোথা পেলে?

মদ। কেন? তুমিই যে আমাকে দিয়েছিলে। এখন ভুলে গেলে না কি? উদয়পুরের মদনমোহনকে তোমার মনে পড়ে কি? (ঈষৎ হাস্ত)।



ধন। অ্যা—কাকে বললে, ভাই ?

মদ। মদনমোহনকে—যে তোমাকে মদনিকাকে দেখাতে চেয়েছিল। আজ তা হলো ত ? এই দেখ—আমিই সেই মদনিকা !

ধন। তুমি কি তবে উদয়পুরে গিয়েছিলে ?

মদ। আর কেমন করে বলবো ? আমি না হলে এ সকল ঘটনা ঘটায় কে ? ধনদাস, তুমি ভেবেছিলে, যে তোমার চেয়ে ধূর্ত আর নাই, কিন্তু এখন টের পেলে ত, যে সকলেরই উপর উপর আছে ? ভেবে দেখ দেখি, ভাই, তুমি কত বড় ছুঁট ছিলে ! সে যা হউক, ঢের হয়েছে। এখন যদি তোমার সে ছুঁট বুদ্ধি গিয়ে থাকে, তবে আমার সঙ্গে এসো। দেখি, আমি যাকে ভেঙেছি, তাকে আবার গড়তে পারি কি না।

ধন। তোমার কথা শুনে ভাই, আমি অবাক হয়েছি। তুমিই তবে সেই মদনমোহন ? কি আশ্চর্য্য !—আমি কি কিছুমাত্র চিনতে পারি নাই ?

মদ। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো। ঐ দেখ, বিলাসবতী উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর কাছে, ভাই, আর পিরীতের কথার নামও করো না। আর দেখ, এ জন্মে কাকেও মেয়েমানুষ বলে অবহেলা করো না। তার ফল ত দেখলে ? কি বল ? হা ! হা ! হা ! ( বিলাসবতীর প্রতি ) এসো, সখি, তুমি একবার নেবে এসো। আমার ভারি খিদে পেয়েছে। চল হে, ধনদাস, চল।

[ সকলের প্রস্থান।

## পঞ্চম অঙ্ক

### প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজগৃহ।

( রাজা ভীমসিংহ এবং মন্ত্রী প্রবেশ । )

রাজা। কি সর্বনাশ! তার পর ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজা মানসিংহ অসি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে হয় তিনি সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণাকে বিবাহ করবেন, নয় উদয়পুরকে ভস্মসাৎ করে মহারাজের রাজ্য ছারখার করবেন। রাজা জগৎসিংহেরও এইরূপ পণ।

রাজা। ( ক্ষোভ ও বিরক্তির সহিত ) বটে ? এ কলিকালে লোকে একেই কি বীরত্ব বলে থাকে ? ( ললাটে করপ্রহার করিয়া ) হায়! হায়! মৃতদেহে কে না খড়্গ প্রহার কতো পারে ? আমার যদি এমন অবস্থা না হতো, তা হলে কি আর এঁরা এত দর্প কতো পারতেন ? দেখ, আমার ধনাগার অর্ধশূন্য ; সৈন্য বীরশূন্য, স্মৃতরাং আমি অভিমুখ্যর মতন এ সপ্ত রথীর মধ্যে যেন নিরস্ত্র হয়ে রয়েছি ; তা আমার সর্বনাশ করা কিছু বিচিত্র কথা নয়।—হে বিধাতঃ, এ অপমান আমাকে আর কত দিন সহ্য কতো হবে ? শমন আমাকে কত দিনে গ্রাস করবেন ?

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনি এত চঞ্চল হলে—

রাজা। ( সরোষে ) বল কি, সত্যদাস ? এ সকল কথা শুনে স্থির হয়ে থাকি যায় ? মরুদেশের অধিপতি কে, যে তিনি আমাকে শাসন ? আর রাজা জগৎসিংহও যে এখন আত্মবিস্মৃত হলেন, এও বড় আশ্চর্য্য ! ( পরিক্রমণ । )

মন্ত্রী। ( স্বগত ) হায়! হায়! এ কি রাগের সময় ? আমাদের এখন যে অবস্থা, তাতে কি এ প্রবল বৈরীদলকে কটুক্তিতে বিরক্ত করা উচিত ? ( দীর্ঘনিশ্বাস ) হা বিধাতঃ, কুমারী কৃষ্ণাকে লয়ে যে এত বিব্রাট ঘটবে, এ স্বপ্নেরও অগোচর।

রাজা। ( উপবেশন করিয়া ) সত্যদাস, বসো।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ। ( উপবেশন । )

রাজা। এখন এতে কি কর্তব্য, তা বল দেখি ? আমি ত কোন দিকেই এ বিপদ-সাগরের কূল দেখতে পাচ্ছি না। (দীর্ঘনিশ্বাস) মন্ত্রী, এ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়া অবধি আমি কত যে সুখভোগ করেছি, তা ত তুমি বিলক্ষণ জান। তা বিধাতা কি অপরাধ দেখে আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলেন, বল দেখি। এমন যে মণিময় রাজকিরীট, এও আমার শিরে যেন অগ্নিময় হলো। হায় ! শমন কি আমাকে বিস্মৃত হলেন। এ কৃষ্ণা আমার গৃহে কেন জন্মেছিল ? হায় !

মন্ত্রী। নরনাথ, এ সূর্য্যবংশীয় রাজারা পূর্ব্বকালে আপন কুল মান রক্ষার্থে যা যা কৌশ্তি করে গেছেন, তা কি আপনার কিছুই মনে হয় না ?

বাজা। সত্যদাস, তুমি ও সকল কথা আমাকে এখন আর কেন স্মরণ করিয়ে দাও ? আলোক থেকে অন্ধকারে এসে পড়লে, সে অন্ধকার যেন দ্বিগুণ বোধ হয়, ও সব পূর্ব্বকথা মনে হলে কি আমার আর এক দণ্ডও বাঁচতে ইচ্ছা করে—

মন্ত্রী। মহারাজ———

রাজা। হায়, এ শৈলরাজের বংশ আমার মতন কাপুরুষ আর কে কবে জন্মগ্রহণ করেছে ? ব্যাধের ভয়ে শৃগাল গহ্বরে প্রবেশ করে ; কিন্তু সিংহের কি সে রীতি ?

( বালেন্দ্রসিংহের প্রবেশ )

এসো, ভাই, বসো। তুমি এ সকল সংবাদ শুনেছ ত ?

বলে। ( উপবেশন করিয়া ) আজ্ঞে, হ্যাঁ, মন্ত্রীর নিকট সকলই অবগত হয়েছি। আর আমিও যে কয়েক জন দূত পাঠিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে তিন জন ফিরে এসেছে। স্ববনপতি আমীর আর মহারাষ্ট্রপতি মাধবজী, উভয়েই রাজা মানসিংহের পক্ষ হয়েছেন।

রাজা। সে কি ? আমীর না ধনকুলসিংহের দলে ছিলেন ?

বলে। আজ্ঞা, ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রবঞ্চনায় ধনকুলসিংহের প্রাণ নাশ করে, এখন আবার রাজা মানসিংহের সহায় হয়েছেন।

রাজা। আঁ! বল কি ? আহা হা ! আমি দেখছি, বিশ্বাসঘাতকতা এ স্ববনকুলের কুলভ্রত !

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার আর সন্দেহ নাই ; ভারতবর্ষে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

রাজা। জয়পুর থেকে, ভাই, কি সংবাদ এসেছে, বল দেখি শুনি।

বলে। আজ্ঞা, রাজা জগৎসিংহও প্রাণগণে যুদ্ধের আয়োজন কচোন। আর অনেক অনেক রাজবীরও তাঁর সহায় হয়েছেন।

মন্ত্রী। হায়! হায়! এ সময়ের কথা শুনলে যে কত দিগ্ থেকে কত লোক গর্জে উঠবে, তার সংখ্যা নাই। ঝড় আরম্ভ হলে সাগরের তরঙ্গসমূহ কখনই শান্তভাবে থাকে না।

রাজা। না, তা ত থাকেই না। তবে এখন এতে কি কর্তব্য? তুমি কি বল, বলেন্দ্র?

বলে। আজ্ঞা, আর কি বলবো? মহারাজের কিছা স্বদেশের হিতসাধনে, যদি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি। তবে কি না, এ বিপদ হতে নিষ্কৃতি পাওয়া মনুষ্যের অসাধ্য। যা হোক, যে পর্য্যন্ত আমার কায় প্রাণে বিচ্ছেদ না হয়, আমি যত্নে কখনই বিরত হবো না। এখন দেবতারা—

রাজা। ভাই, এখন কি আর সে কাল আছে, যে দেবতারা মানবজাতির দুঃখে দুঃখী হবেন। ছরস্তু কলির প্রতাপে অমরকুলও অস্তহিত হয়েছেন। তবে এখনও যে চন্দ্র সূর্য্যের উদয় হয়ে থাকে, সে কেবল বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধি বলে।

বলে। যদি আপনি আজ্ঞা করেন, তা হলে, না হয় একবার দেখি, বিধাতা আমাদের অদৃষ্টে কি লিখেছেন।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস) তা, ভাই, আর দেখতে হবে কেন? বুঝেই দেখ না, যদি কোন ব্যক্তি 'বিধাতা আমার কপালে কি লিখেছেন, দেখি,' এই বলে কোন উচ্চ পর্ব্বত থেকে লাফ দেয়; কিছা জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করে, তা হলে বিধাতা যে তার কপালে কি লিখেছেন, তা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পায়।

বলে। আজ্ঞা, তা যথার্থ বটে। তবু,——

মন্ত্রী। (বলেন্দ্রের প্রতি) আপনি একবার এই পত্রখানি পড়ে দেখুন দেখি। (পত্রপ্রদান।)

রাজা। ও কি পত্র, মন্ত্রি?

মন্ত্রী। মহারাজ, এ পত্রখানি আমি গত রাত্রে পাই। কিন্তু এ যে কে কোথথেকে লিখেছে, আর কে দিয়ে গেছে, তার আমি কোন সন্ধানই পাচ্ছি না।

বলে। কি সর্বনাশ! রাম, রাম, রাম, রাম!—এমন কথা কি মুখে আনতে আছে।

রাজা। কেন, ভাই, বৃত্তান্তটা কি, বল দেখি, শুনি?

বলে। আজ্ঞা, এ কথা আমি মুখে উচ্চারণ কতে পারি না, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, পড়ে দেখুন। এ কথা আপনার কর্ণগোচর করা আমার সাধ্য নয়। (রাজাকে পত্র-প্রদান।)

মন্ত্রী। কথাটা অত্যন্ত ভয়ানক বটে, কিন্তু——

বলে। রাম! রাম! আর ও কথায় প্রয়োজন কি? রাম, রাম! এও কি কথা! ছি, ছি, ছি!

মন্ত্রী। (জনাস্তিকে) তা—বলি—বলি—এ উপায় ভিন্ন আর যদি অল্প কোন উপায় থাকে, তা বরং আপনি বিবেচনা করে দেখুন——

বলে। আমি বিলক্ষণ বিবেচনা করেছি। মহাশয়, এ কি মনুষ্যের কর্ম?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, কুল মান রক্ষা করা মানবজাতির প্রধান কর্ম। বিশেষতঃ ক্ষত্রকুলের যে কি রীতি, তা ত আপনি জানেন।

রাজা। (ক্ষণিক নিস্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্বক) মন্ত্রী,——

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। এ পত্রখানি তোমাকে কে লিখেছে হে?

মন্ত্রী। মহারাজ, তা আমি বলতে পারি না।

রাজা। দেখ, মন্ত্রী, এ চিকিৎসক অতি কটু ঔষধের ব্যবস্থা দেয় বটে, কিন্তু এ দেখছি, রোগ নিরাকরণ কতে স্মনিপুণ। (দীর্ঘনিশ্বাস এবং নীরবে অবস্থান।)

মন্ত্রী। আজ্ঞা, হাঁ! আর বোধ হয়, এ রোগের এই ভিন্ন আর কোন ঔষধ নাই।

রাজা। বলো,——

বলে। আজ্ঞা——

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাই, কি হবে?

বলে। আজ্ঞা, এ পত্রখানি আমাকে দেন, আমি ছিঁড়ে ফেলি। এ যে শত্রুর লিপি, তার কোন সন্দেহ নাই। কি সর্বনাশ!

রাজা। তুমি কি বল, সত্যদাস?

মন্ত্রী। মহারাজ, বিপদকাল উপস্থিত হলে, লোকে রক্ষা হেতু আপন বক্ষ: বিদীর্ণ করেও দেবগুজায় রক্তদান করে থাকে।

রাজা। সত্যদাস, তা যথার্থ বটে। কিন্তু বক্ষ: বিদীর্ণ করে রক্ত দেওয়াতে আর এ কর্ম্মেতে অনেক পৃথক্।

মন্ত্রী। আজ্ঞা তা বটে। সে যাতনা অপেক্ষা এ যাতনা অধিকতর, কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন, এ সময়ে সর্ব্বনাশ হবার সম্ভাবনা; তা সর্ব্বনাশ অপেক্ষা—

রাজা। সত্যদাস, এ কথাটা মনে হলে সর্ব্বশরীর লোমাঙ্কিত হয়, আর চতুর্দ্দিক্ যেন অন্ধকার দেখি। আঃ, কি হলো! হা পরমেশ্বর!—না, না, না,— এও কি হয়?—

মন্ত্রী। মহারাজ, মনে করে দেখুন। কত শত রাজসভা এই বংশের মানরক্ষার্থে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে দেহ ত্যাগ করেছেন; বিশেষতঃ যিনি নরপতি, তিনি প্রজাগণের পিতাম্বরূপ, তা এক জনের মায়ায় কি শত সহস্র জনকে ধনে প্রাণে নষ্ট করা উচিত?

রাজা। হাঁ, তা বটে। কিন্তু তা বলে আমি কি এই অদ্ভুত নিষ্ঠুর ব্যাপারে সন্মত হতে পারি? আর রাজমহিষী এ কথা শুনলেই বা কি বলবেন? আমাদের পুরুষকুলে জন্ম; স্তুরাং আমরা অনেক সছ কত্বে পারি; কিন্তু—

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি এ কথা কেমন করে টের পাবেন?

রাজা। সত্যদাস, এ কথা কি গোপনে থাকবে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা না থাকতে পারে। তবে কি না, এটা একবার চুকে গেলে আর ততো ভাবনা নাই। কারণ, যে বিধাতা হতে শোকের সৃষ্টি হয়েছে, তিনিই আবার সেই শোককে অল্পজীবী করেছেন। অতএব শোক কিছু চিরস্থায়ী নয়।

রাজা। ( চিন্তা করিয়া ) আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।—না,—তাতেই বা কি হবে? কেবল আত্মহত্যার পাপ গ্রহণ করা। বিশেষতঃ, আপন রাজ্যের ও পরিবারের সমূহ বিপদ্ জেনে মরাও কাপুরুষতা। না, না,—কৃষ্ণা থাকতে এ বিবাদ যে মেটে এমন ত কোন মতেই বোধ হয় না। আর এ বিবাদ ভঞ্জন না হলেও সর্ব্বনাশ। উঃ—না,—না, ( গাত্রোথান ) তা বলে কি আমি এ কর্ম্মে সন্মত হতে পারি? সত্যদাস, এমন কর্ম্ম চণ্ডালেও কত্বে পারে না। আর চণ্ডাল ত মনুষ্য, এমন কর্ম্ম পশু পক্ষীরাও কত্বে বিমুখ হয়। দেখ, যে সকল জন্তুরা মাংসাশী, তারাও আবার আপন শাবকগণকে প্রাণপণ যত্নে প্রতিপালন করে।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ, এ তর্কবিতর্কের বিষয় নয়। আপনি কি বলেন, বীরবর ?

বলে। আমি এতে আর কি বলবো ?

রাজা। বলো, আমি কি, ভাই, ইচ্ছা করে আমার স্নেহপুত্রলিকা কৃষ্ণার প্রাণনাশ কতো সম্মত হতে পারি ? যে এ পত্র লিখেছে, বোধ হয়, অপত্যস্নেহ যে কার নাম, সে তা কখনই জানে না। ভাই, এ কথাটা মনে হলে প্রাণ যে কেমন করে উঠে, তার আর কি বলবো ? উঃ—( বক্ষঃস্থলে হস্তপ্রদান ) হে বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টে কি এই লিখেছিলে ? আহা! এমন সরলা বালা!— আমার প্রাণপ্রতিমা নিরপরাধে—আহা! ও মা কৃষ্ণা—আঃ—( মূর্ছাপ্রাপ্তি । )

মন্ত্রী। কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ!

বলে। হায়, এ কি হলো ?—কি হবে ? এখানে কে আছে রে ?

( ভৃত্যের প্রবেশ । )

ভৃত্য। কি সর্বনাশ! এ কি ?—মহারাজ!—এ কি ?

মন্ত্রী। বীরবর, এ দেখছি, বিষম বিপদ উপস্থিত। তা আসুন, আমরা মহারাজকে এখান থেকে নিয়ে যাই। রামপ্রসাদ, তুই শীঘ্র গিয়ে রাজবৈজ্ঞকে ডেকে আনগে যা।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা।

[ প্রস্থান ।

মন্ত্রী। আপনি মহারাজকে ধরুন।

[ রাজাকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান ।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—একলিঙ্গের মন্দির-সম্মুখে।

( ভৃত্যের প্রবেশ । )

ভৃত্য। ( স্বগত ) উঃ, কি অন্ধকার! আকাশে একটিও তারা দেখা যায় না। ( চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া ) কি ভয়ানক স্থান। এখানে যে কত ভূত,

কত প্রেত, কত পিশাচ থাকে, তার কি সংখ্যা আছে। মহারাজ যে এমন সময়ে এ দেউলে কেন এলেন, তা ত কিছুই বুঝতে পাচ্চি না। (সচকিতে) ও বাবা! ও কি ও? তবে ভাল।—একটা পেঁচা! আমার প্রাণটা একবারে উড়ে গেছলো। শুনেছি, পেঁচাগুলো ভুভুড়ে পাখী। তা হতে পারে। ও মধুর স্বর ভূতের কানে বই আর কার কানে ভাল লাগবে। দূর! দূর! (পরিক্রমণ) কি আশ্চর্য্য! আজ ক দিন হলো, মহারাজ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। আহা, নিত্রা, রাজকর্ম, সকলই একবারে পরিত্যাগ করেছেন, আর সর্বদাই “হে বিধাতঃ, আমার কপালে কি এই ছিল। হা। বৎসে কৃষ্ণা, যে তোমার রক্ষক, তাকেই কি আবার গ্রহদোষে তোমার ভক্ষক হতে হলো।” কেবল এই সকল কথাই ওঁর মুখে শুনেতে পাই। (নেপথ্যে পদশব্দ—সচকিতে) ও আবার কি? লম্বা যেন ভালগাছ। ও বাবা! কি সর্বনাশ! এ কি নন্দী না ভূঙ্গী, না বীরভজ? বুঝি বীরভজই হবে। তা না হলে এমন দীর্ঘ আকার আর কার আছে। উঃ। ও বাবা! এই দিকেই যে আসচে।

(রক্ষকের প্রবেশ।)

কে ও? ও! রঘুবরসিংহ! আঃ! বাঁচলেন। আমি, ভাই, তোমাকে বীরভজ ভেবে পলাতে উদ্বৃত্ত হয়েছিলাম। তা তুমিও প্রায় বীরভজ বট।

রক্ষ। চূপ কর হে। এত চোঁচিয়ে কথা কইও না।

ভৃত্য। কেন? কেন? কি হয়েছে?

রক্ষ। মহারাজ, বোধ হয়, অত্যন্ত সঙ্কটে পড়েছেন; বাঁচেন কি না, সন্দেহ।

ভৃত্য। বল কি, রঘুবরসিংহ?

রক্ষ। মহারাজ থেকে থেকে কেবল মূর্ছা যাচেন। ভগবান্ শম্ভুদাস আর তাঁর প্রধান প্রধান চেলারা অনেক ঔষধপত্র দিচেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়ে উঠচে না। আহাঃ, মহারাজের চুঃখ দেখলে বুক ফেটে যায়। আর রাজকুমার বলেন্দ্রও, দেখচি, অত্যন্ত কাতর। দেখ, ভাই, বড় ঘরে ভেয়ে ভেয়ে এমন প্রাণয় আমি কোথাও দেখি নাই। চুই জনে যেন এক প্রাণ।

ভৃত্য। তার সন্দেহ কি?

রক্ষ। তুমি ভ, ভাই, সর্বদাই মহারাজের কাছে থাক। তা মহারাজের এমন হবার কারণটা কিছু বুঝতে পার?



ভৃত্য। কৈ, না! কেন? তুমিও ত, ভাই, রাজকুমারের ওখানে থাক।  
তা তুমি কি কিছু জান না?

রক্ষ। কে জানে, ভাই, কিছুই ত বুঝতে পারি না! তবে অনুমানে বোধ  
হয়, রাজকুমারী কৃষ্ণার বিবাহ বিষয়ই এ বিপদের মূল কারণ; দেখ, এ কয়েক  
দিন সেনানী মহাশয়ের আর মন্ত্রী মহাশয়ের মুখে সর্বনাশ তাঁরই নাম শুনেতে পাই।

ভৃত্য। বটে? আমিও, ভাই, মহারাজের মুখে তাই শুনি।

( বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ । )

বলে। ( স্বগত ) কি সর্বনাশ; এ কি আমার কর্ম; হস্তী স্কুমার  
কুসুমকে দলন করে ফেলে বটে? তা সে পশু বৈ ত নয়। রূপ লাভণা  
গুণবিষয়ে তার চক্ষু: অন্ধ। কিন্তু মনুষ্য কি কখন পশুর কাজ কত্যা পারে?  
না, না, এ আমার কর্ম নয়। আমার এখনি এ স্থান হতে প্রস্থান করাই  
কর্তব্য। ( প্রকাশে ) রঘুবরসিংহ?

রক্ষ। কি আজ্ঞা, বীরপতি!

বলে। শীঘ্র আমার ঘোড়া আনতে বলা।

রক্ষ। যে আজ্ঞা! ( ভৃত্যের প্রতি ) ওহে, বড় অন্ধকারটা হয়েছে;  
এসো না, ভাই, আমরা হুজনেই যাই।

ভৃত্য। আচ্ছা, চল।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

( মন্ত্রীর প্রবেশ । )

মন্ত্রী। ( হস্ত ধরিয়া ) রাজকুমার, রক্ষা করুন, আর কি বলবো? আপনি  
এত বিরক্ত হলে সর্বনাশ হয়! আশুন, মহারাজ আপনাকে আবার ডাকছেন।

বলে। ( হস্ত ছাড়াইয়া ) তুমি বল কি, মন্ত্রী? আমি কি চণ্ডাল? না  
পাষণ্ড? এ কি আমার কর্ম? এ কলঙ্কসাগরে মহারাজ আমাকে কেন মগ্ন  
কত্যা চান? অঁয়া? আমি কি বলে মনকে প্রবোধ দেবো, বল দেখি? কৃষ্ণা  
আমার প্রাণপুত্তলিকা। আমি কেমন করে নিরপরাধে তার প্রাণ বিনষ্ট করি?—  
ঐহিক সুখের জন্মে লোক পরকাল নষ্ট করে; কেন না, পরকালে যে কি ঘটবে,  
তার নিশ্চয় নাই। কিন্তু তুমি বল দেখি, পাপ কর্মের প্রতিফল কি ইহ কালেও  
ভোগ কত্যা হয় না?—মন্ত্রী, তুমি এ ঘৃণাম্পদ কর্ম কত্যা আমাকে আর  
অহুরোধ করো না।

মন্ত্রী। (হস্ত ধরিয়া) রাজকুমার, আপনি মন্দিরের ভিতরে আছেন। এ সব কথাই যোগ্য স্থল এ নয়।

[ উভয়ের প্রস্থান। ]

(চারি জন সন্ন্যাসীর প্রবেশ।)

সকলে। (মন্দিরের সম্মুখে প্রণাম করিয়া) বোম্ ভোলানাথ! (সকলের উপবেশন এবং শিবস্তব গীতান্তে) বোম্ মহাদেব!

প্রথম। গৌসাই জি, আপনি যে বলছিলেন, অত্ন রাত্রে মহারাজের কোন বিপদ হবে, এর কারণ কি? আর আপনিই বা তা কি প্রকারে জানতে পারলেন?

দ্বিতীয়। বাপু, তোমরা আমার চেলা। অতএব তোমাদের নিকট আমার কোন বিষয় গোপন রাখা অতি অকর্তব্য। অত্ন সাংকালীন ধ্যানে দেখলেম, যেন দেবদেবের চক্ষু জলধারা পড়ছে। কিঞ্চিৎ পরে রাজভবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে বোধ হলো, যেন সে স্থল হতে একটা রক্তশ্রোতঃ নির্গত হচে। তৎপরে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখলেম, যেন প্রচণ্ড অগ্নিতে লক্ষ্মীদেবী দগ্ধ হচে, আর সকল দেবগণ হাহাকার কচে। এ সকলের পরেই এই ঘোরতর অন্ধকার আর মেঘগর্জন আরম্ভ হলো। বাপু, এ সকল কুলক্ষণ। এতে যেন কোন বিশেষ বিপদ উপস্থিত হবে তার সন্দেহ নাই।

প্রথম। তা আপনি কেন মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করান না।

দ্বিতীয়। বাপু, বিধাতার যা নির্বন্ধ, তা অবশ্যই ঘটবে; অতএব মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করলে কেবল তাঁকে উদ্বিগ্ন করা হবে। আর কোন উপকার নাই।

তৃতীয়। এই ত এক যুদ্ধ উপস্থিত, আর কি বিপদ ঘটতে পারে?

দ্বিতীয়। তা কেবল ভগবান্ একলিঙ্গই জানেন। আমার অনুমান হয়, যার নিমিত্তে এই যুদ্ধ উপস্থিত, তার প্রতিই কোন অনিষ্ট ঘটতে পারে। যা হউক, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই। এক্ষণে চল, আমরা এ স্থান হতে প্রস্থান করি। আকাশ যেরূপ মেঘাবৃত হয়েছে, বোধ হয়, অতি দ্রুত একটা ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হবে।

সকলে। বোম্ কেদার! হর-হর-হর! বোম্-বোম্-বোম্।

[ সকলের প্রস্থান। ]

( বলেজ্ঞ এবং মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ । )

মন্ত্রী । রাজকুমার, পিতৃসত্যপালনহেতু রঘুপতি রাজভোগ পরিত্যাগ করে বনবাসে গিয়েছিলেন । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য । তা মহারাজের আজ্ঞা অবহেলা করা আপনার কোন মতেই উচিত হয় না ।

বলে । আর ও সব কথায় আবশ্যক কি ? আমি যখন মহারাজের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন কি আর তোমার মনে কোন সন্দেহ আছে ?

মন্ত্রী । আজ্ঞা, না, তা কেমন করে থাকবে ?

বলে । দেখ, মন্ত্রি, তুমি মহারাজকে সাবধানে রাজপুরে আন । হায় ! হায় ! আমার অদৃষ্টে এমন কেন ঘটলো ? অবশ্য আমার পূর্বজন্মে কোন পাপ ছিল ; তা না হলে—

( নেপথ্যে ) । বীরবর, আপনার ঘোড়া প্রস্তুত ।

বলে । আচ্ছা । আমি চললেম, মন্ত্রি ।

[ প্রস্থান ।

মন্ত্রী । ( স্বগত ) রাজকুমার যে এ ছুরুহ কর্মে সম্মত হবেন, এমন ত কোন সম্ভাবনাই ছিল না । যাহা হউক, এখন বহু কষ্টে সম্মত হলেন । আহা ! রাজকুমারী কৃষ্ণার মৃত্যু ভিন্ন আর কোন উপায় নাই । হায়, হায় ! হে বিধাতঃ, এ কি তোমার সামান্য বিড়ম্বনা ।

( রাজার প্রবেশ । )

রাজা । সত্যদাস, বলেজ্ঞ কি গেছে ? হায়, হায় ! হে বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টে কি তুমি এই লিখেছিলে ? বাছা, আমি কি আর তোমার সে চন্দ্রানন দেখতে পাব না ? হায়, হায় ! ছিঃ, আমি কি পাবণ ! নরাদম—

মন্ত্রী । মহারাজ, এখন চলুন, রাজপুরে চলুন ।

রাজা । সত্যদাস, আমি ও মশানে আর কেমন করে প্রবেশ করবো ?

মন্ত্রী । ধর্ম্মাবতার,——

রাজা । সত্যদাস, তুমি আমাকে কেন আর ধর্ম্মাবতার বল ? আমি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম । আমি স্বয়ং কলি অবতার ।

মন্ত্রী । মহারাজ, এ সকল বিধাতার ইচ্ছা বৈ ত নয় ।

( ঝড় ও আকাশে মেঘগর্জ্জন । )

রাজা । ( আকাশের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিয়া ) রজনী দেবী বুঝি এ পামরের গর্হিত কর্ম দেখে, এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন ; আর চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ করে, চামুণ্ডা-রূপে গর্জ্জন কচোন । উঃ ! কি ভয়ানক ব্যাপার ! কি কালস্বরূপ অন্ধকার ! হে তমঃ, তুমি কি আমাকে গ্রাস কত্বে উত্তত হয়েছেো ? উঃ ! মেঘবাহন অন্ধকারকে পুনঃ পুনঃ ঐ দীপ্তিমান্ কলাঘাত করে যেন দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত কচোন । বজ্রের কি ভয়ঙ্কর শব্দ ! এ কি প্রলয়কাল ! তা আমার মস্তকে কেন বজ্রাঘাত হউক না ? ( উর্দ্ধে অবলোকন করিয়া ) হে কাল, আমাকে গ্রাস কর । হে বজ্র ! এ পাপাত্মাকে বিনষ্ট কর । হে নিশাদেবি ! এ পাষণ্ডকে পৃথিবীতে আর কেন রাখ ! বিনাশ কর ।—কৈ ? এখনও বজ্রাঘাত হলো না ?—কৈ ? বিলম্ব কেন । ( হতজ্ঞানে আপন মস্তকে হস্ত দিয়া ) এই নেও !—এই নেও ! ( কিঞ্চিৎ নীরব ) কৈ ? বজ্র ভয়ে পলায়ন কল্যেন নাকি ? ( বিকট হাস্য ! )

মন্ত্রী । ( স্বগত ) এ কি বিপদ উপস্থিত ! মহারাজ যে ক্লিপ্তপ্রায় হলেন । ( প্রকাশে ) মহারাজ, আপনি ও কি করেন ? আশ্বন, এক্ষণে রাজপুরে যাই ।

রাজা । ( না শুনিয়া ) পরমেশ্বর কি কল্যে ?—মৃত্যু হবে না ? কেন হবে না ? কেন ?—কেন ?—অ্যা । কি হবে ? তবে কি হবে ?—আমার কি হবে ? ( রোদন । )

মন্ত্রী । ( স্বগত ) এ কি সর্বনাশ ! এখন কি করি ? এঁকে লয়ে যাবার উপায় কি ?

রাজা । এ কি ? ও মা কৃষ্ণা ! কেন, মা ?—এস, এস, একবার তোমার মস্তক চুষন করি । তোমার কি হয়েছে, মা ?—আহা !—আমি যে তোমার হৃৎসী পিতা, মা । যাকে তুমি এত ভাল বাসতে ।—( রোদন ) ও কি ভাই বললেন ? ও কি ?—ও কি ?—কি কর ?—কি কর ? এমন কর্ম—ওঃ—( মূর্ছাপ্রাপ্তি । )

মন্ত্রী । ( স্বগত ) এ কি ? এ কি ? এ কি সর্বনাশ !—কি হবে ? এখানে যে কেউ নাই । ( উচ্চৈঃস্বরে ) কে আছিস্ রে ।

( ভৃত্য ও রক্ষকের প্রবেশ । )

ভৃত্য । এ কি ?—কি সর্বনাশ !

মন্ত্রী । ধর, ধর, মহারাজকে শীঘ্র রাজপুরে লয়ে চল ।

[ রাজাকে লইয়া প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—কৃষ্ণকুমারীর মন্দির ।

( অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ । )

অহ । ( চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া ) ভগবতি, কৈ, আমার কৃষ্ণা ত এখানে নাই ?

তপ । বোধ করি, তবে রাজনন্দিনী এখনও সন্নীতশালা থেকে আসেন নাই । তা আপনি এত উতলা হলেন কেন ?

অহ । ( নিরুত্তরে রোদন । )

তপ । ( হস্ত ধরিয়া ) ছি, ছি ! ও কি মহিষি ? স্বপ্নও কি কখন সত্য হয় ? তা হলে এ পৃথিবীতে যে কত শত দরিদ্র রাজা হতো ; আর কত শত রাজা দরিদ্র হতেন, তার সীমা নাই । কত লোক যে কত কি স্বপ্নে দেখে, তা কি সব সত্য হয় ?

অহ । ভগবতি, আমার প্রাণটা কেমন কচ্যে ; আপনি আমার কৃষ্ণাকে ডাকুন । আমি একবার তাঁর চাঁদবদনখানি ভাল করে দেখি । ( রোদন । )

তপ । মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না । আপনি এমন কি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন, বলুন দেখি শুনি ।

অহ । ভগবতি, সে স্বপ্নের কথা মনে হলে, আমার সর্বাত্ম শিহরে উঠে । ( রোদন । )

তপ । কেন, বৃত্তান্তটাই কি ?

অহ । আমার বোধ হলো, যেন আমি ঐ ছয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে এক জন ভীমরূপী বীর পুরুষ একখান অসি হস্তে করে এই মন্দিরে এসে প্রবেশ কল্যে—

তপ । কি আশ্চর্য্য ! তার পর ?

অহ। আমার কৃষ্ণা যেন ঐ পালঙ্কের উপর একলা শুয়ে আছে। আর ঐ বীর পুরুষ কল্যে কি, যেন ঐ পালঙ্কের নিকটে এসে তাকে খড়াগাঘাত কত্বে উত্তম হলো; আমি ভয়ে অমনি চীৎকার করে উঠলেম, আর নিজাভঙ্গ হয়ে গেল। ভগবতি, আমার কপালে কি হবে, বলতে পারি না। (রোদন।)

তপ। আপনি কি জানেন না, মহিষি, যে স্বপ্নে মন্দ দেখলে ভাল হয়, আর ভাল দেখলে মন্দ হয় ?

অহ। সে যা হোক, ভগবতি, আমি আজ রাত্রে আমার কৃষ্ণাকে কখনই এ মন্দিরে শুতে দেবো না।

তপ। (সহাস্ত্র বদনে) কেন মহিষি, তাতে দোষ কি ? (নেপথ্যে যজ্ঞধ্বনি) ঐ শুনুন। আমি বলেছিলাম কি না, যে রাজনন্দিনী সঙ্গীতশালায় আছেন। তা চলুন, আমরা সেখানেই যাই। মহিষি, আপনি কৃষ্ণার সম্মুখে কোন মতেই এত উতলা হবেন না। মেয়েটি আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে অত্যন্ত বিষণ্ণ হবে। তা তাকে আর কেন বৃথা মনঃপীড়া দেবেন ? আর বিবেচনা করে দেখুন না কেন, স্বপ্ন নিজাদেবীর ইন্দ্রজাল বৈ ত নয়। চলুন, আমরা এখন যাই।

[ উভয়ের প্রস্থান। ]

( খড়্গহস্তে বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ। )

বলে। (স্বগত) আমি যে কত শত বার এই মন্দিরে প্রবেশ করেছি, তার সংখ্যা নাই। কিন্তু আজ প্রবেশ কত্বে যেন আমার পা আর উঠতে চায় না। তা হবেই ত। চোরের মতন সিঁদ কেটে গৃহস্থের ঘরে ঢোকা কি বীর পুরুষের ধর্ম ? হায় ! মহারাজ কেন আমাকে এ বিষম ঝন্ঝটে ফেললেন ? এ নির্দারকণ কন্ম কি অশু কারো দ্বারা হতে পারতো না ? ইচ্ছা করে যে কৃষ্ণাকে না মেরে আপনিই মরি ! (দীর্ঘনিশ্বাস) কিন্তু তাতে ত কোন ফল দর্শাবে না ? (শয্যার নিকটবর্তী হইয়া) কৈ ? কৃষ্ণা ত এখানে নাই। বোধ হয়, এখনও শুতে আসে নাই। তা এখন কি করি ? (পরিভ্রমণ।) (নেপথ্যে গীত।) (স্বগত) আহা ! হে বিধাতঃ, আমি কি এমন কোকিলাকে চিরকালের জগ্গে নীরব কত্বে এলেম ? এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে ? এই যে কৃষ্ণা এ দিকে আসছেন। হায়, হায় ! হে বিধাতঃ, তুমি কি নিমিত্ত এ রাজবংশের প্রতি এত প্রতিকূল হলে ! এমন নিধি দিয়ে কি আবার তাকে অপহরণ করবে ! হায়, হায় ! বৎসে, তুমি কেন এ নির্ভুর ব্যাত্তের গ্রাসে পড়তে আসচো ! (অস্তুরালে অবস্থিতি।)

( কৃষ্ণার সহিত ভগবতীর পুনঃ প্রবেশ । )

তপ। বাছা, এত রাত্রি পর্যাস্ত কি গান বাজতে মত্ত থাকতে হয় ? যাও, রাজমহিষী যে শয়নমন্দিরে গেলেন। তুমিও গিয়ে শয়ন করগে, আর বিলম্ব করো না।

কৃষ্ণা। ভাল, ভগবতি, মাকে আজ এত উতলা দেখলেম কেন, বলুন দেখি ? উনি আমাকে আজ রাত্রে এ মন্দিরে শুতে মানা করছিলেন কেন ?

তপ। রাজনন্দিনি, একে ত মায়ের প্রাণ ; তাতে আবার তুমি তাঁর একটি মাত্র মেয়ে। আর এখন এ বিবাহের বিষয়ে যে গোলযোগ বেধে উঠেছে——

কৃষ্ণা। ( সহাস্ত বদনে ) তবে মা কি ভাবেন, যে আমাকে কেউ এ মন্দির থেকে চুরি করো নে যাবে ?

তপ। বৎসে, তাও কি কখন হয়। চন্দ্রলোক থেকে অমৃত অপহরণ করা কি যার তার সাধ্য।

কৃষ্ণা। ( গবাক্স খুলিয়া ) উঃ, ভগবতি, দেখুন, কি অন্ধকার রাত্রি। নিশানাথের বিরহে রজনী দেবী যেন বেশভূষা পরিত্যাগ করে ছঃখসাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছেন।

তপ। ( সহাস্ত বদনে ) বাছা, তুমি আবার এ সব কথা কোত্থেকে শিখলে। যাও, শয়ন করগে। আমিও এখন কুটীরে যাই। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হলো।

কৃষ্ণা। যে আজ্ঞা।

তপ। তবে আমি এখন আসিগে।

[ প্রস্থান। ]

কৃষ্ণা। ( স্বগত ) রাজা মানসিংহ একবার যুদ্ধে হেরেছিলেন বটে, কিন্তু শুনেছি, যে তিনি নাকি আবার অনেক সৈন্যসামন্ত লয়ে জয়পুরের রাজাকে আক্রমণ করবার উত্তোগে আছেন ;—তা দেখি, বিধাতা আমার কপালে কি করেন। ( দীর্ঘনিশ্বাস ) সুভদ্রার জন্তে অর্জুন যেমন বহুকুলের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করেছিলেন, এও বুঝি সেইরূপ হয়ে উঠলো। ( গবাক্স খুলিয়া ) ইঃ, কি ভয়ানক বিদ্যুৎ। যেন প্রলয়কালের বিস্কুলিত পাপাত্মার অঘেঘণে পৃথিবী পর্যটন কচে। আর মেঘের গর্জন শুনে মহামহাবীর গুরুঘেরও জ্বংকম্প হয়। উঃ, কি ভয়ঙ্কর ঝড়ই হচ্ছে। আজ এ কি মহাপ্রলয় উপস্থিত ? এ

মন্দির পর্ব্বতের ছায় অটল ; প্রবল ঝড় বইলেও এতে কোন ভয় নাই । কিন্তু যারা কুঁড়ের মত ছোট ছোট ঘরে থাকে, না জানি তাদের আজ কত কষ্ট হচে । আহা ! পরমেশ্বর তাদের রক্ষা করুন । হে বিধাতঃ, সেই মনুষ্য, সেই বুদ্ধি, সেই আকার, কিন্তু কেউ বা অপূর্ব্ব উচ্চ সুবর্ণ অট্টালিকায় ইন্দ্রতুলা ঐশ্বর্য্য ভোগ কচে, আর কেউ বা আশ্রয়বিহীন হয়ে বৃক্ষমূলে অতি কষ্টে কালাতিপাত করে । কিন্তু তাও বলি, অট্টালিকায় বাস কল্যেই যে লোকে সুখী হয়, এমন নয় । আমার ত কিছুই অভাব নাই, তবে কেন আমি সুখী হই না ? মনের সুখই সুখ ! (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাল, আমার মনটা আজ এত চঞ্চল হলো কেন ? পৃথিবীর কোন বস্তুই ভাল লাগচে না । আমার মনঃ যেন পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ছায় ব্যাকুল হয়েছে । দেখি দেখি, যদি একটু শয়ন করে সুস্থ হতে পারি । তাই যাই । হে মহাদেব, এ অধীনীর প্রতি দয়া করে এর মনের চঞ্চলতা দূর কর । প্রভু, এ দাসী তোমার নিতান্ত শরণাগত । (শয়ন ।)

( বলেঙ্গসিংহের পুনঃ প্রবেশ । )

বলে । ( স্বগত ) হায় ! হায় ! আমি এমন কর্ম কতো এলেম, যে পাছে একেবারে রসাতলে প্রবেশ করি, এই ভয়ে পৃথিবীতে পাদক্ষেপণ কতোও আশঙ্কা হচে । আমার এমনি বোধ হচে যেন পদে পদে মেদিনী আমাকে গ্রাস কতো আসচেন । তা হলেও এক প্রকার ভাল হয় । রজনী দেবি, তুমিই আমার সাক্ষী । আমি এ কর্ম আপন ইচ্ছায় কচি না । ( নিকটবর্তী হইয়া ) হায় ! হায় ! আমি এ রাজকুলয়ুগল থেকে এ প্রফুল্ল কনক-পদ্মটি যথার্থই কি ছিন্ন ভিন্ন কতো এলেম । এমন সুবর্ণমন্দিরে সিঁদ দিয়ে এর জীবনরূপ ধন অপহরণ করা অপেক্ষা কি আর পাপ আছে ! ( চিন্তা করিয়া ) তা কি করি ? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা অবহেলা করাও মহাপাপ । ( দীর্ঘনিশ্বাস ) আমার দেখিচি মারীচ রাক্ষসের দশা ঘটলো, কোন দিকেই পরিত্রাণ নাই ! তা জন্মের মতন বাছার চন্দ্রবদনখানি একবার দেখে নি ! ( মুখ দেখিয়া ) হে বিধাতঃ, আমি কি রাজ হয়ে এমন পূর্ণ শশীকে গ্রাস কতো এলেম ? আমি কি প্রলয়ের কালরূপে একে চিরকালের নিমিত্তে জ্বলমগ্ন কতো এলেম । ( নয়ন মার্জন ) আহা মা ! আমি নির্ভূর চণ্ডাল ! নিরপরাধে তোমার প্রাণ নষ্ট কতো এসেছি । আহা ! বাছা এখন নিরুদ্ধেগচিত্তে নিজাদেবীর ক্রোড়ে বিরাম লাভ কচেন ; আর বোধ হয়, নানাবিধ মনোহর স্বপ্নদ্বারা পরম সুখানুভব কচেন ; কিন্তু নিকটে যে



পিতৃব্যস্বরূপ কাল এসে উপস্থিত হয়েছে, তা ভ্রমেও জানেন না। হায়! হায়! যাকে আমি এত প্রাণতুল্য ভালবাসি, যার মমতাগুণে যুদ্ধজীবী জ্ঞানের কঠিন হৃদয়ে অপার স্নেহরস প্রবাহিত হয়েছে, তাকে কি আমার নষ্ট কতো হলো? বলেশ্বের অস্ত্রের কি শেষে এই কৌর্টি হলো? ধিক্! ধিক্! (চিন্তা করিয়া) তবে আর কেন?—ওঃ! এ স্নেহনিগড় ভগ্ন করা কি মনুষ্যের কর্ম? জ্যৌপদীর বস্ত্রের ছায় একে যত খোল, ততই বাড়ে। হে পৃথিবি, তুমি সাক্ষী। হে রজনী দেবি, তুমি সাক্ষী। (মারিতে হস্ত উত্তোলন।)

কৃষ্ণা। (সহসা গাত্রোথান করিয়া) অ্যা—অ্যা—কাকা। এ কি? এ কি?

বলে। (অসি ভূতলে নিক্ষেপ।)

কৃষ্ণা। অ্যা—কাকা। এ কি? আপনি যে এমন সময়ে এখানে এসেছেন?

বলে। না, এমন কিছু নয়। কেবল তোমাকে একবার দেখতে এসেছি। তা বৎসে। তা বৎসে। আমাকে বিদায় দেও। আমি চলোম।

কৃষ্ণা। কাকা, আপনি একজন মহাবীর পুরুষ; তা আপনার কি এ দাসীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা উচিত?

বলে। (বদনাবৃত করিয়া নিরুত্তরে রোদন।)

কৃষ্ণা। (অসি অবলোকন করিয়া স্বগত) এ কি? (অসি বন্ধঃস্থলে গোপন ও প্রকাশে) কাকা, আমি আপনার পায়ে ধচি, আপনি আমাকে সকল যুতাস্ত খুলে বলুন।

বলে। বাছা, তুমি এ নরাধম নির্ভুরকে আর কাকা বলো না। আমি তোমার কাকা নই, আমি চণ্ডাল, আমি তোমার কাল হয়ে এসেছিলাম। (রোদন।)

কৃষ্ণা। সে কি, কাকা?

বলে। হা আমার কুললক্ষ্মী!—হে পৃথিবি, তুমি দ্বিধা হয়ে আমাকে স্থান দান কর। (রোদন।)

কৃষ্ণা। (হস্ত ধারণ) কেন, কাকা, আপনি এত চঞ্চল হলেন কেন?

বলে। কৃষ্ণা, আমি তোমার প্রাণ নষ্ট কতো এসেছিলাম।

কৃষ্ণা। কেন, কাকা, আপনার কাছে আমি কি অপরাধ করেছি?

বলে। বাছা, তুমি স্বয়ং কমলা অবতীর্ণা। তুমি কি অপরাধ কাকে বলে, তা জান? (রোদন) মরুদেশের রাজা মানসিংহ আর জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ,

উত্তরেই এই প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে হয় তোমাকে বিবাহ করবেন, নয় উদয়পুরীকে ভস্মরাশি করে এ রাজ্য লণ্ডভণ্ড করবেন। আমাদের যে এখন কি অবস্থা, তা ত তুমি বিলক্ষণ জান। এই জন্মেই——

কৃষ্ণা। কাকা, আমার পিতারও কি এই ইচ্ছা, যে——

বলে। মা, আমি আর কি বলবো? তাঁর অমুমতি ভিন্ন আমি কি এমন চণ্ডালের কৰ্ম কতো প্রবৃত্ত হই?

কৃষ্ণা। বটে? তা এর নিমিত্তে আপনি এত কাতর হচেন কেন? আপনি পিতাকে এখানে একবার ডেকে আনুন গে। আমি তাঁর পাদপঙ্কে জন্মের মতন বিদায় হই। কাকা, আমি রাজপুত্রী। রাজকুলপতি ভীমসিংহের মেয়ে। আপনি বীরকেশরী। আপনার ভাইঝি। আমি কি মৃত্যুকে ভয় করি? (আকাশে কোমল বাত) ঐ শুনুন। কাকা, একবার ঐ ছয়ারের দিকে চেয়ে দেখুন। আহা! কি অপূর্ণ রূপ-লাবণ্য। উনিই পদ্মিনী সতী। উনি আমাকে এর আগে আর একবার দেখা দিয়েছিলেন; জননি, তোমার দাসী এলো বলে। দেখ, কাকা, এ মন্দির সহসা নন্দনকাননের সৌরভে পরিপূর্ণ হলো। আহা! আমার কি সৌভাগ্য।

নেপ। (পদশব্দ।)

বলে। এ কি? এ কি?

(রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্ত্রীর প্রবেশ।)

রাজা। (ক্ষিপ্তপ্রায় ইতস্ততঃ অকলোকন।)

মন্ত্রী। (কৃষ্ণাকে দেখিয়া স্বগত) এই যে, তবে এখনও হয় নাই। আঃ! রক্ষা হউক। (অগ্রসর হইয়া বলেশ্বরের প্রতি জনান্তিকে) রাজকুমার, আর দেখেন কি? সর্বনাশ উপস্থিত। মহারাজ হঠাৎ উন্মাদপ্রায় হয়েছেন।

বলে। সে কি? সর্বনাশ। (রাজার নিরাসনে উপবেশন।) হায়, হায়! কি হলো! তা মন্ত্রি, তুমি ওঁকে এখানে আনলে কেন?

মন্ত্রী। কি করি? উনি আপনিই এই দিকে এলেন। স্মৃতরাং, আমাকে ওঁর সঙ্গে আসতে হলো। কি জানি, যদি অশু কোথাও যান। আর একটা ভাবলেম, যে মহারাজের যখন এ অবস্থা হলো, তখন আর এ গুরুতর পাপকর্মে প্রয়োজন কি? তাই আপনাকে নিবেদন কতো এলেম। এর পর আমার অদৃষ্টে যা হবার হবে। হায়, হায়, রাজকুমার——

রাজা। বলো। ছি ভাই! এমন কর্মও করে। ( গাজ্রোখান করিতে করিতে ) কর কি, কর কি ? না,—না, না, না,—মানসিংহ, মানসিংহ, মানসিংহ। হুঁঃ! তাকে তো এখনই নষ্ট করবো। আমি এই চল্যাম। ( কিঞ্চিৎ গমন ) এই যে আমার কৃষা। কেন, মা ? কেন ?—মা, একবার বীণাধ্বনি কর।—মা, একটি গান কর।—আহাহা—ঐ, ঐ, হা আমার কুললক্ষ্মী! তুমি কোথা গেলে! ( রোদন। )

কৃষা। ( রাজার অবস্থাকে শোক জ্ঞান করিয়া ) কাকা, পিতা এমন কচোন কেন ? পিতঃ, আপনি এ সামান্য বিষয়ে এত আক্ষেপ করেন কেন ? জীব মাত্রেই শমনের অধীন। তা এতে হুঃখ কল্যে আর কি হবে ? জীবন কখনই চিরস্থায়ী নয়। যে আজ না মরে, সে কাল মরবে। কুলমান রক্ষার জন্তে প্রাণদান অপেক্ষা আর কি পুণ্যকর্ম আছে ? ( আকাশে কোমল বাজ ) ঐ শুধুন। রাজসতী পদ্মিনী আমাকে ডাকছেন। উনি এর আগে আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, যে “কুলমান রক্ষার জন্তে যে যুবতী আপন প্রাণ দান করে, সুরলোকে তার আদরের সীমা নাই।” পিতঃ, আপনি এ দাসীকে জন্মের মতন বিদায় দেন। এই অন্তকালে যে মায়ের পা হুঁখানি দেখতে পেলেম না, এই একটা বড় হুঃখ মনে রৈল। ( রোদন। )

বলে। ছি, মা, ছি। তুমি ও সকল কথা আর মুখে এনো না। তোমার শত্রুর অন্তকাল উপস্থিত হউক।

কৃষা। কাকা, এমন জীব নাই, যে বিধাতা তার অদৃষ্টে মরণ লেখেন নাই। কিন্তু সকলের ভাগ্যে মৃত্যু যশোদায়ক হয় না। অনেক তরুকে লোকে কেটে পুড়িয়ে ফেলে; কিন্তু আবার কোন কোন তরুর কাঠে দেবপ্রতিমা নিৰ্ম্মাণ হয়। কুলমান রক্ষার্থে কিম্বা পরের উপকারের জন্তে যে মরে, সে চিরস্মরণীয় হয়।

বলে। তুমি, মা, আর ও সব কথা কইও না। তুমি আমাদের জীবন-সর্বস্ব। তোমার অপেক্ষা কি এ রাজপদ প্রিয়তর ?

কৃষা। কাকা, আপনি এমন কথা মুখেও আনবেন না। আপনি আমাকে বাল্যকালাবধি প্রাণতুল্য ভাল বাসেন, তা আপনি এখন আমার সকল অপরাধ মার্জন্য করে আমাকে বিদায় দেন। পিতঃ, আপনি নরপতি; বিধাতা আপনাকে কত শত সহস্র প্রাণীর প্রতিপালন কত্বে এই রাজপদে নিযুক্ত করেছেন; তা আপনার তাদের সুখ হুঃখ বিস্মৃত হওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। আপনি এ দাসীকে জন্মের মতন বিদায় দেন। আপনি নীরব হলেন কেন ?

আমি কি অপরাধ করেছি, যে আপনি আর আমার সঙ্গে কথা কবেন না ? পিতঃ, আপনার এত আদরের মেয়েকে এইবার শেষ আশীর্বাদ করুন, যেন এ ভবযন্ত্রণা হতে মুক্ত হয়ে সুরপুরীতে যেতে পারি। (চরণে পতন।)

রাজা। এ না মানসিংহের দূত ?—এত বড় স্পর্ধা, আমাকে রুদ্ধ করে ?

কৃষ্ণা। (উঠিয়া) কেন, পিতঃ, আমি আপনার নিকট কি অপরাধ করেছি ?

রাজা। কি অপরাধ ?—আমার নিকটে ছলনা ? দূর হঃ, দূর হঃ !

মন্ত্রী। এ কি সর্বনাশ !—

কৃষ্ণা। হা বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল ? এ সময়ে পিতাও কি বিমুখ হলেন ? কাকা, আমি পিতার নিকটে কি অপরাধ করেছি, যে উনি আমার প্রতি বিরক্ত হলেন ? (আকাশে কোমল বাত) আঃ, আমি এই যাই।—কাকা, আপনার চরণে ধরি (চরণে পতন।) আপনিই আমাকে বিদায় দেন।

বলে। উঠ মা, উঠ ! ছি, মা, ছি ! (হস্ত ধরিয়া উত্তোলন) তুমি আমাদের জীবনসর্বস্ব ! তোমাকে বিদায়—(আকাশে কোমল বাত।)

কৃষ্ণা। জননি, এই আমি এলেম। (সহসা খড়্গাঘাত ও শয্যোপরি পতন।)

সকলে। এ কি ! এ কি সর্বনাশ ! কি সর্বনাশ !

বলে। হে বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল ! হে পরমেশ্বর, আমাদের কি করলে ! বৎসে, তুমি কি আমাদের যথার্থই ত্যাগ করলে ! হায়, হায় ! (রোদন।)

### (তপস্বিনীর প্রবেশ।)

তপ। এ কি ? (অবলোকন করিয়া) কি সর্বনাশ ! এ রাজকুললক্ষ্মী এ অবস্থায় কেন ? হায়, হায় ! এ রত্নদীপ কে নির্বাণ কল্যে ?—হায়, হায় ! (রোদন।)

বলে। আর ভগবতি, আমাদের কি হবে ! 'এ দিকে এই, আবার ও দিকে মহারাজের দশা দেখেচেন ? আহা হা ! দাদা, তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল ! ভগবতি—

তপ। কেন, কেন ? মহারাজের কি হয়েছে ? তাঁর অমন কচ্যেন কেন ?

বলে। আর ভগবতি, সকলই আমার অদৃষ্টে করে। মহারাজ হঠাৎ মহা উন্মাদ হয়ে উঠেছেন।

তপ। কেন ? কারণ কি ?

( অহল্যা দেবীর বেগে প্রবেশ । )

অহ । ( নেপথ্য হইতে ) কৈ ? কৈ ? আমার কৃষ্ণা কোথায় ?  
( অবলোকন করিয়া ) এ কি ? আমার কৃষ্ণা এমন হয়ে রয়েছে কেন ?—  
অ্যা ।—এ যে রক্ত !—মহারাজ, এমন কে করলে ?

তপ । মহিষি, মহারাজকে আপনি আর কেন জিজ্ঞাসা কচোন ? ওঁতে  
কি আর উনি আছেন ?

অহ । তবে বুঝি উনিই এ কৰ্ম্ম করেছেন । ও মা, আমার কি সৰ্ব্বনাশ  
হলো ! ( কৃষ্ণার মুখাবলোকন করিয়া রোদন ) আহা ! বাছা আমার সুবর্ণলতার  
শ্রায় পড়ে আছেন ! ও মা কৃষ্ণা, আমি তোমার অভাগিনী মা এসে ডাকছি  
যে । ও মা, তুমি আমাকে কি অপরাধে ছেড়ে চলো, মা ? উঠ, মা, উঠ ।  
ও মা, ও মা, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছো ? ( রোদন । )

কৃষ্ণা । ( মৃদুস্বরে ) মা,—এসেছো ?—আমাকে পায়ের ধূল দেও । মা,—  
পিতা আমার উপর অত্যন্ত রাগ করেছেন,—তুমি ওঁকে আমার সকল দোষ ক্ষমা  
করুত্যে বলো । মা, আমি তোমার নিকটেও অনেক বিষয়ে অপরাধী আছি, সে  
সকল ক্ষমা করে আমাকে এ জন্মের মতন বিদায় দেও । মা, তোমার এ হৃঃখিনী  
মেয়েকে এর পর এক এক বার মনে করো ( মৃত্যু—আকাশে কোমল বাত ) ।

অহ । ও মা, তুমি কি অপরাধ করেছিলে, মা । ( রোদন ) এ কি ?  
আবার যে মা আমার চূপ করলেন ? ও মা, কৃষ্ণা । ও মা । ও মা ।  
ও মা । ( মূর্ছা । )

তপ । এ আবার কি হলো ?—রাজমহিষী যে হঠাৎ অজ্ঞান হলেন । মহিষি,  
উঠুন, মহিষি, উঠুন, হায়, হায় । একবারে কি সব ছারখার হলো ?

অহ । ( চেতন পাইয়া ) ভগবতি, আমি কি স্বপ্ন—মহারাজ, এ কৰ্ম্ম কে  
করলে ? ঠাকুরপো, তুমিই বল না কেন ?—ও কি ? ( উঠিয়া ) তোমরা যে  
সকলেই চূপ করে রৈলে ?

রাজা । আঃ । ( অগ্রসর হইয়া ) মহিষী যে ? ( হস্ত ধরিয়া ) দেখ, তুমি  
আমার কৃষ্ণাকে দেখেচো ? কৈ ?

অহ । মহারাজ, তুমি ও হাত দিয়ে আমাকে ছুঁও না । তোমার হাতে  
আমার কৃষ্ণার রক্ত লেগে রয়েছে । মহারাজ, আমি তোমার কাছে এ জন্মের  
মতন বিদায় হলেম ।

[ বেগে প্রস্থান । ]

মন্ত্রী। ভগবতি, আপনি একবার যান, মহিষী কোথায় গেলেন দেখুন গে।

[ তপস্বিনীর প্রস্থান।

রাজা। মহিষি, কোথা যাও ? কোথা যাও ?—গেলে, গেলে, গেলে ?  
তুমিও গেলে। (রোদন) হা কৃষ্ণা! হা কৃষ্ণা! হা কৃষ্ণা! আমি যাই মা,  
আমি যাই। ভাই বলেশ্র, কৃষ্ণা!—কৃষ্ণা! আমার কৃষ্ণা! (রোদন।)

মন্ত্রী। রাজকুমার, আমি চিরকাল এই বংশের অধীম, আমাকে কি শেষে  
এই দেখতে হলো। (রোদন।)

( অন্তঃপুরে রোদনধ্বনি, তপস্বিনীর পুনঃ প্রবেশ। )

তপ। হায়! হায়! কি হলো!—রাজকুমার, রাজমহিষীও স্বর্গারোহণ  
কল্যেন। হায়, হায়! আমি এমন সর্বনাশ কোথাও দেখি নাই। এ কি  
বিধাতার সামান্য বিড়ম্বনা ? হায়, হায়, হায়!

বলে। মন্ত্রি, আর কি ? সকলই শেষ হলো। (রোদন) হায়! হায়!  
হায়! যত্ন কি আমাকে ভুলে আছেন।—দাদা, ঐ দেখুন, আমাদের রাজকুললক্ষ্মী  
মহানিষ্কার অবশ হয়ে আছেন। আর এ রাজ্যে প্রয়োজন কি ? হায়, হায়!

রাজা। বলেশ্র, ভাই, কৃষ্ণা! কৃষ্ণা!—আমার কৃষ্ণা!

বলে। আহা! দাদা, তোমার জ্ঞান শূন্য হয়েছে, তুমি এর কিছুই  
জানতে পাচ্যো না। হায়! হায়! হায়! তা, ভাই, এ তো তোমার সৌভাগ্য  
বলতে হবে! হায়, এমন সময়ে জ্ঞান থাকে চেয়ে অজ্ঞান হওয়া ভাল। এ  
ঘাটনা কি সছ করা যায়! (রোদন।)

সত্য। রাজকুমার, আর আক্ষেপ করা বৃথা। মহারাজকে এখান থেকে  
গরে যাওয়া যাক। আর আশুন, এ বিষয়ে যা কর্তব্য, দেখা যাক্গে। এ দিকের  
তো সকলি শেষ হলো। হায়, হায়! হে বিধাতঃ, তোমার কি অদ্ভুত লীলা!  
আশুন রাজকুমার, আর বিলম্বে প্রয়োজন কি।

( যবনিকা পতন। )

এই লম্বাণ্ড।

# মায়ী-কানন

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত ]

সম্পাদক :

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা-৬

প্রকাশক  
শ্রীকমলকুমার গুপ্ত  
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ ; দ্বিতীয় মুদ্রণ—ফাল্গুন, ১৩৫০ ;  
তৃতীয় মুদ্রণ—ভাদ্র ১৩৫৫ ; চতুর্থ মুদ্রণ—মাঘ, ১৩৬২

মূল্য এক টাকা চারি আনা

শনিমঙ্গল প্রেস, ৫৭ ইন্ডিয়া স্ট্রিট রোড, কলিকাতা-৩৭  
হইতে শ্রীকমলকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

৫—১০১২/১৩৫৬



## ভূমিকা

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে মধুসূদন অত্যন্ত ছরবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন এবং নিতান্ত শ্রতিকূল অবস্থাতেও পুস্তক-রচনার দ্বারা আর্থিক অসচ্ছলতা দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। এই সময়ে (১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে) কলিকাতার সুবিখ্যাত সাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) দৌহিত্র শরচ্ছত্র ঘোষ বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। মধুসূদনের নিকট শরচ্ছত্রের যাতায়াত ছিল। তাঁহারই প্ররোধে মধুসূদন উক্ত থিয়েটারের জন্য ছইখানি নাটক (‘মায়া-কানন’ ও ‘বিষ না ধনুগুণ’) রচনা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন। রচনার পারিশ্রমিক অগ্রিম পাওয়াতে মধুসূদনের উপকার হইয়াছিল। রোগশয্যায় মধুসূদন ‘মায়া-কানন’র খসড়া সমাপ্ত করিয়াছিলেন; ‘বিষ না ধনুগুণ’ রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এই মাত্র জানা যায়।

‘জীবন-চরিত’কার লিখিয়াছেন, ‘মায়া-কানন’ সমাপ্ত হয় নাই। কিন্তু প্রথম সংস্করণের পুস্তকের “বিজ্ঞাপন” হইতে জানা যায়, মধুসূদন রচনা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রথম খসড়া মার্জিত করিতে পারেন নাই।

মধুসূদনের মৃত্যুর পর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ‘মায়া-কানন’ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রকাশকাল ১৪ মার্চ ১৮৭৪। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১১৭; আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :

মায়া-কানন / মাইকেল মধুসূদন দত্ত / প্রণীত। / শ্রীশরচ্ছত্র ঘোষ / ও /  
শ্রীঅখিলনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক / প্রকাশিত। / নূতন বাঙ্গালা বঙ্গ / কলিকাতা,—  
দাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৮। / সনৎ ১৯৩০।।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনটিও নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গ-কবি-শিরোমণি ও সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত পীড়িত-শয্যায় শয়ন করিয়া “মায়াকানন” নামে এই নাটকখানি রচনা করেন। বঙ্গবঙ্গ-ভূমিতে অভিনীত হইবার উদ্দেশে আনন্দেরই তাঁহাকে ছইখানি উৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়ন করিতে অহরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি “মায়াকানন” নামে এই নাটক ও “বিষ না ধনুগুণ” নামে আর একখানি নাটকের কতক অংশ রচনা করেন। লেখা সমাপ্ত হইবার অগ্রে তাঁহাকে উপযুক্ত মূল্য দিয়া এবং পীড়াকালীন

পাহাৰ্য দান কৰিয়া আমৰা উত্তৰে ঐ ছই নাটকের অধিকাৰিত্ব বৰ ও বৰবৰভূমে অভিনয়েৰ অধিকাৰ কৰ কৰিয়াছি ।

নগরীৰ সুনামলক নূতন বাৰালা বয়ে উৎকৃষ্ট কাগজে সূন্দৰ অক্ষরে মায়াকানন মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইল । এইকাৰেৰ জীবনকালেৰ মধ্যে এখানি প্রকাশ কৰিতে পাৰা গেল না, বড় আক্ষেপ থাকিয়া গেল । মায়াকানন বিৰোগান্ত মাটক ; ইহাৰ অন্তৰ্গত কৰণ বস পাঠ কৰিয়া কোন কৰমে অশ্রু সঞ্চয় কৰা যায় না । পৰিশেষে স্বীকাৰ্য যে, সংবাদ প্রভাকৰেৰ সহ-সম্পাদক শ্ৰীবৃদ্ধ কুবনচন্দ্ৰ সুখোপাধ্যায় বিশেষ পৰিশ্ৰম স্বীকাৰ কৰিয়া ইহাৰ আন্তোপাত দেখিয়া দিয়াছেন । “বিষ মা বহুতৰ্ণ” সমাপ্ত কৰিয়া শীঘ্ৰ প্রকাশ কৰা বাইবে ।

কলিকাতা ।  
শৌৰ,—১২৮০ ।

শ্ৰীশৰচ্চন্দ্ৰ বোৰ ।  
শ্ৰীঅধিলনাথ চট্টোপাধ্যায় ।  
প্রকাশক ।

নগেশ্বনাথ সোম 'মধু-স্মৃতি' পুস্তকেৰ ৫২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, “মায়াকানন লইয়া বঙ্গরঙ্গভূমিৰ অভিনেতৃগণ ১৮৭৩ খ্ৰীষ্টাব্দেৰ ১৭ই আগষ্ট প্রথম রঙ্গভূমে অবতীৰ্ণ হন ।” আৰও কেহ কেহ এই উক্তিৰ পুনরাবৃতি কৰিয়াছেন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেঙ্গল থিয়েটাৰে ‘মায়া-কাননে’ৰ প্রথম অভিনয় হয় ১৮৭৪ খ্ৰীষ্টাব্দেৰ ১৮ই এপ্রিল তাৰিখে । এই প্রসঙ্গে ‘বঙ্গীয় নাট্যশালাৰ ইতিহাস,’ ( ৩য় সংস্করণ ), পৃ. ১৩৮ জেটব্য ।

# মায়ী-কানন

[ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ হইতে ]

## নাট্যোন্নিষিত ব্যক্তিগণ

### পুরুষ ।

বুদ্ধ রাজা	...	সিদ্ধদেশাধিপতি ।
অজয়	...	সিদ্ধুর রাজকুমার, শেষ রাজা ।
সিদ্ধুরাজমন্ত্রী ।		
ধূমকেতু	...	গুর্জরদেশের রাজা ।
গুর্জররাজমন্ত্রী ।		
ভোমসিংহ	...	গুর্জররাজের সেনানী ।
রামদাস	...	অরুন্ধতীর শিষ্য ।
আত্মা	...	মৃত সিদ্ধুরাজের আত্মা ।
বুদ্ধ	..	বিচারার্থী ।
মদন	...	ঐ বৃদ্ধের কন্যা সুভদ্রার পাণিত্রার্থী ।
ব্রহ্মসিংহ	...	ঐ

দৌবারিক, নাগরিক, পার্শ্বচর, বীর পুরুষ, পঞ্চালের দূত, গুর্জরের  
দূত, রক্ষক, মধুদাস, মাতাল ও ঢুলী ইত্যাদি ।

### স্ত্রী ।

ইন্দুমতী	...	গান্ধারের পদচ্যুত রাজা মকরধ্বজের কন্যা ।
শশিকলা	...	সিদ্ধুরাজের কন্যা ।
সুনন্দা	...	ইন্দুমতীর সখী ।
কাঞ্চনমালা	...	শশিকলার সখী ।
অরুন্ধতী	...	তপস্বিনী ।
সুভদ্রা	...	বিচারার্থী বৃদ্ধের কুমারী কন্যা ।

---

# মায়াকানন

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম গর্ভাঙ্ক

পরিত্যক্ত পথ,—পশ্চাতে সিদ্ধ নগর,—সন্মুখে মায়াকানন ।

( ইন্দুমতী এবং পুষ্পপাত্র ও পূর্ণদান হস্তে স্নানকার ছন্দবেশে প্রবেশ )

ইন্দু। সখি! ঐ কি সেই মায়াকানন ?

সুন। হাঁ রাজকুমারি।

ইন্দু। হা, খিক্ সখি! তোর কি কিছুই জ্ঞান নাই? আমাদের  
কপালগুণে বিধাতা কি তোরেও একেবারে জ্ঞানহারা করেছেন ?

সুন। কেন ?

ইন্দু। কেন?—কেন কি? আমি রাজকুমারী,—এমন কি, রাজ-  
রাজেশ্বরকুমারী;—তবুও এ অবস্থায় আমারে ওরূপ সন্মোহন করা আর  
কি মাজে? তুই কি কিছুই বুঝিস্ না?

সুন। ( ক্লম্মমনে ) হা বিধাতা! তোর মনে কি এই ছিল? সখি।  
পোষা পান্থী একবার যা শিখেছে, সে কি আর সহজে তা ভুলতে পারে?  
কখনো না কখনো সে কথা তার মুখ দিয়ে অবশ্যই বেরিয়ে পড়ে।  
তা সখি! এ বিজ্ঞান বেশে এমন কে আছে যে, আমাদের এ কথা শুনলে  
অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা?

ইন্দু। সুনন্দা! এখানে কেউ থাক্ আর না থাক্, প্রতিধ্বনি ত  
আছে; আর আমাদের এখন এমনি অবস্থা যে, প্রতিধ্বনির কাণেও ও  
কথা তোলা অসুচিত। তা দেখিস্, তুই যেন সতত সতর্ক থাকিস্।  
এখন বল্ দেখি,—ঐ কি সেই মায়াকানন? তা ওখানে গেলে আমাদের  
কি ফল লাভ হবে?—আর তুই ও সতর্ক কি কি শুনিছিস্?

সুন। সখি! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী আমারে বারবার বলেছেন  
যে, “ঐ মায়াকাননে এক পাষণময়ী দেবীমূর্ত্তি আছে।—যে লগ্নে দিনমণি

কস্তুরাশির সুবর্ণগৃহে প্রবেশ করেন, সেই স্থলগ্নে যদি কোনো পবিত্র-  
ব্রতাবা কুমারী, কি সুপবিত্র অনুচরী ঐ দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে  
পূজা করে, তবে কুমারী হইলে স্বীয় ভবিষ্যৎ বরকে আর পুরুষ হইলে  
আপন ভাবী পত্নীকে সম্মুখে দেখতে পায়।”—আর আজ প্রাতঃকালে  
তপস্বিনী আমারে বলেছেন, “অস্ত্র দিবা হুই প্রহরের পর সেই শুভ লয়।”  
—তা আমার এই বাসনা যে, ঐ সুসময়ে তুমি দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে  
পূজা কর, দেখি আমাদের ভাগ্যে কি আছে।

ইন্দু। সখি! এ কথাতে কি কখনো বিশ্বাস হয়?

সুন। বল কি সখি! তবে অরুদ্ধতী দেবী কি মিথ্যাবাদিনী? না  
দৈব ব্যাপারে অনভিজ্ঞা?

ইন্দু। তা নয় সখি!—তবে কি, সে সব কথা শুনে আমার মনে  
ভয় হয়। ঐ ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গর্ভে যে কি আছে, তার অনুসন্ধান  
করা অসুচিত কর্ম্ম। সিধাতা যখন ভবিষ্যৎকে গুঢ় আবরণ দিয়ে আমাদের  
দৃষ্টির বহির্ভূত করে রেখেছেন, তখন সে আবরণ উস্তোলন কস্তে চেষ্টা  
করা কি আমাদের উচিত?

সুন। তা যা হোক সখি, তুমি এখন চলো।

ইন্দু। সখি! আমার পা যেন আর চলে না। এই দেখ, আমার  
সর্ব্বশরীর ধরু ধরু করে কাঁপছে। তুই কেন আমারে এ বিপদে ফেলতে  
এনিছিস?

সুন। সখি! আমি কি তোমার শত্রু?—তুমি এই জেনো যে,  
তোমার সঙ্গে ষাঁর বিবাহ হবে, অবশ্যই আজ তুমি তাঁকে দেখতে পাবে।  
তুমি রাজনন্দিনী, তোমার কি এত হীনসাহস হওয়া সাজে?

ইন্দু। সখি! কি বলি?—আমার বিবাহ? আমার বর?—যম।—  
(দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) যেমন যজুপতি বাসুদেব কুব্জিনী দেবীকে হরণ  
করেছিলেন, তেমনি যুতাপতি কৃতাস্ত্র যদি এ দাসীরে শীত্র শীত্র হরণ করেন,  
তবেই আমি বাঁচি! (সজল-নয়নে) এ জীবনে কি আমার আর সুখ ভোগের  
বাঞ্ছা আছে?—তাও কি তুমি মনে কর সখি? (দীর্ঘনিশ্বাস।)

সুন। (সজলনয়নে) সখি! কেন তুমি আমার হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ যাতনা  
দেও। বার বার তুমি আর ও সকল কথা বলো না। সিধাতা কি তোমারে  
চিরদিন এই অবস্থায় রাখবেন?—তা এখন চলো, এই সেই কাননের দ্বার।

( উত্তরের মারাকাননে প্রবেশ )

সখি ! ঐ দেখ, কি অপূর্ব মূর্তি ! আর এটি কি মনোরম কানন !—  
এ বে দেবস্থান, তার আর কোন সন্দেহ নাই । ( করযোড় করিয়া  
দেবীমূর্তির প্রতি ) দেবি । আপনারা সর্ব্বজ্ঞ ;—আমার এ সখী যে কে, তা  
আপনি অবশ্যই জানেন । আর আমরা যে, কি অভিলাষে আপনার  
শ্রীচরণ-সন্নিধানে এসেছি, তাও আপনার অবিদিত নয় । প্রার্থনা করি,  
একটি বার ভবিষ্যতের দ্বার মুক্ত করুন ।—( ইন্দুমতীর প্রতি ) দেখ সখি !  
ভগবতী বনদেবী কখনই আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন হবেন না । দেবতার  
কখনই অকৃত্রিম ভক্তি অবহেলা করেন না । তা তুমি ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর  
চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর ।

ইন্দু । সুনন্দা ! তুই কেন আমারে এখানে নিয়ে এলি ?—আমি  
যে দাঁড়াতে পাচ্চি না,—আঃ !—আমার মন এমনি চঞ্চল হয়ে উঠেছে যে,  
আমি এখান থেকে যেতে পারলেই বাঁচি ।—তা তুই আয়, আমরা ছুজনে  
পালাই । এই ভয়ঙ্কর পর্ব্বতকাননে কত যে হিংস্র জন্তু আছে, তা কে  
বলতে পারে ? আমরা ছুজনে সহায়হীনা, সঙ্গে কেউ নাই,—আয় আমরা  
পালাই ;—আমার হৃৎকম্প হচ্ছে ।

সুন । বল কি সখি ! এ মহাদেবীর সম্মুখে কি কোন হিংস্র জন্তু  
সাহস করে আসতে পারে ? তা এখন তুমি এই পুষ্প লয়ে দেবীকে  
অঞ্জলি দিয়ে পূজা কর ।—হয় ত এর পর সে শুভ লগ্ন অতীত হয়ে যাবে ।

ইন্দু । সখি ! আমার মন চায় না যে, আমি এ বিষয়ে হাত দিই ।  
তোকে আমি বার বার বলেছি, ভবিষ্যৎ বিষয় জানবার চেষ্টা করা  
অজ্ঞানের কর্ম্ম । সে চেষ্টা কত্তেই নাই ।

সুন । সখি ! তুমি এত ভয় পাচ্চো কেন ? এ তো তোমার স্বভাব  
নয় । এই নাও, ফুল নাও ।

( পুষ্প প্রদান )

ইন্দু । সুনন্দা ! দেখিস্, আমারে যেন কোনো বিষম বিপদে ফেলিস্  
নি । ( দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া ) দেবি !  
যদি জনরব সত্য হয়, তবে আপনি আমার ভাবী পতিকে আমার দর্শনপথে  
উপস্থিত করুন, আর যদি আমার ভাগ্যে বিবাহ না থাকে,—( আকাশে

বজ্রধ্বনি ) সুনন্দা ।—সুনন্দা ।—এ কি সর্বনাশ । ইস্ ।—ইস্ । বসুমতী  
 যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। উঃ । কাননের বৃকশাখা-কম্পনে যেন বড়  
 উপস্থিত হলো । বোধ হচ্ছে, ভগবতী বনদেবী আমার উপর প্রসন্ন মন ।  
 —সুনন্দা । তুই আমাকে ধর, আমি আর দাঁড়াতে পারি নি । ( সুনন্দা  
 ইন্দুমতীকে ধারণ করিয়া উপবেশন )

সুন । ভয় কি ?—ভয় কি ? ভগবতী বনদেবীই আমাদের এ সম্বন্ধে  
 রক্ষা করবেন !

ইন্দু । আর বনদেবী ।—আমরা এ কাননে প্রবেশ করে বনদেবীর  
 কাছে অপরাধিনী হয়েছি । আমার বোধ হচ্ছে, তিনিই আমাদের  
 পাপের প্রতিফল দিতে উত্তত হয়েছেন । আমি ত তোকে প্রথমেই  
 বলেছিলেম যে আমাদের এ কাননে আসাই অসুচিত হয়েছে ।—হায় !  
 কেন যে, অরুদ্রতী দেবী তোরে অমন কথা বলেছিলেন, তা আমি এখনো  
 বুঝতে পাচ্ছি না । ‘যা হোক,—যা হয়েছে তা হয়েছে, আর অধিক ক্ষণ  
 এখানে থেকে দেবতাদের কোপ বৃদ্ধি করা উচিত নয় ;—তা চল্ আমরা  
 শীঘ্র পা—( নেপথ্যে শৃঙ্গধ্বনি ) ও মা ! এ আবার কি ?

সুন ।—হাঃ হাঃ হাঃ ।—তোমার বর আসছেন আর কি ?—ভগবতী  
 অরুদ্রতী দেবী কি মিথ্যাবাদিনী ?—( নেপথ্যে পদশব্দ )

ইন্দু । ( সচকিতে ) সখি ! কে যেন এক জন এ দিকে আসছে ।  
 কি আশ্চর্য্য ! এ দেবমায়ী ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না ।—গুনেছি, এই সব  
 নির্জন প্রদেশে সর্বদাই দেবদৈত্যদের গতিবিধি, হয় ত তাঁদেরই কেউ হতে  
 পারে । তবেই ত আমরা গেলেম । আয়, আমরা দেবীর পশ্চাতে লুকুই ।  
 ( পশ্চাতে লুকুইয়া করযোড়ে দেবীর প্রতি সক্রমণ ভয়ে ) হে বনদেবি ।—  
 হে মাতঃ ।—এ বিপদে আপনি আমাদের রক্ষা করুন ।

( বৃগবাবেশধারী রাজকুমার অজয়ের প্রবেশ )

অজয় । ( স্বগত ) কি আশ্চর্য্য ! বরাহটা দেখতে দেখতে কোথা  
 পালালো ? এই না সেই মায়াকানন ?—লোকে বলে, এই কাননে এক  
 পাবাগমরী দেবী-প্রতিমা আছেন,—সূর্য্যদেবের কঙ্কারাশিতে প্রবেশকালে  
 সেই বনদেবীর পদে শুক্ৰচিন্তে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করলে পুরুষ আপন  
 ভাবী পত্নীকে আর স্ত্রী আপন ভবিষ্যৎ স্বামীকে সম্মুখে দেখতে পারি ।—



( সন্মুখে দৃষ্টি করিয়া ) বা ! ঐ যে ! আমার সন্মুখেই সেই পাৰ্ব্বাণময়ী দেবী রয়েছেন ! আর ওঁর পদতলে পুষ্পরাশিও বিকীর্ণ দেখতে পাচ্ছি !— এই যে !—এ দিকে পুষ্পপাত্রে আরও অনেক ফুল সাজানো রয়েছে !— এ সব কে রাখলে ? এই বিজন অরণ্যে ত জনপ্রাণীরও সঞ্চার নাই !— ( চিন্তা করিয়া ) হাঁ, তাও ত বটে ! আজ যে রবিদেব কন্টার সুবর্ণমন্দিরে প্রবেশ করবেন !—সেই জন্তেই বা কোনো অজ্ঞাতভাগ্য পরিণয়াকাজক্ষী এই দেবীর পদতলে আপনার অদৃষ্ট পরীক্ষা করে গিয়েছে ! ( কণকাল নিস্তক থাকিয়া ) তা বেশ ত ! আমিও কেন এই লগ্নে ভগবতীর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি না ! সেই-ই ভাল !— ( পুষ্প গ্রহণ করিয়া ) হে বনদেবি ! হে করুণাময়ি ! যদি আমার ভাগ্যে বিবাহ থাকে, তবে যিনি আমার ভাবী পত্নী হবেন, দয়া করে তাঁরে আমার সন্মুখে উপস্থিত করুন ! আপনার প্রসাদে ধীরে আমি এ স্থানে দেখতে পাবো, এ জন্মে তাঁরে ছেড়ে অপর কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করবো না, এই আমার প্রতিজ্ঞা !

( পুষ্পাঞ্জলি প্রদান )

সুন । ( ইন্দুমতীর হস্ত ধারণ করিয়া সকৌতুকে ) সখি ! এখন আমারো বড় ভয় হচ্ছে !—( রাজপুত্রকে নির্দেশ করিয়া ) ঐ যে যুবা পুরুষটি দেখ্‌চো,—বিলক্ষণ জেনো, উনিই তোমার স্বামী ! এখন দেখলে ত বনদেবীর কি অপূৰ্ব্ব মহিমা !

ইন্দু । ( কপট ক্রোধে ) সুনন্দা ! তুই চূপ কর । তোর কি একটুও লজ্জা নাই ?—ঐ যুগয়াবেশী যে কে, তা ত আমরা জানি না !—দেখ্, ওঁর হাতে অস্ত্র আছে । হুয় ত আমাদের দুজনকেই উনি বিনাশ কতে পারেন ।

সুন । ( সহাস্তে ) সখি ! আমার আর সে ভয় নাই । উনিই এই সিদ্ধদেবের যুবরাজ । আমি ওঁকে অনেক বার দেখিছি ।

অজয় । ( পরিক্রমণপূর্বক উভয়কে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে ) এ কি ? এঁরা কে ?—দেবী কি মানবী ?—আহা ! কি অপরূপ রূপমাধুরী !—দেবকন্টাই বোধ হচ্ছে !—নতুবা এমন নিরিড় তমসাক্ষর বনস্থলীতে মানবকুল-সম্ভবা এতাদৃশ মনোহর কমলিনী কি প্রসুটিত হওয়া সম্ভব ? ( কণকাল নীরব থাকিয়া ) হাঁ, তাও ত হতে পারে ! আমার

পূজায় স্মরণস্বরূপ হয়েই ভগবতী বনদেবী এই ছুটি রমণীকে এখানে উপস্থিত করেছেন। এঁদেরি মধ্যে একটিই আমার হৃদয়তোষিণী হবেন। (করযোড়ে দেবীর প্রতি) হে বনদেবি! মা! তোমার কি অচিন্ত্য মহিমা! তোমাকে শত বার প্রণাম করি। যদি আমার অহুমান অসত্য না হয়, তা হলে এই ছুটি রমণীর মধ্যে যেটি উষা-পদ্মিনীর স্থায় সলঙ্কার ঈষৎ ফুল্লমুখী, সেইটিই অবশ্য এই সিদ্ধুরাজপুরের পাটেশ্বরী হবেন। দেবি! যদি তোমার শ্রীচরণকূপায় ভাগ্যক্রমে আমার ঐ অমূল্য স্ত্রীরঙ্গ লাভ হয়, তা হলেই আমার জীবন সার্থক। (আকাশে বজ্রনাদ) এ কি? এমন শুভ সময়ে এ অশুভ লক্ষণ কেন?—তবে কি দেবী আমার প্রতি স্মরণস্বরূপ নন!—আর তাই বা কেমন করে বলি! প্রসন্ন না হলে এমন স্মৃৎসর্ভ স্ত্রীরঙ্গ আমার সম্মুখে উপস্থিত করবেন কেন?—তবে হয় ত বজ্রই অহুকুল হয়ে আমার আশাবাক্যের পোষকতা কলে।—(অগ্রসর হইয়া সুনন্দার প্রতি) সূন্দরি! আপনারা কে?—আর এ অসময়ে এই বিজন বিপিনেই বা কি জন্তে?

সুন। (করযোড়ে) রাজকুমার! প্রণাম করি। ইনি—

ইন্দু। (জনাস্তিকে ক্রকুটীভঙ্গী করিয়া) সুনন্দা! তোর কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই?

সুন। (জনাস্তিকে সসজ্জমে) সখি! আমার অপরাধ হয়েছে; বল দেখি, এখন কি পরিচয় দিই?

ইন্দু। (জনাস্তিকে) বল, আমরা বণিক-কন্যা, এই দেশেই বসতি।

অজয়। (সুনন্দার প্রতি) সূন্দরি! তুমি আমার প্রপ্নের উত্তর দিচ্ছে না কেন?

সুন। রাজকুমার! আমরা বেণের মেয়ে। আপনার পিতার রাজ্যেই আমাদের বাস।

অজয়। ভদ্রে! বোধ হয়, তুমি আমায় বঞ্চনা কচ্চো। তোমার সঙ্গিনী কখনই বণিক্‌হিতা নন। তুমি হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করে অকপটে বল, ইনি কে?

সুন। রাজকুমার!—আমার এই প্রিয়সখী—

ইন্দু। (গাত্রে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া জনাস্তিকে) আবার?

সুন। রাজকুমার! আমি আপনাকে যে পরিচয় দিয়েছি, সেটি

অবধাৰ্ধ ভাববেন না। লোকের মুখে এই বনদেবীর কথা শুনে আমরা এখানে এসেছি।

অজয়। সুন্দরি। তুমি আমারে প্রতারণা করে, কিন্তু দেবতার প্রবঞ্চক নন। তোমার সহচরী যে কোন মহৎকুলসম্ভবা, তাতে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। যা-ই হোক, আমি এই বনদেবীর সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করেছি, যদি কখনো সিদ্ধরাজ-সিংহাসন গ্রহণ করি, আর যদি কখনো পরিণয়রূতে অমুরাগী হই, তা হলে তোমার ঐ প্রিয়সখীই সিদ্ধ-রাজ্যের ভাবী মহারাণী, আর আমার একমাত্র সহধর্মিণী হবেন। (দেবীর প্রতি) দেবি! আপনিই এর সাক্ষী। হে বনস্থলি। হে সনাতন পর্বতকুল। তোমরাও এর সাক্ষী। ঐ নারীরূপই সিদ্ধদেশের ভাবী পাটেশ্বরী।—(আকাশে বজ্রধ্বনি) এ কি? এ কি কুলক্ষণের পূর্বলক্ষণ? (স্বগত)—এ সকল দেবমায়া,—মানববুদ্ধির অতীত।—এরা কি তবে যথার্থই বণিক্-কন্যা?—আর তাই-ই বা কেমন করে বলি! মানসসরোবর ভিন্ন অগ্নিত্র কি কখনো কনক-পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়? পতিতপাবনী ভাগীরথী হিমাত্মির মণিময় গৃহেই জন্মগ্রহণ করেন।

সুন। (সহাস্ত মুখে) রাজকুমার! আপনি ক্ষত্রিয়, আর রাজক্রবর্তী,—তা আপনি একজন বেণের মেয়ে বিবাহ করবেন?

অজয়। সুমুখি! তোমার ও প্রতারণায় আমার মন প্রভারিত হতে চায় না। শকুন্তলাকে মহর্ষি কথের আশ্রমে দেখে রাজা হৃষ্যস্তের হৃদয়ই তাঁকে তাঁর পরিচয় দিয়েছিল, “ঐ যে ঋষিপালিত স্ত্রীরূপ, উনি কখনই ব্রাহ্মণ-কন্যা নন।” আমার হৃদয়ও তেমনি আমাকে এই কথা বলছে,—তোমার ঐ সখী বণিক্-কন্যা নন।

ইন্দু। (সুনন্দার প্রতি) সখি! মানব-হৃদয়ে কখনো কি ভ্রান্তি জন্মে না?

অজয়। (সুনন্দার প্রতি) সখি! সে কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু—(নেপথ্যে শৃঙ্গধ্বনি) ওরে! রাজকুমার কোথায়?—রাজকুমার কোথায়?—দেখ, তাঁর অশ্বকে একটা ব্যাজে আক্রমণ করেছে।

অজয়। (ব্যস্ত হইয়া) তবে আমি এখন বিদায় হই। পরমেশ্বর আর ঐ বনদেবীর সমীপে প্রার্থনা এই যে,—অতি শীঘ্র যেন তোমাদের পুনর্দর্শন-সুখ লাভ করি।

(নেপথ্যে)—ওরে! আবার শৃঙ্গধ্বনি কর্ন। রাজকুমার না হলে এই ভীষণ ব্যাজকে আর কে নিরস্ত করতে পারে?

অজয়। (দেবীকে প্রণাম করিয়া সুনন্দার প্রতি) সুনন্দরি। যেমন পদ্মে স্নগন্ধ চিরবিরাজিত, তেমনি তোমার ঐ মনোমোহিনী সখী আমার এই হৃদয়ে চিরকালের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত রইলেন।—তা আমাকে এখন বিদায় দাও।—দেখ, সূর্যের রথের পতাকা প্রতিকূল বায়ুতে রথের বিপরীত দিকে উড়তে থাকে, যদিও আমি এখন চল্লম, তথাপি আমার মন তেমনি তোমার সখীর দিকেই থাকলো।

[ ইন্দুরতীর প্রান্ত সতৃক নরমে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অজয়ের প্রস্থান ]

সুন। সখি! তোমার মুখে যে আর কথা সরে না! আর আঁখি হুটি জলে পরিপূর্ণ দেখতে পাচ্ছি। এ কি?—এ কি?—ধৈর্য্য অবলম্বন কর।—এমন সময়ে ক্রন্দন অমঙ্গলের লক্ষণ।

ইন্দু। চল সখি, এখন আমরা যাই। দেখ, যে ব্যাজ ঐ রাজকুমারের অশ্বকে আক্রমণ করেছে, সে হয়ত এখানেও আসতে পারে। তা হলে কে আমাদের রক্ষা করবে?

সুন। দেখ সখি, অরুদ্ধতী দেবী দৈবনির্ণয়ে কি সুপণ্ডিতা!

ইন্দু। তাই ত! কি আশ্চর্য্য! এখন দেখি, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে। তা দেখ, তোর পেটে প্রায় কোন কথাই পাক পায় না। ঐ রাজপুত্র আবার ফিরে এলে কে জানে, তুই কি না বলে ফেলিস্।—তা আয়, আমরা এখন যাই। আজ যা দেখলেম, তা সত্য কি স্বপ্নমাত্র, এর প্রমাণ কেবল ভবিষ্যতেই হবে। তা আয় এখন।

[ উভয়ের প্রস্থান। ]

## দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক

লিঙ্গুনগর;—রাজপ্রাসাদ;—সুবরাজের মন্দির।

(বৃদ্ধ রাজার প্রবেশ)

রাজা। (পরিক্রমণপূর্বক স্বগত) এ যে কলিকাল, তার কোনই সন্দেহ নাই। কি আশ্চর্য্য! পুত্র হয়ে পিতার আক্সা অবহেলা করে,

এ কথা কি কেউ কোথাও শুনেছে ? যা হোক, রোষপরবশ হয়ে সহসা কোন কর্ত্ত্ব করা সমুচিত নয়। ( প্রকাশ্বে ) দৌবারিক।

( দৌবারিকের প্রবেশ )

দৌবা। মহারাজ !

রাজা। মন্ত্রীকে অতি শীঘ্র এ স্থানে আহ্বান কর।

দৌবা। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য।

[ প্রস্থান।

রাজা। ( স্বগত ) ত্রেতাযুগে রঘুবংশাবতংসে ভগবান্ ঐরাবচন্দ্র, পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালনার্থে রাজভোগ ও রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে, উদাসীনের স্থায় চতুর্দশ বৎসর বনে বনে পরিত্রমণ করেন। আর, এ হৃদয় কলিযুগে দেখছি, পিতা যদি সর্ব্বতঃপ্রযত্নে পুত্রের শুভাহুষ্ঠান করেন, তবুও পুত্র তাঁর প্রতিকূল হয়। পূর্ব্বতন বিজ্ঞেরা যথার্থই বলেছেন যে “কালের গতি অতি কুটিল।”

( মন্ত্রীর প্রবেশ )

মন্ত্রী। মহারাজের জয় হউক ! মহারাজ যে এ অধীনকে এত প্রত্যাশে স্মরণ করেছেন, এ তার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু, এ অসাময়িক স্মরণের কারণটি অসুস্থ হচ্চে না।

রাজা। মন্ত্রী। এ যে কলিকাল, তার কোনই সম্বন্ধ নাই।

মন্ত্রী। মহারাজ। এ কথা সর্ব্বসাধারণেই ত জানে। সূর্য্যাস্তে যে প্রথমে পূর্ব্ব দিকে উদ্গিত হন, তা যেমন লোককে বলে দিতে হয় না, এ যে কলিকাল, তাও তেমনি লোককে বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না ; সকলেই এ কথা জানে ; কিন্তু এল্পপ সর্ব্বজনবিদিত বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্চে কেন, আর এখানেই বা এ সময়ে মহারাজের আগমন হয়েছে কেন, এ অধীন তাই জিজ্ঞাসু হচ্চে।

রাজা। মন্ত্রী। কাল সমস্ত রাত্রি আমার নিজা হয় নাই।

মন্ত্রী। এর কারণ কি ? নয়বর ! আপনার কিলের অভাব ? স্বয়ং মা কমলা রাজপুত্রে চিরনিবাসিনী ; এ রাজ্য, রামরাজ্যের স্থায় সুশাসিত ; পুত্র রূপে কার্ত্তিকের, আর বীরবীর্য্যে পার্থসদৃশ ; কন্যা রূপে লক্ষ্মীসুন্দরিনী, গুণে সরস্বতীসদৃশী ; পৃথিবী মহারাজের যশোবাদে পরিপূর্ণ হয়েছে। মহারাজের কিলের অভাব ? তা এ উৎকর্ষার কারণ কি ?

রাজা। মন্ত্রী। তুমি যে সকল সৌভাগ্যের উল্লেখ করে, এ সকল আমার পক্ষে বৃথা; বোধ করি, আমার এই অসৌম্য রাজ্যমধ্যে এমন একটি দরিদ্র প্রজা নাই, হে আজ আমি অপেক্ষা শতগুণে স্থবী নয়। কিন্তু, বিধাতার নিৰ্ব্বন্ধ কে খণ্ডাতে পারে ?

মন্ত্রী। (সবিস্ময়ে) এ কি মহারাজ! আজ কি ও রাজ-চক্ষে বারিবিন্দু দেখতে হলো ?

রাজা। (সজল নয়নে) মন্ত্রী। আমার মত অভাগা লোক এ পৃথিবীতে আর নাই। তুমি জানো যে, অজয়ের বিবাহ প্রসঙ্গ করে, আমি পঞ্চালপতির সমীপে দূত প্রেরণ করেছি। জনরব রাজকন্তাকে নানা রূপে ও নানা গুণে ভূষিত করে। গত কল্যা সায়ংকালে, আমি অজয়ের নিকট এ প্রসঙ্গ করে, সে একেবারে রাগাক্ত হয়ে আমার বলে, “পিতা, আমার অনুমতি বিনা, আপনি এ কর্ম কেন করলেন ?” অনুমতি। পিতারে কি কখনো এ সব বিষয়ে পুত্রের অনুমতি নিতে হয় ? ইচ্ছা করে, ছুরাচারের মস্তকচ্ছেদন করে ফেলি। তা তুমি কি বল ? মন্ত্রী। এরূপ অপমান সহ্য করা অপেক্ষা পিতৃপিতামহের জলপিণ্ডের লোপ করা, আমার বিবেচনায় জ্ঞেয়ঃ।

মন্ত্রী। কি সর্বনাশ! মহারাজ, এরূপ সঙ্কল্প কি আপনার উপযুক্ত ? যে রাজসিংহ জয়দ্রথ বীরবীর্য্যে পাণ্ডব-রথিদলকে রণমুখে পরাভূত করেছিলেন, যে বীরপ্রবরকে, বীরধর্ম্ম-বহিষ্ঠৃত অনীতিমার্গ অবলম্বন করে ধনঞ্জয় যুদ্ধে নিহত করেন, মহারাজের এ প্রস্তাব অবর্ণ করে, সেই রাজরথী জয়দ্রথ অবধি মহারাজের স্বর্গীয় পিতা পর্য্যন্ত সমস্ত রাজর্ষির ক্রন্দনধ্বনি যেন আমার কর্ণে প্রবেশ কচ্ছে। রাজকুমার অজয় নিতান্ত সুশীল, নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, তিনি যে মহারাজের সহিত এরূপ উন্মার্গগামী জনের শ্যায় অশিষ্টাচার করেছেন, অবশ্যই এর কোন না কোন নিগূঢ় কারণ আছে। সেই গূঢ় কারণের অনুসন্ধান করা আমাদের সর্ব্বদৌ উচিত হচ্ছে। রাজকুমারী শশিকলা তাঁর অগ্রজের সাতিশয় প্রিয়পাত্রী; এ অধীনের সূত্র বিবেচনায়, তিনিই কেবল এ অঙ্ককার দূর কর্ত্তে সক্ষম। অতএব মহারাজ, তাঁকেই স্মরণ করুন। জীবুর্দ্ধি সর্ব্বত্র পরিকৌর্দ্ভিতা; তাতে আবার কুমারী শশিকলা স্বয়ং সরস্বতীরূপিণী।

রাজা। মন্ত্রী। তুমি উত্তম মন্ত্রণাই দিয়েছ। দৌবারিক।

( দৌবারিকের প্রবেশ )

দৌবা । মহারাজ ।

রাজা । শশিকলাকে এখানে আসতে বল ।

দৌবা । রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য ।

[ প্রস্থান ।

রাজা । এর যে কোন গুঢ় কারণ আছে, তার আর কোনই সন্দেহ নাই । অজয় যেন আজ কাল ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছে । সে সর্ব্বদা সুকোমল কোকিল-স্বরে আমার সহিত কথাবার্তা কহিত, কিন্তু কাল একেবারে বাজগর্ভন করে উঠলো ।

( শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ )

শশি । ( গলবস্ত্রে রাজাকে অভিবাদন করিয়া ) পিতঃ । দাসীকে কেন স্মরণ করেছেন ?

রাজা । বৎসে । চিরজীবিনী হও । তোমার অগ্রজের এ কি অবস্থা ? এর কারণ তুমি কি কিছু জান ?

শশি । পিতঃ । দাদা আমাকে প্রাণাধিক স্নেহ করেন, এবং আপন সুখ-দুঃখের সকল কথাই অসন্দিগ্ধ চিন্তে আমাকে বলেন । তাঁর বর্তমান চিন্ত-বিকারের সমুদায় কারণই আমি অবগত আছি । কিন্তু তিনি আমাকে সে সব কথা ব্যক্ত করতে নিষেধ করেছেন ।

রাজা । বৎসে । পিতৃ-আজ্ঞা অবজ্ঞা করায় মহাপাতক জন্মে । ত তোমার এই বিশ্বাসঘাতকতায় যদি কোন পাপ হয়, তবে সে পাপ আমার আশীর্ব্বাদে দূর হবে । অতএব, তুমি নিঃশঙ্কচিন্তে সে সব কথা আমাকে বল ।

শশি । প্রায় দুই মাস গত হলো, এক দিন দাদা যুগয়ার্থ এক বনে প্রবেশ করেছিলেন । একটা বরাহের অমুসরণক্রমে, পর্ব্বতময় কানন-প্রান্তে উপস্থিত হন । সেই স্থানে এক পাষণময়ী দেবী-প্রতিমা, আর তাঁর পীঠসন্নিধি পুষ্পরাশি দেখতে পান । তিনি ইতিপূর্বে মায়াকাননের নাম এবং দেবী-প্রতিমার মাহাত্ম্য শুনেছিলেন । সেই দিন সেই সময়ে, সূর্য্যদেব কচ্ছা-রাশিতে প্রবেশ করছেন দেখে, তিনি সেই পুষ্প নিয়ে

দেবীর পদতলে যেমন পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করলেন, অমনি সহসা আকাশে বজ্রধ্বনি হলো। আর দেবীর পশ্চাত্তানে দুইটি ছদ্মবেশী স্ত্রীলোক দেখতে পেলেন। ঐ দুটির মধ্যে একটি মহৎকুলোদ্ভবা বলে প্রতীতি হলে তিনি দেবীর সম্মুখে তাঁরে বরণ করেছেন। আর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তাঁকে বৈ আর কোন স্ত্রীকে এ জন্মে বিবাহ করবেন না। সেই অবধি দাদার ভাবান্তর হয়েছে।

রাজা। (মস্তকে করাঘাত করিয়া) কি সর্বনাশ! এত দিনের পর এ মহৎবংশ কি সত্যই বিলুপ্ত হলো?

মন্ত্রী। (সত্রাসে) মহারাজ, এরূপ আশঙ্কার কারণ কি?

রাজা। মন্ত্রী! তুমি কি জানো না, এইরূপ এক জনশ্রুতি আছে যে, এই বংশের কোন রাজা বা রাজকুমার ঐ বনাধিষ্ঠাত্রী পাষাণময়ী দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করলে, অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ-গুণশালিনী কোন রমণীকে দেখতে পায় সত্য, কিন্তু অতি শীঘ্রই তাকে সেই অভাগিনীর সহিত শমন-গৃহে আতিথ্য স্বীকার কর্ত্তে হয়। আর তার সমুদয় বাসনা চিরদিনের জন্য শুক হয়ে যায়। হায়! হায়! অজয় কেন ঐ মায়াকাননে প্রবেশ করেছিল!—হা পুত্র! বিধাতা তোমার ভাগ্যে কি এই লিখেছিলেন। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ) কিন্তু দেখ মন্ত্রী। এ রোগের যে নিতাস্তই ঔষধ নাই, তা নয়। এখনো যদি অজয়কে এই অসৎ সঙ্কল্প হতে নিবৃত্ত করা যেতে পারে, তা হলে রক্ষা আছে। দেখ মা শশিকলা! তোমার দাদা যাতে এ বাসনা পরিত্যাগ করে, তুমি মা প্রাণপণে তারই চেষ্টা দেখ।

(নেপথ্যে পুরুবোক্তি বিরহ-গীত।)

ঐ মা, তোমার দাদা! আহা! কি দুঃখের বিষয়! তা আমি আর মন্ত্রী গুপ্তভাবে থাকি, তুমি গিয়ে তোমার দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। আর তারে এই প্রাণ-সংহারক, বংশ-নাশক সঙ্কল্প হতে নিবৃত্ত করবার জন্যে সাধ্যমতে চেষ্টা কর। ভগবতী বাগদেবী স্বয়ং তোমার রসনায় আসন পাড়ুন, তাঁর ক্রীচরণে এই প্রার্থনা।

[ এক দিক্ দিয়া রাজা ও মন্ত্রী, অত্র দিক্ দিয়া শশিকলা ও বাঞ্ছনমালার প্রস্থান ]



# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম গর্ভাঙ্ক

সিদ্ধনগর ;—রাজপুরী ;—রাজসভা ।

( কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ )

প্র-না । মহাশয় । এ কি সত্য কথা যে, পঞ্চালপতি এ নগরে দূত প্রেরণ করেছেন ? আর এ বিবাহে তাঁর নাকি সম্পূর্ণ সম্মতি আছে ?

দ্বি-না । আজ্ঞা হাঁ ; দূত মহাশয় গত কল্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন । শুনেছি, এ বিবাহে পঞ্চালরাজ সর্বাস্তঃকরণে অনুমোদন করেছেন ।

তৃ-না । মহাশয় । আপনার সঙ্গে কি দূত মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল ?

দ্বি-না । না মহাশয় । কিন্তু আমি লোকপরম্পরায় শুনেছি যে, তিনি কল্য সায়ংকালে এখানে এসেছেন ।

তৃ-না । আমাদের মহারাজের কি সৌভাগ্য । কারণ, পঞ্চালপতির একমাত্র কন্যা, দ্বিতীয় সন্তান সন্ততি নাই ; তিনি স্বয়ংও এখন বৃদ্ধ হয়েছেন । এ সময়, এ সম্বন্ধ হলে, তাঁর স্বর্গারোহণের পর, সিদ্ধু ও পঞ্চালরাজ্য একত্রীভূত হবে । এইরূপেই ভগবান্ সিদ্ধনদ, বহুতর নদ-নদীর প্রবাহ সহকারে এত প্রবলকায় হয়েছেন ।

প্র-না । মহাশয় । আশা পরম মায়াবিনী । সুতরাং আমরা সকলেই এইরূপ আশা করি বটে । কেন না, আমরা সকলেই মহারাজের শুভামুখ্যারী, কিন্তু এ সম্বন্ধে বিলক্ষণ বাধা আছে ।

সকলে । ( সসম্মমে ) বলেন কি, বলেন কি । কি বাধা মহাশয় ?

প্র-না । জনরবের দিগন্তব্যাপী ধ্বনি কি আপনাদের কর্ণধিবরে প্রবেশ করে নাই ?

সকলে । কি জনরব মহাশয় ?

প্র-না । আপনারা কি শুনে নাই যে, এক দিন আমাদের বর্তমান মহারাজ, এক বরাহের অনুসরণপ্রসঙ্গে মায়ী-কাননে প্রবেশ করেন । আর,

সেই কাননে প্রতিষ্ঠিতা পাৰাশরী বনদেবীর পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করেন।

সকলে। (সকৌতুকে) মহাশয়! তার পর কি হলো?

প্র-না। মহারাজ যেমন বনদেবীর পাদপীঠে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন, অমনি সম্মুখে সখীসঙ্গিনী এক মনোমোহিনীকে দেখেতে পেলেন। তিনি নরনারী কি সুরসুন্দরী, তা পরমেশ্বরই জানেন।

সকলে। (সবিস্ময়ে) তার পর মহাশয়?

প্র-না। তাঁকে দেখে মহারাজ একেবারে মস্তমুগ্ধপ্রায় এবং তদুগত-হৃদয় হয়ে, দেবীর সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞা করলেন যে, সেই সুন্দরী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীকে কখন পত্নীত্ব গ্রহণ করবেন না। আমার ভয় হচ্ছে যে, পঞ্চালাধিপতির দৃতকে উগ্ৰমনোরথে ফিরে যেতে হবে। মহারাজ এখন স্বাধীন; কর্তৃপক্ষ কেহই নাই; এখন তাঁর স্বেচ্ছাচারী মনকে কে কেঁরাতে পারে?

সকলে। হাঁ, এ হলে তো বিলক্ষণই বাধা বটে। তা যা হোক, মহাশয়! মায়ী-কানন কি?

প্র-না। আপনাদের জন্ম এই সিদ্ধদেশে; শৈশবাবধি এখানেই বাস করছেন; তা আপনারা মায়ী-কাননের নাম শুনে নাই? এ কি আশ্চর্য্য। সে যা হোক, পঞ্চালাধিপতির প্রেস্তাবে অসম্মত হওয়া নিতান্ত আশ্রয় কার্য্য। এঁরা অতীব প্রাচীন বংশীয় রাজা।

তু-না। (সগর্বে) মহাশয়! আমাদের এ রাজবংশকে তবে কি হীনতর জ্ঞান করছেন? পঞ্চালাধিপতির পূর্বপুরুষ পাণ্ডবদের খণ্ডর ছিলেন বটে; আর জামাতৃহিতৈষণার বশত্বদ হয়ে, স্বীয় তনয়যুগলের সহিত কুরুক্ষেত্রে ভীষণ রণমুখে আপনাকে উপহারী করেছিলেন বটে; কিন্তু, আপনি কি জানেন না যে, আমাদের এই রাজাধিরাজের বংশ-গৌরব বীর-প্রবর জয়দ্রথ, স্বীয় বাহুবীর্য্যে এক দিবস সম্মুখসমরে সমুদয় পাণ্ডববল পরাভূত করেছিলেন? পরদিবস ধনঞ্জয় তাঁকে বধ করেন বটে; কিন্তু সে কেবল শ্রীকৃষ্ণের মায়াকৌশলে।

প্র-না। যা হোক, এ সম্বন্ধ নিতান্ত বাহুনীয়। বিধাতা করুন, তাঁর অমুকম্পায়, আমাদের রাজকুলরবি পঞ্চাল-রাজকুল-কমলিনীকে প্রফুল্ল করুন। আর আমরা যেন তার স্তম্ভোত্তে স্থখ সন্তোষ লাভ করি।

যে সরোবরে কমলিনী প্রস্ফুটিত হয়, সে সরোবরের শৈবালকুলও উৎসর্গপূর্বে  
রম্য কান্তি ধারণ করে।

( নেপথ্যে তোপ ও বহুধ্বনি )

ঐ শুভন, মহারাজ রাজসভায় আগমনার্থে স্বমন্দির পরিত্যাগ কচ্ছেন।

( নেপথ্যে বন্দীর বন্দনা )

( রাজা, মন্ত্রী ও কতিপয় পার্শ্বচর বীর পুরুষের প্রবেশ )

সকল সম্ভা। ( উচ্চৈঃস্বরে ) মহারাজের জয় হউক! মহারাজ  
চিরবিজয়ী হোন!

( রাজা ম্লান-বদনে ধীরে ধীরে সিংহাসনে উপবেশন )

রাজা। সিংহাসনে উপবেশন, আর রাজমুকুট শিরে ধারণ করা,  
সাধারণের বিবেচনায় পরম সৌভাগ্যের লক্ষণ; এমন কি, এই নিমিত্ত  
শত শত জনপদ যুদ্ধানলে ভস্মীভূত হচ্ছে, শত সহস্র সুপণ্ডিত প্রবীণ ব্যক্তি  
উৎকট হৃৎকৃতি সাধন কচ্ছেন, অধিক কি, স্থলবিশেষে, এই সৌভাগ্যলোভে  
নরাধম পুত্র, পিতৃহত্যারূপ মহাপাপেও প্রবৃত্ত হচ্ছে। কিন্তু আমার  
সামান্য জ্ঞানে, এ সৌভাগ্য প্রার্থনীয় নয়; অত্য়কার এ দিন আমার জ্ঞানে  
অশুভ দিন। কেন না, যে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী রাজেন্দ্র এক দিন  
স্বকীয় ভেজঃপ্রভাবে এই সিংহাসন সমলঙ্কৃত করেছিলেন,—যে উন্নত  
শিরোদেশে এক দিন এই মুকুট শোভা বিস্তার করেছিল, সেই মহাপুরুষ  
আজ কোথায়? সে উচ্চ শির এখন কোথায়? হায়! মাদৃশ খণ্ডোত  
আজ কি নিশানাথের উচ্চাসন অধিকার করতে এসেছে। যা হোক,  
আমার স্থায় সামান্য ব্যক্তি যে, এ ছুর্বহ ভার বহন করতে সাহসী হয়েছে,  
সে কেবল আপনাদের ভরসায়।

সকলে। ( হস্ত উত্তোলনপূর্বক সাহ্লাদে ) মহারাজের জয় হউক!

প্র-না। ( দ্বিতীয় নাগরিকের প্রতি জনাস্তিকে ) মহাশয়! দেখলেন,  
আমাদের মহারাজের কি সুশীলতা! কি অমায়িকতা! কি মিষ্টভাবিতা!  
যৌবনারম্ভে যঁারা ঈদৃশ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হন, তাঁরা প্রায়ই গৌরবে কেটে  
পড়েন। তা দেখুন শাণ্ডিল্য মহাশয়! এ রাজার রাজ্যে প্রজার যে কত  
মত সুখলাভ হবে, তা এখন বর্ণনা করে শেষ করা যায় না।

ছি-না। (জনাস্তিকে) পরমেশ্বর তাই করুন। মহাশয়! রক্তের বড় গুণ, প্রাচীন রক্ত অমৃতধারাবৎ। অমর করে না বটে, কিন্তু জ্বদয় মধুময় করে।

মন্ত্রী। ধর্মান্বিতার! গত কল্য পঞ্চালাধিপতির দূত এ রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর যথাবিধি আতিথ্য করা হয়েছে। এখন তিনি প্রার্থনা করেন, মহারাজ তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করেন।

রাজা। আচ্ছা, দূতপ্রবরকে এ সভাতে আহ্বান করা হোক। পঞ্চালপতি আমাদের নিভাস্ত আশ্রয়।

[ মন্ত্রীর প্রস্থান। ]

রাজা। ধনঞ্জয়! আগামী প্রাতঃকালে, আমি যুগয়ার্গে বহির্গত হব। বল দেখি, কোন্ বনে যুগয়া ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে? এ দেশে এমন একটিও বন নাই, যা তোমার অজানিত।

ধন। ধর্মান্বিতার! এ আপনার অমুগ্রহ মাত্র। এ দাস কল্য মহারাজকে এমন এক অরণ্যানীতে লয়ে যাবে, যেখানে মহারাজের ও বীরবাহুও শর ক্ষেপণে ক্লাস্ত হবে, সন্দেহ নাই।

( দূতের সহিত মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ )

দূত। মহারাজের জয় হোক! এ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ পঞ্চালরাজের প্রেরিত দূত; মহারাজকে আশীর্বাদ করছে।

রাজা। (প্রণামপূর্বক সবিনয়ে) বসতে আস্তা হোক।

দূত। (উপবেশন করিয়া) মহারাজ! আমার প্রভু পঞ্চালাধিপতির গুণকীর্তন অবশ্যই আপনার কর্ণগোচর হয়েছে।

রাজা। পঞ্চালপতি আমাদের পরমাশ্রয়; তাঁর গুরুতর যশঃ-জ্যোৎস্না, ভগবান্ রোহিণীপতির কিরণজালবৎ এ ভারতরাজ্য সুদীপ্ত করেছে। অতএব তাঁর পরিচয় আমাকে দেওয়া বাহুল্যমাত্র। তা সে রাজচক্রবর্তী, কি উদ্দেশে আপনাকে এ ক্ষুদ্র নগরে প্রেরণ করেছেন?

দূত। মহারাজ! আপনি কি অবগত নন যে, আপনার স্বর্গীয় পিতা বৃদ্ধ মহারাজ, রাজকুমারী শ্রীমতী শশিশুশীর সহিত আপনার গুপ্ত সত্বক সংঘটন সংকল্পে আমাদের মহারাজের নিকট প্রস্তাব করেছিলেন? এ প্রসঙ্গে আমাদের মহারাজ পরমাপ্যায়িত হয়ে সর্বাস্তঃকরণে অমুমোদন

করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ের ইতিকর্তব্যতা এখন আপনাকেই স্থির কর্তে হবে। ধর্মাবতার। আপনি দ্বিতীয় পরীক্ষিত অবতার। বিধাতা আপনার মঙ্গল করুন।

রাজা। (স্বগত) কি বিপদ! যে প্রচণ্ড বাত্যার ভয়ে আমি স্বীয় জন্মরূপ তরুনীকে ব্যগ্রভাবে কূলাভিমুখে পরিচালন করেছিলেম, সেই বাত্যা যে সহসা আরম্ভ হলো। হে জন্ময়! তুমি শাস্ত হও। বরঞ্চ এ রসনা স্বহস্তে ছেদন করে, শূকরমণ্ডলীকে উপহার দিব, তথাপি একে কখনই অঙ্গীকারভঙ্গজন্ত দোষস্পৃষ্ট হতে দেব না। শশিমুখী আবার কে? সে ত আর আমার মনোমন্দিরের নিত্য পূজ্য দেবতা নয়? (প্রকাশে) দূত মহাশয়! আমার স্বর্গীয় জনক যে এরূপ প্রস্তাব করেছিলেন, তা আমি লোকমুখে শ্রুত আছি। কিন্তু যখন তিনি এরূপ প্রসঙ্গ করেছিলেন, তখন তাঁর মনে এ ভাবের উদয় না হয়ে থাকবে, দেব ও পিতৃগণ তাঁকে এত শীঘ্র স্বর্গ-ধামে আহ্বান করবেন।

দূত। (সবিস্ময়ে) মহারাজ, এরূপ আশঙ্কা কেন কচ্ছেন?

রাজা। আপনি বুদ্ধ ও পণ্ডিত ব্যক্তি, বিশেষতঃ নীতিজ্ঞ ও বটেন। আপনি কি জানেন না যে, যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে রাজকার্য্য নিরীহ কর্তে অভিলষ করে, তার রাজ্যই ভার্য্যা, আর প্রজাবর্গই সম্ভানসদৃশ হওয়া উচিত। আমার এই ইচ্ছা যে, স্বীয় সুখবাসনা বিস্মৃত হয়ে, প্রকৃতিপুঞ্জের সর্বদীনী সুখাবেষণ করি।

দূত। মহারাজ। এ সকল ভপস্বী ও উদাসীনের কথা। পূর্বেই কত শত রাজর্ষি এই ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু, তাঁদের কেহই ত মহারাজের দ্বার এরূপে সাংসারিক সুখভোগে বিমুগ্ধ হন নাই?

রাজা। দূত মহাশয়! সকলের মানসিক প্রবৃত্তি একরূপ নয়। আকাশে অগণ্য তারকারাজি বিরাজ কচ্ছে; কিন্তু, সকলেই তো সমকায় নয়। খনিগর্ভে অসংখ্য মণি আছে; কি সকলেরই তো সমমূল্য ও সমজ্যোতি নয়। অশ্রু অশ্রু রাজর্ষিরা যে পথগামী হয়েছেন, আমি যে সেই পথেই গমন করবো, এও বড় যুক্তিযুক্ত হচ্ছে না।

দূত। (গাত্রোত্থানপূর্বক কিঞ্চিৎ সরোবে) তবে কি মহারাজের এই ইচ্ছা যে, বিক্রমকেশরী পঞ্চালেশ্বরের সহিত এ সম্বন্ধ-বন্ধন না হয়?

মন্ত্রী। দূত মহাশয়। আসন গ্রহণ করুন। এ সকল এক দিনের

কথা নয়। মহারাজের অভি অল্প বয়স ; বাল-স্বভাব-সহজ মানসিক চাক্ষু্য, এখন সম্যক বিবেচনা আয়ত্ত হয় নাই। আপনি বলুন।

প্র-না। ( দ্বিতীয় নাগরিকের প্রতি জনান্তিকে ) কেমন মহাশয়, শুনলেন তো ? এখন বলুন, জনরব সত্য কি মিথ্যা ? আপনি দেখবেন, এ বিবাহ কখনই হবে না। লাভে হতে কেবল মহারাজের শক্রদল মধ্যে অতঃপর পঞ্চালপতিও একজন গণ্য হবেন। সে যা হোক, এ বুড়ো দূত বেটার কথায় গা জলে ওঠে। ঔর রাজা বিক্রমকেশরী ! যদি বৃদ্ধ সংঘটন হয়, তবে তখন বিক্রমকেশরীর পরাক্রম দেখা যাবে।

তু-না। ঈদৃশ সহৃদয় রাজার জন্তে কোন্ বীর পুরুষ, রণ-দেবীর সম্মুখে স্বীয় জীবন বলিস্বরূপ প্রদান কতে কাতর হবে ? কিন্তু এখন চূপ করুন, শুনি, মহারাজ কি উত্তর দেন।

রাজা। পঞ্চালাধিরাজকে আমি পিতৃস্থানে গণনা করি। সুতরাং তাঁর ছহিতার পাণিগ্রহণ, বোধ হয়, আমার পক্ষে বিধেয় নয়।

দূত। মহারাজ ! আপনি বিজ্ঞচূড়ামণি ! পিতৃস্থলে একজনকে গণনা করি বলে যে, তাঁর কস্তার পাণিগ্রহণ করা অজুচিত, এ কথা আপনার সমযোগ্য নয়। ( করষোড় করিয়া ) মহারাজ ! এ অধীনের বাহা এই যে, আপনি পঞ্চালপতিকে প্রকৃতরূপে পিতৃস্থানে স্থাপন করুন। স্বস্তর যে শাস্ত্রানুসারে পিতৃবৎ পূজ্য, তা মহারাজের অবিদিত নয়। এ সৎক সংঘটন হলে, উভয় রাজ্য সুখ-সন্তোষে পরিপূর্ণ হবে। আর মহারাজের শক্ররাজ্য, খাণ্ডবের স্তায় ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

রাজা। (ঈষৎ বিকৃত স্বরে) এ বিষয় এত শীঘ্র শীঘ্র স্থির হতে পারে না। আপনি মন্ত্রিবরের সহিত এ সম্পর্কে পরামর্শ করুন। দেখুন, মন্ত্রিবর। দূত মহাশয়ের আতিথ্যকার্যে যেন কোনরূপ ত্রুটি না হয়।

মন্ত্রী। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য।

### ( দৌবারিকের প্রবেশ )

দৌবা। মহারাজের জয় হোক ! মহারাজ ! তিন জন নগরবাসী একটি যুবতী স্ত্রীর সহিত রাজদ্বারে উপস্থিত হয়েছে। তার মধ্যে যে ব্যক্তি সকল অপেক্ষা প্রাচীন, সে বলে,—মহারাজের নিকট তার কি নাশিন আছে।

রাজা। আচ্ছা, তাদের রাজসভায় আনয়ন কর।

দৌবা। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[ প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রিবর! এ কি ব্যাপার? যুবতী ত্রীলোক রাজ-দ্বারে উপস্থিত; এ ত সামান্য ব্যাপার না হবে।

মন্ত্রী। বোধ হয়, রাজসন্নিধানে বিচারার্থী হয়ে এসেছে। আপনি ধর্ম-অবতার; আপনার সমীপে কুলকামিনীরাও সাহস করে উপস্থিত হতে পারে।

( একটি যুবতী ত্রীলোকের সহিত তিন জন পুরুষের প্রবেশ )

বৃদ্ধ। মহারাজের জয় হোক! মহারাজ! আমি নিতান্ত বিপদগ্রস্ত; এই যে কন্যাটি, এ আমার একমাত্র সন্ততি; এই যুবকদ্বয় ইহার পাণিগ্রহণার্থী। আমার ইচ্ছা এই যে, ঐ মদন-নামক যুবকের সহিত আমার কন্যার বিবাহ হয়; কেন না, ইটি আমার সখাপুত্র। কিন্তু, এই বৃসিংহ নামক যুবা, আমার অনভিমতে কন্যাটিকে গ্রহণ কস্তে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। মহারাজ! আমি একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তি বটে, কিন্তু রাজর্ষি ভীষ্মকের অবস্থা আমার ভাগ্যে ঘটেছে। এ দিকে চেদীধর শিশুপাল, ও দিকে দ্বারকাপতি ত্রীকুশ। আমি মহা সঙ্কটে পড়ে রাজ-সন্নিধানে এসেছি, মহারাজ বিচার করুন।

রাজা। গোত্র ও অর্থ বিষয়ে এ উভয়ের কোনরূপ ন্যূনাধিক্য আছে কি না?

বৃদ্ধ। না মহারাজ! উভয়েই সংকুলোদ্ভব,—উভয়েই ঐশ্বর্যশালী। কিন্তু, এই মদন আমার পরম প্রিয়পাত্র।

মন্ত্রী। (সহাস্ত্র বদনে) আরে তুমি তো আর বিবাহ কস্তে যাচ্চ না!

রাজা। দেখুন মহাশয়, আপনার কন্যাটি যদি ষৌবনসৌম্য পদার্পণ না কস্তেন, তা হলে দেশাচারমতে আপনার যেমন ইচ্ছা, তেমনি পাত্রে কন্যাটিকে সমর্পণ করা আপনার সাধ্যায়ত্ত হতো; কিন্তু, এখন, এর হিতাহিত বোধ বিলক্ষণ জন্মেছে; এ অবস্থায় এর স্বাধীন মনোবৃত্তি পরিচালনে বাধা দেওয়া, বোধ হয় সঙ্গত নয়। কন্যাটির নাম কি?

বৃদ্ধ। মহারাজ! এর নাম সুভদ্রা।

রাজা। ভাল সুভদ্রে! বল দেখি, এই উভয় যুবকের মধ্যে তুমি  
কাকে মনোনীত করেচ?

সুভ। ( লজ্জাবনত মুখে অবস্থিতি )

রাজা। দেখ বাছা, আমি দেশাধিপতি; আমাকে লজ্জা করা  
তোমার উচিত নয়। বিশেষতঃ তোমার মনের ভাব যদি ব্যক্ত না কর,  
তবে আমি কখনই যথার্থ বিচার কর্তে পারি না। আর নিশ্চয় জেনো,  
এ অবস্থায় যদি অবিচার হয়, তাতে তোমার যত ক্ষতি, এই তোমার  
সঙ্গীদের কাহারই তত ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। অতএব, বাছা, লজ্জা  
পরিভ্যাগ করে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

সুভ। ( মস্তক অবনত করিয়া মৃৎস্বরে ) মহারাজ! মদনকে আমি  
আপন সহোদরস্বরূপ জ্ঞান করি।

রাজা। কি বলে বাছা?

নৃসিং। ( ব্যগ্রে অগ্রসর হইয়া ) মহারাজ! ইনি বলেন, মদনকে  
সহোদরস্বরূপ জ্ঞান করেন।

রাজা। ( বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া ) শুনলেন তো মহাশয়! আপনার  
কস্তা, মদনের সহিত পরিণয়প্রার্থিনী নন।

মদ। মহারাজ! সুভদ্রা ত স্পষ্টরূপে কিছুই বলেন না। অতএব  
এ সিদ্ধান্ত মহারাজের সমুচিত হচ্ছে না।

মন্ত্রী। ( সহাস্ত মুখে ) তুমি ত দেখছি বিলক্ষণ পণ্ডিত। মদনকে  
আমি সহোদরস্বরূপ জ্ঞান করি, এ কথাতে কি কিছু স্পষ্ট বুঝতে পারছো  
না? সহোদরকে কি কেউ কখন বিবাহ করে থাকে?

রাজা। আর ঘন্থে ফল কি? ( বৃদ্ধের প্রতি ) মহাশয়! আপনি  
কস্তাটি নৃসিংহকে অর্পণ করুন। বেগবতী শ্রোতবতীর গতি আর স্বাধীন  
মনোবৃত্তি রোধ কস্তে প্রয়াস পাওয়া অসুচিত। আদৌ তাতে কৃতকার্য  
হওয়া হুঃসাধ্য; যদি বা কষ্টেজ্ঞে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য হওয়া যায়, তবু  
তাতে সাংসারিক অনিষ্ট বই ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই।

নৃসিং। ( উচ্চৈঃস্বরে ) মহারাজের জর হোক।

রাজা। দেখুন মন্ত্রিবর! রাজকোষ হইতে দশ সহস্র সুবর্ণ-রুপা  
এই কস্তার বৌত্বকের স্বরূপ প্রদান করবেন।



নৃসিং । মহারাজের জয় হোক, মহারাজ, আপনি স্বয়ং বৈবস্বত মনু ।

( নেপথ্যে বন্দীর গীত ও মাধ্যাহ্নিক বাত )

মন্ত্রী । বেলা দুই প্রহর প্রায় । অতএব, এক্ষণে সভাভঙ্গের অহুমতি হোক ।

রাজা । আচ্ছা, এখন সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করুন ।

সকলে । ( আত্মলাদ সহকারে উঠে:স্বরে ) মহারাজ চিরবিজয়ী হোন । মহারাজ কি সুন্দর বিচারক ! আর দাতৃত্বে কর্ণ অপেক্ষাও অধিক ।

[ মন্ত্রী ও মদন এবং বৃদ্ধ নাগরিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

মদ । ( সরোষে ) মন্ত্রী মহাশয় ! একে কি সুন্দর বিচার বলে ? কি অশ্রায় !

মন্ত্রী । কেন ?—অশ্রায় কি হলো ?

মদ । যে জ্বীলোকের উপর আমার সম্পূর্ণ অমুরাগ, মহারাজ তাকে অশ্রের হস্তে সমর্পণ করলেন, এ কি সম্পূর্ণ অশ্রায় নয় ?

মন্ত্রী । ( সহাস্ত মুখে ) তোমার ত বিলক্ষণ বুদ্ধি দেখছি । তোমার যে জ্বীর উপর অমুরাগ হবে, তুমি তাকেই চাও না কি ?

মদ । ( বৃদ্ধ নাগরিকের প্রতি ) মহাশয়, আপনি যে চূপ করে রইলেন ?

বৃদ্ধ । বাপু, আমি আর কি বলবো বল । মহারাজ যে বিচার করলেন, তা তো অশ্রায় বলে বোধ হচ্ছে না । দেখুন মন্ত্রী মহাশয়, আমাদের মহারাজ কর্তৃত্ব্য বদান্ত । দশ সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা যৌতুক দেওয়া বড় সামান্ত কথা নয় । ঈশ্বর-প্রসাদে মহারাজের সর্বত্র মঙ্গল হোক ।

মদ । ( সক্রোধে ) আপনি দেখচি অর্ধপিশাচ ! মহেশ্বরের জন্মের প্রতি দৃক্পাতও করেন না ।

মন্ত্রী । হা ! হা ! হা ! ভাই, এ কথাটি যে তোমার মুখে শুন্বো, একবারও এরূপ আশা করি নাই । তুমি কি ভাই অশ্রের জন্মের দিকে দৃক্পাত করে থাকো ? তা যদি কর, তবে, এ জ্বীলোকের কস্তাটিকে তার অনিচ্ছায় কেন বিবাহ কর্তে চাও ? তার কি জন্ম নাই ? তা এখন

নিজালয়ে গমন কর। মহারাজের যে বিচার হয়েছে, তা সকলেরই শিরোধার্য।

[ বৃদ্ধ ও মদনের প্রস্থান।

মন্ত্রী। ( অগত ) যদি মহারাজ পঞ্চালপতির তনয়ার পাণিগ্রহণ না করেন, তবে দেখচি, এই সিদ্ধদেশ অশান্তি-কণ্টকময় দুর্গম দুর্গস্বরূপ হয়ে উঠবে। মহারাজ যে কার নিমিত্ত এক্ষণে উৎসবপ্রায় হয়েছেন, তার সন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যিক। তা বাই দেখি, রাজনন্দিনী শশিকলা কি পরামর্শ দেন। আর, অরুদ্রতী দেবীও এ বিষয়ে কোন প্রকার সাহায্য কল্পেও কস্তে পারেন। এ সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকেরি পাণ্ডিত্য অধিক। কিন্তু তপস্বিনী যদি কোন উপায় কস্তে পাষ্টেন, তা হলে এত দিন অবশ্যই আমাকে সংবাদ দিতেন। এ বিষয়ে এখন একমাত্র সৎপথ দেখতে পাচ্চি। কিন্তু, রাজনন্দিনীর অভিপ্রায় না হলে সে পথগামী হওয়া অশ্রেয়। অতএব, একবার তাঁরি নিকটে যাই।

[ মন্ত্রীর প্রস্থান।

## দ্বিতীয় পর্ভাঙ্ক

সিদ্ধনগর রাজপুরী ;—শশিকলার মন্দির।

( শশিকলা ও কাকনমালা আসীনা )

শশি। দাদা আজ সবে প্রথমে রাজসিংহাসনে উপবেশন করেছেন। জানি না, তাঁর ব্যবহারে প্রজাবর্গ সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হয়েছে।

কাক। সখি। তোমাকে সে চিন্তা কস্তে হবে না। কেন না, মহারাজের স্ত্রায় সুশীল, মিষ্টভাবী, বিনয়ী আর সদৃশগাঙ্ঘিত কি আর দুটি আছে ?

শশি। তা সত্য বটে ; কিন্তু সখি ! সম্প্রতিকার ঘটনা সকল মনে পড়লে, মন নিতান্ত চঞ্চল হয়। হায় ! আমার দাদা কি আর সে দাদা আছেন ! কাকন। কি অশুভ ক্ষণেই যে তিনি ঐ পাপ মায়ী-কাননে প্রবেশ করেছিলেন, তা আর বল্‌বার নয়। ( দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ) হে নির্দয় বিধাতঃ ! তুমি কি এত দিনের পর সত্য সত্যই এ রাজকুলের সুবর্ণ-দীপ নির্বাণ কস্তে বাহু প্রসারণ কচ্চো। শুনেছি যে, পঞ্চালাধিপতির

দূত এ নগরে আগমন করেচেন। কে জানে, দাদা তাঁর প্রস্তাবে কি অভিপ্রায় প্রকাশ করেচেন। তাঁর প্রস্তাবে অসম্মত হলে যে শেষে কি উৎপাত ঘটবে, তা মনে কল্পেও ভয় হয়।

কাঞ্চ। ঐ যে মন্ত্রী মহাশয় এ-দিকে আসচেন। তাঁর কাছে সকল সংবাদই পাওয়া যাবে এখন।

( মন্ত্রীর প্রবেশ )

শশি। মন্ত্রী মহাশয়! প্রণাম করি।

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! চিরজীবিনী ও চিরসুখিনী হোন।

শশি। কাঞ্চনমালা! শীঘ্র মন্ত্রী মহাশয়কে বসতে আপন দাও।

( আসন প্রদান )

মন্ত্রী মহাশয়! বসতে আস্তা হোক। আর আজিকার রাজসভার সন্বাদ কি বলুন দেখি।

মন্ত্রী। ( উপবেশন করিয়া ) রাজনন্দিনি! সকলি সুসন্বাদ। মহারাজ, আজ নিজগুণে প্রজাবর্গ ও সভাসদমণ্ডলীকে প্রায় বিমোহিত করেছেন। এমন কি, আজ আমরা যদি এই নগরপ্রাচীর ভগ্ন করি, তা হলেও, প্রজার প্রভুভক্তিস্বরূপ এরূপ এক সুদৃঢ় প্রাচীর এ নগর বেঁটন করেছে যে, স্বয়ং বজ্রপাণির কঠোর বজ্রও তা ভেদ কতে কুণ্ঠিত হবে।

শশি। ( সাহ্লাদে ) এ পরম শুভ সন্বাদই বটে। ভাল, মন্ত্রী মহাশয়! পঞ্চালের দূতের প্রস্তাবে, দাদা কি অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন ?

মন্ত্রী। মধুরসে তিস্ত নিম্বরস ঢালা উচিত নয়। তথাপি, সে কথা আপনান্নর গোচর করা নিতান্ত আবশ্যিক। সেই কারণেই, আমার এ সময়ে আপনান্নর সন্দর্শনে আসা। আপনান্নর অগ্রজ পরিণয় প্রস্তাবে কোন মতেই সম্মত নন। রাজনন্দিনি! আশঙ্কা হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কোন না কোন অমঙ্গল সংঘটন হওয়ার এই পূর্বসূচনা।

শশি। ( সবিষাদে ) আমিও এই ভেবেছিলেম। আমি যে দাদাকে কত সেধেছি, তা আপনি জানেন। কিন্তু, তাঁর সে স্বপ্ন, তিনি কোন মতেই বিশ্বৃত হতে পারেন না। মন্ত্রী মহাশয়! আপনান্নর কি বিশ্বাস হয় যে, তিনি, ঐ পাপ কাননে কোন নরনারীকে দেখেছেন ?

মন্ত্রী। কে জানে রাজনন্দিনি। হয় তো, কোন সুরকামিনী বনবিহারার্থে সে দিন ঐ উপবনে উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ যে চিত্রপট এঁকেচেন, তা দেখলে তাই প্রত্যয় হয়। বিধাতা তেমন রূপ কোন মানবীকে দেন না। সে যা হোক, আমাদের এখন এই কর্তব্য যে, এ বিষয় ভালরূপে অনুসন্ধান করি। যদি সেই সুন্দরী সত্যই মানবী হন, তবে তিনি নিঃসন্দেহ এই নগর-নিবাসিনী হবেন। কেন না, লুপ্ত দেশ হতে তেমন কুলবালা যে ঐ কাননে আসবেন, এ বড় সম্ভব নয়। অতএব, আমার ইচ্ছা এই যে, আমি আপনার নামে এই ঘোষণা নগরমধ্যে প্রচার করি, আপনি আগামী কল্য সায়ংকালে এক ব্রত করবেন। সেই ব্রত উপলক্ষে, এ নগরবাসিনী যত কুমারী আছেন,—কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, যে কোন জাতিই হোন, সকলকেই কল্য সায়ংকালে, সিদ্ধনদী-তীরস্থ বিলাসকানন নামক পুষ্পোচ্চানে আগমন কতে হবে। যদি ঐ কন্যা এ নগরে থাকেন, অবশ্যই এ আহ্বানে তিনিও রাজপুরে আগমন কতে পারেন। আর, যদি এ উপায়ে তাঁর সন্দর্শনের অপ্রাপ্তি ঘটে, তা হলে, আপনি নিশ্চয় জানবেন যে, আপনার অগ্রজ যা দেখেছিলেন, সে তৃষাভূর পথিকের মনোমোহিনী মরীচিকা মাত্র। তা আপনি এতে কি বিবেচনা করেন ?

শশি। মন্ত্রী মহাশয়! আমার বিবেচনায়, এ অতি বিহিত উপায়। বিশেষতঃ এটি যখন আপনার অভিমত, তখন আর আমার মত গ্রহণের। অপেক্ষা কি ?

মন্ত্রী। ( গাত্ৰোত্থানপূর্বক ) রাজকুমারি। চিরজীবিনী হোন।

শশি। হৃৎস্বয়ম, আমাদিগকে সম্প্রতি যে গুরুজননে বঞ্চিত করেছে, আপনি এক্ষণে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত। তা দেখবেন, আমার দাদার যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে। ( রোদন )

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি। এ কি ? আপনি শান্ত হোন। বিধাতা আছেন। তিনি অবশ্যই এর প্রতিকার করবেন। আর এ আশীর্ব্বাদকের যা সাধ্য, এ তা প্রাণপণে করবে। চিন্তা কি ? এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, বেলাটা অধিক হয়েছে ; এখন বিদায় হই।

[ মন্ত্রীর প্রস্থান। ]

শশি। শুনলি তো কাকনমালা। দাদা কি তবে যথার্থই উন্নত

হলেন ? এ বিপদে কার কাছে বাই, কার শরণাপন্ন হই, তা ভেবে স্থির কতে পারি না। (রোদন)

কাক। প্রিয় সখি ! তুমি এত উত্তলা হলে কেন ? শুনে না, মন্ত্রিবর কি বল্লেন ?—বিধাতা আছেন। তা এখন এসো, বেলা হয়েছে ; স্নানাদি করবে চলো।

শশি। সখি ! আমি কি এমন ভাইকে হারাৰ। (রোদন)

কাক। (হস্ত ধারণ করিয়া) এসো সখি, এসো।

[ উভয়ের প্রস্থান।

## তৃতীয় পর্ভাক

রাজপথ।

(চুলী ও প্রমত্তভাবে বিজ্ঞাপনী-হস্তে মধুদাসের প্রবেশ)

মধু। ব্যাটা জোর করে বাজা।

(কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

প্র-না। কি হে মধুদাস ! তোমাকে যে মধুরসে পরিপূর্ণ দেখছি, বৃত্তান্তটা কি বল দেখি ?

মধু। আরে বাওয়া ! ভ্রমর কি কখনো মধুশূণ্ড পেটে থাকে ? নতুন রাজার মঙ্গলার্থে আজ কিছু মধুপান করে দেখা গেল।

দ্বি-না। তোমার হাতে ও কি ?

মধু। চেষ্টিয়ে বাজা। (উন্মত্তভাবে বিজ্ঞাপনী পাঠ) হে সিদ্ধনগর-নিবাসী জনগণ ! রাজনন্দিনী শশিকলার এই নিবেদন গ্রহণ কর। ধীর গৃহে কুমারী কন্যা আছে,—কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, যে কোন জাতই হোন, স্বীয় স্বীয় কন্যাকে আগামী কল্য সায়ংকালে রাজপুরীতে প্রেরণ করবেন। (চুলীর প্রতি) বাজা বেটা, জোর করে বাজা।

দ্বি-না। ওহে মধু ! এর অর্থ কি ?

মধু। (হাস্ত করিতে করিতে প্রমত্তভাবে) আরে ভাই, সেকালে রাজকন্যারা স্বয়ম্বর হতো। রাজারা দেশদেশান্তর হতে স্বয়ম্বর-সভায়

উপস্থিত হতেন। কিন্তু, এ ঘোর কলিকালে, পুরুষের স্বরূপ হয়। বোধ করি, মহারাজের বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়েছে। তোমার ভাই যদি সুলক্ষ্মী মেয়ে থাকে, পাঠিয়ে দিও। ভগ্নী থাকে ত আরো ভালো।

ছি-না। (প্রথম নাগরিকের প্রতি জনাস্তিকে) বেটা জাতিতে চণ্ডাল, রাজসংসারে পাছকা-বাহকের কর্ম করে, বেটার কথা শুনলেন? ইচ্ছে করে, বেটাকে জুতো মেরে লম্বা করে দিই। দূর হোক, এখান থেকে যাওয়া যাক। এ মাতাল বেটার সঙ্গে কথাবার্তা কওয়া অপমান মাত্র।

[ নাগরিকগণের প্রস্থান।

মধু। আরে ঢুলী, জোর করে বাজা।

[ ঘোষণাপত্র পাঠ করিতে করিতে ও ঢোল বাজাইতে

বাজাইতে মধুদাস ও ঢুলীর প্রস্থান।

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথমাগর্ভাঙ্ক

সিদ্ধনগর ;—সিদ্ধুতীরে অরুহতীর আশ্রয় ।

( অরুহতী আসীনা ;—হনুমার প্রবেশ )

সুন । ভগবতি ! আপনার জীচরণে প্রশাম করি ; আশীর্বাদ করুন ।

অরু । বৎসে ! বিধাতা তোমাকে দীর্ঘজীবিনী করুন । সন্থাদ কি ?

সুন । ভগবতি ! আপনি কি আজকের সন্থাদ শুনে নাই ?

অরু । কি সন্থাদ বৎসে ?

সুন । রাজনন্দিনী শশিকলা, নগরমধ্যে এই ষোষণা প্রচার করেছেন যে, আগামী কল্য সায়ংকালে, তিনি এক মহাত্মা করবেন । এ নগরে যত কুমারী আছে,—কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকলকেই সেই ব্রত উপলক্ষে রাজপুরীতে উপস্থিত হতে হবে । তা আমাদের প্রতি আপনার কি আজ্ঞা ?

অরু । বৎসে ! যে রাজার আশ্রয়ে বাস কর,—যার প্রতাপে ধন মান প্রাণ সকলই রক্ষা হয়, সেই রাজার বা রাজপরিবারের আজ্ঞা অবহেলা করা নীতিবিরুদ্ধ ও অশ্রেয়স্কর ।

সুন । যে আজ্ঞা ভগবতি ! তবে, আমার প্রিয় সখীকে সে স্থলে কি বেশে যেতে আজ্ঞা করেন ?

অরু । ( ক্রণেক চিন্তা করিয়া ) কেন ? যে বেশে ভদ্রাচারের কস্তারা যায়, তিনিও সেই বেশে যাবেন ।

সুন । তা হলে কি আমাদের গুণ্ড ভাব আর থাকবে ? ভগবতি ! গাঙ্গার দেশ পরিত্যাগ করবার সময় আমরা প্রিয় সখীর বহুমূল্য বহুভর বস্ত্রাদি ফেলে এসেছি । এখন যা কিছু সঙ্গে আছে, তার মধ্যে যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট,—সে পরিচ্ছদগুলি দেখলেও, বোধ হয় এ দেশের লোকে বিস্ময়াপন্ন হবে । প্রিয় সখীর এক একটি পরিচ্ছদ এক এক রাজ্যের মূল্যে প্রস্তুত ! আর দেখুন, এমন সময় নাই যে, এখনকার অবস্থার অনুরূপ একটি সামান্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা যেতে পারে ।

অরু। (সহাস্ত বদনে) বৎসে। তুমি নির্ভয় হও। যে পরিচ্ছদ তোমাদের জ্ঞানে সুপরিচ্ছদ হয়, তোমার সখীকে তাই পরিধান কর্তে বসো। তাঁকে বেশভূষায় উত্তমরূপে ভূষিতা করে, আমার এখানে নিয়ে এসো; তাঁর সঙ্গে আমার কিছু বিশেষ কথা আছে।

সুন। যে আজ্ঞা ভগবতি। তবে, এখন বিদায় হই।

[সুনন্দার প্রস্থান।]

অরু। (স্বগত) এদের এ রহস্য আর যে বহুকাল অপেক্ষাশূন্য ভাবে থাকবে, তার কোনই সম্ভাবনা নাই। নাই থাকুক, তাতে বড় একটা হানি ছিল না। কিন্তু, দেবতারা যে এদের প্রতিকূল, এই-ই দেখি অপ্রতিবিধেয় ব্যাধি। প্রবল বায়ুসম্বাধিত জলতরঙ্গের গতি প্রতিরোধ করা বিবম ব্যাপার। এ কি? আমার চক্ষে অজ্ঞানদয় হলো। ভেবেছিলেম, যেমন, ভীষণদন্ত বরাহ ভগবতী বসুন্ধরার কোমল হৃদয় বিদারণ করে, উত্তানশোভা লতিকার মূলোৎপাটনপূর্বক ভক্ষণ করে, সেইরূপ তাপস-বৃষ্টিও কাল সহকারে অস্মদাদির হৃদয়-কাননের নিকট প্রবৃত্তিরূপ লতা-গুল্মাদির মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট করেছে। কিন্তু এখন দেখছি, আজও তা হয় নাই। তা হলে, এ মোহের লহরী আজ কোথা থেকে উপস্থিত হলো। (পরিত্রমণ করিয়া) আহা! এমন রূপসী কন্যা কি এ জগতে আর আছে। আর কেবল যে রূপসী, তাও নয়, স্মীলতা, ধর্মপরতা ইত্যাদি গুণ প্রফুল্ল কমলের স্থায় এঁর মানস-সরোবরে শোভা বিস্তার করেছে। তা এমন সুরূপা ও স্মীলা কন্যার ললাটে কি বিধাতা সত্য সত্যই এত দুঃখ লিখেচেন? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) প্রভো! তোমারই ইচ্ছা। তোমার লীলা খেলা দেবতাদের হৃদয়ের। আমরা ত সামান্ত মনুষ্য মাত্র।

(রাজমন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। ভগবতি। আশীর্বাদ করুন। (প্রণিপাত)

অরু। দেবাদিদেব মহাদেব আপনাকে আশীর্বাদ করুন। ঐ কুশাসন গ্রহণ করুন; আর বলুন দেখি, আজকের কি সম্বাদ।

মন্ত্রী। (আসন গ্রহণ করিয়া) ভগবতি। মহারাজ মায়াকাননে স্বপ্নদৃশ্যবৎ যা দেখেছিলেন, তা যদি কোন দেবমায়ী মাত্র না হয়, আর সে



কল্পাটি বধার্থ মানবী এবং এই নগরবাসিনী হন, তবে আপামী কল্য সাংকালে তাঁকে আমরা সকলেই দেখতে পাব।

অরু। মন্ত্রিবর! আপনি যে এ বিষয়ে কি উপায় অবলম্বন করেছেন, তা আমি অবগত হয়েছি। কিন্তু মহাশয়। এ কর্ম ভাল হয় নাই। যদি সে কল্পাটি নুরবালা না হয়ে, সত্যই নরবালা আর এই নগরবাসিনী হয়, তা হলে মহারাজের সহিত তার পুনঃসন্দর্শনে অগ্নিতে যুতাহুতি প্রদানতুল্য হবে। আর যে অগ্নি বর্তমান অবস্থায় হুঃসহ, সে অগ্নি দ্বিগুণ প্রবল হয়ে উঠলে কি রক্ষা থাকবে ?

মন্ত্রী। তবে আপনি কি সে কল্পাটির কোন সন্ধান পেয়েছেন ?

অরু। আজ্ঞা হাঁ।

মন্ত্রী। (ব্যগ্রভাবে) ভগবতি। ভূষাতুর ব্যক্তি, দূরে বিমল জলপূর্ণ জলাশয় দেখতে পেলে যেমন আছল্লাদে মগ্ন হয়ে ব্যগ্রভাবে সেই দিকে ধাবমান হয়, আপনার এই আশাসূচক মধুর বাক্যে আমার মনও তেমনি আনন্দিত, আর সবিশেষ সমস্ত শুনবার জন্তে সাতিশয় ব্যগ্র হয়েছে। অতএব, অল্পগ্রহ করে শীঘ্র বলুন, তিনি কে ?

অরু। আমি বোধ করি, আপনি গাঙ্কার দেশের মহারাজার নাম শুনেছেন।

মন্ত্রী। ভগবতি! তাঁর নাম কে না শুনেছে ? তিনি এই সমুদায় ভারতরাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। বৈভবে ও প্রভূষে দ্বিতীয় সুরপতি ; শত্রুবিজ্ঞায় সাক্ষাৎ পাণ্ডুবচুড়ামণি কাস্তনি ; গদাবিজ্ঞায় যতুকুলভিলক বলভজতুল্য ; ধর্ম্মানুষ্ঠানে ধর্ম্মরাজ বৃধিষ্ঠিরের সমতুল্য ; আর, বদান্ততায় সূর্যাসুত ক্রীমান্ কর্ণের সমকক্ষ। দেবনামসদৃশ সেই পুণ্যাশ্রা রাজর্ষির নাম শ্রীভঃস্মরণীয়। তা তাঁর কি ?

অরু। যে কঙ্কারতটিকে মহারাজ মায়াকাননে দেখেছিলেন, সেটি সেই রাজরাজেশ্বর গাঙ্কারেশ্বরের একমাত্র হুহিতারঙ্গ।

মন্ত্রী। (সবিস্ময়ে) বলেন কি ভগবতী ? রাজনন্দিনী ইন্দুমতী ? ষাঁর রূপের গৌরবে, যে উর্ক্বশীকে কবিরী আখণ্ডলের সর্ব্বশ্ব বলে থাকেন, সে উর্ক্বশী পূর্ণচন্দ্রবিরাজিত রজনীতে খছোতমালার স্তায় ম্লান হয়, মহারাজ কি সেই ইন্দুমতীকে সন্দর্শন করেছিলেন ? তা তিনি সে সময় ঐ মায়াকাননে কেন এসেছিলেন, তা আপনি আমাকে বলুন।—গাঙ্কার

দেশ কিছু নিকট নয় যে, রাজকুমারী মারাকাননে পরিভ্রমণ করতে আসবেন।

অরু। আপনি কি শোনেন নাই যে, ধুমকেতু নামক একজন রাজসেনানী মহারাজের কতিপয় রাজবিজোহীর সহিত বড়োয় কয়ে মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করেছে ?

মন্ত্রী। হাঁ, এরূপ জনরব ঐক্য আছে বটে; কিন্তু, রাজাধিরাজ গাঙ্গারপতি এখন কোথায় ?

অরু। তিনি ছদ্মবেশে এই নগরে অবস্থিতি করতেন।

মন্ত্রী। হে বিধাতা! অমরাবতী পরিত্যাগ করে সুরপতি মর্ত্যলোকে উদাসীনভাবে পরিভ্রমণ করতেন। যে হস্ত বস্ত্রপ্রভাবে অসুরদলের মস্তক চূর্ণ করে,—সে হস্ত কি এখন নিরস্ত হয়েছে ?

অরু। মহুস্তোর -দশা এ জগতে সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে না। কখন উঠে, কখন নীচে,—চক্রনেমির স্থায় সর্বদা পরিভ্রমণ করে।

মন্ত্রী। ভগবতি! আমাদের মহারাজার কি সৌভাগ্য! গাঙ্গারপতি এখন বর্ষায়ান্। এ তাঁর জীবনের সায়ংকাল। ইন্দুমতী তাঁর একমাত্র কন্যা। এঁর সহিত আমাদের মহারাজের বিবাহ হলে, কালে সিদ্ধপতি, ভারতের সম্রাটপদ লাভ করবেন। এমন কি, তাঁর যদি রাজসূয় যজ্ঞ করতে ইচ্ছা হয়, তবে তিনি পৌরবকুলের গৌরবের লাঘব করতে পারবেন, সন্দেহ নাই।

অরু। মন্ত্রিবর! আপনাকে একটি গোপনীয় কথা বলি। এ বিবাহ হলে, মহারাজের আর এই মহারাজ্যের নিতান্ত অন্তঃ ঘটনা হবে; দেবতারা এ বিষয়ে নিতান্ত প্রতিকূল, আমার ইষ্টদেব ভগবান্ ঋগ্বেদেবের নিকট শিশু প্রেরণ করাতে তিনি আমাকে এই আদেশ করেচেন যে, “বৎসে! তুমি যদি সিদ্ধদেশের রাজকুলের প্রকৃত গুণাকাজিকী হও, তবে এ সম্বন্ধ কোন মতেই সম্পন্ন হতে দিও না।” আরও দেখুন, আমি বারম্বার আমাদের কৃতপূর্ব মহারাজের স্বর্গীয় আত্মা স্বপ্নে ও জাগ্রত অবস্থায় দেখেছি। তাঁরও এই অনুরোধ। (সম্বিনয়) ঐ দেখুন!—

( শিবরাত্রির পক্ষাৎ হইতে পটবস্ত্রাবৃত বৃদ্ধ রাজবির  
আকারবিশিষ্ট পুরুষের প্রবেশ )

মন্ত্রী । ( সঙ্কম্পিত শরীরে গাজ্রোধান করিয়া ) এ কি ! এ কি !  
( করবোড় করিয়া ) হে নরনাথ ! আপনি স্বর্গধাম পরিত্যাগ করে, কেন  
এ পাপ মর্ভ্যে পুনরাগমন করেছেন ? আপনার কি আজ্ঞা ?

আজ্ঞা । ( গভীর স্বচমে ) চাণক্য ! অজয় কৃষ্ণে পাপ মায়াকাননে  
গান্ধারাদিপতির কণ্ঠকে দর্শন করেছেন ! এত দিনের পর, এই পুরাতন  
বৃহৎ রাজবংশ ধ্বংস হয় ! এখনও যদি পার, তবে পঞ্চালাধিপতির  
হৃহিতায় সহিত তাঁর পরিণয় ব্যাপার সমাধা করাও । নচেৎ আর রক্ষা  
নাই ; সাবধান হও !

( অন্তর্ধান )

অরু । ঐ দেখলেন ত মন্ত্রী মহাশয় ! শুনলেন না ?

মন্ত্রী । ভগবতি ! আমার এমনি হৃৎকম্প হচ্ছে যে, মুখে কথা সরে  
না । এ কি বিভীষিকা ! উঃ ! দাঁড়াতে পারি না ! এখন আজ্ঞা হয়  
ত বিদায় হই ।

অরু । মন্ত্রিবর ! সাবধান হবেন, দেখবেন, এ কথা যেন কোন মতেই  
প্রকাশ না হয় ।

মন্ত্রী । ভগবতি ! এ সকল কথা এ দাসের হৃদয়ে চিরকাল গুণ্ঠ  
ধাকবে । এরূপ আমি কখনও দেখি নাই, কখনও শুনিও নাই । মহারাজের  
মৃত্যু দেবমন্দিরে হয়, আর যখন তিনি দেহ ত্যাগ করেন, তখন অবিকল  
তাঁর এই বেশ ছিল ! এ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ! আশীর্ব্বাদ করুন, বিদায়  
হই । ভরসা করি, আপনিও অল্প সময়কালে রাজনন্দিনীর ব্রতালয়ে  
পদার্পণ করবেন ।

অরু । তা অবশ্যই যাবো ।

[ মন্ত্রীর প্রস্থান ।

অরু । ( স্বগত ) এ সকল বৃত্তান্ত অজয়কে বিজ্ঞাত করা অসুচিত,  
তার অবস্থা সম্বন্ধে যেরূপ জনজ্ঞতি শুনতে পাই, তাতে বোধ করি, এ সব  
কথা শুনলে, হয় ত সে সহসা আত্মহত্যা কস্তে পারে ! যদি সে আপনি

ইন্দ্রিত জনকে না পায়, তা হলে জীবন বিসর্জন দেওয়াও বিচিত্র নয়।  
প্রেমাক্ত জনের নিকট বিধাতাদত্ত অমূল্য জীবনমণি কিছুই নয়।

( সুনন্দার সহিত হুচাক ও উজ্জল বেশে রাজনন্দিনী ইন্দুমতীর প্রবেশ )

অরু। এস বৎসে। তুমি ত এখন শারীরিক সুস্থ হয়েছ ?

ইন্দু। আজ্ঞে হাঁ, এক প্রকার সুস্থ হয়েছি।

অরু। ( অগ্রসর হইয়া ) বৎসে। তুমি আমাকে সত্য করে বল  
দেখি, তুমি এই সিদ্ধদেশের নূতন মহারাজকে ভাল বাস কি না ?

ইন্দু। ( ত্রীড়া প্রদর্শন )

সুনন্দা। ভাল বাসেন বই কি ভগবতি ! না হলে এত লজ্জা কেন ?

ইন্দু। ( জনাস্তিকে সুনন্দার প্রতি ) তোর কি কিছু মাত্র লজ্জা নাই ?

সুনন্দা। কেন ? লজ্জা থাকবে না কেন ? যদি তুমি এ মহারাজকে  
ভাল বাস, তবে তাতে দোষ কি ? তিনি এক জন সামান্য ব্যক্তি নন।  
তাতে আবার পরম সুপুরুষ ; তুমিও নব যুবতী, তোমাদের মিলন যে  
সুখজনক হবে, তাতে সন্দেহ নাই। এতে আর লজ্জার বিষয় কি ? আর  
এই ভগবতী আমাদের মাতৃসদৃশ, এঁর কাছে লজ্জা করা অসুচিত।

অরু। ( স্বগত ) মিলন। মিলন ! তা যদি হতে পারতো, তবে  
নিঃসন্দেহ মণিকাঞ্চনের সংযোগের সদৃশ কি অপকল্পই হতো। কিন্তু  
সিদ্ধদেশের তেমন ভাগ্য নয় যে, সে অপূর্ব দৃশ্য সন্দর্শন করে। কুভারতে  
কেবল ত্রেতাযুগে ক্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মীস্বরূপিণী জনকরাজ-তনয়াকে বামে করে  
অযোধ্যার রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। ( প্রকাশ্যে ) দেখ বাহা  
ইন্দুমতি ! তুমি আমাকে লজ্জা করো না, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি,  
তুমি কি এই মহারাজকে ভাল বাস ?

ইন্দু। ( ত্রীড়া প্রদর্শন )

অরু। ( সহাস্ত বদনে ) লোকে বলে, “নীরবতা অনেক প্রেতের  
সম্মতিপুচক উত্তর।” তা বৎসে ! তোমার মনের কথা এখন আমি  
বিলক্ষণ বুঝতে পারলেম !

সুনন্দা। ভগবতি ! আপনি কি না বুঝতে পারেন ? প্রিয় সখী  
আপনার কাঁদে আপনি ধরা পড়েছেন।

অরু। যা হোক বৎসে ইন্দুমতি ! একটি পরামর্শ দিই, অবধান  
কর। রাজকুমারীর ব্রতস্থানে মহারাজের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হবে।

যদি তিনি বিবাহের প্রস্তাব করেন, তবে তুমি এই বলো যে, “কোন বিশেষ কারণে আমি সম্পূর্ণ এক বৎসর আপনার এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারি না।”

ইন্দু । ( মুখাবনত করিয়া মৃদুস্বরে ) যে আজ্ঞা জননি !

অরু । অল্প কয়েক দিবস নূতন রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়াতে নাগরিকেরা মহোৎসবে প্রবৃত্ত হয়েছে । রাজপথ লোকারণ্যময়, তোমরা বিদেশিনী তরুণী, অতএব আমার সম্ভিব্যাহারে রাজপুরীতে চল ; তা হলে পথে নির্বিঘ্নে যেতে পারবে ।

সুনন্দা । ( স-উল্লাসে ) আমাদের কি সৌভাগ্য ভগবতি ! তবে চলুন !

[ সকলের প্রস্থান ।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিদ্ধুতীরে রাজোত্তান ;—দূরে দেবালয় ;—আকাশে পূর্ণচন্দ্র ।

( শাশকলা, কাকনমালা ও মন্ত্রী প্রবেশ )

শশি । বলেন কি মন্ত্রী মহাশয় ! এ কথা কি বিশ্বাস্ত ?

মন্ত্রী । রাজনন্দিনি ! ঐ যে দূরে পর্বত দেখছেন, ও যেমন অটল, ভগবতী অরুন্ধতীর কথাও তাদৃশ । তিনি এ পৃথিবীতে স্বয়ং সত্যের অবতার ।

শশি । আজ্ঞা, এ কথা যথার্থ । কিন্তু আপনি কি জানেন না যে, যদিও অজানত খাতি জব্য,—যদিও সে খাতি জব্য দেবহুল্লভ হয়, তবুও ভক্তকের সহসা তা স্পর্শ কতে ইচ্ছা করে না ।—সর্ববিধায়ে মানব-মনের সেই গতি । কোন অসম্ভব কথা শুনলে, সহসা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না । তবে এ কথা যদি সত্য হয়,—আর মিথ্যা যে, তাই বা কেমন করে বলি ?—তা হলে, আমার দাদার তুল্য ভাগ্যবান ব্যক্তি এ ভূভারতে দ্বিতীয় আর নাই । গাঙ্কারপতি, রাজনন্দিনী ইন্দুমতী, এ যে প্রাতঃস্মরণীয় নাম । তা এরূপ মহৎশয়ের সহিত কি আমাদের এরূপ সম্বন্ধ সংঘটন হবে ? নদকুল সাগরেই পড়ে, সাগর কি কখনো নদগর্ভে পড়েন ?

মন্ত্রী । ( দীর্ঘ নিশ্বাস )

শশি । আপনি এ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করলেন কেন ?

মন্ত্রী । রাজনন্দিনি ! আমার বিবেচনার পঞ্চালপতির হুঁহিতা,— যদিও তিনি গাঙ্কার-রাজতনয়া ইন্দুমতীর সদৃশ সুরূপা নন, তবুও সর্ব্বথা মহারাজের উপযুক্ত । কেন না, যিনি এখন গাঙ্কার দেশের রাজসিংহাসনে আসীন হয়েছেন, তিনি ধর্ম্মের সোপান দিয়ে সে সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই ! সুতরাং অনেক রাজা এখনও তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করেন নাই ! অনেক প্রজা তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা কতে অস্বীকৃত । অতএব, গাঙ্কার রাজ্য একপ্রকার লণ্ডভণ্ড । আর সে দেশের ঐ বর্ত্তমান রাজা যদিও অতি শীঘ্র তাঁর ঐ গুরু পাপের দণ্ডস্বরূপ সিংহাসনচ্যুত হবেন, এরূপ মনে করা যায়, কিন্তু তারই বা নিশ্চয়তা কি ? কেন না, চপলা লক্ষ্মী, রূপ, গুণ, কুল, শীল কিছুই দেখেন না । আর যদি বা সে পাপিষ্ঠ রাজার অধঃপাত হয়, আর বৃদ্ধ গাঙ্কার-রাজ পুনরায় নির্বিঘ্নে সিংহাসন প্রাপ্ত হন ; তথাপি, যে চঞ্চলা, গুণবান্কে অপবিত্র জ্ঞানে স্পর্শ করে না, সাধু জনকে সামান্য জ্ঞানে তার দিকে দৃকপাত করে না, মহৎদংশসম্ভূত জনকে সর্প জ্ঞানে লক্ষ দিয়া উল্লঙ্ঘন করে, শূরসত্তমকে কণ্টকতুলা পরিহার করে, আর বিনীত ব্যক্তিকে পাপিষ্ঠ জ্ঞানে তার দিকে চায় না, সেই পাপ-লক্ষ্মী যে, গাঙ্কার-রাজসংসারে চিরনিবাসিনী হবে, তারই বা প্রত্যাশা কি ? কিন্তু পঞ্চালাধিপতির এখন তাদৃশ দশা নয়, তাঁর অবস্থাবিষয়ে সম্প্রতি এ সকল আশঙ্কা কিছুই নাই । তাঁর প্রবীণ বাক্তবমণ্ডলী বিচ্যমান ; হস্তিনাপুরে এখনো পরীক্ষিত রাজর্ষির বংশীয় অধস্তন পুরুষেরা রাজত্ব কচ্ছেন ; বিরাট রাজ্যের রাজারাও তাঁর মিত্র । এঁরা সকলে আর অচ্ছাচ্ছ রাজসিংহ যদি একত্র হয়ে মহারাজের প্রতিপক্ষে অভ্যুত্থান করেন, তবে আমরা বিষম বিপদে পড়বো, তার সন্দেহ নাই । দ্রৌপদীর হরণ-জনিত রোষাগ্নি এখনো নির্ব্বাপন হয় নাই ।

শশি । তা গাঙ্কার দেশের বর্ত্তমান রাজার সহিত আমাদের বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা কি ?

মন্ত্রী । আপনি কি দেখছেন না যে, মহারাজের সহিত ইন্দুমতীর পরিণয় হলে, গাঙ্কার দেশের রাজা নূতন এক তেজস্বী শত্রুকে যেন রণস্থলবর্ত্তী দেখবেন । সুতরাং তিনি আমাদের শত্রুদলকে যে বৃদ্ধি করবেন,

সে বিষয় হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষ । কিন্তু, তাঁকে আমি বিবদন্তুহীন অহিব্রূপ জ্ঞান করি । পঞ্চালপতি তেমন নন ।

শশি । মন্ত্রিবর । এ সকল কথা ভাবলে মন অধীর হয় । হায় । কি কৃষ্ণে দাদা সেই পাপ কাননে প্রবেশ করেছিলেন ! ঐ শুন,—  
কুমারীরা দেবালয়ে প্রবেশ কচ্ছে ।

( নেপথ্যে পঞ্চানি, নৃপূরুধনি ও গীত ;—সন্ধ্যাকালে বসন্তবর্ণন )

মন্ত্রী । রাজনন্দিনি । আমি এখন যাই, মহারাজকে এখানে আনয়ন করে কোনো বিরল স্থানে রাখি । দেখি, এই ইন্দুমতী রাজমনোমোহিনী কি না ? আপনি গিয়ে সেই কুমারীদিগের সঙ্গে যথাবিধি সম্ভাষণ করুন ।

[ প্রস্থান ।

শশি । কাঞ্চনমালা । এ বিবাহ হলে, সখি, আমাদের সর্বনাশ হবে । কিন্তু দাদাকে এ কথা যে কেমন করে বোঝাই, তা ভেবে পাচ্ছি না । লোকে বলে, বিপত্তিকালে জ্ঞান-রবি যেন মেঘাচ্ছন্ন হয় । তা না হলে কি সখি, রঘুনন্দন, সুর্য-মুগ দেখে বুঝতে পারেন না যে, সে কোন মায়াবী রাক্ষস । হায় ! হায় ! আমাদের কি হলো ! ( রোদন )

কাঞ্চন । সখি ! শাস্ত হও । এ কি ক্রন্দনের সময় ? তোমার ও পদ্মচক্ৰ অশ্রুপূর্ণ দেখলে লোকে কি ভাবে ? ঐ শোনো,—আহা ! কি চমৎকার গীত !

( নেপথ্যে গীত ;—পূর্ণচন্দ্র বর্ণন )

শশি । সখি । আমি যখন মন্ত্রীর পরামর্শে, এ সমারোহে সম্মত হয়েছিলাম, তখন আমি পূর্বাপর বিবেচনা করে দেখি নাই । আমার মনের কি এমনি অবস্থা যে, এখন আত্মলাদ আমোদ কতে পারি ? না দশ জন পরের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদের কথাবার্তা কইতে পারি ? তা চলো ;—যা হয়েছে, তা হয়েছে । এখন যৎকিঞ্চিৎ ভদ্রতা না দেখালে অবশ্যই লোকে অযশ করবে । ঐ যে দাদা আর মন্ত্রিবর এ দিকে আসছেন ।—যা বল সখি ! ইন্দুমতীই হোন, কি সুরনারীই হোন, এমন কাঙ্ক্ষিকেরকে দেখলে, তাঁর মন অবশ্যই অস্থির হবে ।

( রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ )

চলো সখি ! আমরা এখন যাই ;—গিয়ে দেখি, ইন্দুমতীর মনের কি ভাব । আমি শুনেচি, অনেক সময় এমন ঘটে যে, কিরাত কুরঙ্গীণীকে তীরাঘাতে বিদ্ধ করে অশ্রুজ্বলে চলে যায় ;—আর মনেও করে না যে, সে অভাগিনীর কি দুর্দশা ঘটেচে । কিন্তু, সে যেখানেই যায়, ঐ রক্তশোষক যমদূত তার পার্শ্বে লেগে থাকে । তা চলো আমরা যাই ।

[ উভয়ের প্রস্থানোত্তম ।

রাজা । শশি ! একটু দাঁড়াও ; কোন বিশেষ একটি কথা আছে ।

শশি । দাদা । বলুন, আপনার কি আজ্ঞা ।

রাজা । তুমি মন্ত্রীর মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনেছ । বল দেখি, আমার কি সৌভাগ্য ? কিন্তু, মন্ত্রিবর বলেন, এ বিবাহ অপেক্ষা পঞ্চালাধিপতির ছহিতার পাণিগ্রহণ শ্রেয়স্কর । হা ! হা ! হা ! ( উচ্চ হাস্য ) ক্ষটিক, আর হীরা ! পিত্তল, আর সুবর্ণ ! দেখ দিদি ! বুদ্ধ হলে, লোকের বুদ্ধির হ্রাস হয় । জ্ঞান-নদে এক প্রকার জল শেষ হয় । বোধ করি, মন্ত্রিবরেরও সেই দশা ঘটবে ।

মন্ত্রী । ধর্ম্মাবতার ! এ অধীনের স্বর্গীয় পিতা, আপনার রাজ-পিতামহের মন্ত্রী ছিলেন । আর এ অধীনও তাঁর সহকারিত্ব কর্ত্তে । পরে আপনার স্বর্গবাসী পিতা ; এখন আপনি ; অতএব ঠাকুরদাদা বলে আপনারা আমার সহিত পরিহাস কর্ত্তে পারেন । আমি কেবল আপনার মজলাকাঙ্ক্ষী,—

( নেপথ্যে পদশব্দ ও নৃগুরধনি )

রাজা । শশি ! চলো দিদি । আমি তোমার সঙ্গে যাই । দেখি, রাজেন্দ্রনন্দিনী ইন্দুমতী এ ক্ষুদ্র গৃহে পদার্পণ করেছেন কি না ।

শশি । দাদা ! আপনি বলেন কি ? ও দেবালয়ে যে এ নগরের সমস্ত কুলকুমারী উপস্থিত । আপনি সহসা ওখানে গেলে তারা লজ্জায় যে কিরূপ হবে, তা আপনিই বুঝতে পারেন ।

মন্ত্রী । না-না-না মহারাজ ! এ আপনার অশুচিত । চলুন, আমরা উজ্ঞানের ঐ কোণে গুলু ভাবে গিয়ে থাকি । রাজেন্দ্রনন্দিনীকে আপনি যে প্রকারে দেখতে পান, তার উপায় এর পরে করা যাবে । কপোতী-



মণ্ডলীর মধ্যে পক্ষিরাজ বাজ সহসা উপস্থিত হলে, তারা কি সুখ-সন্তোষ-পরিভ্রান্ত হয়ে ভয়াভিত্ত হইয়া না? এ নগরে যে এত কুমারী কন্যা আছে, তা আমি জানতেম না। আমাদের যুবক ভারীরা কি উদাসীনধর্ম অবলম্বন করেচেন?

রাজা। (সহাস্ত বদনে) এ বিষয়ে আমি কোনো উত্তর দিতে পারি না। কিন্তু এই জানি যে, আপনার জানিত একজন যুবা পুরুষের ভাগ্যে ঔদাস্ত্যই এক মাত্র অবলম্বন হয়ে পড়েচে।

(নেপথ্যে পদশব্দ ও নৃপুরুষনি)

মন্ত্রী। উঃ। এ যে রাজা হৃষ্যোদনের একাদশ অক্ষৌহিনী! তা আপনি যান রাজকুমারি। আর দেখ কাঞ্চনমালা। যদি ছুই একটি, এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের যোগ্য পাত্রী দেখতে পাও, তবে সম্বাদ দিও।

কাঞ্চন। তোমার মুখে ছাই। এসো সখি, আমরা যাই।

[উত্তরের প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) সূর্য্যকিরণে গভীর নদের জল-মুখ উজ্জ্বল দেখা যায়। কিন্তু নিম্ন দেশ যে কিরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তা কে জানে? মুখে হাসলেম, কিন্তু হৃদয়ে যে সর্ব্বক্ষণ কি বেদনা, তা যিনি অন্তর্ধামী, তিনিই জানেন। (প্রকাশ্যে) চলুন মহারাজ। আমরা উজ্জানের এক কোণে গুপ্ত ভাবে গিয়ে থাকি। ভগবতী অরুন্ধতীর আশীর্ব্বাদে আপনি অবশ্যই আজ সায়াংকালে সে অপূর্ব্ব রূপসীর পুনর্দর্শন পাবেন।

[উত্তরের উত্তানকোণাভিমুখে গমনোত্তম।

(রাজকুমারী শশিকলার বেগে পুনঃপ্রবেশ)

শশি। দাদা! আজ আকাশের তারা ভূতলে পড়েচে।

রাজা। (ব্যগ্রভাবে) এর অর্থ কি দিদি?

শশি। বোধ করি, রাজেশ্বরনন্দিনী ইন্দুমতী ঐ এসেচেন! আমরা রমণী, তবুও তাঁর রূপ দেখলে আঁধি ফেরাতে পারি না। কি অপরূপ রূপ!

রাজা। দেখলে শশিকলা? আমি ত বলেছিলেম, এ স্বপ্ন নয়। ভগবতী অরুন্ধতী দেবী কোথায়?

শশি । তিনি ভগবান্ ঋতুশ্রুত, ভগবান্ বশিষ্ঠ, আর রাজপুত্রোহিত ধর্মের সহিত কোন ব্রত সমাধা কচেন । ব্রত সম্পন্ন হলেই, রাজেন্দ্রনন্দিনী ইন্দুমতীর সহিত আপনার সাক্ষাৎ হবে । ভগবতী আমাকে এই কথা বলেন যে, যেমন তারাময়ী নিশাদেবী, উষাকে উদয়াচলের সহিত মিলিত করেন, সেইরূপ তিনিও রাজনন্দিনী ইন্দুমতীকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করবেন ।

( নেপথ্যে বহুধ্বনি )

বোধ হয়, ভগবতী অরুন্ধতীর ব্রত সাক্ষ্যপ্রায় । তা এ সময় আমার ও স্থানে উপস্থিত থাকা উচিত । আমি যাই ।

( নেপথ্যে গীত ;—ব্রতসাদ-বিষয়ক )

( রাজা ও মন্ত্রী, উত্তান-কোণাভিমুখে গমন )

রাজা । বলুন দেখি মন্ত্রী মহাশয় ! এ বিবাহে আপনার কি আপত্তি ?

মন্ত্রী । ( অস্পষ্ট বাক্যে ) আজ্ঞা আপত্তি কি, তা না, তবে কি, গান্ধাররাজবংশের সহিত এ রাজবংশের কখনো কোন পরিণয় হয় নাই । কিন্তু, পঞ্চালপতির বংশের অনেক রাজকুমারী এ রাজ্যের পাটেশ্বরী হয়েছেন । আর এ রাজবংশেরও অনেক কন্যা পঞ্চালরাজ্যের রাজাদিগের সহিত পরিণীতা হয়েছেন । এখন সহসা এ নিয়ম ভঙ্গ করা—

রাজা । ধিক্ মাত্ৰবর ! ভেবেছিলেম, আপনি সুনীতিজ্ঞ । তা এই কি নীতিজ্ঞান ? আর আপনি কি পুরাণ-বৃত্তাস্ত সমস্ত বিস্মৃত হয়েছেন ? মহাভারতে কি আছে ? গান্ধার-রাজকন্যা গান্ধারী দেবী রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পরিণীতা হন । আর তাঁর কন্যা দুঃশলা, আমাদিগের পূর্বমাতা । কেন না, তিনি এ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ পুণ্যাত্মা জয়দ্রথের ধর্মপত্নী ছিলেন ; আমরা তাঁরি সন্তান । গান্ধার দেশের রাজবংশের রক্ত আমাদের সম্বন্ধে পরের রক্ত নয় ।

মন্ত্রী । আজ্ঞা তা সত্য বটে ; তবু—

রাজা । আঃ—তবু, তবু, তত্রাচ, তত্রাচ, কিন্তু, কিন্তু, এই যে আজকাল আপনার মুখে ! আর কোনো শকই নাই । বৃদ্ধ বয়সে পাগল হচেন না কি ?

মন্ত্রী। রাজা, একপ্রকার তাই বটে। তা আপনার হিতার্থে যদি সাগল হই, তাতেও দুঃখ নাই।

(ইন্দুমতী ও হনুমার সহিত অরুহতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

রাজা। (অবলোকন করিয়া) মন্ত্রিবর! আপনি আমাকে ধরুন।  
(মূর্ছা)

ইন্দু। (রাজাকে অবলোকন করিয়া) ভগবতি! স্ত্রীচরণে স্থান দিন, আমি প্রাণ পরিত্যাগ করি। স্বপ্নও কি কেউ সত্য দেখে (মূর্ছাপ্রাপ্তি)

শশি। কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! ভগবতি! এঁদের হৃদয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ করানো, কোন মতেই সমুচিত হয় নাই। তা চলুন, আমরা ইন্দুমতীকে পুনরায় দেবালয়ে লয়ে যাই।

[ইন্দুমতীকে লইয়া অরুহতী, শশিকলা, হনুমা ও কাঞ্চনমালার দেবালয়ে প্রস্থান।

মন্ত্রী। কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! ওরে শীত্র জল নিয়ে আয়—

রাজা। (সংজ্ঞালাভানন্তর) মন্ত্রি! আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণবধ শাস্ত্রে অতীব গর্হিত বলিয়া উক্ত হয়েছে, তা না হলে আমি বৃদ্ধ মন্ত্রী বধের ভয় কস্তেম না। আপনি আমাকে হুঃখার্ণবে আরও মগ্ন করবার জ্ঞেয়ে এ ভান কেন করলেন? আপনি অবিলম্বে আমার মনোমোহিনীকে আনুন। আমার হৃদয় অন্ধকার ও মন উন্মত্তপ্রায় হয়েছে। নতুবা আমি ধর্ম কर्म সকলই বিস্মৃত হব! শীত্র উত্তর দাও!

মন্ত্রী। (সভয় কাম্পে) মহারাজ! আমার কি সাধ্য যে, ইস্রাজালে আপনার মন ভুলাই।

রাজা। (উন্মত্তভাবে পরিভ্রমণ করিয়া) একবার বনদেবীর মায়াতে যে অগ্নি প্রজ্জলিত হয়েছিল, তাতে কে এ আহুতি দিলে? কার এত সাহস? আমি সম্মুখে কেবল রক্তশ্রোত দেখছি। আর ও কি? এক পরম সুন্দরী রমণী! রূপে—সেই আমার মনোমোহিনী! আর তাঁর হৃদয়ে এক ছুরিকা! হে বিধাতা! এ দেখে আমি এখনও বেঁচে আছি। রে কঠিন হৃদয়! তুই বিদীর্ণ হস্ না কেন? (পুনর্মূছাপ্রাপ্তি)

মন্ত্রী। এই ত সর্বনাশ হলো! আর এ সকলই আমার হর্ষুচ্ছিতে! হায়! হায়! পদ্ব ভুলতে গিয়ে আমার এই মাত্র লাভ হলো যে,

মৃণালের কণ্টকে হস্ত ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। (উচ্চৈঃশ্বরে) ভগবতী অরুদ্ধতি। রাজনন্দিনী শশিকলা। আপনারা এ দিকে একবার শীঘ্র আসুন। মহারাজের প্রায় আসন্নকাল উপস্থিত। হে সিদ্ধুরাজকুল-তিলক। হে নররাজ। তুমি কি এ প্রাচীন শুভামুখ্যায়ীকে বিন্মৃত হলে? হে নর-কার্ত্তিকেয়। বুদ্ধ মহারাজ কি এই জগু আমাকে এ পাপময় সংসারে রেখে গিয়েছেন। আমি তোমার এই দশা স্বচক্ষে দেখব? হে নরশাদ্দীল। মধ্যাহ্নে কি রবিদেব অস্তাচলে গমন করবেন? তবে— তোমার—এ দশা কেন? (রোদন)

(বেগে অরুদ্ধতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

অরু। (সবিস্ময়ে) এ কি মন্ত্রিবর! এ কি!

(শশিকলা ও কাঞ্চনমালার বৃহ রোদন)

মন্ত্রী। আর কি বলবো ভগবতি!—রাজনন্দিনী ইন্দুমতীকে দেখে মহারাজের জ্ঞান-রবি বোধ হয় মোহ-তিমিরে চির আচ্ছন্ন হয়েছে।

অরু। (রাজার মস্তক গ্রহণ করিয়া) মন্ত্রিবর! আপনি সন্ন, আমি দেখি, বিধাতা কি করেন।

(রাজার মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে করিয়া মালা ভঙ্গ)

রাজা। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া) ভগবতি! আপনারা এখানে কেন? আপনারা এখান থেকে যান। আপনাদের দেখলে আমার বোধ হয়, আপনারা যেন, আমার প্রাণের প্রাণকে, জীবনের জীবনকে অগ্নিতে ভস্ম করে এসেছেন। আমিও অপবিত্র। কেন না, আমি এখন প্রাণশূন্য। আপনারাও এখন আর পবিত্র নন। কেন না, আপনারা ঋশানকুমি পদম্পৃষ্ট করেছেন।

অরু। বৎস! শাস্ত হও; শাস্ত হও। এ প্রলাপ-বাক্য কি তোমার উপযুক্ত?

রাজা। ভগবতি! আপনারা যান।

অরু। বৎস! তোমাকে এ অবস্থার কে পরিত্যাগ করতে পারে? (উচ্চৈঃশ্বরে) রামদাস!

(নেপথ্যে)—ভগবতি !

অরু । শীঘ্র শাস্তিজন্য আনয়ন কর ।

( শাস্তিজন্য হস্তে রামদাসের প্রবেশ )

অরু । ( শাস্তিজন্যে রাজমুখ প্রক্ষালন করিয়া ) উঠ বৎস ! যেমন নিশানাথ, রাজর গ্রাস হতে মুক্তি পেয়ে, পুনর্বার ভগবতী বসুমতীকে সহাস্তবদনা করেন, তুমিও তাই কর ।

রাজা । ( গাত্ৰোত্থান করিয়া ) ভগবতি ! অভিবাদন করি, আশীর্বাদ করুন ।

অরু । বৎস ! এখন ত সুস্থ হয়েছ ?

মন্ত্রী । ( স্বগত ) কি আশ্চর্য্য ! ব্রাহ্মণী আশীর্বাদ করলেন না ! পূর্বে “চিরজীবী হও ! চিরসুখী হও ! বিধাতা তোমার মঙ্গল করুন !” এই সকল কথা আশীর্বাদস্থলে মুখ দিয়ে বহির্গত হতো, আজ আর তা নাই ! পাছে আশীর্বাদ নিষ্ফল হয়, বোধ করি এই ভয়ে, আশীর্বাদ করলেন না ! মহারাজের যে বিষম অমঙ্গল উপস্থিত, তার আর কোনো সন্দেহ নাই ! অমঙ্গল সূচনার পূর্বানুভবে এই লক্ষণ !

রাজা । জননি ! আমার কি কৃষ্ণে জন্ম ! এ কুজীবন, আমি প্রায় স্বপ্নেই কাটালেম ।

অরু । কেন বৎস ! স্বপ্নে কেন ?

রাজা । ভেবেছিলেম, আজ সায়ংকালে, রাজনন্দিনী ইন্দুমতীর চন্দ্রানন অবলোকন করে, পুনর্জীবিত হবো । কিন্তু, তাঁকে যে কিরূপ দেখলেম,—যেমন স্বপ্নদেবী, মায়াময়ী নারীকে সঙ্গ করে, সুপ্ত জনের মনোরম জন্মান, এও সেইরূপ হলো !

অরু । বৎস ! এ তোমার জাতি ! সেই রাজনন্দিনী ইন্দুমতী, এই পুরীতেই আছেন । আর তোমার ভগ্নী শশিকলার সহিত এই অল্পকালের আলাপ পরিচয়ে তাঁর বিশেষ সম্প্রীত হয়েছে ।

রাজা । ( ব্যগ্রভাবে ) তবে দেবি ! আমি কি তাঁর চন্দ্রানন দেখতে পাই না ?

অরু । বৎস ! তা হতে পারে ;—কিন্তু, তিনি কুলবালা ;—আর কোন্ কুলবালা, তা তুমি ভালরূপ জান না । তিনি যে সহসা তোমার

সহিত সাক্ষাৎ করবেন, এ কোন মতেই সম্ভবে না। তুমি এখন রাজপুরীতে প্রবেশ করো; সমাগত কুলকন্যারা এই উদ্যানে বিহারার্থ আসবে; তা হলে অবশ্যই ইন্দুমতী তোমার দর্শনপথে পড়বেন। আর যদি তোমার তাঁকে কিছু বক্তব্য থাকে, তবে আপন ভগ্নী শশিকলাকে দিয়ে বলালেই হবে।

রাজা। (শশিকলার কর্ণে কিছু কহিয়া) এস মন্ত্রিবর। আমরা রাজপুরীতে প্রবেশ করি।

[মন্ত্রী ও রাজার প্রস্থান।

অরু। (কাঞ্চনমালার প্রতি) কাঞ্চনমালা! রাজনন্দিনী ইন্দুমতী আর তাঁর সখীকে শীঘ্র এ স্থলে আহ্বান করো।

কাঞ্চন। যে আজ্ঞা ভগবতি।

..

[প্রস্থান।

অরু। (শশিকলার প্রতি) রাজনন্দিনি! তোমরা এখানে কিছু কাল সংগীতাদি আমোদে মহারাজের চিন্তা বিনোদন কর;—

শশি। জননি। আপনি কি তবে আজ্ঞাযে যেতে ইচ্ছা করেন? তা হলে কিন্তু কিছুই হবে না। দাদা যদি আবার ঐরূপ বিচলিতমন হন, তবে কে রক্ষা করবে?

অরু। বৎসে। আমি যে শান্তিজলে তাঁর মুখ প্রজ্জ্বলন করেছি, তাতে আর কোন ভয় নাই। অমৃত যাকে স্পর্শ করে, তার কি মরণশঙ্কা থাকে? এর উদাহরণ-স্থলে, রাহু আর কেতুকে দেখ।

শশি। জননি। আপনার ত্রীচরণে এই মিনতি করি, আপনি এখানে থাকুন।

অরু। বৎসে। সাংসারিক লুখলোভে আমার মন সতত বিরত। তবে তোমার অমুরোধ অবহেলা কর্তে মন চায় না। আচ্ছা, আমি এখানে থাকলেম।

(ইন্দুমতী ও জনমার প্রবেশ)

শশি। (ইন্দুমতীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয় সখি!—(করবোড় করিয়া) এ দাসীর অপরাধ মার্জনা করবেন। আমি যে আপনাকে প্রিয় সখী বলি, এ আমার অমুচিত কর্ম। কিন্তু তবে দেখুন, জনকরাজতনয়া

সীতাদেবী, সরমা রাক্ষসীকেও সখী বলে সম্ভাষণ করেছিলেন, আমার কি তেমন সৌভাগ্য হবে।

ইন্দু। (শশিকলাকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয় সখি! প্রিয়তমে! তুমি আমার দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ! তুমি ত আমার দাসী নও, আমিই তোমার দাসী। তোমার বাহুবলেস্ত্র ভ্রাতার রাজ্যে আমাদের বসতি।

শশি। প্রিয় সখি! ও সকল কথা বিশ্বৃত হও। এ বসন্ত কাল। আর দেখ, আজ পূর্ণচন্দ্রালোকে আকাশ, পৃথিবী সকলই যেন ধৌত হয়েছে। আরো দেখ, এ উজানে কত প্রকার সুরভি কুসুম প্রস্ফুটিত হয়েছে। আর শুনেছি, তোমার এরূপ সুমধুর কণ্ঠ যে, আকাশে খেচর, আর ভূতলে ভূচর,—তোমার সঙ্গীতধ্বনি শুনে, সকলেই স্বকর্ষ বিশ্বৃত হয়ে, একতান মনে সেই সঙ্গীত শুনেতে থাকে। তা প্রিয় সখি! এ সুখে কি আমাদের বঞ্চিত করবে? এই আমার বীণাটি গ্রহণ করে,—একটি গীত গাও।

ইন্দু। সখি! সুকণ্ঠই বলো, আর কুকণ্ঠই বলো, তা সে সকল এখন আর নাই। এখন হৃৎকের হলাহলে একপ্রকার নীলকণ্ঠ! অর্ধরীতুতা হয়ে রয়েছে। তা তোমার সমান প্রিয়তমাকে অসন্তুষ্ট করা কর্তব্য নয়; দাও, তোমার বীণা দাও।

(বীণা গ্রহণপূর্বক গীত)

শশি। আহা! কি সুমধুর সঙ্গীত! (অরুঙ্কতীর প্রতি) ভগবতি! আপনি কি বলেন?

অরু। ত্রিদশালয়ে এইরূপ সঙ্গীত হয়।

শশি। (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয় সখি! এরূপ মধু-কোকিলাকে এ রাজপুরীর উজানে কি প্রকারে চিরকাল আবদ্ধ করে রাখতে পারি, তার কোন উপায় তুমি বলতে পারো?

ইন্দু। সখি!—তুমি দেখচি এক জন মন্দ ঘটক নও। তার পরে কি বল দেখি?

শশি। তুমি কি তা বুঝতে পারছ না? যেখানে দেবদেবী সকলেই অম্বুকুল, সেখানে মানব-হৃদয় কেন প্রতিকূল হবে? তা এসে, তুমি আমার ভগিনী হও।

ইন্দু। (সহস্র বদনে) তার পর তুমি ননদী হয়ে, বার পর মাই  
আলা দেবে বুঝি ?

অরু। বালিকাদের রহস্য আমাদের মত বৃদ্ধাদের প্রোতব্য নয়।

(কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিতিপূর্বক মালা জপ)

প্রভো। তোমারি ইচ্ছা। সুবর্ণ-প্রজাপতি, অতি অল্পকাল মাত্র  
জীবন ধারণ করে,—আর যে অল্পকাল সে পুষ্পমধু পানে অতিপাত করে,  
এরাও তাই করুক। শমনের কোষযুক্ত স্মৃতীক্ষ অসি সর্বক্ষণ যে  
মস্তকোপরি রয়েছে, এ যে লোকে দেখতে পায় না, এ কেবল বিধাতার  
অসাধারণ অনুগ্রহ। প্রভো। তুমিই দয়াময়।

শশি। (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয় সখি! আমার দাদার একটি  
প্রার্থনা।—তোমার নিকটেই প্রার্থনা।

ইন্দু। কি প্রার্থনা প্রিয় সখি ?

শশি। (কর্ণমূলে)

ইন্দু। সখি! তোমাকে আমার দ্বিতীয় প্রাণ বলেছি, তোমার কাছে  
মনের কথা অব্যক্ত রাখা আমার ইচ্ছা নয়। এ প্রস্তাবে আমার কোন  
আপত্তি নাই। কেনই বা থাকবে? আমি তোমার কাছে ধর্মকে সাক্ষী  
করে, অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছি, তোমার অগ্রজ ভিন্ন কখনো, অশ্রু পুরুষকে  
পতিষে বরণ করবো না। কিন্তু একটি বৎসর এ কর্ম হবে না। আমার  
পিতার শুভার্থে, এক ব্রতরস্ত্র করেছি।

শশি। প্রিয় সখি! তুমি এ অঙ্গীকারটি ভগবতী অরুন্ধতীর সম্মুখে  
কর।—(উচ্চৈঃস্বরে অরুন্ধতীর প্রতি) ভগবতি! আপনি একবার এ  
দিকে পদার্পণ করুন।

(অরুন্ধতীর প্রবেশ)

শশি। ভগবতি! আপনি শুভুন, প্রিয় সখী ইন্দুমতী এই অঙ্গীকার  
করেন যে, দাদাকে ভিন্ন উনি অশ্রু কোন পুরুষকে পতিষে গ্রহণ করবেন  
না। কিন্তু, এক বৎসরকাল এ কর্ম সম্পন্ন হবে না।

অরু। (ইন্দুমতীর প্রতি) কেমন বৎসে! এ কি সত্য ?

ইন্দু। (ত্রীড়া সহকারে মস্তক অবনত করণ)



নুন। আজ্ঞা হাঁ, আমার প্রিয় সখীর এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ; আর এই-ই তাঁর মনের বাহা।

অরু। এ উত্তম সঙ্কল্প। রাজি অধিক হতে লাগল ; তোমরা সকলে নিজ ভবনে যাও ;—আর আমিও এখন আশ্রমে যাই। দেখ শশি। তোমার প্রিয় সখীর সহিত জনকয়েক রক্ষক দাও, নাগরিক উৎসব এখনো সাজ হয় নাই। আর দেখ কাঞ্চনমালা। তুমি মন্ত্রী মহাশয়কে একবার আমার এখানে পাঠিয়ে দাও।

শশি ও কাঞ্চন। যে আজ্ঞা ভগবতি।

[ অরুণতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অরু। (পরিভ্রমণ করিয়া স্বগত) প্রভো। তুমিই সত্য। মহারোগে মহৌষধই আবশ্যক করে। আর যদিও, সে মহৌষধ রোগীর পক্ষে কিছুকণ রেশজনক হয়ে দাঁড়ায়, তবুও তাতে বিরক্ত হওয়া অসুচিত কর্ম। যে প্রেমাস্কুর ভাগ্যদোষে এদের হৃদয়ক্ষেত্রে অকুরিত হইয়েছে, সে অকুরকে যে প্রকারে হয় উন্মূলিত করতে হবে। তা না করলে, আর রক্ষা নাই।

( মন্ত্রীর প্রবেশ )

( প্রকাশ্যে ) আসুন মন্ত্রিবর। মহারাজ কোথায় ?

মন্ত্রী। তিনি শয়নমন্দিরে প্রবেশ করেছেন।

। অরু। এখন কি কর্তব্য, তা বলুন দেখি।

মন্ত্রী। দেখি। আমি যেন ভয়াকুল সাগরতরঙ্গে পড়েছি। কোন্ দিকে গেলে যে রক্ষা পাব, তা বুঝতে পারছি না। আমি জ্ঞানশূন্য হয়েছি, আপনি কি বলেন ?

অরু। শুধুন, এরূপ জনরব হয়েছে যে, গুর্জরের রাজা, রাজকর না দেওয়াতে গাঙ্কারের বর্তমান অধিপতি ধূমকেতু সিংহ সসৈন্যে গুর্জরদেশ আক্রমণ কতে এসেছেন। আপনি অনতিবিলম্বে তাঁকে পত্রিকার দ্বারা এই সংবাদ প্রেরণ করুন যে, গাঙ্কারের ভূতপূর্ব্ব রাজা, তাঁর একমাত্র কন্যা ইন্দুমতীর সহিত এই নগরে ছদ্মবেশে আছেন।

মন্ত্রী। ভগবতি ! এতে কি ফল লাভ হবে ?

অরু। আপনি কি দেখছেন না যে, পত্র পাঠ মাত্র সে অধর্মাচারী এই কস্তারস্ব ইন্দুমতীকে অবশ্যই চেয়ে পাঠাবে। কেন না, তার পুত্র

অম্বিকেশ্বর সহিত এ কল্পার পরিণয় হলে, পরিণামে তার রাজ্য নিকটক হবে। আর যদি পঞ্চালাধিপতি রোষপরবশ হয়ে, মহারাজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন, তবে অজয় কখন ধূমকেশ্বর সহিত শক্রভাবে প্রযুক্ত হবে না। সত্য বটে, ইন্দুমতীকে ধূমকেশ্বর হস্তে দিতে অজয় বিষম মনঃশীড়া পাবে, কিন্তু আপনাকে আমি বারণ করেছি যে, মহারোগে মহৌষধির আবশ্যক। যে বিবাহে দেবতারা প্রতিকূল, যা নিবারণার্থে স্বর্গীয় মহারাজের পবিত্র আত্মা পুনঃ পুনঃ ভূতলে অবতরণ করেছেন, সে বিবাহে সম্মতি দিলে, রাজার আমরা অশ্রয়সাধক হব। আর, মহারাজ আমাদের যে ভার দিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, তারও প্রতিকূল অমুষ্ঠান করা হবে। এখন আপনি কি বলেন ?

মন্ত্রী। ( চিন্তা করিয়া ) দেবি। এ আপনার দৈব বুদ্ধি। আপনি দেবাদিদেব মহাদেবের সেবা বৃথা করেন নাই। তিনিই আপনাকে এ দেবতুল্য জ্ঞান দিচ্ছেন। আমি আপনার প্রস্তাবে সর্বথা অমুমোদন করলেম, কল্য প্রত্যাশেই গুর্জর নগরে দূত প্রেরণ করবো। এখন রাজি অধিক হয়েছে। অমুমতি হয় তো বিদায় হই।

অরু। আমিও এখন আশ্রমে যাই।

মন্ত্রী। বলেন তো সঙ্গে রক্ষক দিই।

অরু। ( সহাস্ত্র বদনে ) আমাকে এ নগরের কে না চেনে ? বিশেষতঃ, আমার রামদাস বীরভদ্র অবতার। তবে চলুন। এস রামদাস।

[ উভয়ের প্রস্থান।

# চতুর্থ অঙ্ক

## প্রথম গর্ভাঙ্ক

-ওর্জর নগর ;—সম্মুখে গান্ধার-রাজশিবির

( রক্ষক ও দৌবারিক দণ্ডায়মান )

রক্ষক । ( পরিভ্রমণ করত স্বগত ) এ যুদ্ধে মহারাজের স্বয়ং আসা ভাল হয় নাই । আমাদের সেনাপতি মহাশয় একলা হলেই এ দেশ আমাদের পদানত হতো । কিন্তু আমি দেখছি, যারা নিজে অধর্মাচারী, তারা অপর ব্যক্তিকে কখনই বিশ্বাস করে না । বোধ হয়, আমাদের মহারাজ এই ভাবেন যে, উনি স্বয়ং যে উপায়ে রাজ্যলাভ করেছেন, হয়তো সেনানীও তাই করবেন ।

( একমনে চৌদিকে ভ্রমণ ও দূতের প্রবেশ )

রক্ষক । কে তুমি ?

দূত । আমি সিদ্ধুদেশাধিপতির দূত । রাজাধিরাজ ধুমকেতু সিংহের নামে পত্রিকা আছে ।

রক্ষক । ( দৌবারিকের প্রতি ) ওহে দৌবারিক !

দৌবা । কি ভাই ।

রক্ষক । এই ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে রাজগোচরে লয়ে যাও ।

( নেপথ্যে বণবাত )

দৌবা । ঐ যে মহারাজ, এই দিকেই আসচেন ।

( ধুমকেতু, মন্ত্রী ও সেনানীর প্রবেশ )

দূত । মহারাজের জয় হোক ।

রাজা-ধুম । আপনি কে ?

দূত । মহারাজ ! আমি ব্রাহ্মণ । সিদ্ধুদেশ হতে রাজসমীপে একখানি পত্রিকা আনয়ন করেছি ।

( পত্র দান )

রাজা-ধুম। ( পত্র পাঠ করিয়া সবিন্ময়ে ) অ্যা!—এ কি !

মন্ত্রী। কি মহারাজ ?

রাজা-ধুম। পত্র পাঠ করে দেখ।

( মন্ত্রীর হস্তে পত্র প্রদান )

মন্ত্রী। ( পাঠ করিয়া ) কি আশ্চর্য্য ! উত্তর গো-গৃহে রাজা ছুর্যোধন যে ফল লাভ কস্তে পারেন নি, আমরা এই গুর্জর নগরে এসে সেই ফল লাভ করলেম।

সেনানী। বৃত্তান্তটা কি মন্ত্রী মহাশয় ?

মন্ত্রী। পত্র পাঠ করুন।

( পত্র প্রদান )

সেনানী। ( পত্র পাঠ করিয়া ) এত দিনের পর দেবগণ, হে মহীপতি ! আপনার প্রতি প্রকৃতরূপে প্রসন্ন হলেন। রাজকুমারের সহিত ইন্দুমতীর পরিণয় হলে, আমাদের রাজ্য নিষ্কটক হবে, আর যেমন অনেক নদ ছই মুখে বিভক্ত ও অভিধাবিত হয়ে পরিশেষে সাগরস্বারে আবার মিলিত হয়, সেইরূপ মহারাজের ভূতপূর্ব রাজবংশ বিভিন্ন মুখে অভিধাবিত হলেও, এই বিবাহ ব্যাপারে মিলিত হয়ে যায়। তা মহারাজ ! এই মুহূর্ত্তেই ইন্দুমতীকে সিদ্ধদেশের রাজার নিকট চেয়ে পাঠান। আর অনুমতি হয় তো দূতের সহিত আমি স্বয়ং সিদ্ধদেশে যাই। যদি সিদ্ধরাজ আপনার আজ্ঞা অবহেলা করেন, তবে তাঁর রাজ্য লণ্ডভণ্ড করবো। গাঙ্কারের ভূতপূর্ব মহারাজ অতীব বুদ্ধ ; তাঁকে যৎকিঞ্চিৎ মাসিক বৃত্তি দিলেই তাঁর জীবনের এ সায়ংকাল সুখে অতিবাহিত হবে।

রাজা-ধুম। ভীমসিংহ ! তুমি আমার যথার্থ বদ্ধ ও মঙ্গলাকাজক্ষী। চলো, এ বিষয়ে পুনরায় মন্ত্রণা করা যাক্বে। মন্ত্রী। দেখ, এই সমাগত দূত মহাশয়কে যথোচিত আতিথ্যচর্য্যার সুবিধা করে দাও।

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[ দ্বন্দ্বের প্রদান।

( নেপথ্যে মণবাণ )

## দ্বিতীয় পর্ভাঙ্ক

শিবনগর—রাজমন্দির

মন্ত্রী। (আসীন—স্বগত) অজ্ঞ প্রায় দশ একাদশ মাস অতীত হলো, মহারাজ কোন মতেই রাজকার্যে মনোযোগ দেন না। আমার স্বক্কেই সকল ভার। যদি যৌবনকালে হতো, তা হলে কোন হানিই ছিল না। কিন্তু, জীবনের অপরাহ্নকালে, এত পরিশ্রম অসহ্য হয়ে পড়েছে। উঃ! অজ্ঞ আমি মুমূর্ষুপ্রায়। (গাত্রোখান করিয়া) আর এ কি অমনোযোগের সময়! পঞ্চালাধিপতির দূত যুদ্ধে আহ্বানার্থে এ নগরে প্রবেশ করেছে। বোধ করি, গুর্জর নগর থেকেও দূত আগতপ্রায়।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। মন্ত্রী মহাশয়! গাঙ্কারাধিপতির প্লেবিত দূত ও সেনানী নগর-তোরণে উপস্থিত। কি আজ্ঞা হয়?

মন্ত্রী। নগরপালকে বল, তিনি উভয়কে সন্মান সহকারে গ্রহণ করেন, আমি একবার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করি।

দৌবা। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) হে বিধাতঃ! ভগবতী অরুদ্ধতী আর আমি, আমরা দুজনে যে কৰ্ম্ম করেছি, তাতে যেন মহারাজের কোন বিঘ্ন বিপত্তি না হয়! এইমাত্র আপনার নিকট প্রার্থনা।

(অরুদ্ধতীর প্রবেশ)

অরু। (আসন গ্রহণ করিয়া) এ কি সত্য মন্ত্রিবর! পঞ্চালাধিপতি আমাদের মহারাজকে যুদ্ধে আহ্বানার্থে দূত প্রেরণ করেছেন? আর না কি গুর্জর দেশ থেকে রাজা ধুমকেতুর দূত ও সেনানী দশ সহস্র সেনা সম্ভিবিাচারে এ রাজ্যে প্রবেশ করেছে? তা মহারাজ কোথায়?

মন্ত্রী। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতি! আর কি বলবো! এ সকলিই সত্য। এ দিকে মহারাজ প্রায়ই শয়নমন্দির পরিত্যাগ করেন না।

অরু। কি সর্বনাশ। তিনি এই স্থানে বিদেশীয় মহাশক্তির সহিত সাক্ষাৎ করবেন? তারা কি ভাববে, সিদ্ধুরাজপুরীতে একটি সভা নাই। আপনি মহারাজকে আমার নাম করে শীঘ্র আহ্বান করুন।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা দেবি।

[ মন্ত্রীর প্রস্থান।

অরু। (স্বগত) রাজসভাতে এ সকল সমাগত ব্যক্তির সহিত যথাবিধানে সাক্ষাৎ না করলে আর মান থাকবে না। অজয় যে এত বিহ্বল হবে, এ আমি কখনই মনে করি নাই। তা দেখি, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে।

( রাজার সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ )

( প্রকাশ্যে ) অজয়। তুমি কি বৎস, সম্রাট বিদেশী জনগণের সহিত এই বেশে এই মন্দিরে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা কর? আগন্তুক মহোদয়েরা মনে কি ভাববেন?—সিদ্ধুরাজপ্রাসাদে কি রাজসভা নাই? আর সিদ্ধুরাজের এ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পরিচ্ছদ নাই? বৎস! তোমার এ অবস্থা কেন?

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতি! এ সংসার মায়াময়। আর জীবন এক স্বপ্ন-স্বরূপ। রাজমহিমা, রাজপরিচ্ছদ, এ সকল বৃথা।

অরু। তবুও বৎস! এই বৃথা জীব্য, বৃথাভিমান লয়ে শুবাদৃশ লোকেরা সুখে কালাতিপাত করছেন। তোমার প্রজাবর্গ, সতৃষ্ণ নয়নে তোমার এই রাজভবনের দিকে চেয়ে আছে। অবহেলা-রূপ কীট দিয়ে এ প্রজাভক্তিরূপ কোরক কেন নষ্ট করতে চাও।

রাজা। জননি! আপনার আজ্ঞা ও উপদেশ শিরোধার্য। কিন্তু, আমি এত দুর্বল যে, প্রায় পদসঞ্চালনে অক্ষম হয়ে পড়েছি। এখানে যে এসেছি, সে কেবল আপনার নাম শুনে।

অরু। (স্বগত) এক বৎসর পূর্বে এর শারীরিক কাঙ্ক্ষনশক্তি, দর্শকের চক্ষু বিমোহিত করতো। বোধ করি, কৃত্তিকাবল্লভ কুমারও এরূপ রূপের নিকট পরাস্ত মানতেন। কিন্তু, কি পরিবর্তন! (প্রকাশ্যে) রামদাস।

রাম । ( মেপথ্যে ) ভগবতি ।

অরু । আমার ঔষধের কোটা শীঘ্র আনো ।

( কোটা লইয়া রাজ্যানের প্রবেশ )

অরু । ( কোটা হইতে ঔষধ লইয়া রাজাকে প্রদানপূর্বক ) গুরু  
শ্রীচাৰ্য্য, যিনি সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রভাবে কালের করাল গ্রাস হতে শূন্য দেহে  
পুনর্বার প্রাণ আনয়ন করেন, তিনিই এ ঔষধের সৃষ্টিকর্তা । এ ঔষধে  
সঞ্জীবনী মন্ত্রের কিয়ৎ পরিমাণ গুণ আছে । এ শূন্য দেহে পুনরায় প্রাণের  
সঞ্চার করে না বটে, কিন্তু দুর্বল দেহকে সম্যক্ স বল করে ।

রাজা । ( ঔষধ গ্রহণ করিয়া ) ভগবতি ! আপনিই ধন্য ! ( মন্ত্রীর  
প্রতি ) মন্ত্রিবর ! রাজসভার সজ্জা করণার্থ উত্তোগ করুন !

মন্ত্রী । ( স-উল্লাসে ) হে আমুন্স ! বিধাতা আপনাকে দীর্ঘজীবী ও  
চিরজয়ী করুন ।

[ মন্ত্রীর প্রস্থান ।

অরু । শুন অজয় ! তুমি বৎস, কোন বিধায়ে এত অধৈর্য্য হইয়া  
না । আমাদের এ বিবম সঙ্কটের সময় । সমাগত বিদেশীরা যে যা বলে,  
সাবধানে সে সকল শ্রবণ করো, তত্ত্বদ্বিধায়ে বিহিত বিবেচনা করো ।  
ভোমরা ক্ষত্রিয়, সহজেই ক্রোধপরভঙ্গ, কিন্তু এ সময়ে ক্রোধের তাপে  
মনকে উত্তপ্ত হতে দিও না । সকলকেই এই উত্তর দিও যে, আপনারা  
অন্ত এ ক্ষুদ্র নগরে আতিথ্য গ্রহণ করুন ; আমি মন্ত্রিবর্গ ও নগরস্থ প্রধান  
আত্মীয়বর্গের সহিত মন্ত্রণা করে যথাবিধি উত্তর আগামী কল্য দিব ।

রাজা । যে আত্মা জননি ।

[ অরুদ্বতীর প্রস্থান ।

রাজা । ( স্বগত ) আবার !—আবার এ বৃথা রাজমহিমাগর্বে কি  
কল্য হায় ! এ রাজ্যে কত শত সহস্র প্রজা আছে, যারা দুঃসহ  
শ্রমপরম্পরায় দিনরাত্রি অতিবাহিত করে । তবু তারা যদি আমার  
শ্রমের বেন্দনা জানতে পারে, তা হলে বোধ হয়, আমার এ রাজমুকুট,  
পদাশ্রিতে মূরে কেলে দেয় । আর এ বৈজয়ন্ত সমান রাজপ্রাসাদকে বৃথা  
কোরে, অথচ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রকে সুখ সন্তোষের আশয় জান করে । হে  
বিধাতা ! লোকে ভাবে, ঐশ্বর্য্যই সুখ ;—কিন্তু এ কি জ্ঞানি ! সুখের

প্রথমে তাপে ভাপিত হয়ে, কৃষিবৃত্তি পরিচালনা করা, রাজ-পদ অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়স্কর। যদি মনে জানা যায় যে, যে আমার জীবনার্থ,—বাক্যে প্রাণ দিবারাজি প্রার্থনা করে, আমার পরিশ্রমের ফল আমি তার সঙ্গে ভোগ করবো, তা হলে কি সুখ! বাই এখন, সং সাজিগে।

[প্রস্থান।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সিদ্ধনগর;—রাজসভা।

(কতিপয় নাগরিক আসীন)

প্র-না। মহারাজ যে, এত দিনের পর রাজসভায় আসছেন, এ পরম সৌভাগ্যের বিষয়। প্রজাবর্গের আজ যে কিরূপ হৃদয়ানন্দের দিন, তা অসুভব করা আমার শক্তির অতীত। বোধ করি, চতুর্দশ বৎসর বনবাসান্তে, শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায় পুনরাগমনেও প্রজাবৃন্দের এত আনন্দ লাভ হয় নাই।

দ্বি-না। বলুন দেখি কশ্যপ মহাশয়! মহারাজের এ অবস্থা কেন ঘটেছিল?

প্র-না। মহাশয়! জনরবের অসংখ্য জিহ্বা। কোন্টা যে কি বলে, তার নিয়ম কি? তবে আনুমানিক সিদ্ধান্ত এই হচ্ছে যে, মহারাজের বর্তমান চিত্তবৈকল্যের হেতু উপস্থিত বিবাহসম্বন্ধীয় আন্দোলন হতে জন্মেছে।

তৃত-না। মহাশয়! বিধাতা স্বীলোকদিগকে সৃষ্টি করেছেন কেন?

প্র-না। (সহাস্ত বদনে) তা না করলে, তোমার স্থায় বিচারক কি এ নগরে পাওয়া যেত?

তৃত-না। আঙ্কে হাঁ, তা বটে। কিন্তু তা হলে স্বীকার করতে হবে যে, সকল যুগে স্বীলোকেই পুরুষ দলের সর্বনাশের মূল। সত্যযুগে হুঃশাসন, জ্যোপদীকে অপমান না করলে, বোধ হয় কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সংগ্রামের সূত্রপাতই হতো না। আরো দেখুন, ছাপরে সীতার লোভে রাবণ রাজা সবশেষে বিনষ্ট হলো। আরো যে পুরাণে কত কি আছে, তা আপনি অবশ্যই অবগত আছেন।



প্র-না। ( জনাস্তিকে দ্বিতীয়ের প্রতি ) তারা আমাদের বিমূৰ্শনার টোলে বিজ্ঞাত্যাস করেছেন। পুরাণের যুগগুলি ঠিক ঠিক যুগই আছে।

দ্বি-না। ( জনাস্তিকে প্রথমের প্রতি ) তা না হলে আর এত অগাধ বিজ্ঞা।—কতকগুলো টুলো পণ্ডিত আছে, রাজার উচিত সেগুলোকে কাঁসি দেন। বিজ্ঞাবিষয়ের গণ্ডগোল খুব; কিন্তু, অহঙ্কারের শেষ নাই। কে ও, তार्কিক, কে ও, তাত্ত্বিক, কে ও, পৌরাণিক, কে ও, স্মার্ত। আমার জ্ঞানে সকলেই শিক্ষিত শুক সদৃশ। কি যে বক্তৃতা করেন, স্বয়ংই তার অর্থ গ্রহণ করতে অক্ষম। কেউ চণ্ডী পাঠ করেন, কিন্তু তার অর্থ দ্বিজ্ঞাসা করলে বলেন, “যা দেবী সৰ্ব্বভূতেষু” অর্থাৎ যা দেবী, সকল ভূতের কাছে যা।—কিহা যে দেবী সকল ভূতের কাছে যায়।

( নেপথ্যে তোপ ও ব্যঞ্জননি )

তৃত্ব-না। ( স-উল্লাসে ) ঐ শুভুন। কালিদাস বলেছেন যে, সূর্যের সম্মুখনে কুমুদ যেমন প্রফুল্ল হয়, মহারাজের আগমনে আমারও মন তেমনি হলো।

প্র-না। ভালো নকুল। এ শ্লোকটি কালিদাসের কোন্ কাব্যে পড়েছ ভাই ?

তৃত্ব-না। বোধ করি,—বোধ করি,—বোধ করি, যেন অনর্থ্য রাখবে হবে। তাতে যদি না হয়, তবে—তবে—শিশুপালবধে যে পাবে, তার কোন সন্দেহ নাই।

প্র-না। এ সকল কি কালিদাসকৃত ?

তৃত্ব-না। আজ্ঞে, তার সন্দেহ কি ? আপনি জানেন না “কাব্যে—মাঘ” “কবি কালিদাস” অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে যে মাঘ, তার কবি কালিদাস, এখানে “ভক্ত” শব্দটি উহ্য আছে।

প্র-না। আচ্ছা, শিশুপালবধের নাম “মাঘ” হলো কেন ?

তৃত্ব-না। মহাশয়। অথর্কবেদের এক স্থানে লিখিত আছে যে, কালিদাস মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে শিশুপালবধ কাব্যখানি সমাপ্ত করেন, তাতেই ঔর এক নাম মাঘ হয়েছে।

প্র-না। ভাই। তুমি যে স্বয়ং সরস্বতীর বরণপুত্র।

( নেপথ্যে ব্যঞ্জননি )

কি-না। মহাশয়। ঐ শুভুন, মহারাজ আগতপ্রায়।  
( নেপথ্যে বন্দীর গীত )

( রাজা, মন্ত্রী ও কতিপয় রাজপুরুষের প্রবেশ )

সকলে। ( গাত্রোখান করিয়া ) মহারাজের জয় হোক।

রাজা। ( ধীরে ধীরে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ) শত্রীরের অশুভতা নিবন্ধন আমি এত দিন এ রাজসভায় উপস্থিত হই নাই। কিন্তু যেমন বিদেশে থাকলেও পিতার মন, সন্তানাদির শুভ কামনায় সৰ্ব্বক্ষণ সচিস্তিত থাকে, আমারও মন তেমনি আপনাদের শুভ সঙ্কল্পে পরিপূর্ণ ছিল। ( মন্ত্রীর প্রতি ) মন্ত্রিবর। যে সকল দূত, ভিন্ন দেশীয় রাজর্ষিগণের নিকট হতে এ রাজধানীতে আগমন করেছেন, তাঁদের সকলকেই সভাতে আহ্বান করুন। আমি অভিশয় দুর্বল। অতএব, সংক্ষেপে আলাপাদি সমাধান করা আবশ্যিক।

মন্ত্রী। আয়ুঘনু। আপনি দীর্ঘজীবী ও চিরবিজয়ী হউন।

[ মন্ত্রীর প্রস্থান।

প্র-না। আহা। মহারাজের মুখখানি দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হে বিধাতঃ! তুমি কি ছরস্তু রাহকে এরূপ সুবিমল শারদীয় পূর্ণচন্দ্রে প্রাস করতে দাও? মহারাজের শরীরের সে সুবর্ণকাস্তি এখন কোথা?

তু-না। মহাশয়। আপনার আক্ষেপোক্তিতে ঘটকর্পরের নৈবধ-চরিতের একটি শ্লোক আমার মনে পড়ছে,—তন্নির দৌ কতিচিদবলা বিপ্রযুক্ত সঃকামী, নীড়া মাসান্ কনক বলয় ত্রংস রিত্ত প্রকার্য, এ স্থলে কোলাহল শুন্নীনাথের ঢীকা অতীব মনরম। বখন মহারাজ নলের শরীরে কলি প্রবেশ করেন, তৎকালে তাঁরো এই দশা ঘটেছিলো।

প্র-না। ভাই। রক্ষা করো।

( ঐকেশিক দূতদ্বয়ের সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ )

মন্ত্রী। ধর্মান্বিতার। এই মহামতি পঞ্চালাধিপতির দূত, ইনি জাত্যাংশে ব্রাহ্মণ।

রাজা। দূতবর, প্রণাম করি। আসন গ্রহণ করুন।

দূত। মহারাজ! মন্দেশীয় রাজকুলচক্রবর্তী পরম্পর রাজসিংহ পঞ্চালাধিপতির এরূপ আদেশ নাই যে, আমি আপনার গৃহে আসন গ্রহণ করি। মহারাজ আপনাকে এই অস্ত্রখানি প্রেরণ করেছেন। (ডলবার প্রদর্শন করিয়া) তাঁর অস্ত্রাগারে এরূপ অসংখ্য অস্ত্র আছে। প্রতি অস্ত্র আপনার যোদ্ধাদের রক্তস্রোতে স্নিগ্ধ হবে। (রাজসিংহাসন সম্মুখে ডলবার নিক্ষেপ) এ বিবাদের কারণ আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন।

রাজা। (সরোষে) এ কি বিষম প্রগল্ভতা?

দূত। (করযোড় করিয়া) ধর্মাবতার! আমরা দরিদ্র ব্রাহ্মণ। এ প্রগল্ভতা আমাদের নয়।

রাজা। ঠাকুর। আমি তা বিলক্ষণ বুঝি। তুমি প্রণেধি মাত্র। যা হোক, অস্ত্র আতিথ্য পুনঃ গ্রহণ কর, কল্য সমুচিত উত্তর পাবে।—  
একণে বিদায় হও।

[প্রথম দূতের প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রিবর! আর কোন দূত উপস্থিত আছেন?

মন্ত্রী। মহারাজ! এই ব্রাহ্মণ রাজা ধুমকেতুর দূত।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) মহাশয়! কি উদ্দেশে রাজা ধুমকেতু আপনাকে এ ক্ষুদ্র নগরে প্রেরণ করেছেন?

দূত। মহারাজ! পঞ্চালপতির দূতের দ্বারা আমার মহারাজ রণপ্রয়াসে আমাকে পাঠান নাই। পূর্বকালে, মকরধ্বজ নামে গান্ধার দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর একমাত্র কন্যা; তাঁর নাম ইন্দুমতী। প্রজাবর্গ রাজার প্রতি বিরক্ত হয়ে, সেই ভূতপূর্ব রাজা মকরধ্বজকে সিংহাসনচ্যুত করে বাহুবলেত্র ধুমকেতু সিংহ মহাশয়কে সিংহাসন অর্পণ করেছে। সেই রাজা মকরধ্বজ, ইন্দুমতীর সহিত এই রাজধানীতে ছদ্মবেশে বাস করছেন। মহারাজ এই চাহেন যে, আপনি সেই রাজকুমারী ইন্দুমতীকে অতি শীঘ্র গুর্জর দেশে তাঁর শিবিরে প্রেরণ করেন। এই সিদ্ধ প্রদেশের রাজবংশ, গান্ধারের রাজর্ষিদের পরমাত্মীয়। আপনার পূর্বপুরুষ বীরসিংহ জয়ত্থ গান্ধারী দেবীর কন্যা হুঃশলাকে বিবাহ করেন। আপনি তাঁরই সন্তান,—মহারাজের কোন মতে ইচ্ছা নয় যে, এতাদৃশ সামান্ত বিষয়ে আত্মীয় বিচ্ছেদ হয়।

রাজা। (স্বগত) কি সর্বনাশ! এ কি বিপদ! (প্রকাশ্যে)

ভাল, দূতপ্রবর। এক জন আঞ্জিত ব্যক্তির মঙ্গলার্থে যদি এ প্রস্তাবে অসম্মত হই, তবে গান্ধারপতি কি করবেন ?

দূত। ( করষোড় করিয়া ) নরপতি ! তা হলে, এ অধীনকেও রাজসমীপে কোষযুক্ত অসি নিক্ষেপ করতে হবে।

রাজা। ( সহাস্ত্র বদনে ) কেমন হে মন্ত্রিবর। আমাদের যে বিরাত রাজার দশা ঘটলো ! উত্তর গোগৃহে, আর দক্ষিণ গোগৃহে। তা দেখা যাবে, ভাগ্যে কি আছে। আপনি এখন এ দূত মহাশয়েরও আতিথ্য সংকারের আয়োজন করুন। ( দূতের প্রতি ) অল্প বিশ্রাম করুন, কল্যাণের যথোচিত উত্তর দেওয়া যাবে।

দূত। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য !

[ মন্ত্রী ও দূতের প্রস্থান।

রাজা। হে সভাসম্মানগণ। আমাদের এ রাজ্য বীরপ্রসূত বোলে ভুবনবিখ্যাত ছিল। 'তা আমরা এখন কি এত দুর্বল হয়ে পড়েছি যে, অঙ্গদের স্থায় এই সকল রাজচর সভায় প্রবেশ কোরে, এত প্রাগল্ভ্য প্রদর্শন করে ? কিন্তু দূত অবধ্য। সে যা হোক, আপনারা সকলে অল্প অপরাহ্নে মন্ত্রভবনে পদার্পণ করলে, এ বিষয়ের কর্তব্যাবধারণ সম্বন্ধে মন্ত্রণা করা যাবে।

সকলে। মহারাজের জয় হোক।

( মেগথ্যে বন্দীর বন্দনা )

রাজা। এখন সভা শুরু করা যাক। আপনারা বিদায় হোন।

সকলে। মহারাজের জয় হোক।

( দূরে তোপ ও বয়ধ্বনি )

[ রাজা ও রাজপুরুষগণের প্রস্থান।

## চতুর্থ পর্ভাঙ্ক

সিন্ধুতীরে পর্বতভলে উত্তান ;—কিকিন্দুরে সিন্ধু নগর ; অর্বে অরুহতীর আশ্রম।

( ইন্দুযতী ও হনশা আনীনা )

ইন্দু। সখি ! ভগবতী অরুহতী দেবী কি আমার অণুভানুধ্যায়ী ?

হুন। সখি ! তাও কি কখনো হয় ? তপস্বিনীর সহজেই দেবনারী-

সদৃশী—স্নেহমমতাময়ী। ক্রোধ, ঘেব, হিংসা-রূপ বিষবৃক তাঁদের মনঃক্ষেত্রে কখনই জন্মে না।

ইন্দু। আচ্ছা, তবে ইনি এ সম্বৎসর আমাকে কেন বঞ্চিত করলেন ?

সুন। এখন সখি, আমি তোমাকে বলতে পারি, তোমার কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই ? তুমি কি শুন নাই যে, পঞ্চালাধিপতি মহারাজের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধোদ্যোগ করছেন ? আর ছরাচার ধুমকেতু,—বিধাতা তাকে নির্বংশ করুন,—তুমি যে এখানে গুপ্তভাবে আছ, এই বার্তা পেয়ে, রাজার কাছে সে তোমাকে চেয়ে পাঠিয়েছে। মহারাজ যদি তোমাকে এই দণ্ডেই তার দূতের হস্তে অর্পণ না করেন, তা হলে, সে এ রাজ্য ভস্মসাৎ করবে।

ইন্দু। (সবিস্ময়ে) অঁ্যা!—তুই বলিস্ কি ?

সুন। তুমি জানো, ভগবতী অরুন্ধতী ভবিষ্যদ্বাদিনী, এই সকল জেনেই তিনি এ বিবাহে প্রতিবন্ধকতা করবার সঙ্কল্পে এই এক বৎসর ছল করেছিলেন। যদি মহারাজের সহিত তখন তোমার বিবাহ হতো, আর অবশেষে তিনি অসমর্থ হয়ে, তোমাকে শক্রহস্তে সমর্পণ করতেন, তা হলে যে, তোমার ভারার দশা ঘটতো! বালীর পরে স্ত্রীকে বরণ করতে হত।

ইন্দু। (সক্রোধে) দূর সুনন্দা! দূর হ। যত দিন, খড়্গে মানববন্ধ বিদীর্ণ হয়, যত দিন, বিসম্পর্শে প্রাণপতঙ্গ শূন্যে পালায়, যত দিন জলতলে, শমনের করাল করম্পর্শে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, যত দিন, ছত্ৰাশনের উদ্ভণ্ড ক্রোড়ে দেহ ভস্মীভূত হয়, তত দিন, আমার বংশীয় রমণীগণের একরূপ কলঙ্কঘনজালে, জীবনভারা আচ্ছন্ন হয় নাই, হবারও আশঙ্কা নাই। তা এ সকল সত্যাদি তোমাকে কে দিলে ?

সুন। আজ অপরাহ্নে রাজপুরীতে এক মহাসভা হয়েছে, নগরস্থ প্রবীণ ও প্রাচীন জনগণ সকলেই তথায় উপস্থিত হয়েছেন, অরুন্ধতী দেবীও সেখানে গিয়েছেন। রামদাস কোন কর্ম্মাঘুরোধে আশ্রমে ফিরে এসেছিলেন, এ সকল কথা আমি তাঁরি মুখে শুনেছি।

ইন্দু। তা রামদাস ঠাকুর কি বলেন ?

সুন। তিনি বলেন, এখনো কিছু নির্ণীত হয় নাই। মহারাজ, প্রমত্ত মাতঙ্গের স্তায়! ভগবতী অরুন্ধতী, রাজনন্দিনী শশিকলা আর মন্ত্রী

সহায়ক ব্যতীত, কেউ কথা কইতে সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু মহারাজ জ্ঞানশাস্ত হচ্চেন।

ইন্দু। যাক প্রাণ, কিন্তু কুলকলঙ্কিনী হবো না।

সুন। সখি। তুমি কি বলছো?

ইন্দু। আর কিছু না। তোকে জিজ্ঞাসা করছি যে, সিদ্ধমদ, কলকলঙ্কবিশিষ্টে কি বলছেন? আর কেনই বা চন্দ্রকম্পানে শব্দ শব্দ করে কাঁপছেন?

সুন। সখি। এ কি বিলাসের দিন?

ইন্দু। (গাত্রোখান করিয়া) না কেন? যখন বিধাতার বিশ্বরাজ্যে সর্বজীব সুখী, তখন আমরা অসুখিনী হব কেন? (পরিভ্রমণ করিয়া) ধূমকেতু সিংহ! সখি! সে না এক জন বৃদ্ধ পুরুষ?

সুন। হাঁ সখি! কিন্তু জয়কেতু নামে তাঁর এক অতীব সুপুরুষ যুবক পুত্র আছে।

ইন্দু। হা! হা! হা! ব্রাহ্মণী আর চণ্ডাল! অমরাবতীর সিংহাসনে ছুরাচার দানবের উপবেশন! চল সখি, এই জয়কেতুকে বিবাহ করা যাক্ গে! আর তুই আমার সতীন হোস। হা! হা! হা!

সুন। হি সখি! তুমি সহসা এমন হলে কেন?

ইন্দু। দেখিস্ সখি! সিদ্ধদেশের রাজা, রাজ্যের বিনিময়ে আমাকে ধূমকেতুর হস্তে সমর্পণ করবেন। আমার পিতা শুভ ক্ষণে বণিক্-বেশ ধারণ করেছিলেন। তাঁর একটি মাত্র কন্যা, সেটিও আজ বিনিময় হস্তে যাচ্ছে।

সুন। (সন্তয়ে) এ কি সর্বনাশ! প্রিয় সখী কি উদ্ভ্রান্তা হলেন। (দূরে দেখিয়া) আঃ! বাঁচলেন! ঐ যে ভগবতী অরুণভতী আর রাজনন্দিনী শশিকলা কাঞ্চনমালার সঙ্গে এ দিকে আসছেন।

(অরুণভতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

শশি। (ইন্দুমতীকে আলিঙ্গন করিয়া কিঞ্চিৎকাল নীরবে রোদন)

ইন্দু। সখি! তুমি কাঁদো কেন?

শশি। প্রিয় সখি! তোমার মত অমূল্য ধন হারাতে গেলে, কার জ্ঞান না বিদীর্ণ হয়? তোমাকে কাল রাজা ধূমকেতু নিহের শিবিরে

প্রার্থনা করবে যেতে পারে! প্রিয় সখি! হৃষ্টি প্রাণ তোমার সঙ্গে যাবে।  
—আমার প্রাণ, আর আমার দাদার প্রাণ! আর এ নগরের আলোও  
তোমার সঙ্গে যাবে! (রোদন)

ইন্দু। কাল সখি? তা বেশ হয়েছে! আমার ক্ষেত্রে তোমার দাদার  
ঊর্ধ্ব এ রিপুল রাজ্যের অনিষ্ট ঘটান, এ কখনই হতে পারে না। আর  
আমিও এতে সম্মতি দিতে পারি না। অল্প কালের সুখলোভে কেন  
চিরকালকিনী হবো? তবে তোমার দাদার চরণে আমার এই প্রার্থনা যে,  
তিনি যেন ঐ মায়াকাননে, কাল মধ্যাহ্নকালে আমাকে ধূমকেতুর দূতের  
রূপে সমর্পণ করেন। আমার সেই ব্রত কাল সম্পন্ন হবে।

শশি। (রোদন করিয়া) সখি! এ অতি সামান্য কথা। দাখা  
অবশ্যই এ করবেন। তবে তুমি এসো, তিনি একবার ঐ সুবচনীর মুখ  
থেকে শুধুন যে, তুমি এ প্রস্তাবে সম্মত আছো।

ইন্দু। সখি! তুমি এ অমুরোধ আমায় করোনা। তাঁর সঙ্গে আর  
এ ক্ষেত্রে আমার সাক্ষাৎ হবে না। দেখ, এই আমার হৃদয় শুক সরোবরের  
স্তায়, চক্ষে জলবিন্দুও আর উঠে না। কিন্তু তাই বলে আমাকে তুমি  
নিষ্ঠুরা ভেবো না।

শশি। প্রিয় সখি! তোমার শরীর যদি অসুস্থ হয়ে থাকে, তা  
হলে না হয় কিছু দিন এ নগরে অবস্থিতি করো। আর আমি রাত দিন  
তোমার সেবা করি।

ইন্দু। না না সখি! অসুস্থ কি? এ ত আমার সুখের সময়।  
আমি এমন বরের অন্বেষণে যাত্রা করবো যে, তার সঙ্গে কখনো আমার  
বিচ্ছেদ হবে না।

( এক পার্শ্বে হনুমা ও বরদত্তী )

হনু। ভাল ভগবতি! আপনি বলেছিলেন, ঐ বনদেবীকে যে ঐ  
শুভ সন্ধ্যাে পুষ্পাজলি দেয়, সে তার ভবিষ্যৎ পতিকে দেখতে পায়। আমার  
প্রিয় সখী, এই রাজ্যের বর্তমান রাজাকে দেখেছিলেন। কিন্তু, এখন  
দেখছি, মহারাজ অজয় ত তাঁর পতি হলেন না। এ কি?

অরু। (চিন্তা করিয়া) বৎসে! যখন উভয়ে উভয়ের দৃষ্টিপথে  
পড়েছিলেন, তখন কোনো অমঙ্গলসূচক লক্ষণ দেখেছিলে?

সুন। ( চিন্তা করিয়া ) না, এমন অমঙ্গল ত কিছুই দেখি নাই, কেবল আকাশে বজ্রধ্বনি হয়েছিল।

অরু। ঐ।—ঐ বজ্রধ্বনির অর্থ এই যে, বিধাতা প্রথমে অজয়কে ইন্দুমতীর পতি করে সৃজন করেছিলেন, কিন্তু, ঐহদোষে তাঁর সে অভিলাষ নিষ্ফল হলো। বুঝতে পারলে ত? দেবীর কোন অপরাধ নাই। এঁদের উভয়ের কপালে অবশেষে এই কষ্ট ছিল।

সুন। দেবি! এ আমারই দোষ। আমি যদি প্রিয় সখীকে ও পাপ কাননে না নিয়ে যেতেম, তা হলে এ সব কুঘটনা কখনই ঘটত না। (রোদন)

অরু। বৎসে! এ সকল বিষয়ে বিধাতা মানব-মনকে পরিবেদনা করেন, তা তোমার দোষ কি?

( অগ্রসর হইয়া )

বৎসে ইন্দুমতি! এ বিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দাও। তোমার প্রতি যে অজয়ের "অমুরাগ অতীব পবিত্র ও প্রগাঢ়, আর তোমারও অমুরাগ যে তার প্রতি সমধিক, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তোমাদের উভয়ের মিলন সজ্জটন হলে সুখের শেষ থাকত না; কিন্তু অজয় তোমায় বিবাহ করলে এ মহারাজ্য ভস্মসাৎ হবে। আর এই প্রাচীন জগদ্বিখ্যাত রাজবংশ আকাশের তারার স্থায়ী ভূতলে পতিত হবে। বৎসে! মানব-জীবন চিরস্থায়ী নয়। কখন না কখন তোমরা উভয়েই কালের গ্রাসে পড়বে। তোমাদের পরে, যারা এই রাজশোণিতে জন্মে, দরিদ্রের আসনে উপবিষ্ট হবে, তারা কি ভাববে? তারা এই ভাববে যে, তাদের পূর্বপুরুষ মহারাজ অজয়, কামাতুর হয়ে, এক জন রমণীর পদে, আপন রাজকুল-লক্ষ্মীকে বলি প্রদান করেছিলেন! আর তোমাকেও বৎসে! তারা ভৎসনা করবে। কিছু কালের সুখভোগের নিমিত্তে কালনদীতীরে বুঝকাঠের স্বরূপ কলঙ্কস্তম্ভ স্থাপন করা, জ্ঞানী জনের কর্তব্য নয়। এই বিবেচনায়, আমি এ শুভ কর্মে প্রতিবন্ধক হয়েছি। আর মহারাজের মনকেও একপ্রকার শাস্ত করেছি। তুমি বৎসে! এ নীতিকথায় অবধান কর।

ইন্দু। ভগবতি! আপনার আশীর্ব্বাদে আমি এ সকল বিলক্ষণ বুঝি, আর মহারাজের মন যদি শাস্ত হয়ে থাকে, তবে আমার কিছু মাত্র চঞ্চলতা নাই।



অরু। বাহা। তুমি অতি বুদ্ধিমতী। এই-ই তোমার উপযুক্ত কথা বটে। আমি তোমাদের উভয়েরই শুভাকাঙ্ক্ষিণী। আমার দৃষ্টি বর্তমানরূপ আবরণে আবৃত নয়। এ যা হলো, এতে উভয়েরই মঙ্গল হবে। রণ-রাক্ষসের ছহুকারধ্বনিতে, এ সিদ্ধনগরের কর্ণ বিদীর্ণ হবে না, আর রক্তশ্রোতে রাজধানীও প্রাবিত হবে না। আর তুমিও পিতৃপিতামহের অসৌম রাজ্যে রাজরাণী হয়ে, শচীদেবীর স্মায় ইস্ত্রের বিভব স্মৃথ সন্তোষ করবে।

ইন্দু। দেবি। ও আশীর্বাদটি করবেন না। দেখুন, এই নিশাকালে, সিদ্ধনদের পরপারে যে কি আছে, তা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কাল মধ্যাহ্নকালে যে কি ঘটবে, তা কে জানে? ইচ্ছা করি, কাল আপনিও মহারাজের সমভিব্যাহারে মায়ীকাননে পদার্পণ করবেন। দেখবেন, যেন আমাকে বন্দিনীর স্মায় না লয়ে যায়।

অরু। এ কি কথা। কার সাধ্য, এমন কৰ্ম কতে?

ইন্দু। ভগবতি। এখন রাত্রি অধিক হতে লাগলো, কাল যাত্রার আগে আপনি এলে শ্রীচরণে বিদায় হয়ে যাব।

অরু। বাহা। তোমার যা অভিরুচি।

ইন্দু। (শশিকলার প্রতি) সখি। এখন চিরকালের জন্য বিদায় করো। (আলিঙ্গন করিয়া রোদন)

শশি। প্রিয় সখি। তোমায় ছেড়ে প্রাণ যেতে চায় না। (রোদন)

ইন্দু। তোমাকে এত ভাল বাসি যে, তুমি আমার সপত্নী হও, এ বাসনাকে মনে স্থান দিতে ইচ্ছা করে না।

শশি। প্রিয় সখি। তবে কি এ জন্মে আর দেখা হবে না? (স্নানন্দার প্রতি) তুমিও কি চলে? (রোদন)

স্নান। রাজনন্দিনি। যেখানে কায়, সেইখানেই ছায়া। যে যমালয় পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত, সে কি কখন স্বদেশে কিরে যেতে বিমুখ হয়?

শশি। (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয় সখি। তোমার চরণে এই মিনতি করি, আমাকে তুমি কখন তুলো না।

ইন্দু। সখি। যদি এ মর্ত্যভূমির কোন কথা কখন মনে উদয় হয়, তবে তোমাকে অবশ্যই মনে করবো। তা এখন বিদায় হই। তোমার দাদাকে এই কথাটি বলো যে, ইন্দুমতী এই পর্বত, ঐ নদ, আর ঐ

নিশানাথকে সাক্ষী করে বিধাতার নিকট এই প্রার্থনা করে গেল যে, আপনারা চিরকাল সুখে কালাতিপাত করেন। আর সে যদি কখন আপনার স্বরণপথে উপস্থিত হয়, তবে ভাববেন, সে এক স্বপ্ন মাত্র।

সকলে। ( অরুদ্ধতীর প্রতি ) দেবি! আপনাকে আমরা অভিবাদন করি।

অরু। আমিও তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি।

[ অরুদ্ধতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অরু। ( স্বগত ) ইন্দুমতী যে এরূপ ভয়ঙ্কর সংবাদ শাস্ত্রভাবে শুনবে, এ আমার মনেও ছিল না। ( প্রকাশে ) রামদাস!

নেপথ্যে। ভগবতি!

অরু। দেখ বৎস!

( রামদাসের প্রবেশ )

ইন্দুমতী যে, এরূপ শাস্ত্রভাবে এ ভয়ানক সংবাদ শুনলে, তাতে আমার মনে বিশেষ সন্দেহ জন্মেছে। তুমি জানো বৎস! ষোরভর বাত্যাঙ্কুরের পূর্বে জগৎ নিভাস্ত শাস্ত্র ভাব অবলম্বন করে। আহা! বালিকাটি কি উন্মাদিনী হলো! ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) আমরা উদাসীন, পৃথিবীর সুখ হুঃখে জলাঞ্জলি দিয়েছি, তা সাংসারিক লোকেদের সঙ্গে আমাদের সংসর্গ করা মূঢ়তা মাত্র, সুধার্ত্ত হস্তী রসালাজিত স্বর্ণলতিকাকে ছিন্নভিন্ন করলে, যেমন তরুণের ক্রীড়াই হয়, আমার এ ক্ষণেরও সেই দশা। বিধাতা কি জ্ঞেই বা এই স্বর্ণলতিকাকে অপহরণ করবেন? হায়! আমি মানবী মাত্র, তোমরা বৎস, সকলেই কারনমঃপ্রাণে মহাদেবের আরাধনা কর, দেখ, তাঁকে যদি সুপ্রসন্ন করতে পার, তা হলে আর কোনই উন্নয়ন নাই, অল্প স্বচ্ছন্দে শক্রমণ্ডলীকে রণে পরাজয় করতে পারবে। আর ইন্দুমতী ও অজয়ের মনস্কামনা সম্পূর্ণ হবে।

রাম। যে আজ্ঞা দেবি! আমাদের সাধ্যানুসারে এ কর্ণে কোনই ত্রুটি হবে না, আপনি স্বয়ং আশ্রমে আসুন, রাত্রি অধিক হতে লাগলো।

[ উভয়ের প্রস্থান।

( ইন্দুমতীর একাঙ্কিনী প্রবেশ )

ইন্দু । ( স্বগত ) নিজাদেবীর এত সেবা করলেম, কিন্তু সব বৃথা হল । এ যে বড় আশ্চর্যা, তাও নয়, তিনি দেবতা, অবশ্যই জানেন যে, অতি অল্পক্ষণমধ্যে আমাকে মহানিজায় শয়ন করতে হবে । ( চিন্তা করিয়া ) এ প্রাণ আর রাখবো না, রাজা আমাকে বিনিময়ের সামগ্রী বিবেচনা করলেন । এই কি প্রেম ? ( পরিভ্রমণ করিয়া সিদ্ধু নদীর দিকে দৃষ্টি করিয়া ) আজ রাতে সিদ্ধু নদীর কি শোভাই হয়েছে ! ঊঁর কবরীতে কত শত তারারূপ ফুল শোভা পাচ্ছে । আর নিশানাথের রূপের কথা কি বলবো ! যিনি ত্রিজগতেব মনোহারী, তাঁকে প্রশংসা করা বৃথা । মলয় বায়ু যেন সিদ্ধুর সুশীতল জলে অবগাহন করে পুষ্পদলের দ্বারে দ্বারে পরিমল ভিক্ষা করছেন । হে বিধাতঃ ! তোমার বিশ্ব যে কি সুন্দর, তা কে বলতে পারে ? তবু এতে এরূপ সুখহীন লোক আছে যে, তাদের কাছে এ আলোকময় সুখময় ভবন অপেক্ষা, যমের তিমিরময়, প্রেভাহীন গৃহ বাহনীয় । ( করযোড় করিয়া ) প্রভো ! এ দাসীও ঐ ভাগ্যহীন দলের মধ্যে এক জন । ( রোদন )

( বেগে হনন্সার প্রবেশ )

হুন । সখি ! এ কি ? তুমি এ সময়ে এখানে কেন ? আর তুমি কোঁদচো কেন ? যদি এখানে আসবে, তবে আমার জাগাও নি কেন ?

ইন্দু । সখি ! তুমি যে ঘোর নিজায় ছিলে, তা ভাঙতে আমার মন চাইলে না । পৃথিবীর সুখভোগ আমার অদৃষ্টে আর মাই বলে, পরের সুখ আমি কেন নষ্ট করবো ?

হুন । ( সচকিতে ) কি বললে সখি ? তোমার পক্ষে আর সুখভোগ নাই ? গাঙ্কার রাজ্যের ভাবী মহারাণীর মুখে কি এ সব কথা সাজে ?

ইন্দু । হা ! হা ! হা ! আমি ভেবেছিলেম যে সখি, আমিই কেবল পাগল, তা আমার চেয়েও দেখছি এ দেশে আরও পাগল আছে ।

হুন । সখি ! তোমার এ কথা আমি বুঝতে পারি না, তোমার মনের কথা কি, তা আমার স্পষ্ট করে বল ।

ইন্দু । আমার মনের কথা, যিনি অন্তর্ধামী, তিনিই জানেন ।

সুন। সখি! এমন সময় ছিল যে, তুমি একটিও মনের কথা আমার কাছে গোপন করতে না। কিন্তু আজ কাল তোমার কি হয়েছে?

ইন্দু। সখী সুনন্দা! আমরা ছেলেবেলা হতে উভয়েই উভয়কে ভালবেসে আসছি, তা আমার এখনকার মনের কথা সাগরের বাড়বানল; শুনলে তোমার মন হয় ত তার তাপে আবার সমুদ্র হয়ে উঠবে।

সুন। (কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া) বটে? হে নিদারুণ বিধাতঃ! তুমি এ সোণার ফুলে কি বিষম পোকাকারই বাসস্থান দিয়াছ। (রোদন) নেপথ্যে। (শিবস্তুতি পাঠ)

ইন্দু। ও কি ও?

সুন। বোধ হয়, তোমার মঙ্গলার্থে ভগবতী অরুন্ধতীর শিশ্নুরা মহাদেবের আরাধনা করছেন। প্রিয় সখি! দেখ, রাত্রি প্রায় প্রভাত হয়ে এল, তুমি কি শুনতে পাচ্চো না যে, ঐ সিন্ধুর অপর পারে,—ঐ কাননে, কত কোকিল, কত ফিঙ্গা, কত দয়েল, মধুর নিনাদ করছে? ছুই প্রহর সময়ে আজ আমরাগকে মাদ্রাকাননে যেতে হবে। তা এস এখন, একটু বিজ্ঞাম কর। তা নইলে এ চন্দ্রমুখ মলিন দেখাবে;—চল সখি চল।

ইন্দু। হে সিন্ধুনিদি! তোমার তাঁরে অনেক স্মৃৎসন্তোগ করেছি,—কিন্তু এ চক্ষে তোমাকে আর এ জন্মে দেখবো না। আশীর্বাদ করুন, এ কথা আর বলবো না। কেন না, অতি অল্পকালমধ্যে আমার পক্ষে কি আশীর্বাদ, কি অভিসম্পাত, উভয়ই সমান হয়ে দাঁড়াবে। অতএব বিদায় করুন! আমি প্রণাম করি।

সুন। (চিন্তা করিয়া) বটে? আমিও রাজবংশীয়, আমিও ক্ষত্রিয়কন্যা; যদিও আমার বংশীরেরা এক্ষণে অর্ধহীন,—আচ্ছা,—তা দেখবো।—চল সখি, চল যাই।

উভয়ের প্রস্থান।

## পঞ্চম অঙ্ক

### প্রথম গর্ভাঙ্ক

অরুণতীর আশ্রয় ;—বদিনমুখে অরুণতী আসীনা ।

( রামদাসের প্রবেশ )

অরু । বৎস । গত রাত্রিতে কি ফল লাভ হলো ?

রাম । ভগবতি । কিছুই নয় । আমাদের আরাধনা প্রভু যেন বধিরের স্তায় শ্রবণ করলেন ; একটিও ফুল পড়লো না ।

অরু । তবেই ত সর্বনাশ উপস্থিত । তা তুমি বৎস । এখন কুটীরে যাও ।—ঐ সে অভাগিনী এ দিকে আসছে । আহা । কি রূপের ছটা । সিংহবাহিনী । কি স্বয়ং ইন্দ্রিরা ? কার সঙ্গে এর তুলনা করবো ?

( রামদাসের প্রস্থান । )

অরু । ( স্বগত ) রাজার চিত্ত কিছু সুস্থ হলে,—গাছার দেশে গমন করবো ।—এই বলে আপাতত মনকে প্রবোধ দি । ওর ও চন্দ্রমুখ সতত না দেখতে পেলে যে, একরূপ অসহনীয় মনঃপীড়া উপস্থিত হবে, তার সন্দেহ নাই । প্রভো । তোমার ইচ্ছা ।

( হৃদয়ার সহিত অতীব উজ্জলবেশে ইন্দ্রমতীর প্রবেশ )

ইন্দু । ( প্রণাম করিয়া ) দেবি ! আপনার শ্রীচরণে চিরকালের জন্মে বিদায় হতে এসেছি ।

অরু । কেন বৎসে ! চিরকালের জন্মে কেন ? আমার তো এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, যত শীঘ্র পারি, তোমার পৈতৃক নগরে নৃতন এক আশ্রম করে অবশেষে তোমার সম্মুখে শমনের গ্রাসে জীবন অর্পণ করবো ।

ইন্দু । ভগবতি । আমার কপালে কি সে সুখ আছে ? ( রোদন )

অরু । কি অমঙ্গলের লক্ষণ । বৎসে । এ কি ক্রন্দনের সময় ? শূলী শঙ্কুনাথ, তোমার সঙ্গে বিশ্ববিজয়ী শূল হস্তে করে যাবেন, আর তাঁকে পবিত্র চিত্তে পূজা করলে, তোমার সর্বত্র মঙ্গল হবে ।

ইন্দু । ( নীরবে রোদন )

অরু। আবার বৎসে। দেখ, এ মহারাজের সহিত যখন তোমার সাক্ষাৎ হবে, তখন তুমি তাঁকে কোন প্রানিকর কথা কইও না। এ তাঁর দোষ নয়, এ নগরে এমন একটি লোক নাই যে, এ বিষয়ে মহারাজের সহিত তার নিতান্ত বাক্‌বিতণ্ডা হয় মাই।

ইন্দু। দেবি। আমি আর এ জন্মে এ রাজার সহিত কোন কথা কব না।—সে দিন গেছে। তবে আপনার শ্রীচরণে আমার একটি মাত্র প্রার্থনা আছে; আপনি অবধান করুন।—(পদ ধারণ করিয়া) জননি। আমি মহারাজাধিরাজ মকরধ্বজ সিংহের একমাত্র কণ্ঠা। যিনি অঙ্গুলি তুলিলে সূর্য্যকরাদৃশ মহাতেজস্বর লক্ষ অসি একেবারে নিছোঁষিত হতো, যিনি একজন মাত্র ভৃত্যকে আহ্বান করলে সহস্র দাস দাসী উপস্থিত হতো, সেই নরেন্দ্র এখন কেবল ছুটি বৃদ্ধ দাসী, একজন মাত্র বৃদ্ধ প্রভুভক্ত অম্বুচর, আর আমাদের দুই জনের দ্বারাই বৃদ্ধ বয়সে সেবা লাভ করেন। তা ছর্ভাগ্য কুঠাররূপ ধারণ করে এ দাসীর আমুকুল্যরূপ বৃদ্ধকে ত চিরকালের জন্ত ছেদন করলে। এই যে সুনন্দা আমার প্রিয় সখী, একে এখানে থাকতে আমি যে কত অমুরোধ করেছি, তা বলা ছুড়র।

সুন। ওঃ!—সখি। এ ত তোমার বড় আশ্চর্য্য কথা। তোমার এই অমুরোধ?—তুমি দেহ আর প্রাণকে বিভিন্ন করতে চাও?

ইন্দু। (অরুদ্বতীর প্রতি) দেবি। এ ত আমার অমুরোধে কখনই সম্মত নয়, তা জননি। আপনিই আমার ভরসাস্থল। আপনি আমার বৃদ্ধ পিতার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখবেন, আর যদি এ দাসী, কখনো তাঁর শ্বুতিপথে পড়ে, তবে এই কথা বলবেন যে, তোমার ইন্দুমতী সুখে আছে। (রোদন)

অরু। (নীরবে গাত্রোখান করিয়া সজল নয়নে) ইন্দুমতি! তুই কি আমার কাঁদালি? তা এ সব কথা তোর আমার বলা বাহুল্য, আমার রূপের আলোকে তোর পিতার গৃহ উজ্জ্বল হয় না বটে,—কিন্তু আমারও মানবকুলে জন্ম, এক সময়ে আমিও পিতামাতার স্নেহের পাত্রী ছিলাম। পিতৃসেবা যে কাকে বলে, তা আমি বিস্মৃত হই নি।

ইন্দু। দেবি। আপনার কথা শুনে আমার চঞ্চল প্রাণ আবার শান্ত হলো। এখন যা আমার মনের ইচ্ছা, তা আমি স্বচ্ছন্দে পরিপূর্ণ করতে পারবো।

সুন। দেবি। আমারও একটি প্রার্থনা ও ক্রীচরণে আছে।—আমরা যুবতী রমণী, সহজেই চিন্তচঞ্চলা, কত যে অপরাধ আপনাদের চরণে করেছি, তার সংখ্যা নাই, সে সকল মার্জনা করবেন, আর যদি কখন আপনাদের মনে পড়ে, তখন যত দোষ করেছি, তা বিস্মৃত হয়ে যদি কোন গুণের কর্ম করে থাকি, তাই স্মরণ করবেন। ভগবতি! এ দাসীর একমাত্র গুণ, আমি প্রিয় স্বামীর নিমিত্ত প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি।

অরু। বৎসে! তা আমি বিশেষরূপ জানি। (ইন্দুমতীর প্রতি) বৎসে! তুমি কেন এত রোদন করচ? তুমি এত বিমনা হলে কেন? এরূপ ঘটনা কি এ পৃথিবীতে ঘটে না? না ঘটবে না?—তুমি শাস্ত হও। আর দেখ, এরূপ মনের চঞ্চলতা অপর ব্যক্তির সম্মুখে প্রকাশ করো না।

ইন্দু। ভগবতি! আমি যদি এই সুনন্দার পাপ-মন্ত্রণায় ঐ পাপ কাননে না যেতেম, তা হলে আপনাদের এই শাস্তাশ্রমে জীবন যৌবন দেব-সেবায় অতীত করতে পারতেম। কিন্তু সে ভাব আমার মনে নাই, সে দিন গেছে। এখন বিদায় হই, মায়াকানন অতি নিকট নয়।

অরু। বৎসে! মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সম্পন্নের পর, আমিও সেখানে যাওয়ার মানস করেছি। বোধ করি, তুমি সিদ্ধদেশ পরিত্যাগ করবার অগ্রে, পুনরায় তোমার শিরশ্চূষন করবার সময় পাব। আজ এ সিদ্ধ-নগরের বিজয়া দশমী,—যাও, সাবধানে থেকো, যাও।

[ ইন্দুমতীর প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সহিত প্রস্থান।

অরু। (সবিস্ময়ে স্বগত) এর কি মৃত্যুকাল নিকট? তা নইলে ওর চন্দ্রমুখ সত্তত এত উজ্জ্বল হয়ে, আজ এত বিবর্ণ কেন? ইচ্ছা হয়, আমি এ ব্যাপারে বাধা দিই, কিন্তু তাই বা কেমন করে হতে পারে? দেখি, বিধাতার মনে কি আছে।

(নেপথ্যে শব্দ ঘণ্টা করতাল এবং মৃদঙ্গ বাজ)

[ অরুদ্বতীর প্রস্থান।

## দ্বিতীয় পর্ভাঙ্ক

পর্বতময় পথ—সম্মুখে মায়াকানন, পশ্চাৎ সিদ্ধনগর।

(ইন্দুভী ও সুনন্দার প্রবেশ)

ইন্দু। সখি! ঐ না সেই মায়াকানন?

সুন। আজ্ঞা হাঁ।

ইন্দু। ও কি লো? যখন প্রথমে আমি এই মায়াকাননের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখন তুমি কি বলে উত্তর দিয়েছিলি, তা তোর মনে পড়ে?

সুন। পড়বে না কেন? সে কি ভোলবার কথা? তুমি সে দিন আমায় যত মুখ করেছিলে, এত বোধ হয়,—এ বয়সে কর নাই। আমার অপরাধের মধ্যে এই যে, আমি ভুলে তোমায় রাজনন্দিনী বলেছিলাম।

ইন্দু। এখন তোর যা ইচ্ছা সখি, তুমি তাই বল, সে ভয় এখন আর নাই। তা যা হোক, দেখ সখি! এ কি রম্য স্থান! আমরা প্রথমে যখন এ পথ দিয়ে যাই, তখন আমার চক্ষু ভয়ে প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি কিছুই মন দিয়ে দেখতে পাই নাই। দেখ, এই পর্বতশ্রেণী কত দূর চলে গেছে! পর্বতের উপর পর্বত; বনের উপর বন; বাঃ! মনের ভাব অঙ্করূপ হলে, এর আমি এক চিত্রপট আঁকতাম। আর দক্ষিণে দেখ, সিদ্ধনদী কি অপূর্বরূপে সাগরের দিকে চলেছে! দেখ সুনন্দা! আমার বোধ হয় যে, এ পথ দিয়ে লোকের গতিবিধি বড় নাই। তা হলে এর মধ্যে মধ্যে এত অন্নান দুর্বা দেখা যেত না। ও মায়াকাননে যাবার কি আর পথ আছে?

সুন। বোধ করি, অবশ্যই আছে। হয় ত সেই পথ দিয়ে মহারাজ, প্রথম দর্শনদিনে এই বনে প্রবেশ করেছিলেন। আমি শুনেছি, সাধারণ লোকে সাহস করে ও কাননে আসে না। এটি বিজ্ঞ পথ! হয় ত এখানে বস্ত্র পশুর ভয় থাকতে পারে।

ইন্দু। দেখ সুনন্দা! এখন ত ঐ মায়াকানন সম্মুখে বেশ দেখা যাচ্ছে। এখন যে আমি একলা পথ চিনে ওখানে যেতে পারব, তার কোনই সন্দেহ নাই। তা তুমি এখন বাড়ী ফিরে যা।

সুন। বল কি রাজনন্দিনি? তুমি পাগল হয়েছ না কি? আমি



তোমার না হয় তো প্রায় সহস্র বার বলেছি, তোমা ভিন্ন আর আমার গতি নাই।

ইন্দু। তুই কি তবে আমার সঙ্গে যমালয় যাবি ?

সুন। কেন যাব না ? তুমি না থাকলে, কি আর এ প্রাণ থাকবে ? চন্দের জ্যোতি গেলে সে চন্দ্র দিয়ে লোকে আর কি কিছু দেখতে পায় ? তুমি সখি, যমালয়ে যাওয়ার কথা কও কেন ? বালাই, তোমার শত্রু যমালয়ে যাক। তোমার এখন তরুণ যৌবন।

ইন্দু। (সহাস্ত বদনে) তরুণ বয়সে কি লোক মরে না ? যমরাজ কি বয়স মানেন, না রূপ মানেন ? তবে আর, জয়কেতুর দূতই হউক বা ধূমকেতুর দূতই হউক, অথবা যমরাজের দূতই হউক, একলা এক দূতের হাতে আজ পড়তেই হবে।

(নেপথ্যে বহুধ্বনি)

সুন। (সচকিতে) ও কি ও ! আকাশে ত একখানিও মেঘ দেখতে পাই না।

ইন্দু। ওলো ! ও দৈববাণী ! আমার কাণে যে ও কি বলচে, তা শুনলে তুই অবাক হবি।

সুন। সখি ! এখন তুমি আপন মনের কথা আমার কাছে গোপন করতে আরম্ভ করেছ কেন ? আমি কি এখন আর তোমার সে স্নানন্দা নই ?

ইন্দু। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি ! সে ইন্দুমতীও কি আর আছে ? তোর সে সোহাগের পাখী, অনেক দূরে উড়ে গেছে। এখন কেবল পিঞ্জরখানি মাত্র আছে। তা, তা ভাঙতে পারলে, সকলেই বিশ্বস্তির প্রাসে পড়বে।

সুন। সখি !—তোমার কথা আমি বুঝতে পারি নে। তোমার মনের যে কি অভিসন্ধি, তাই তুমি আমাকে বলা, আমি তোমার এই মিনতি করি।

ইন্দু। ঋনিক পরে জানতে পারবি এখন। এত অধৈর্য্য হলি কেন ?

সুন। সখি ! তোমার পায়ে পড়ি, চলো আমরা ফিরে,—দেবী অরুন্ধতীর আশ্রমে যাই। আর সেখানে সমস্ত দিন লুকিয়ে থেকে রাজ্যে এ পাপনগর পরিত্যাগ করে অন্তত চলে যাবো। আমরা কিছু এ রাজ্যের প্রজা নই যে, যা ইচ্ছে, ইনি তাই করবেন।

ইন্দু। (সহাস্ত মুখে) সখি! দুর্ঘোষনের ছায় যদি ঐ পাপিষ্ঠ ধূমকেতু, দেশ দেশান্তরে চর পাঠিয়ে দেয়, তা হলে শেষে কি হবে? এক রাজার আমার নিমিত্ত সর্বনাশ হবার উপক্রম; আর একজনকে এরূপ বিপজ্জালে ফেলে কি লাভ? ওলো! যার মন্দ কপাল, সে কোনো দেশেই গিয়ে সুখী হতে পারে না। তা এখানেও যা, অন্ত্রও তাই। আয় আমরা ঐ বনে যাই।

(উভয়ের মাঝাকাননে প্রবেশ)

আহা! সখি দেখ, দুই বৎসর আগে যা যা দেখেছিলেম, তা সকলই সেইরূপ আছে। ঐ সকল পর্বতের শিরে, কত কত মেঘ নীলবর্ণ হস্তীর ছায় পড়ে রয়েছে। বৃক্ষে বৃক্ষে সেইরূপ ফুল,—সেইরূপ ফল। সেই বায়ু,—সেই সুগন্ধ। আর দেবীও সেই মূর্তিতে নীরবে রয়েছেন। কিন্তু আমাদের অবস্থা ভেবে দেখ, আমরা এই দুই বৎসরে কত না কি সহ্য করেছি!—কত না যন্ত্রণা পেয়েছি! মনুষ্যের এ দুর্দশা কেন? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক অগ্রসর হইয়া, দেবীকে প্রণাম করিয়া) দেবি! এত দিনের পর, আবার ত্রীচরণ দর্শন করতে এসেছি! আশীর্বাদ করুন, যেন আর এখান থেকে ফিরে যেতে না হয়। পূর্বে আপনাকে কেবল পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করেছিলেম, এবার জীবন সমর্পণ করবো।

(নেপথ্যে বজ্রধ্বনি)

সুন। (সচকিতে) ও কি ও! এরূপ অমেঘ আকাশে যে মুহুমূহ বজ্রধ্বনি হচ্ছে, এর কারণ কি?

ইন্দু। সখি! তোকে ত আমি বলেছি যে, ও বজ্রধ্বনি নয়, ও দৈববাণী। (দেবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া) জননি! এবারে আর ভবিষ্যৎ স্বামীকে দেখবার অভিলাষে আপনাকে পূজা করতে আসি নাই। এ পৃথিবীর মায়াশৃঙ্খল ভগ্ন করুন। অভাগিনী ইন্দুমতীর এই শেষ প্রার্থনা। (সুনন্দার গলা ধরিয়া কিঞ্চিৎকাল নীরবে রোদন) সখি! এ পৃথিবীতে যে যাকে ভালবাসে, সে কি পরকালে তার দেখা পায়? যদি তা পায়, তবে ভাল; নইলে, চিরকালের জগ্গে বিদায় হই। কখনো কখনো আমি তোর মনে পড়লে, যত অপরাধ তোর করেছি, তা মার্জনা করিস্।

সুন। সখি! এ সব কথা তুমি কছো কেন?

( নেপথ্যে ঘূরে তোপ ও রণবাত )

সুন। ( সচকিতে ) বোধ করি, মহারাজ আসছেন।

ইন্দু। ( স্বগত ) রে অবোধ মন! তুই এত চঞ্চল হলি কেন? ও চন্দ্রমুখ আবার দেখলে, তোর কি সুখ হবে? ক্ষুধাতুরের যে সুখাচ্ছ অপ্রাপ্য, সে খাচ্ছ দেখলে তার ক্ষুধা বাড়ে মাত্র! যে মনস্তাপরূপ বিষম কীট হৃদয়ের শাস্তিস্বরূপ ফুল দিবানিশি কাটছে, যদি লোকান্তরে, তার প্রাণের যাতনার শমতা হয়, তবেই সাস্থনা হবে, নচেৎ এই আগুনে চিরকাল দগ্ধ হতে হবে। ( প্রকাশ্যে ) সখি! যখন তোর মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, তখন তাকে এই কথাটি বলিস যে, অভাগিনী ইন্দুমতী আপনার ক্রীচরণে বিদায় হলো! যদি পুনর্জন্মে ভাগ্যের পরিবর্তন হয়, তবে সাক্ষাৎ হবে। নতুবা, চিরকালের জগ্গে স্বপ্ন ভঙ্গ হলো! আর দেখ, মহারাজকে আরো বলিস, গান্ধারের রাজকন্যা, বিনিময়ের সামগ্রী নয়।

( নেপথ্যে নিকটে রণবাত ) ..

সুন। এই যে মহারাজ এলেন বলে।

ইন্দু। ( আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক করযোড় করিয়া ) হে বিশ্বপিতা! যে অমূল্য রত্নস্বরূপ জীবন এ দাসীকে প্রদান করেছিলেন, তা এর জ্ঞাতসারে এখনও কোন পাপে কলুষিত হয় নাই। তবে যে আপনার সম্মুখে অকালে যাত্রা করছি, এ দোষ, হে করুণাময়! মার্জনা করবেন। এত ছুঃখ আর সয় না! ( বস্ত্রমধ্য হইতে ছুরিকা লইয়া আত্মঘাত ও ভূতলে পতন )

সুন। এ কি! এ কি! প্রিয়সখি! তোমার মনে কি এই ছিল? ( রোদন করিতে করিতে মস্তক ক্রোড়ে লইয়া ) হে বিধাতা! কোন্ দেবতা আকাশের এই উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় নক্ষত্রটিকে এরূপে ভূতলে পাতিত করলেন? ( আকাশে যুদ্ধ যন্ত্রধ্বনি ও পামাণময়ী মূর্তির ভূতলে পতন ) এ আবার কি! প্রিয় সখি! প্রিয় সখি! তুমি কি যথার্থই গেলে? সখি! তুমি এত শীঘ্র আমাদের কেমন করে ভুললে? তোমার বুদ্ধ পিতার সেবা তুমি ভিন্ন আর কে করবে? তুমি কি সেই পিতাকেও বিস্মৃত হলে? ( ক্রণকাল রোদন, পরে গাত্ৰোত্থান করিয়া ) সখি! তুমি ভেবেছ যে, তোমাকে ছেড়ে তোমার সুনন্দা এক দণ্ডে এ পৃথিবীতে বাঁচবে? তুমি গেলে এ ছার জীবনে তার কি আর কোন সুখ আছে?

তা এই দেখ,—যেখানে তুমি, সেখানে আমি। আলোকনয় রাজত্বন,  
কি রশ্মিশূন্য যমালয়, যেখানে তুমি, সেখানে আমি। ( বিবপান ) তোমার  
মনে যে এই ছিল, তা আমি গত রাজিতেই বুঝতে পেরেছিলেম। উঃ!  
আমার শরীরে যে অসহ্য আলা উপস্থিত হলো। সখি! দাঁড়াও, আমিও  
তোমার সঙ্গে যাব।

( রাজা, শশিকলা, কাকনমালা, রাজমন্ত্রী ও রাজা ধ্বংসের দূত, অক্ষয়ী,  
রামদাস ও কতিপয় সঙ্গীর প্রবেশ )

রাজা। ( অবলোকন করিয়া ) এ কি! এ কি! সুনন্দা! এ কর্ম  
কে করলে ?

সুন। ( অতীব যত্নস্বরে ) মহারাজ! রাজনন্দিনী স্বয়ং এ কর্ম করেছেন।

প্র-স। মেয়ে মানুষটি কি বললে হে ?

দ্বি-স। ও বলছে যে, রাজকুমারী স্বয়ংই আত্মহত্যা করেছেন।

অরু। ( সজল নয়নে ) সুনন্দা! বৎসে! তোমার এ অবস্থা কেন ?

সুন। ( অতীব যত্নস্বরে ) দেবি! আপনি কি ভেবেছেন যে, আমি  
প্রিয় সখীকে ছেড়ে এক দণ্ডও বাঁচতে পারি ? আমি বিষ খেয়েছি।

প্র-স। মেয়ে মানুষটি কি বললে হে ?

দ্বি-স। ও বলছে যে, আমি বিষ খেয়েছি।

অরু। রামদাস! শীঘ্র ঔষধের কোটা আনো।

রাম। দেবি! তা ত আমি সঙ্গে করে আনি নি।

অরু। কি সর্বনাশ! যত শীঘ্র পার, আশ্রম হতে আনয়ন কর।

সুন। ( অতীব যত্নস্বরে ) দেবি! স্বয়ং ধ্বংসের আর আমাকে  
রক্ষা করতে পারবেন না। এ সামান্য বিষ নয়। ( রাজার প্রতি )  
মহারাজ! আমার প্রিয় সখী আত্মহত্যা করবার আগে এই বলেছিলেন  
যে, “যদি মহারাজের সঙ্গে তোর সাক্ষাৎ হয়, তবে তাঁকে বলিস, যদি  
ভাগ্যে থাকে, তবে পুনর্জন্মে মিলন হবে, আর গাঙ্গারের রাজকন্যা  
বিনিময়ের অব্যয় নয়।” ঐ দেখুন, আমার প্রিয় সখী শীঘ্র যাবার জন্তে  
আমাকে সঙ্গেতে ডাকছেন। প্রিয় সখি! একটু দাঁড়াও, এই আমি  
যাচ্ছি। ( সকলকে ) ভগবতি! রাজনন্দিনি! মহারাজ! মন্ত্রী মহাশয়!  
আ—শী—র্বা—দ—ক—র—ন—আ—মি—যা—ই।

( তুতলে পতন ও হত্যা )

রাজা। (স্বপ্নত) পুনর্জন্ম। শাস্ত্রে এরূপ কথা আছে সত্য; কিন্তু এ পুনর্জন্মে কি পূর্বজন্মের কথা মনে থাকে? আর যদি না থাকে, তবে সে পুনর্জন্ম বৃথা। যা হোক, পুনর্জন্ম যাতে শীঘ্র হয়, তাই করি। (ইন্দুমতীর বক্ষঃস্থল হইতে ছুরিকা লইয়া অবলোকন) রে বমদূত। তুই যে রক্তশ্রোত আজ পান করেছিল, সেরূপ রক্তশ্রোত আর কি এ ভবমণ্ডলে আছে? তা তাতে যদি তোর তৃষ্ণা পরিভূপ না হয়ে থাকে, আমিও তোকে যৎকিঞ্চিৎ পান করাচ্ছি। (সিদ্ধু নগরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) হে রাজনগরি। আজ তুই বৎসর তোমাকে নানাবিধ প্রসাদালঙ্কারে অলঙ্কৃত করেছি। এমন কি, যেমন পিতা, বিবাহ-সভায় আনবার পূর্বে আপন দুহিতাকে বহুবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করে, তেমনি আমি তোমাকে করেছি। কিন্তু এখন বিদায় কর। হে সিদ্ধুনদ। তোমার কলকলধ্বনি, শৈশবে দেব-বীণাধ্বনিরূপ স্মৃধুর বোধ হতো। তুমিও বিদায় কর। মন্ত্রিবর। দেবী অরুন্ধতি। আপনারা জানেন যে, আমার'আর কেউ নাই। তা আমার এ রাজ্য আমি আমার প্রিয় ভগ্নী শশিকলাকে দান করলেম। ওর সম্ভান পিতৃপুরুষের ও আমার পারলৌকিক উপকারের অধিকারী, তবে আর ভয় কি?

মন্ত্রী। (রাজাকে ধরিতে উত্তত হইয়া) মহারাজ। করেন কি? করেন কি?

রাজা। মন্ত্রী। সাবধান হও। ক্ষুধাতুর সিংহের সম্মুখে পড়ো না। আর ব্রাহ্মণবধের পাপভারে এ সময়ে আমাকে ভারাক্রান্ত করো না। এ পৃথিবী কি হার পদার্থ যে, আমি ইন্দুমতী বিনা, এক দণ্ডও এখানে কালাতিপাত করি। আমি ক্ষত্রকুলোদ্ভব। আমার কি এক দাসীর তুল্য সাহসও নাই। আমি প্রণয়ী। আমার প্রণয় কি এক জন দাসীর প্রণয়তুল্যও নয়? হা ধিক্। হে জগদীশ্বর। যদিও পাপকর্ম হয়, তবু মার্জনা কর। (আত্মহত্যা ও ভূতলে পতন)

সকলে। অ্যা। অ্যা। হায়। এ কি সর্বনাশ হলো।

রাজা। (অতীব মুহূষরে) শশিকলা। একবার দিদি আমার নিকটে এসো। তোমার কর্ণ আমার মুখের কাছে একবার আনো।

শশি। (রোদন করিতে করিতে রাজার মুখের কাছে কর্ণ দান)

ରାଜା । ( ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁହସ୍ବରେ ) ସୁଖେ ରାଜ୍ୟ କର,—ଆର ଦେଖ ଯେନା ପିତୃ-  
ପିତାମହେର ନାମ କଲହେ ନା ଡୁବେ ସାୟ ।

( ରାଜାର ସୂତା )

ଅଧି । ( ପଦତଳେ ପତିତ ହୁଏ ) ଦାଦା ! ତୁମି କି ବ୍ୟର୍ଥାହି ଆମାକେ  
ହେଡ଼େ ଗେଲେ ? ଆମି ମାର ମୁଖ କଖନୋ ଦେଖି ନି । ତୁମିହି ଆମାକେ  
ପ୍ରତିପାଳନ କରେଛିଲେ । ତା ଦାଦା ! ଏହି ବୟସେ ଆମାକେ ପରିତ୍ୟାଗ  
କରେ ସାଓୟା କି ତୋମାର ଉଚିତ କର୍ମ ହଲୋ ? ଦାଦା ! ତୋମାର ଚକ୍ଷୁର  
ସ୍ନେହ-ଜ୍ୟୋତିତେ ଆମାର ହୃଦୟ ଆଲୋକୟ କରତୋ, ସେ ଆଧି କି  
ଚିରକାଳେର ଜନ୍ମ ମୁଦିତ ହଲୋ ! ଦାଦା ! ସେ ରସନାର ମଧୁର କଥା ଆମାର  
କର୍ଣ୍ଣେ ଦେବସନ୍ନୀତସ୍ବରୂପ ବାଜତୋ, ସେ ରସନା କି ଏ ଜଗ୍ନେର ମତ ନୀରବ ହଲୋ !  
ଦାଦା ! ତୁମି କି ଆମାୟ ଏକେବାରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରଲେ ! ଆର ଆମାର କେ  
ଆଛେ ବଳ ଦେଖି ? ଦାଦା ! ଆମାଦେର ଅତୁଳ ଐର୍ଷ୍ୟା, ବିପୁଳ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ  
ଏ ସକଳ ଦିଲେ କି ତୋମାକେ ପାଓୟା ସାୟ ? ( ଊଚ୍ଚେ:ସ୍ବରେ ରୋଦନ )

ଅରୁ । ( ସଜ୍ଜଳ ନୟନେ ) ବଂସେ ! ଆର ରୋଦନ କରା ବିଫଳ । ବିଧାତାର  
ସୃଷ୍ଟିତେ କି ରାଜା, କି ଭିକାରୀ, କେହି ସର୍ବତୋଭାବେ ସୁଖୀ ନୟ । ହୁ:ଖେର  
ଶକ୍ତିଶେଳ, କଖନୋ ନା କଖନୋ ସକଳେରହି ହୃଦୟେ ଆସାତ କରେ । ତବେ ସେହି  
ଜନହି ସୁଖୀ, ସେ ଦୈର୍ଘ୍ୟରୂପ କବଚେ ଆପନ ବଳ ଆଛାଦନ କରତେ ପାରେ । ତା  
ତୁମି ବାଛା ଏସୋ ।

ମନ୍ତ୍ରୀ । ଉପବତ୍ତି ! ବିଧାତା କି ଆମାର କପାଳେ ଏହି ଲିଖିଛିଲେନ ସେ,  
ଶେଷ ଅବସ୍ଥାୟ, ଆମି ଏ ସିନ୍ଧୁରାଜକୂଳେର ସୁବର୍ଣ୍ଣଦୀପ ନିର୍ବ୍ୟାଣ ହତେ ଦେଖବୋ ।  
ହା ରାଜରାଜେଷ୍ଟ ! ଏ ଧ୍ୟାୟା କି ତୋମାର ଉପଯୁକ୍ତ ? ଓ ରାଜକାନ୍ତି କେନ  
ଆଜ ଧୂଳାର ଧୂସର । ( ରୋଦନ )

( କଷ୍ଟମୂଳ ସୁନି ଓ କତିପୟ ନାଗରିକେର ସହିତ ସାୟଦାଶେର ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ )

ସକଳେ । ( ଅବଲୋକନ କରିୟା ) ଏ କି—ଏ କି—କି ସର୍ବନାଶ ।

ଅଗ୍ର । ଅହୋ ! ବିଧାତାର ଅଲଜ୍ବନୀୟ ବିଧିର ଅବଶ୍ୟକ୍ଷାସିତା କେ  
ନିର୍ବାରଣ କଷ୍ଟେ ପାରେ;—ହୁର୍ନିବାର ଦୈବ ସଟନାର ପ୍ରତିକୂଳାଚରଣ କରା କାର  
ସାଧ୍ୟ ! ଆମି ମନେ କରେଛିଲେମ, ଏହି ଶୋଚନୀୟ ବ୍ୟାପାରେ ବାଧା ଦିବ, କିନ୍ତୁ  
ଆମି ଆସିବାର ପୂର୍ବେହି ସବ ଶେଷ ହରେ ଗେଛେ । ହାୟ ! ବିତୋ ! ଏହି

কিপুল রাজকুলের এত দিনে মূলোচ্ছেদ হলো? ভুবনমোহিনী ইন্দ্রিা। তোমার শাপান্তে কি তোমার পিতৃকুলের জলপিণ্ডের লোপ হলো। হায়। রাজলক্ষ্মী আর মাতঃ বসুন্ধরা কি এত দিনে সহায়হীনা দীনার স্ত্রী, অপর সৌভাগ্যশালী পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। রতিদেবি। তুমি কি কুললক্ষ্মী অপহরণ মানসে নৃপনন্দিনীকে শাপ প্রদান করেছিলে?

মন্ত্রী। (ঋতুশূনের প্রতি কৃতান্তলিপটে) ভগবন্। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান শোচনীয় ব্যাপার অবলোকন করে আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, আবার আপনার মুখে ইন্দ্রিা দেবার নাম শ্রবণে আরও বিশ্বয়বিষ্ট হলেম; আপনি ত্রিকালজ্ঞ, এই ঘটনাবলীর আত্মোপাস্ত বর্ণনা করে আমাকে চরিতার্থ করুন।

ঋতু। মন্ত্রী। এই যে সম্মুখস্থ প্রস্তরময়ী মূর্তি শতধা বিদীর্ণ দেখচ, (সকলে অবলোকন করিয়া বিশ্বয় প্রকাশ) উহা, এই প্রাচীন রাজবংশের পুরাত্তর শাপাবস্থা, অস্ত তাঁর শাপ অস্ত হলো।

মন্ত্রী। দেব। আপনার বাক্য শ্রবণে আমরা চমৎকৃত হয়েছি। অতএব প্রসন্ন হয়ে সবিস্তরে এই অদ্ভুত ব্যাপার কীর্তন করে আমাদের সংশয়চ্ছেদ করুন।

ঋতু। মন্ত্রী। পূর্বকালে এই মহদ্বংশে অসমঞ্জ নামে ভুবনবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার অলোকসামান্য সর্বগুণালঙ্কৃত রূপবতী এক কন্যা ছিল, তাঁহার নাম ইন্দ্রিা। তৎকালে ইন্দ্রিাসদৃশী রূপসী ত্রিভুবনে লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু মানবী ইন্দ্রিা প্রথম যৌবনে রূপমদে মত্তা হয়ে, রতিদেবীর অবমাননা করায়, মম্বধমোহিনী কুপিত হয়ে ঐ অহঙ্কারিণী রাজনন্দিনীকে শাপ প্রদান করেন, যে, যুগ কাল তোর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপসী তোর সমক্ষে আশ্রয়ভাঙিনী না হয়, তত কাল তোকে এই ষোর মারাকাননে পাষাণী হয়ে থাকতে হবে। তাতে ঐ ইন্দ্রুনিভাননা ইন্দ্রিা করুণস্বরে দেবীকে বল্লেন, দয়াময়ি। যদি দয়া করে দাসীর মুক্তির উপায় অবধারণ করে দিলেন, বল্ন্, কি উপায়ে এই ভয়ানক বিজ্ঞান কাননে অপরূপ রূপবতীর আশ্রয়ভাঙ সম্ভব হয়? তাহাতে দেবী এই কথা বলে দিলেন যে, যে দিবস ভগবান্ মরীচিমালী, কস্তার সুবর্ণমন্দিরে প্রবেশ করবেন, এই স্থলগ্নে যদি কোন পবিত্রস্বভাবা কুমারী, কি সুপবিত্র অনূঢ় বৃবা তোমাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করে, তবে কুমারী হইলে স্বায়

ভবিষ্যৎ বরকে, আর পুরুষ হইলে আপন ভাবী পত্নীকে সম্মুখে দেখতে পাবে। এই প্রলোভনে অনেকেই এই মায়াকাননে সমুপস্থিত হবে।—

( মহা কৃত্তিকায় ও অপরূপ সৌরভে পরিপূর্ণ )

সকলে। এ কি! অকস্মাৎ এই স্থান সৌরভে পরিপূর্ণ হলো কেন ?  
দৈববাণী। ( গম্ভীর স্বরে ) হে সিদ্ধদেশবাসিগণ! অস্ত্র এই শোচনীয় ক্যাপার অবলোকন করে ক্ষোভ করো না, মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গের প্রমুখাৎ যাহা শ্রবণ করলে, সকলই সত্য, আর এই যে ভূপতিত কুমার কুমারীকে দেখচ এঁকা পূর্বের গন্ধর্বকূলে জন্মগ্রহণ করেন, ঐ যুবক যুবতী পরম্পর প্রণয়ানুরাগে বাহুগ্ৰন্থনশূন্য হয়ে সন্নিপস্থ হুর্বাঙ্গী মুনিকে দেখিয়া অভ্যর্থনা না করায়, ঋষিশাপে মানবকূলে জন্ম গ্রহণ করেন। অস্ত্র হইহাদেরও শাপান্ত হলো। এক্ষণে তোমরা সকলে রাজনন্দিনী শশিকলাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠান করে, সমারোহপূর্বক বর্তমান গাঙ্কারাধিপতির পুত্রের সহিত বিবাহ দাও। তাহা হইলেই সকল দিক্ বজার থাকবে।

মন্ত্রী। এই ত সকলই অবগত হওয়া গেল, এখন এঁদের তিন জনের মৃতদেহ বন্দাচ্ছাদিত কর, আর তিনখানা বান নীজ আনয়ন কর।

( নেপথ্যে মৃতবাত )

মন্ত্রী। ( ধুমকেতুর মূর্তের প্রতি ) মহাশয়! এই ত দেখলেন, আর এখন কি করা যেতে পারে ? মৃতদেহ রাজশিবিরে প্রেরণ করা কি কর্তব্য ?

মৃত। তার আবশ্যক কি ? যখন আমি স্বচক্ষে এ হুর্বাঙ্গী দেখলেম, তখন আপনার আর কি অপরাধ।

মন্ত্রী। মহাশয়! তবে রাজসন্নিধানে এই শোচনীয় ব্যাপার আত্মোপাস্ত বর্ণন করুন থে। সিদ্ধদেশ ত একেবারে উজ্জ্বলদশা প্রাপ্ত হলো। আর আপনাকে অধিক কি বলব। এখন চলুন। ( অরুদ্রতীর প্রতি ) আপনি রাজনন্দিনী আর কাকনমালাকে আপনার আশ্রমে লয়ে শান্ত করুন। উঃ—! ও রাজপুরী অস্ত্র শ্রাশানস্বরূপ হয়েছে। ওতে প্রবেশ কত্তে কার প্রাণ চায় ? বৃদ্ধ মহারাজ বে ইত্যগ্রে কালের কোলে পড়েছেন, সে তাঁর পরম সৌভাগ্য। এ পাগ মায়াকানন যত দিন থাকবে, তত দিন সকলেই এ বিবস হুর্বাঙ্গী বিন্মৃত হবেন না। অহো! কি ভয়ানক মায়াকানন !!

বনদিকা পতন।



# হেক্টর-বধ

[ ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত সংস্করণ হইতে ]



# হেক্টর-বধ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[ ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত ]

সম্পাদক :

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা-৬

ঐক্য  
ঈশ্বরকৃত্যার ৩৪  
বকীর-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৪৮ ; দ্বিতীয় মুদ্রণ—ফাল্গুন, ১৩৫০ ;  
তৃতীয় মুদ্রণ—ভাদ্র ১৩৫৫ ; চতুর্থ মুদ্রণ—ফাল্গুন, ১৩৬২

মূল্য এক টাকা চারি আনা

শনিরজন প্রেস, ৫৭ ইন্ড বিলাস রোড, কলিকাতা-৩৭  
হইতে ঈশ্বরকৃত্যার দান কর্তৃক মুদ্রিত ।  
১১—১০৭৩১৪৫৬

## ভূমিকা

বিদেশে যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্বে মধুসূদন রাজনারায়ণ বন্দ্যুকে লিখিয়াছিলেন—

I suppose, my poetical career is drawing to a close,—  
'জীবন-চরিত,' পৃ. ৫৫৫।

ইহার পর বিদেশে বসিয়া মধুসূদন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করিলেও আপনার পূর্বতন কৌশ্তিকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। প্রকৃত পক্ষে, তাঁহার কাব্যসাধনা সমাপ্তই হইয়াছিল। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় তিনি আর কিছু রচনা করেন নাই। অভাবের তাড়নায় একটি নাটক, শিশুপাঠ্য নীতিমূলক কবিতামালা ও একটি গল্পকাব্য লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোনটিই সমাপ্ত হয় নাই। 'হেক্টর-বধ' এই শেষোক্ত গল্পকাব্য। ইহা "হোমেরের ঈলিয়াস-নামক কাব্যের উপাখ্যান ভাগ।"

এই গ্রন্থখানি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রকাশ-কাল—১ সেপ্টেম্বর ১৮৭১। পুস্তকখানি ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গ-পত্র হইতে দেখা যায়, এই গল্পকাব্যটি আন্দাজ ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয়। রচনার কালে ইহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রণের সময় সেই অসম্পূর্ণতাটুকুও দূর করিবার উৎসাহ মধুসূদনের ছিল না। তাঁহার তখন প্রায় শেষ অবস্থা।

মধুসূদনের জীবিতকালে ইহার একটি মাত্র সংস্করণ হইয়াছিল; পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০৫। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ ছিল—

হেক্টর-বধ, / অথবা / ঈলিয়াস নামক মহাকাব্যের উপাখ্যান-ভাগ। /  
(ঐক হইতে) / গ্রীসাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। / "The Tale of Troy  
divine."—Milton. / কলিকাতা। / শ্রীযুক্ত দৈবরচন বহু কোং বহুবাজারস্থ  
২৪২ সংখ্যক ভবনে / ইন্ট্যানহোপ বয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / ১৮৭১। /  
[ All rights reserved. ] /

মনস্বী ভূদেব পুস্তকখানি উপহার পাইয়া চুঁচুড়া হইতে ২৮ মার্চ

১৮৭২ তারিখে মধুসূদনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, পরবর্তী ২৬এ এপ্রিলের 'এডুকেশন গেজেট' হইতে তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল—

পরম প্রণয়াল্পন

শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয় মহোদয়ে।

ভাই,

তুমি অপ্রতীত হেক্টরবধকাব্যগ্রন্থে আমার নামোল্লেখ করিয়া আমাদের পদস্পর্শ সত্যার্থ সন্মুখের এবং বাল্যপ্রণয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছ। আমি কখনই সেই সন্মুখ এবং সেই প্রণয় বিন্মুত হই নাই—হইতেও পারি না। যৌবনস্থলভ প্রবলতর আশা প্রণোদিত হইয়া মনে মনে যে সকল উন্নত অভিপ্রায় সঞ্চিত করিতাম, তোমার দৃষ্টান্তই বিশেষরূপে তৎসম্মুখের উত্তেজক হইত। তোমার যৌবনকালের ভাব, আমার জীবনের একটি মুখ্যতর অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। তখন আমাদের পদস্পর্শ কত কথাই হইত,—কত পরামর্শই হইত,—কত বিচার ও কত বিতণ্ডাই হইত। এখনও কি তোমার সে সকল কথা মনে পড়ে? তুমি বিজাতীয় প্রণয়ী কিম্বা অধিক পক্ষপাতী ছিলে, আমি জাতীয় প্রণয়ী অধিক পক্ষপাতী ছিলাম। এই মতভেদনিবন্ধন আমার যে ব্যথা হইত, তাহা কি তোমার স্মরণ হয়? আহা! তখন কি জানিতাম, তখন কি একবারও মনে করিতে পারিতাম যে, তুমি বিজাতীয় মহাকবিগণের সমস্ত রস আহরণ করিয়া মাতৃভাবার শোভা সর্বজনপূর্বক বাঙ্গালার অধিতীয় মহাকবি হইবে? সেই সময়ে তুমি যে সকল সূক্ষ্ম ইংরাজী পত্র রচনা করিতে, তাহা পাঠ করিয়া আমার পরম আনন্দ হইত, এবং আমি তখন হইতেই জানিতাম যে, তুমি অতি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিতে সক্ষম হইবে; কিন্তু সেই কাব্য যে মেঘনাদবধ, বীরদ্বন্দ্ব, ব্রহ্মদ্বন্দ্ব, অথবা হেক্টর-বধ হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। তুমি ইংরাজীতে কোন উৎকৃষ্টকাব্য লিখিয়া ইংরাজ-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই আমি মনে করিতাম। কলতঃ তোমার শক্তির প্রকৃত পরিমাণ তখন অপ্রকাশিত এবং আমার বোধাতীত ছিল। তুমি স্মরণ্য মাতৃভাবকে পুনরুজ্জীবিত করিলে, তুমি ইহাকে নূতন অলঙ্কারমালায় ভূষিত করিলে, তুমি ইহাতে সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা করিলে। তাই! তোমারই বিজাতীয় ভাবা-অধ্যয়নের পরিচয় সার্থক, তোমার এই বক্তৃত্বিতে অঙ্গগ্রহণ সার্থক।

কোন বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরাজী ভাবার উৎকৃষ্ট কাব্যরচনা করা যদি সম্ভব হইতে পারে, তাহা তোমার পক্ষেই সম্ভব হয়। তুমি অতি অল্প বয়সেই ইংরাজী ভাবার সর্বজন হইয়াছিলে, যৌবনাবধি ইংরাজবিশেষের সহযোগ করিতেছ, বিশেষতঃ ইংরাজী ভাবার মূল ভাষা সমস্তের সহিত তোমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়

অগ্নিরাছে। ফলতঃ তোমার প্রণীত যে একখানি ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ আছে, তত্ফল্য ইংরাজী গ্রন্থ বোধ হয়, আর কোন বাঙ্গালী কর্তৃক বিরচিত হয় নাই। কিন্তু তোমার সেই গ্রন্থে আর তোমার মেঘনাদবধ প্রভৃতি বাঙ্গালা গ্রন্থে কত অন্তর। তোমার বাঙ্গালা কাব্যগুলিই তোমাকে এতদেগীর শিক্ষিতদের মুগ্ধরূপ, তাহাদিগের গৌরবরূপ, এবং তাহাদিগের পথপ্রদর্শকরূপ করিয়া স্থাপন করিয়াছে।

অধিক কি লিখিব? তোমার শরর নিরাময়, তোমার মন স্বচ্ছন্দ, তোমার সাংসারিক শ্রী বর্জনশীল, এবং তোমার কবিশক্তি চিরপ্রভাবশালিনী থাকুক, এই আমার প্রার্থনা।

স্বীয় শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়।

‘হেক্টর-বধ’ই মধুসূদনের জীবিতকালে মুদ্রিত শেষ পুস্তক। এই পুস্তকের বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছিল, তন্মধ্যে রামগতি স্মারস্বয়ের ‘বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবের’ (১৮৭৩ খ্রীঃ) ২৭৭-৭৮ পৃষ্ঠার আলোচনা উল্লেখযোগ্য।

মানস্বর শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়

মহাশয় সমীপেষু।

প্রিয়বর—

প্রায় চারি বৎসর হইল, আমি শারীরিক পীড়িত হইয়া, এমন কি, ৩৪ মাস স্বকর্ণে হস্ত নিক্ষেপ করিতে অশক্ত হইয়াছিলাম; সমরান্তি-পাতার্থে উরুপা\* খণ্ডের ভগবান্ কবিগুরুর জগদ্বিখ্যাত ঈলিয়াস্ নামক কাব্য সঙ্গী সর্বদা পাঠ করিতাম। পাঠের সময় মনে এইরূপ ভাব উদয় হইল, যে এ অগূর্ব কাব্যখানির ইতিবৃত্ত স্বদেশীয় ইংলণ্ডভাবানভিজ-জনগণের গোচরার্থে মাতৃভাষায় লিখি। লিখিত পুস্তকখানি ৪ চারি বৎসর মুদ্রালয়ে পড়িয়াছিল; এমন সময় পাই নাই যে ইহাকে প্রকাশি। এক স্থলে কয়েকখানি কাপির কাগজ হারাইয়া গিয়াছে (৪র্থ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে); সেইকুণ্ড সমস্তাভাব প্রযুক্ত পুনরায় রচিয়া দিতে পারিলাম না।

\* এই শব্দটি ভ্রান্তিবশতঃ এক স্থলে ‘ইউরোপ’ লিখিত হইয়াছে। বহুভাষায় ‘Europe’ লেখা যায় না। ‘Eura’ লক্ষ্য হুগ্ধ স্বর আনবের নাই। ‘EUROPA’ উরুপা।

বোধ হয়, এত দিনের পর জনসমূহ সমীপে আমি হান্তাঙ্কিত হইতে চলিলাম। কিন্তু তুমি এবং তোমার সদৃশ বিজ্ঞতম মহোদয়েরা এবং অশ্রান্ত পাঠকগণ উপরি উক্ত কারণটা মনে করিয়া পুস্তকখানি গ্রহণ করিলে ইহার শোধনার্থে ভবিষ্যতে কোন ক্রটি হইবে না। এবং অবশিষ্ট অংশও অতি-শীঘ্র প্রকাশ করিতে যত্ববান হইব।

এ বঙ্গদেশে যে তোমার অতি শুভরূপে জন্ম, তাহার কোনই সন্দেহ নাই; কেন না, তোমার পরিচয়ে মাতৃভাবার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। পরমেশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, এই প্রার্থনা করি। যে শিলার তুমি, তাই, কীর্তিস্তম্ব নির্মিতেছ, তাহা কালও বিনষ্ট করিতে অক্ষম।

মহাকাব্যরচয়িতাকুলের মধ্যে ঈলিয়াস-রচয়িতা কবি যে সর্বোপার-শ্রেষ্ঠ, ইহা সকলেই জানেন।\* আমাদিগের রামায়ণ ও মহাভারত রামচন্দ্রের ও পঞ্চ পাণ্ডবের জীবন-চরিত মাত্র; তবে কুমারসম্ভব, শিশুপালবধ, কিরাতাঙ্কনীয়ম্, ও নৈষধ ইত্যাদি কাব্য উরূপাখণ্ডের অলঙ্কারশাস্ত্রগুরু অরিস্তাতালোসের মতে মহাকাব্য বটে, কিন্তু ঈলিয়াসের নিকট এ সকল কাব্য কোথায়? হৃৎকের বিষয় এই যে, এ লেখকের দোষে বঙ্গজনগণ কবিপিতার মহাশক্তি ও দেবোপম শক্তি, বোধ হয়, প্রায় কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। যদি আমি মেঘরূপে এ চন্দ্রিমার বিভাশি স্থানে স্থানে ও সময়ে সময়ে অজ্ঞতা-ভিমিরে প্রাস করি, তবুও আমার মার্জন্যার্থে এই একমাত্র কারণ রহিল, যে স্নুকোমলা মাতৃভাবার প্রতি আমার এত দূর অহুরাগ, যে তাহাকে এ অলঙ্কারখানি না দিয়া থাকিতে পারি না।

কাব্যখানি পাঠ করিলে টের পাইবে, যে আমি কবিগুরুর মহাকাব্যের অবিবৃদ্ধ অম্ববাদ করি নাই, তাহা করিতে হইলে অনেক পরিচয় হইত, এবং সে পরিচয়ও যে সর্বতোভাবে আনন্দোৎপাদন করিত, এ বিষয়ে আমার সংশয় আছে। স্থানে স্থানে এই গ্রন্থের অনেকাংশ পরিত্যক্ত এবং স্থানে স্থানে অনেকাংশ পরিবর্তিত হইয়াছে। বিদেশীয় একখানি কাব্য

\* "Hic omnes sine dubio, et in omni genezi eloquentiæ, procul a se reliquit."—QUINTILIAN.

See, also—

Aristot : de Poetic.—Cap. 24.



দস্তকপুস্তকরূপে গ্রহণ করিয়া আপন গোত্রে আনা বড় সহজ ব্যাপার নহে, কারণ তাহার মানসিক ও শারীরিক ক্ষেত্র হইতে পরবংশের চিহ্ন ও ভাব সমুদায় দূরীভূত করিতে হয়। এ ছন্দহ ত্রেতে যে আমি কত দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি এবং হইব, তাহা বলিতে পারি না।

৬ নং লাউডন্ দ্রীট,  
চৌরনী।  
ইং সন ১৮৭১ সাল।

}

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত।

## नामावली ।

बाङ्गाला ।	जातीन ।	इंराजी ।
ज्यूस ।	Jupiter.	Jove.
प्रियाम ।	Priamus.	Priam.
अप्रोदोती ।	Venus.	Venus.
हीरी ।	Juno.	Juno.
आथेनी ।	Minerva.	Minerva.
क्रुषा ।	Chriseis.	Chriseis.
वीषीषा ।	Briseis.	Briseis.
अदिस्यस ।	Ulysses.	Ulysses.
स्फन्दर ।	Paris.	Paris.
द्विरीषा ।	Iris.	Iris.
लद्विका ।	Laodicea.	Laodicea.
अथ्री ।	Æthra.	Æthra.
क्लिमेनी ।	Clymene.	Clymene.
पण्डर ।	Pandarus.	Pandarus.
आरेश ।	Mars.	Mars.
सर्पीदन ।	Sarpedon.	Sarpedon.
पन्धेदन ।	Neptune.	Neptune.
आयास ।	Ajax.	Ajax.

# হেক্টর-বধ

অথবা

## হোমেরের ঈলিয়াস্‌নামক কাব্যের উপাখ্যান ভাগ।

উপক্রমণিকা।

(১)

পূর্বকালে হেলাস্‌ অর্থাৎ গ্রীশ দেশীয় লোকের পৌত্তলিক ধর্মে আস্থা ও বহুবিধ দেবদেবীর উপর বিশ্বাস ছিল। তঁহাদিগের দেবকুলের ইন্দ্র জ্যুস্‌ লীড়া নাম্নী এক নরকুলনারীর উপর আসক্ত হওতঃ রাজহংসের রূপ ধারণ করিয়া তাহার সহিত সহবাস করিলে, লীড়া দুইটি অণু প্রসব করেন। একটা অণু হইতে দুইটি সন্তান জন্মে; অপরটা হইতে হেলেনী নাম্নী একটা পরমসুন্দরী কন্যার উৎপত্তি হয়। লাকৌডীমন্‌ দেশের রাজা লীড়ার স্বামী এই তিনটি সন্তানকে দেবের ঔরসজাত জানিয়া অতিশ্রমে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যেমন কথঞ্চির আশ্রমে আমাদের শকুন্তলা সুন্দরী প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ হেলেনী লাকৌডীমন্‌ রাজগৃহে দিন২ প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। আমাদিগের শকুন্তলা, দুর্ভাগ্যবশতঃ, খনিগর্ভস্থ মণির স্থায় প্রতিপালক পিতার আশ্রমে অন্তর্হিতা ছিলেন, কিন্তু হেলেনীর রূপের যশঃসৌরভে হেলাস্‌ রাজ্য অতি শীঘ্রই পূর্ণ হইয়া উঠিল অনেকানেক যুবরাজের এ কন্যারঙ্গ-লাভ-লোভে লাকৌডীমন্‌ রাজনগরে সর্ব্বদা যাতায়াতে তথায় এক প্রকার স্বয়ম্বরের আড়ম্বর হইতে লাগিল। স্বয়ম্বরের প্রথা গ্রীশ দেশে প্রচলিত ছিল না, থাকিলে বোধ হয়, মহাসমারোহ হইত।

হেলেনী মানিল্যুস্‌ নামক এক রাজকুমারকে পতিত্বে বরণ করিলে পর, তাহার প্রতিপালয়িতা পিতা অশ্রান্ত রাজপুরুষদিগকে কহিলেন, হে রাজকুমারেরা! যখন আমার কন্যা বেঙ্কার এই যুবরাজকে মাল্যদান

করিল, তখন আপনাদের এ বিষয়ে কোন বিরক্তিবাদ প্রকাশ করা উচিত হয় না, বরঞ্চ আপনারা দৈবশক্তি জুড়িকে সাক্ষী করিয়া অস্বীকার করুন, যে যদি কশ্মিন্ কালে এই নব বর বধুর কোন ছর্ষটনা ঘটে, তবে আপনারা সকলেই তাহাদের পক্ষ হইয়া তাহাদিগকে বিপজ্জাল হইতে পরিত্রাণ করিবেন।

রাজকুমারেরা রাজবাক্য শ্রবণে অস্বীকারাবদ্ধ হইয়া স্বঃ দেশে প্রেত্যাগমন করিলেন। মানিল্যুস্ আপন মনোরমা রমণীর সহিত লাকীডীমন্ রাজ্যের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

(২)

আসিয়া খণ্ডের পশ্চিম ভাগের এক ক্ষুদ্র ভাগকে ক্ষুদ্র আসিয়া বলে। পূর্বকালে সেই ভাগের ট্রল্যুম অথবা ট্রয় নামে এক মহাপ্রসিদ্ধ নগর ছিল। নগরের রাজার নাম প্রিয়াম। রাণীর নাম হেকাবী। রাণী সসম্ভাবস্থায় আমাদিগের কুরুকুল-রাণী গান্ধারীর ছায় এই স্বপ্ন দেখিলেন, যে তিনি এমত এক অলাভ প্রসবিলেন, যে তদ্বারা রাজপুত্রী যেন এককালে উন্মস্যাৎ হইল। নিজাভঙ্গ হইলে রাণী স্বপ্ন-বিবরণ স্মরণ করিয়া মহাবিবাদে দিনপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমেঃ রাণীর স্বপ্নবৃত্তান্ত সমুদায় নগর মধ্যে আন্দোলিত হইতে লাগিল। যথাকালে রাণীও এক অতীব সুকুমার রাজকুমার প্রসব করিলেন। বিহ্বল প্রভৃতি কুরুকুল-রাজমন্ত্রীর ছায় মহারাজ প্রিয়ামের অমাত্য বদ্ধ এই সন্তানটীকে ভবিষ্যৎবিপজ্জনক জানিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেওয়াতে রাজা যুত্তরাষ্ট্রের অসদৃশে তাহাই করিলেন। অপত্য-স্নেহ রাজা প্রিয়ামকে স্বরাজ্যের ভাবী হিতার্থে অন্ধ করিতে পারিল না।

সন্তানটী ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই আরকিলস নামক একজন রাজদাস মহারাজের আদেশের বিপরীত করিল; অর্থাৎ শিশুটীর প্রাণদণ্ড না করিয়া তাহাকে রাজপুত্রীর সন্নিধানস্থ ট্রডানামক এক পর্বতে রাখিয়া আসিল। কোন এক মেঘপালক ঐ পরিত্যক্ত সন্তানটীকে পরম সুন্দর দেখিয়া আপন বহু্যা প্ত্রীর সিকট তাহাকে সমর্পণ করিল। মেঘপালকের

দ্বী শিশু সন্তানটিকে পরম বয়ে বীর পর্জনীত সূত্রের জার প্রতিপালন করিতে লাগিল। আমাদিগের কৃত্তিকা-কুলবল্লভ কাণ্ডিকেরের তুল্য রাজপুত্র মেঘপালকের গৃহে দিনঃ রূপে ও বিবিধ গুণে বাড়িতে লাগিলেন। আমাদের হৃদয়পুত্র পুরুষ ছায় ইনিও অতি অল্প বয়সেই বনচর পশুদিগকে দমন করিতে লাগিলেন।

মেঘপালকেরা ইহার বাহুবলে স্বীয়ঃ মেঘপালকে মাংসাহারী জন্তুগণ হইতে রক্ষিত দেখিয়া ইহার নাম স্বন্দর অর্থাৎ রক্ষাকারী রাখিলেন। ঐ ঈডা পর্বত প্রদেশে এনোনী নাম্নী এক ভুবনমোহিনী সুরকামিনী বসতি করিতেন। সুরবালা রাজকুমারের অল্পপম রূপ লাভণ্যে বিমোহিতা হইয়া তাঁহার প্রতি একান্ত আসক্তা হইলেন, এবং তাঁহাকে বরণ করিয়া ঐ পর্বতময় প্রদেশে পরমাঙ্কলাদে দিন বামিনী বাপন করিতে লাগিলেন।

( ৩ )

ঐশ দেশের এক অংশের নাম খেসেলী। সেই রাজ্যের সুবরাজ পিল্যুসের খেটীস নাম্নী সাগরসম্ভবা এক দেবীর সহিত পরিণয় হয়। খেটীস দেবখোনি, স্ততরাং তাঁহার বিবাহ-সমারোহে সকল দেব দেবী-মিমন্ত্রিত হইয়া রাজনিকেতনে আবির্ভূত হইয়েন। বিবাদদেবী নাম্নী কলহকারিণী এক দেবকন্যা আহুত না হওয়াতে মহারোষাবেশে বিবাদ উপস্থিত করিবার মানসে এক অদ্ভুত কৌশল করেন। অর্থাৎ একটা স্বর্ণকলে, যে রূপে সর্কোৎকৃষ্টা, সেই এ ফলের প্রকৃত অধিকারিণী, এই কয়েকটা কথা লিখিয়া দেবীদলের মধ্যস্থলে নিক্ষেপ করেন। হীরী জ্যুসের পত্নী অর্থাৎ দেবকুলের ইন্দ্রাণী শচী, আথেনী, জ্ঞানদেবী অর্থাৎ সরস্বতী এবং অপ্ৰোদীতী, প্রেমদেবী অর্থাৎ রতি, এই তিন জনের মধ্যে এই কলোপলক্ষে বিষম বিবাদ ঘটয়া উঠিলে, তাহারা ঈডা পর্বতে রাজনন্দন স্বন্দরের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তৎসন্নিধানে আঠোপাস্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাঁহাকেই এ বিষয়ে নির্ণেতা স্থির করিলেন। হীরী কহিলেন, হে যুবক রাজকুমার। আমি দেবকুলেশ্বরী, তুমি এই ফল আমাকে দিয়া আমার ক্রীতিভাজন হইলে আমি তোমাকে অসীম ধন ও গৌরব প্রদান করিব। যতপিও তুমি মেঘপালকদলের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছ, তঁত্রীট আমি

ভ্রমাবৃত অগ্নির স্তার তোমাকে প্রোক্ষল ও শতশিখাশালী করিয়া তুলিব।  
আধেনী कहিলেন, আমি জ্ঞানদেবী। তুমি আমাকে উপাসনার পরিতুষ্ট  
করিতে পারিলে বিত্তা, বুদ্ধি ও বলে নরকূলে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইবে।  
অপ্রোদীতী कहিলেন, আমি প্রেমদেবী, আমাকে প্রসন্ন করিলে, আমি  
নারীকূলের পরমোত্তমা নারীকে তোমার প্রেমাধীনী করিয়া দিব।  
বৌবনমদে উন্নত রাজকুমার স্বন্দর কুক্ষণে ঐ ফলটি অপ্রোদীতী দেবীর  
হস্তে সমর্পণ করিলে অপর দেবীদ্বয় মহাক্রোধে অন্ধ হইয়া ত্রিদিবাভিমুখে  
গমন করিলেন।

অপ্রোদীতী দেবী পরমহর্ষে ও অতি মৃদুস্বরে कहিলেন, হে ছদ্মবেশি!  
তুমি মেঘপালক নও। তুমি ভ্রমলুপ্ত বহি। ষ্ট্রয় মহানগরের মহারাজ  
প্রিয়াম্ তোমার পিতা। অতএব তুমি তৎসন্নিধানে গিয়া রাজপুত্রের  
উপযুক্ত পরিচর্যা যাচুঞা কর, আমার এ বর ফলদায়ক করিবার নিমিত্ত  
যাহা কর্তব্য, পরে আমি তাহা कहিয়া দিব।

রাজকুমার স্বন্দর দেবীর আদেশানুসারে রাজপুরীতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয়  
পরিচয় প্রদান করিলে, বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্ তাহার অসামান্য রূপ লাভণ্যে ও  
বীরাকৃতিতে পূর্বকথা বিন্মত হইলেন। কালনির্ধাপিত স্নেহাগ্নি  
পুনরুদ্ধাপিত হইয়া উঠিল। সুতরাং রাজা নবপ্রাপ্ত পুত্রকে রাজসংসারে  
প্রবেশ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

কিয়দিন পরে অপ্রোদীতী দেবীর আদেশ মতে রাজকুমার স্বন্দর  
বহুসংখ্যক সাগরযান নানা ধন ও পণ্য দ্রব্যে পরিপূরিত করিয়া লাকীতীমন্  
নামক নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথাকার রাজা মানিল্যুস্ অতিসম্মান  
ও সমাদরের সহিত রাজতনয়কে স্বমন্দিরে আহ্বান করিলেন। কিছু  
দিনের পর কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে তাহাকে দেশান্তরে বাইতে হইল।  
রাণী হেলেনী এ রাজ-অতিথির সেবায় নিয়ত নিযুক্ত রহিলেন।

দেবী অপ্রোদীতীর মায়াজালে হতভাগিনী রাণী হেলেনী রাজ-অতিথি  
স্বন্দরের প্রতি নিতান্ত অহুরাগিনী হইয়া পতিব্রতা-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া  
স্বপতিগৃহ পরিত্যাগপূর্বক তাহার অহুগামিনী হইলেন এবং তাঁহার পিতা  
রাজচূড়ামণি প্রিয়ামের রাজ্যে সেই রাজ্যের কালরূপে প্রবেশ করিলেন।  
রাজা মানিল্যুস শূন্য গৃহে পুনরাবর্তন করিয়া স্ত্রীবিরহে একান্ত অধীর ও  
ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন।

এই হৃষীকেশ হেলাস্ অর্থাৎ গ্রীশ দেশে প্রচারিত হইলে, তদদেশীয় রাজাসমূহ পূর্বকৃত অঙ্গীকার অমরণপূর্বক সসৈন্তে মানিল্যুসের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আরগস্ দেশের অধীশ্বর আগেমেন্ননকে সৈন্তাধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত করিয়া ট্রয় নগর আক্রমণাভিলাষে সাগরপথে যাত্রা করিলেন। বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্ স্বীয় পঞ্চাশৎ পুত্রকে যুদ্ধার্থে অমুমতি দিলেন। মহাবীর হেক্টর (যাহাকে ট্রয়স্বরূপ লঙ্কার মেঘনাদ বলা যাইতে পারে) দেশ বিদেশীয় বহুগণের এবং স্বীয় রাজসংসারস্থ সৈন্তদলের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিলেন। দশ বৎসর উভয় দলে তুমুল সংগ্রাম হইল।

যেমন গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী এই ত্রিপথা নদীত্রয় পবিত্রতীর্থ ত্রিবেণীতে একত্রীভূত হইয়া একশ্রেণিতে সাগর-সমাগমাভিলাষে গমন করেন, সেইরূপ উপরি উল্লিখিত তিনটি পরিচ্ছেদসংক্রান্ত বৃত্তান্ত এ স্থল হইতে একত্রীভূত হইয়া ইউরোপ খণ্ডের বাম্বৌকি কবিগুরু হোমেরের ইলিয়াস্ স্বরূপ সঙ্গীতভরঙ্গময় সিদ্ধু পানে চলিতে লাগিল।

কবিগুরু হোমেরের জগদ্বিখ্যাত কাব্যে দশম বৎসরের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। গ্রীকেরা ট্রয়ের নিকটস্থ এক নগর লুট করে, এবং তত্রস্থ পূজিত সূর্য্যদেবের ক্রীস্ নামক পুরোহিতের এক পরমসুন্দরী কুমারী কস্তাকে আপনাদের শিবিরে আনয়ন করে। অপহৃত্রব্যজাত বিভাগের সময় সেই অসামান্ত রূপবতী যুবতী সৈন্তাধ্যক্ষ রাজচক্রবর্তী আগেমেন্ননের অংশে পড়িলে, তিনি তাহাকে পরম প্রযত্নে ও সমাদরে স্বশিবিরে রাখিতেছেন; এমন সময়ে—

### প্রথম পরিচ্ছেদ

দেবপুরোহিত আপন অতীষ্ট দেবের রাজদণ্ড, মুকুট, ও স্বকস্তার মোচনোপযোগী বহুবিধ মহার্হ্রব্যজাত হস্তে করিয়া গ্রীকসৈন্তের শিবির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এবং সৈন্তাধ্যক্ষ রাজচক্রবর্তী আগেমেন্নন ও তাহার ভ্রাতা মানিল্যুস্ এবং অন্যান্য নেতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন; হে বীরপুরুষগণ! ত্রিদিবনিবাসী অমরকুল তোমাদিগকে এই আশীর্বাদ করুন, যে তোমরা অতিশ্বরাজ রাজা প্রিয়ামের নগর

পরামৃত্ত করিয়া নির্বিক্রমে স্বরাজ্যে পুনরাগমন কর। এই দেখ, আমি আপন হুহিতার মোচনার্থে বহুমূল্য জ্বালিত সন্ধে আনিয়াছি, অতএব এতদ্বারা তাহাকে মুক্ত করিয়া, যে ভাস্বর দেবের সেবায় আমি নিয়ত নিরত আছি, তাহার মান ও গৌরব রক্ষা কর।

শ্রীকৃষ্ণের পুরোহিতের এবস্থিধ বচনাবলী আকর্ণনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে একবাক্যে কহিয়া উঠিল, যে এ অবশ্যকর্তব্য কর্মে আমরা কখনই পরামৃত্ত হইব না, বরং এই সকল পরিজ্ঞাণ-সামগ্ৰী গ্রহণপূর্বক এই মুহূর্ত্তেই কষ্ণাটীর নিষ্কৃতি সাধন করিব। কিন্তু তাহাদের এতাদৃশ বাক্য রাজা আগেমেমননের মনোনীত হইল না। তিনি মহাক্রোধভরে ও পরুষ বচনে পুরোহিতকে কহিলেন, হে বৃদ্ধ! দেখিও যেন আমি এ শিবির-সন্নিধানে তোমাকে আর কখন দেখিতে না পাই। তাহা হইলে তোমার অভীষ্ট দেবও আমার রোষানল হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইরেন না। আমি তোমার কষ্ণাকে কোন ক্রমেই ত্যাগ করিব না। সে আমার রাজধানী আরঙ্গ নগরে আপন জন্মভূমি হইতে দূরে যাবজীবন আমার সেবা করিবে। অতএব যদি তুমি আপন মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা কর, তবে অতিদ্বরায় এ স্থান হইতে প্রস্থান কর।

বৃদ্ধ পুরোহিত রাজার এইরূপ বাক্য শুনিয়া সশঙ্কচিত্তে তদগোে তাহার আদেশ প্রতিপালন করিলেন, এবং মৌনভাবে ও ম্লানবদনে চিরকোলাহলময় সাগরতীর দিয়া স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অশ্রুবারিধারায় অর্ধবসন হইয়া স্বীয় অভীষ্টদেবকে সন্মোখিয়া কহিলেন, হে রজতধনুর্ধর! যদি তুমি আমার নিত্য নৈমিত্তিক সেবায় প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে শরজাল বর্ষণে ছুট শ্রীকৃন্দলকে দলিত করিয়া, তাহারা আমার প্রতি যে দৌরাশ্য করিয়াছে, তাহার যথাবিধি প্রতিবিধান কর। পুরোহিতের এই স্ততিবাক্য দেবকর্ণগোচর হইলে মরীচিমালী রসিদেব মহাক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্গ হইতে ভূভুলে অবতীর্ণ হইলেন। দেবপৃষ্ঠদেশে লহমান তুণীয়ে শরজাল ভয়ানক শব্দে বাজিতে লাগিল; এবং রোষভরে দেববদন যেন তমোময় হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের অনতিদূর হইতে দিননাথ প্রথমে এক ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন, এবং ধনুর্ধকারের ভয়াবহ স্বনে শিবিরস্থ লোক সকলের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। প্রথম শরে অশ্বতর ও ক্ষিপ্রগামী গ্রামসিংহ সকল বিনষ্ট হইল; দ্বিতীয় বার শর নিক্ষেপে সৈন্যদল ছিন্ন ভিন্ন ও হত



আহত হওয়াতে মুহমূর্ছঃ চারি দিকে চিতাচয়ে শবদাহাগ্নি প্রজ্জলিত হইতে লাগিল। অংগমালীর শরমালার গ্রীকুসৈন্দেরা নয় দিবস পর্য্যন্ত লণ্ডভণ্ড ও ক্ষত বিক্ষত হইল; দশম দিবসে মহাবীর আকিলীস্ নেতৃত্বগ্ৰহণে সভামণ্ডপে আহ্বান করিলেন, এবং রাজেন্দ্র আগমেমুননকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! আমার ক্লুজ বিবেচনায় আমাদিগের উচিত, যে আমরা স্বদেশে পুনরায় ফিরিয়া যাই, কেন না, যে উদ্দেশ্যে আমরা ছত্তর সাগর পার হইয়া আসিয়াছি, তাহা কোন ক্রমেই সফল হইল না। মহামারী এবং নশ্বর সময় এই রিপূষয় দ্বারাই গ্রীকেরা পরাজিত হইল। তবে যত্বপি এ স্থলে কোন দেবরহস্যজ্ঞ বিজ্ঞতম হোতা কিম্বা গণক থাকেন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে বলুন, যে কি কারণে বিভাবনু আমাদের প্রতি এত প্রতিকূল ও ক্রুর হইয়াছেন, আর কি আরাধনাতেই বা দেববরের প্রতিকূলতা ও ক্রুরতা দূরীভূত হইতে পারে।

বীরবরের এই কথা শুনিয়া খেট্টরের পুত্র মুনীশশ্ৰৈষ্ঠ কালকব্, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান,—ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, কহিলেন, হে আকিলীস্! হে দেবপ্রিয়রথি! তোমার কি এই ইচ্ছা, যে রবিদেব কি নিমিত্ত তোমাদের প্রতি এত দূর বাম ও বিরক্ত হইয়াছেন, তাহা আমি স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করি? ভাল, আমি তোমার বাক্যে সন্মত হইলাম। কিন্তু তুমি অগ্রে আমার নিকট এই স্বীকার কর, যে যত্বপি আমার কথায় রাজ-হৃদয়ে কোন বিরক্তভাবের উদয় হয়, তবে তুমি সে রাজক্রোধ হইতে আমাকে রক্ষা করিবে।

কালকবের এই কথা শুনিয়া মহাবাহু আকিলীস্ উত্তরিলেন, হে কালকব্! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে মনের ভাব ব্যক্ত কর। আমি দেবেন্দ্রপ্রিয় অংগমালী রবিদেবকে সাক্ষী করিয়া শপথপূর্ব্বক কহিতেছি, যে এ সভায় এমন কোন ব্যক্তিই নাই, যাহাকে আমি তোমার অবমাননা করিতে দিব। অধিক কি বলিব, সৈন্তাধ্যক্ষপদপ্রাপ্তিষ্ঠিত রাজা আগমেমুননেরও এত দূর সাহস হইবে না। অতএব তুমি দৈবশক্তি দ্বারা বাহা বিদিত আছ, সূক্তকণ্ঠে ও অভয়ান্তঃকরণে তাহা প্রচার কর।

এই কথায় কালকব্ উত্তর দিলেন, হে বীরবর! ভাষার রবিদেব যে কি নিমিত্ত এ সৈন্দের প্রতি এত দূর প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন, তাহার নিগূঢ় কারণ বলি, জ্ঞাপন করুন। যখন তোমরা ক্রুবা নগর লুটরাছিলে,

তৎকালে রবিদেবের কোন এক পুরোহিতের একটা কন্যা অপহরণ করা হইয়াছিল; অপহৃত অব্যক্তাতের বর্টনকালে সেই কন্যাটা রাজচক্রবর্তীর অংশে পড়ে। কয়েক দিবস হইল, গ্রহপতির পূজক স্বদেবের রাজদণ্ড, মুকুট, ও বহুবিধ মহার্হ বস্ত্রসমূহ সঙ্গে লইয়া এ শিবিরদেশে আসিয়াছিলেন, তাহার মনে এই বলবতী প্রতীতি ছিল, যে এ স্থলস্থ বীরবৃহ বিভাবসুর রাজদণ্ড ও মুকুট দর্শন মাত্রেই তাহার সেবকের যথোচিত সম্মান করিবেন এবং তদানীত বহুবিধ মহার্হ অব্যাদি গ্রহণপূর্বক দেবদাসের অবরুদ্ধা হুহিতাকে মুক্তি প্রদানিবেন। কিন্তু এই ছই আশার কোন আশাই বলবতী হইল না। তন্নিমিত্ত তাহার অর্চিত দেব ভদবমাননায় রোষাবিষ্ট-চিত্ত হইয়া এ সৈন্যদলকে এইরূপ প্রচণ্ড দণ্ড দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এক্ষণে দেববরকে প্রসন্ন করিবার কেবল একমাত্র উপায় আছে। সেই পরমরূপবতী যুবতীকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া এবং দেবপূজার্থে বহুবিধ পূজোপহার ও বলি পুরোহিতের গৃহে প্রেরণ করিলে, বোধ করি, আমরা এ বিপজ্জাল হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি, নতুবা দশ বৎসরে রিপুকুলের অঙ্গাগ্নি যত দূর করিতে পারে নাই, অতি অল্প দিনেই দেবক্রোধে ততোধিক ঘটয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই। হে বীরবর! ভগবান্ অশীতরশ্মির ক্রোধে এ শিবিরাবলী অতি স্বরায় জনশূন্য হইবে। এবং ঐ ক্ষতগামী সাগরযানসমূহও, এ সৈন্যদল যে কি কৃষ্ণে স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়াছিল, তাহার অভিজ্ঞানরূপে এই তীরসন্নিধানে সাগরজলে বহুকাল ভাসিতে থাকিবেক।

কালকষের এবস্থিধ বচনবিজ্ঞাস অবশে রাজা আগেমেমনন্ ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া অতি কর্কশ বচনে কহিলেন, রে ছষ্ট প্রতারক! তোর কুরসনা আমার হিতার্থে কখন কোন কথাই কহিতে জানে না; আমার অহিত সংবাদ তোর পক্ষে বড় শ্রীতিকর। এক্ষণে যদি তোর কথা সত্য হয়, তবে আমি এ কুমারীটিকে মুক্ত করি নাই বলিয়াই রবিদেব এ সৈন্যদলকে এত কষ্টে ফেলিয়াছেন। আমি যে পুরোহিতদত্ত বহুবিধ ধন গ্রহণ করিয়া তাহার কন্যাকে মুক্ত করি নাই, সে কথা অলৌক নহে। এ কুমারীটি অতি সুন্দরী, এবং আমার সহধর্মিণী রাণী রুতিম্নিস্তরা অপেক্ষাও আমার সমধিক নয়নানন্দিনী। এ কুমারী রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, কোন অংশেই রাণী অপেক্ষা নিকৃষ্টা নহে; তথাচ আমি ইহাকে এ সৈন্যদলের

হিতার্থে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইব না। কেন না, আমি লোকপাল, স্বপালিত লোকের হিতার্থে রাজার কি না করা উচিত? কিন্তু, হে বীরবৃন্দ! যদি আমাকে এ কষ্টারম্বে বঁধিত হইতে হয়, তবে তোমরা আমাকে অপর একটা পারিতোষিক দিতে সযত্ন ও সচেষ্ট হও। কেন না, তোমাদের মধ্যে আমি যে কেবল পারিতোষিকচ্যুত হই, ইহা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে।

রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেঘাস আকিলীস্ সাভিশয় রোষাবেশে কহিলেন, হে আগেমেম্নন্। তোমা অপেক্ষা লোভী জন, বোধ হয়, এ বিশ্বে আর দ্বিতীয় নাই। এক্ষণে এ সৈন্যদল কোথা হইতে তোমাকে অশ্ব কোন পারিতোষিক দিবে? লুণ্ঠিত দ্রব্য সকল বিভক্ত হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে তো আর সাধারণ ধন নাই, যে তাহা হইতে তোমার এ লোভ সন্তরণ হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে তুমি এ কষ্টাটাকে বিমুক্ত করিয়া দিলে, এই সকল নেতৃবর্গেরা ভবিষ্যতে তোমাকে এতদপেক্ষার তিন চারি গুণ অধিক পারিতোষিক দিতে চেষ্টা পাইবে।

রাজা উত্তরিলেন, এ কি আশ্চর্য্য কথা! আমি এ নেতৃদলের অধ্যক্ষ, তুমি কি জান না, যে এ নেতৃবৃন্দের মধ্যে যিনি যাহা পারিতোষিকরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইচ্ছা করিলে, আমি তত্তাবৎ কাড়িয়া লইতে পারি? আকিলীস্ পুনরায় ক্রোধভরে কহিলেন, তুমি কি বিবেচনা কর, এ বীর-পুরুষেরা তোমার ক্রৌতদাস যে, তুমি তাহাদের সম্মুখে এরূপ আশ্পর্কা করিতেছ। আমরা যে তোমার ভ্রাতার উপকারার্থেই বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া অতি দূরদেশ হইতে আসিয়াছি, ইহা তুমি বিস্মৃত হইলে না কি? হে নির্লজ্জ পামর! হে অকৃতজ্ঞ! হে ভীরুশীল! তোমার অধীনে অস্ত্রধারণ করা কি কাপুরুষতার কর্ম্ম! ইচ্ছা হয়, যে এ স্থলে তোমাকে একাকী পরিত্যাগ করিয়া আমরা সসৈন্যে স্বদেশে চলিয়া যাই।

এই বাক্য শ্রবণে নরপতি আগেমেম্নন্ কহিলেন, তোমার যদি এরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তুমি এই মুহূর্ত্তেই এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। আমি তোমাকে ক্ষণকালের জ্ঞেও এ স্থানে থাকিতে অনুমোদন করিতেছি না। এখানে অশ্বাশ্ব অনেকানেক বীরপুরুষ আছে, বাহারা আমার অধীনে অস্ত্র ধারণ করিতে অবমানিত বা লজ্জিত হইবেন না। তুমি আমার চক্ষের বালিস্বরূপ, তোমার অহঙ্কারের ইয়ত্তা নাই। তুমি যাও।

রবিদেবের পুরোহিতের নিকট এষ্ট স্কুমারী কুমারীটিকে প্রেরণ করিবার অগ্রে তুমি যে ভীষীনা নারী কুমারীকে পাইয়াছ, আমি তাহাকে স্ববলে গ্রহণ করিব। দেখি, তুমি আমার কি করিতে পার।

রাজার এই কর্কশ বাণী শ্রবণে মহাবীর আকিলীস্ মহাক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া তাহার বধার্থে উরুদেশলম্বিত অসিকোব হইতে নিশিত অসি আকর্ষণ করিতেছেন, এমনত সময়ে সুরলোকে সুরকুলেন্দ্রাণী হীরী জ্ঞানদেবী আধেনীকে ব্যাকুলিতচিত্তে কহিলেন, হে সখি! ঐ দেখো, ঐক্-সৈন্যদলের মধ্যে বিধম বিভ্রাট ঘটয়া উঠিল। দেবযোনি আকিলীস্ রাজা আগেমেম্বননের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রাণদণ্ডে উত্তত হইতেছেন। অতএব, সখি! তুমি শিবিরে অতি শরায় আবিভূর্তা হইয়া এ কাল কলহাগ্নি নির্বাপন কর।

জ্ঞানদেবী আধেনী তদ্বশে সৌদামিনীগতিতে সভাতলে উপস্থিত হইয়া বীরবর আকিলীসের পশ্চাত্তাগে দাঁড়াইয়া তাহার পিজলবর্ণ কেশপাশ আকর্ষণ করতঃ কহিলেন, রে বর্কবর! তুই এ কি করিতেছিস্? এই কথা শুনিবামাত্র বীরকেশরী সচকিতে মুখ ফিরাইয়া দেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে দেবকুলেন্দ্রহৃদিত্তে! তুমি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ? রাজা আগেমেম্বনন্ যে আমার কত দূর পর্য্যন্ত অবমাননা করিতে পারেন, এবং আমিই বা কত দূর পর্য্যন্ত তাহার প্রগলভতা সহ্য করিতে পারি, তুমি কি সেই কৌতুক দেখিতে আসিয়াছ?

আয়ত্তলোচনা দেবী আধেনী উত্তর করিলেন, বৎস! তুমি এ সভাতে সৈন্যাধ্যক্ষ বীরবরকে যথোচিত লাঞ্ছনা ও তিরস্কার কর, তাহাতে আমার রোষ বা অসন্তোষ নাই। কিন্তু কোনমতেই উহার শরীরে অন্ত্রাঘাত করিও না। দেবী এই কয়েকটি কথা বীরপ্রবীর আকিলীসের কর্ণকুহরে অতি যত্নশরে কহিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। আর তাহাকে কেহই দেখিতে পাইল না।

দেবীর আদেশানুসারে বীর-কুলর্ষভ আকিলীস্ রাজ-কুলর্ষভ রাজা আগেমেম্বননকে বহুবিধ তিরস্কার করিলে, তিনিও রাগে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। এই বিধম বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, নেস্তর নামক একজন বৃদ্ধ জ্ঞানবান্ পুরুষ গাত্রোথানপূর্বক সভাস্থ নেতৃদিগকে সম্বোধিয়া স্মৃষ্কৃতাবে কহিতে লাগিলেন, হায়! কি আক্ষেপের বিষয়! অতঃ ঐক্-দলের

উপস্থিত বিপদে রাজা শ্রিয়ান্ ও তাহার পুত্রগণের যে কত দুঃ আনন্দলাভ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? কেন না, এই গ্রীক-দলের মধ্যে, যে ছই জন মহাপুরুষ অভিজ্ঞতা ও বাহুবলে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহারা ই হুর্ভাগ্যক্রমে অস্ত্র কলহরত হইলেন। আমি সর্বাপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ, এবং তোমাদের পূর্বে ছই পুরুষের মধ্যে যে সকল মহোদয়েরা বাহুবলে ও রণ-বিশারদতার দেবোপম ছিলেন, তাহাদের সহিতও আমার সংসর্গ ছিল। তোমরা বলী বট, কিন্তু সে সকল প্রাচীন যোধদলের সহিত উপমায় তোমরা কিছুই নও। সে সকল মহাপুরুষেরাও আমার উপদেশ ও পরামর্শে কখনই অবহেলা বা অমনোযোগ করিতেন না। অতএব তোমরা আমার হিতবাক্য মনোভিনিবেশপূর্বক শ্রবণ কর। তুমি, আগেমেমন্, রাজকুলশ্রেষ্ঠ। এই হেতু এই সকল মহোদয়েরা তোমাকে সেনাধ্যক্ষপদে অভিবিক্ত করিয়াছেন; তোমার উচিত হয় না, যে এই বীরপুরুষদলের মধ্যে যিনি বীরপুরুষোত্তম, তাহার সহিত তুমি মনাস্তর কর,। তুমি, আকিলীস্, দেবযোনি ও দেবকুলপ্রিয়। বিধাতা তোমাকে বাহুবলে নরকুলভিলকরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমারও উচিত নয়, যে তুমি এ সৈন্যধ্যক্ষের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হও। তোমাদের ছই জনের পরস্পর মনাস্তর ঘটিলে এ গ্রীকদলের যে বিষম বিপদ উপস্থিত হইবেক, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। অতএব হে বীরপুরুষদয়। তোমরা স্ব স্ব রোযানল নির্মাণ করিয়া পরস্পর প্রিয় সম্ভাষণ কর।

বৃদ্ধের এবস্থিধ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া রাজা আগেমেমন্ উত্তর করিলেন, হে ভাত। এই ছরাস্মার অহঙ্কারে আমি নিয়তই অসন্তুষ্ট। ইহার ইচ্ছা, যে এ সকলেরি উপরি কর্তৃত্ব করে। এতাদৃশী দাস্তিকতা আমি কি প্রকারে সহ্য করিতে পারি। আকিলীস্ কহিলেন, তোমার এতাদৃশ বাক্যে পুনরায় যতপি আমি তোমার অধীনে কৰ্ম করি, তাহা হইলে আমার নিতান্ত নীচতা ও অপদার্থতা প্রকাশ হইবে। আমি এ সৈন্যদল হইতে আমার নিজ সৈন্যদলকে পৃথক্ করিয়া লইব না; কিন্তু আমি স্বয়ং এ বৃদ্ধে আর লিপ্ত থাকিব না। বীরবরের এই কথাতে সভাভঙ্গ হইল।

তদনন্তর বীরপ্রবীর আকিলীস্ স্বশিবিরে প্রস্থান করিলেন। সৈন্যধ্যক্ষ রাজা আগেমেমন্ রবিদেবের পুরোহিতের স্মন্দরী কঙ্কাটীকে নানাবিধ

পূজোপহার ও বলির সহিত বীর সাগরবাসী আরোহণ করাইয়া এবং সুবিজ্ঞ আদিম্মাসকে নায়কপদে অভিষিক্ত করিয়া জুবানগরাস্তিমুখে প্রেরণ করিলেন। পরে লৈলসকলকে সাগররূপ মহাতীর্থে দেহ অবগাহনপূর্বক পবিত্র হইতে আজ্ঞা দিলেন। অশস্ত সাগরতীরে মহাসমারোহে দিবাকরের পূজা সমাধা হইল। ধূপ, নীপ, প্রভৃতি নানা সুরভিজ্জব্যের সৌরভ ধূমসহযোগে আকাশমার্গে উঠিল।

পরে রাজা ছই জন রাজদূতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দূতধর! তোমরা উভয়ে বীরবর আকিলীসের শিবিরে গিয়া ত্রীবীণা নামী সুন্দরী কুমারীটিকে আনয়ন কর। যত্বপি বীরপ্রবর আকিলীসে রূপসীকে স্বেচ্ছায় ও অনায়াসে তোমাদের হস্তে সমর্পণ না করেন, তবে তোমরা ভাহাকে কহিও, যে আমি স্বয়ং সসৈন্তে তাহার শিবির আক্রমণ করিয়া স্ববলে সেই কুশোদরীকে লইব; আর তাহা হইলে সেই রাজবিজোহীর নানা প্রকার অমঙ্গলও ঘটবেক।

দূতধর রাজাজ্ঞায় একান্ত বাধিত হইয়া অনিচ্ছাক্রমে ধীরে ধীরে বন্দ্য সিঙ্কুতট দিয়া মহাবীর আকিলীসের শিবিরাস্তিমুখে চলিতে লাগিল। বীরবর দূতধরকে দূর হইতে নিরীক্ষণপূর্বক, তাহারা যে কি উদ্দেশ্যে আসিতেছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, উঠেঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দেবমানবকুলের সন্দেশবহ! তোমাদের কুশল ও স্বাগত তো? তোমরা কি নিমিত্ত এত মৌনভাবে ও বিষণ্ণবদনে আসিতেছ? এ কিছু তোমাদের দোষ নহে, ইহাতে তোমাদের লজ্জা বা চিন্তা কি? ইহাতে আমি কখনই তোমাদের উপর রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইতে পারি না। তবে যাহার সহিত আমার বিবাদ, তোমরা তাহাকে কহিও, যে তিনি কালে আমার পরাক্রমের বিশেষ আবশ্যকতা বুঝিতে পারিবেন।

তদনন্তর বীরবর আপন প্রিয়বন্ধু পাত্ৰক্সুকে কহিলেন, সখে, তুমি এই দূতধরের হস্তে সুন্দরীকে সমর্পণ কর; পাত্ৰক্সু কস্তাটিকে দূতধরের হস্তে সম্প্রদান করিলে, চাকরীলা স্বপ্রিয়বরের শিবির পরিত্যাগ করিতে প্রচুর অরুচি প্রকাশপূর্বক বিষণ্ণবদনে মুহূর্ণপদে তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। এতদর্শনে মহাধর্মুর্ধর ক্রোধভরে অধীরচিত্ত হইয়া দূতধরকে পুনরাহ্বান করতঃ যেন জীমূতমস্ত্রে কহিলেন; “তোমরা, হে দূতধর! রাজা আগেমেম্ননকে কহিও, যে আমি মরামরকুলকে সাক্ষী করিয়া এই প্রতিজ্ঞা

করিতেছি, যে আমি শত্রুদের বিপরীতে এবং প্রাকৃতিকের হিতার্থে আর কখনই অস্ত্র ধারণ করিব না। রাজচক্রবর্তী রোষাক হইয়া তবিত্তে যে প্রীকনের ভাগ্যে কি লাহনা আছে, এখন তাহা দেখিতে পাইতেছেন না; কিন্তু কালে পাইবেন।” দূতদ্বয় বরাকনাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলে, বীরকেশরী আকিলীস্ কৃষ্ণবর্ণ অর্ধবৃত্তে জাবান্ধবে একান্ত মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন। এবং কিয়ৎক্ষণ পরে হস্ত প্রসারণ করতঃ জননী দেবীকে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মাতঃ, তুমি এতাদৃশী অবমাননা সহ্য করিবার অশক্তি কি এ অধীন হতভাগাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে? আমি জানি যে কুলিশ-নিক্কেপী জ্যুস্ আমাকে অন্মায়ুঃ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তখাচ তিনি যে সে অল্পকাল আমাকে অতি সম্মানের সহিত অভিবাহিত করিতে দিবেন, ইহাতে আমার তিলার্কমাত্রও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু দেখ, এক্ষণে রাজা আগেমেম্নন আমার কি ছয়বস্থা না করিল।

যে স্থলে সাগরজলতলে আপন পিতৃসন্নিধানীে থিটীসুদেবী বসিয়াছিলেন, সে স্থলে পুত্রের অবস্থিধ বিলাপধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে, দেবী আশ্বেব্যস্তে কুজ্বাটিকার শ্রায় জলতল হইতে উখিত হইলেন এবং বিলাপী পুত্রের গাত্র করপদ্যে স্পর্শ করিয়া জিহ্বাসিলেন, রে বৎস! তুই কি নিমিত্ত এত বিলাপ করিতেছিস? তোর মনের হুঃখ ব্যক্ত করিয়া আমাকে তোর সমহুঃখিনী কর। তাহা হইলে তোর হুঃখতারের অনেক লাঘব হইবে।

বীর-চূড়ামণি আকিলীস্ জননী দেবীর এই কথা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ রাজা আগেমেম্ননের সহিত আপন বিবাদ বৃত্তান্ত আভোপান্ত তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেন। দেবী পুত্রবরের বাক্যাবসানে অতি ক্লুচিস্তে উত্তরিলেন, হায় বৎস! আমি যে তোকে অতি কুলয়ে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। বিধাতা তোকে অন্মায়ুঃ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এ কি বিড়ম্বনা। তিনি যে তোকে সে অল্পকাল সুখসন্তোগে ও সম্মানে অতিপাতিত করিতে দিবেন তাহা তো কোনমতেই বোধ হইতেছে না। বৎস! বিধাতা তোর প্রতি কি নিমিত্ত এত দারুণ। হায়। কি করি, এ বিষয়ে আর কাহার প্রতি দোষারোপ করিব। এবং কাহারই বা শরণ লইব? এক্ষণে কুলিশ-নিক্কেপী জ্যুস্ পূজাগ্রহণার্থে দেবদলের সহিত এতৌপী-দেশে দ্বাদশ দিনের

নিমিত্ত প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি দেবনগরে প্রত্যাগমন করিলে এ সকল কথা তাঁহার চরণে নিবেদন করিব; দেখি, তিনি যদি এ বিষয়ের কোন প্রতিবিধান করেন। তুই রাজা আগেমেম্বননের সহিত কোনমতেই শ্রীতি করিস্ না; বরঞ্চ হৃদয়কুণ্ডে রোবাগ্নি নিয়ত প্রজ্বলিত রাখিস্। এই কথা কহিয়া দেবী স্বস্থানে প্রস্থানার্থে জলে নিমগ্না হইলেন।

ও দিকে সুবিভক্ত অদিশ্যসু পুরোধা-তুহিতাকে এবং বিবিধ পূজোপযোগী উপহার-জব্য সঙ্গে লইয়া সাগরপথে ক্রুবানগরে উত্তীর্ণ হইলেন। এবং রবিদেবের পুরোহিতকে অভিবাদনপূর্বক কহিলেন; হে গুরো! ঐক্-সৈন্তাধ্যক্ষ মহারাজ আগেমেম্বনন্ আপনার অভৌব সুশীলা কুমারীকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এবং আপনার অর্চিত্ত দেবের অর্চনার্থে বিবিধ জব্যজাতও পাঠাইয়াছেন। আপনি সেই সকল জব্য সামগ্রী গ্রহণ করিয়া গ্রহপতির পূজা করুন, পূজা সমাপনান্তে এই বর প্রার্থনা করিবেন, যেঁ অলোকবর্ষা যেন ঐক্দের প্রেতি আর কোন বামাচরণ না করেন।

পুরোহিত এবস্থিৎ বিনয়বসানে মহাসমারোহে বথাবিধি দেবপূজা সমাধা করিলেন। এবং ঐক্বোধেরা দেবপ্রসাদ লাভ করতঃ মহানন্দে সুরাপানে প্রকুলচিত্ত হইয়া স্তমধুর স্বরে গ্রহপতি ভাস্করের স্ততিসঙ্গীত সংকীর্তন করিতে লাগিলেন। গ্রহপতি স্ততিসঙ্গীতে প্রসন্ন হইয়া পশ্চিমাচলে চলিলেন। নিশা উপস্থিত হইল। ঐক্বোধেরা সাগরতীরে শয়ন করিলেন। রাজি প্রভাতা হইলে সকলে গাজোখানপূর্বক পুনরায় সাগরবানে আরোহণ করিয়া স্বশিবিরে প্রত্যাগত হইলেন। তদবধি বীরকুলবর্ভ আকিলীসু কৃশোদরী প্রণয়িনীর বিরহানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া এবং রাজা আগেমেম্বননের দৌরাণ্ড্যে রোষপরবশ হইয়া কি রাজসত্য, কি রণক্ষেত্রে, কুজাপি দৃশ্যমান হইলেন না। কিন্তু ঐক্সৈন্তেরা মহামারীরূপ রাহপ্রোস হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

ষাটশ দিবস অভৌত হইল। কুলিশাজ্জধারী জ্যুস দেবদলের সহিত অমরাবতী নগরীতে প্রত্যাগত হইলেন। জলধিবোনি বিধুবদনা ষিটীসু স্বর্গারোহণ করিয়া দেখিলেন যে, অশনিধর দেবপতি শূঙ্গময় অলিম্পুস্নামক ধরাধরের তুঙ্গতম শৃঙ্গোপরি নিভৃত্তে উপবিষ্ট আছেন। দেবী মহাদেবের পদতলে প্রণাম করিয়া অতি যত্নস্বরে ও অক্ষপূর্ণ লোচনে কহিলেন;



হে পিতঃ! যত্নপি এ দাসীর প্রতি আপনার কিছুমাত্র স্নেহ থাকে, তবে আপনি এই করুন; যে জগতীভলে তাহার ভাগ্যহীন পুত্র আকিলীসের হ্রাসপ্রাপ্ত মানের পুনঃপরিপূরণে যেন তাহার বিপক্ষ গ্রীকসৈন্যাত্মক রাজা আগেমেমননের অবমাননা বিলক্ষণ সম্পাদিত হয়।

দেবীর এই যাক্ষা শ্রবণে দেবকুলেস্ত্র কিঞ্চিৎকাল তৃষ্ণীভাবে রহিলেন। দেবী দেবেস্ত্রের এবমুত ভাবদর্শনে সভয়ে তাঁহার জাহ্নুদ্বয়ে হস্ত প্রদান করিয়া সক্রমে কাঁহলেন, হে পিতঃ! আপনিও কি আমার হতভাগা পুত্রের প্রতি বাম হইলেন! নতুবা কি নিমিস্ত আমার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিতেছেন না? দেবনরকুলপিতা শরণাগতার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে উত্তর করিলেন, বৎসে! তুমি আমার উপরে এ একটা মহাত্মার অর্পণ করিতেছ, কেন না, তোমার আনন্দ সম্পাদন করিতে হইলে উগ্রচণ্ডা হীরীকে বিরক্ত করিতে হয়, এমনিই সে এই বলিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করে, যে আমি কেবল সদা সর্বদা ট্রয়নগরীর সৈন্যদলের প্রুতি অহুকুলতা প্রকাশ করিয়া থাকি। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি বিবেচনা করিয়া দেখি, আর তুমিও এ বিষয়ে সতর্ক থাকিও, যত্নপি আমি শিরোধূনন করি তবে নিশ্চয় জানিও, যে তোমার মনস্কামনা সুসিদ্ধ হইবে। এই বাক্যে দেবী ব্যগ্রভাবে একদৃষ্টে দেবপতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। সহসা দেবেস্ত্রের শিরঃ পরিচালিত হইল। শৃঙ্গধর অলিম্পুস্ ধরধরে লড়িয়া উঠিল। দেবী বৃষ্টিতে পারিলেন, যে এইবারে তাঁহার অভ্যষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে, কেন না, দেবকুলপতি যে বিষয়ে শিরশ্চালনা করেন, তাহা কখনই ব্যর্থ হয় না। সাপেরসজ্জতা খেটীস্ দেবী মহা উল্লাসে জ্যোতির্দয় অলিম্পুস্ হইতে গভীর সাপেরে লক্ষ প্রদান করিয়া অদৃশ্ণ হইলেন। কিন্তু আয়তলোচনা হীরীর দৃষ্টিরোধ হইল না, তিনি পলায়মানা সাগরিকাকে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন।

তদনন্তর দেবকুলপতি দেবসভাতে উপস্থিত হইলে, দেবদল সমস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেবকুলেস্ত্র রাজসিংহাসন পরিগ্রহ করিলে দেবকুলেস্ত্রাণী বিশালাক্ষী হীরী অতি কটুভাবে কহিলেন; হে প্রভারক! কোন্ দেবীর সহিত, কোন্ বিষয় লইয়া অস্ত তুমি নিভূতে পরানর্ধ করিতেছিলে? আমি নিকটে না থাকিলে, দেখিতেছি, তুমি সর্বদাই এইরূপ করিয়া থাক। তোমার মনের কথা আমার নিকট কখনই

স্পষ্টরূপে ব্যক্ত কর না। এই কথায় দেবদেব মেঘবাহন ক্রুদ্ধভাবে উত্তরিলেন, আমার মনের কথা তোমাকে কি কারণে খুলিয়া বলিব? আমার রহস্যমণ্ডলে তুমি কেন প্রবেশ করিতে চাহ? খেতভূজা হীরী কহিলেন, আমি জানি, সাগর-দুহিতা খেটীসু অস্ত্র তোমার নিকটে আসিয়াছিল, অতএব তুমি কি তাহার অমুরোধে ঐক্সেনাদলকে হুঃখ দিতে মানস করিতেছ? তুমি কি রাজা আগেমেম্বনের মানের হানি করিয়া আকিলীসের সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিতে চাহ? দেবেশ্রাণীর এতাদৃশ বাক্যে দেবেশ্রকে রোষাঘিত দেখিয়া তাহাদের বিশ্ববিখ্যাত পুত্র বিশ্বকর্মা এ কলহাশ্লি নির্ঝাণার্থে এক স্বর্ণপাত্র অমৃতপূর্ণ করিয়া আপন মাতাকে প্রদান করতঃ কহিলেন, হে মাতঃ! আপনারা দুই জনে বৃথা কলহ করিয়া কি নিমিত্ত সুখময়ী দেবপুরীর সুখসম্ভোগ ভঞ্জন করিতে চাহেন। পুত্রবরের এই বাক্যে আয়তলোচনা দেবেশ্রাণী নিরস্ত হইলেন। পরে দেবভারা সকলে একত্র হইয়া সমুদ্র দিন দেবোপাদেয় সামগ্ৰী ভোজন ও অমৃত পান করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। দেব দিনকর করে স্বর্ণবীণা গ্রহণপূর্বক নবগায়িকা দেবীর সুমধুর ধ্বনির মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়া সকলের মনোরঞ্জে প্রযুক্ত হইলেন। এমত সময়ে রজনীদেবীর আবির্ভাব হইল।

সুরলোকে ও নরলোকে সর্বজীবকুল নিদ্রাবৃত হইল। কিন্তু নিদ্রাদেবী দেবকুলপতির নেত্রদ্বয় এক মুহূর্তের নিমিত্তও নিমীলিত করিতে পারিলেন না। কেন না, তিনি কি রূপে আকিলীসের সম্ভ্রম বৃদ্ধি, ও রাজা আগেমেম্বনের অধঃপাত সাধন করিবেন, এই ভাবনার সমস্ত রাত্রি জাগরিত রহিলেন। অনেক ক্ষণ পরে দেবরাজ কুহকিনী স্বপ্নদেবীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে কুহকিনি! তুমি ক্রতগতিতে রাজা আগেমেম্বনের শিবিরে যাও, এবং তথায় গিয়া রাজ-শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইয়া এই কহিও যে, হে আগেমেম্বন! অলিম্পুস্নিবাসী অমরকুল দেবেশ্রাণী হীরীর অমুরোধে তোমার শ্রুতি শ্রঙ্গর হইয়াছেন, তুমি সসৈন্তে শ্রেষ্ঠপথশালী ট্রয় নগর আক্রমণ করতঃ তাহা পরাজয় কর। দেবেশ্রের এই আদেশ পালনার্থে স্বপ্নদেবী অতিবেগে শিবিরপ্রদেশে আবির্ভূতা হইলেন। এবং আগেমেম্বনের শিরোদেশে দাঁড়াইয়া কহিলেন, হে বীরকুল-সম্ভব রাজন্! তুমি কি নিদ্রাবৃত আছ? হে মহারাজ! যে ব্যক্তির উপর এতাদৃশ অগণ্য সৈন্তদলের হিতাহিত বিবেচনার এবং তস্তাবৎ জনগণের

রক্ষার ভার সমর্পিত আছে, সে ব্যক্তির কি এরূপ নিশ্চিতভাবে সমস্ত রাজি নিজায় যাপন করা উচিত ? অতএব তুমি অতি স্বরায় গাত্রোখান কর এবং দেবকুলের অমুকুপায় বিপক্ষপক্ষকে সমরশায়ী করিয়া জয়লাভ কর। স্বপ্নদেবী এই কথা কহিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। পরে রাজা এই বৃথা আশায় মুগ্ধ হইয়া গাত্রোখান করতঃ অতি শীঘ্র রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন, এবং জ্যোতির্ময় অসিমুষ্টি সারসনে বন্ধনপূর্বক স্ববংশীয় অক্ষয় রাজদণ্ড হস্তে গ্রহণ করিয়া বহির্গত হইলেন।

উষাদেবী ভূজশূল অলিম্পুস পর্বতোপরি আরোহণ করিয়া দেবকুলপতি এবং অশ্বাশ্ব দেবকুলকে দর্শন দিলেন, বিভাবরী প্রভাতা হইল। রাজা আগেমেমনন্ উচ্চরব বার্তাবহগণকে সভামণ্ডপে নেতৃত্বের আহ্বানার্থে অমুমতি দিলেন। সভা হইল। রাজা আগেমেমনন্ সভাস্থ বীরদলকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ ! গত সুধাময়ী নিশাকালে স্বপ্নদেবী মাশ্ববর নেস্তরের প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া "আমার শিরোদেশে দণ্ডায়মানা হইয়া কহিলেন, "হে আগেমেমনন্। তুমি কি নিজাবৃত আছ ? হে মহারাজ ! যে ব্যক্তির উপর এতাদৃশ অগণ্য সৈন্যদলের হিতাহিত বিবেচনার এবং তস্তাবৎ জনগণের রক্ষার ভার সমর্পিত আছে, সে ব্যক্তির কি এরূপ নিশ্চিতভাবে সমস্ত রাজি নিজায় যাপন করা উচিত ? অতএব তুমি অতি স্বরায় গাত্রোখান কর, এবং দেবকুলের অমুকুপায় বিপক্ষপক্ষকে সমরশায়ী করিয়া জয় লাভ কর।" স্বপ্নদেবী এই কথা বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

ভদনস্তর আমারও নিজাভঙ্গ হইল। এক্ষণে আমাদের কি করা কর্তব্য তাহার মীমাংসা কর। আমার বিবেচনার, 'চল, আমরা স্বদেশে কিরিয়া যাই' এই প্রস্তারণা-বাক্যে আমি যোধদলকে স্বদেশে কিরিয়া যাইতে মন্ত্রণা দি, আর তোমরা কেহ কেহ, তাহা নয়, আইস, আমরা এখানে থাকিয়া যুদ্ধ করি, এই বলিয়া তাহাদিগকে এখানে রাখিতে চেষ্টা পাও, এইরূপ বিপরীত ভাবের আলোচনে যোধবৃন্দের মনের প্রকৃত ভাব বিলক্ষণ বুঝা যাইবেক।

রাজার এই কথা শুনিয়া প্রাচীন নেস্তর গাত্রোখান করিয়া কহিলেন, হে ঐকৃদেশীয় সৈন্যদলের নেতৃত্বন্দ ! যত্বেপি এরূপ কথা আমি আর কাহার মুখ হইতে শুনিভাম, তাহা হইলে ভাবিতাম, যে সে ভীকৃতি জন

প্রবেশনা দ্বারা আমাদেরকে লঙ্কায় জলাঞ্জলি দিয়া এ দেশ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে প্ররোচনা করিতেছে। কিন্তু যখন রাজা আগেমেমনু স্বয়ং এ কথা উল্লেখ করিতেছেন, তখন এ বিষয়ে আমাদের অণুমাত্রও অবিশ্বাস করা উচিত হয় না। অতএব কিরূপে আমাদের যোধদল এখানে থাকিয়া, যে উদ্দেশ্যে আমরা অকূল ছন্তর সাগর পার হইয়া এ দেশে আসিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করিবে, তাহার উপায় চিন্তা কর। সভা ভঙ্গ হইলে রাজদণ্ডধারী নেতা সকল স্ব স্ব শিবিরান্তিমুখে প্রস্থান করিলেন। যেমন গিরি-গহ্বরস্থিত মধুচক্র হইতে মধুমক্ষিকাগণ অগণ্য গণনার বহির্গত হইয়া কতকগুলি বাসন্ত কুমুমসমূহের উপর উড়িয়া বসে, আর কতকগুলি দলবদ্ধ হইয়া বায়ুপথে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকে, সেইরূপ ঐক্সৈম্বদল আপন আপন শিবির হইতে বহুশ্রেণী হইয়া বাহির হইল। বহু-রসনাশালী জনরব বহুবিধ বার্তা বহু দিকে বিস্তৃত করিতে লাগিল। সৈম্বদলে মহা কোলাহল হইয়া উঠিল।

তদনন্তর রাজসন্দেশবহ উর্দ্ধবাহ হইয়া, তোমরা সকলে নীরব হও, তোমরা সকলে নীরব হও, এই কথা বলিয়া মাজেই যে যেখানে ছিল, অমনি বসিয়া পড়িল। সেই মহা কোলাহল-স্থলে অকস্মাৎ যেন শান্তিদেবী পদার্পণ করিলেন। রাজচক্রবর্তী আগেমেমনু দক্ষিণ হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করতঃ উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে বীরবৃন্দ! দেবকুল-ইন্দ্রে যে অঙ্গীকার করিয়া আমাদেরকে এ দূর দেশে আনিয়াছেন, এক্ষণে তিনি সে অঙ্গীকার রক্ষা করিতে বিমুখ। যে কুহকিনী আশার কুহক যেন কোন দৈব ঔষধস্বরূপ আমাদেরকে এই ছরস্তরপে ক্লাস্ত হইতে দিত না, এবং আমাদের দেহ রক্তশূন্য হইলে পুনরায় তাহা রক্তপূর্ণ করিত, আমাদের বাহু বলশূন্য হইলে পুনরায় তাহা বলাধান করিত, এক্ষণে সে আশায় আমাদের হতাশ হইতে হইল। এ দুর্ভিক্ষ রিপুদল যে আমাদের বীরবীর্য্যে ও পরাক্রমে পরাজিত হইবে, এমত আর কোনই আশা বা সম্ভাবনা নাই। এই আদেশ আমি সম্প্রতি দেবেশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। কি লঙ্কার বিষয়! আমার বিবেচনায়, আমাদের এ দুঃখের কাহিনী শুনিলে, বর্তমানের কথা দূরে থাকুক; বোধ হয়, ভবিষ্যতের বদনও ভ্রীড়ার অবনত ও মলিন হইবে। কি আক্ষেপের বিষয়! আমরা এমত প্রচণ্ড ও প্রকাণ্ড সৈম্ব সহকারে এ ক্ষুদ্র রিপুদলকে দলিত করিড়ে

পারিলাম না? নয় বৎসর পরিষ্কারের পর কি আমাদের এই কল্যাণ হইল? দেখ, আমাদের তরীবৃক্ষের ফলক সকল ক্ষত হইতেছে, রক্ষ সকল জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, আর আমাদের চিরানন্দ গৃহে পতি-বিরহ-কাতরা কলজবৃন্দ, ও পিতৃ-বিরহ-কাতর শিশুসন্তান সকল আমাদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় পথ নিরীক্ষণ করিতেছে। এ সকল যন্ত্রণার কি এই ফল? কিন্তু কি করি, বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে? এক্ষণে আমার এই পরামর্শ, যে যখন ট্রয় নগর অধিকার করা আমাদের ক্ষমতাভীত হইল, তখন চল, আমাদের এ দেশে থাকার আর কোনই প্রয়োজন নাই।

মহাবাহু সেনানীর এতাদৃশ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া, যাহারা রাজমন্ত্রণার নিগূঢ় তত্ত্ব না জানিত, তাহাদের মন, যেমন শস্ত্রপূর্ণ ক্লেদ্রে প্রবল বায়ু বহিলে, শস্ত্রশিরঃ তদ্বহনাভিমুখে পরিণত হয়, সেইরূপ রাজপরামর্শের দিকে প্রবণ হইল। সৈন্যদল আনন্দপ্লবিত করতঃ এ উহাকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিল, ডিঙা সকল ডাঙা হইতে সমুদ্রতলে নামাও। চল, আমরা স্বদেশে ফিরিয়া যাই। এইরূপ কোলাহলময় ধ্বনি অমরাবতীতে প্রতিধ্বনিলে দেবকুলেশ্রাণী কৃশোদরী হীরী নীল-কমলাকী আথেনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সখি, গ্রীকসৈন্যদল কি এই সকলক অবস্থায় স্বদেশে প্রস্থান করিতে উচ্ছত হইল? তাহারা কি আপনাদের পরাভবের অভিজ্ঞানরূপে হেলেনী স্মন্দরীকে ট্রয় নগরে রাখিয়া চলিল? এই জ্ঞেই কি এত বীরবৃন্দ এ দূর রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিল? অতএব তুমি, সখি, অতি দ্রুতগতিতে বর্ষধারী যোধদলের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়া স্মমধুর ও প্ররোচক বচনে তাহাদিগকে সাগরযানসমূহ সাগরমুখে ভাসাইতে নিবারণ কর।

দেবীর বচনানুসারে আথেনী অলিম্পুস নামক দেবগিরি হইতে গ্রীকসৈন্যের শিবিরमध्ये বিহ্যংগতিতে আবির্ভূতা হইলেন; এবং দেখিলেন, যে সুরকৌশলী অদিশ্যাস্ ফ্লগ্গিচিন্তে ও মলিনবদনে অপোতসন্নিধানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। দেবী তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, বৎস! ও যোধদল কি লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বদেশে ফিরিয়া চলিল। তোমরা কি কেবল জগন্মণ্ডলে হান্ত্যাম্পদ হইবার নিমিত্ত এ দেশে আসিয়াছিলে। সে বাহা হটক, তুমি সর্বাঙ্গের বিজ্ঞতম। অতএব তুমি অতি দ্রুত এই

বদেশ-গমনাকাঙ্ক্ষিণী অক্ষৌহিণীর মনঃশ্রোতঃ পুনরায় রণসাগরাভিমুখে বহাইতে সচেষ্ট হও। অদিন্ম্যসু স্বরবৈলক্ষণ্যে জানিতে পারিলেন, যে এ দেববাক্য। এবং দেবীর প্রসাদে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিয়া দেবমূর্ত্তি সন্মুখে উপস্থিতা দেখিলেন। তদর্শনে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্বনের রাজদণ্ড রাজাহুমতিরূপে চাহিয়া লইয়া অনেককে অনেকানেক প্রবোধ-বাক্যে সাশ্বনা করিতে লাগিলেন।

লণ্ডলণ্ড এবং কোলাহলপূর্ণ সৈন্যদলকে শাস্তশীল ও শ্রবণোৎসুক দেখিয়া অদিন্ম্যসু উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন, হে বীরবৃন্দ! তোমরা কি পূর্ব্বকথা সকল বিন্মৃত হইয়া কলঙ্কসাগরে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছা করিতেছ? স্বরণ করিয়া দেখ, যখন আমরা এই ট্রয় নগরাভিমুখে যাত্রা করি, তখন দেবতারা কি ছলে, আমাদের অদৃষ্টে ভবিষ্যতে যে কি আছে, তাহা জানাইয়াছিলেন। আমরা যৎকালে যাত্রাগ্রে মহাসমারোহে দেবকুলপতির পূজা করি, তৎকালে, পীঠতল হইতে সহসা এক সর্প ফণা বিস্তৃত করিয়া বহির্গত হইল। এবং অনতিদূরে একটি উচ্চ বৃক্ষের উচ্চতম শাখাস্থিত পক্ষিনীড় লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে উঠিতে লাগিল। সেই নীড়মধ্যে জননী পক্ষিণী আটটি অতি শিশু শাবকের উপর পক্ষ বিস্তৃত করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছিল। কিন্তু সমাগত রিপূর উজ্জ্বল নয়নানলে দক্ষপ্রায় হইয়া আশ্রয়ক্ষার্থে পবনপথে বৃক্ষের চতুঃপার্শ্বে আর্দ্রনাদে উড়িতে লাগিল। অহি একে২ আটটি শাবককেই গিলিল। জন্মদায়িনী এই জন্ময়কৃত্তনী ঘটনা সন্দর্শনে শূন্য নীড়ের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া উচ্চতর আর্দ্রনাদে দেশ পূরিতেছে, এমত সময়ে সর্প আচম্বিতে লম্বমান হইয়া তাহাকেও ধরিয়া উদরস্থ করিল। উদরস্থ করিবামাত্র সে আপনি তৎক্ষণাৎ পাষণদেহ হইয়া ভূতলে পড়িল। দেবমনোজ্ঞ কালকব্ তৎকালে এই অদ্বুত প্রপঞ্চের ব্যক্ততা ব্যক্তার্থে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! তোমরা যে ট্রয় নগর অধিকার করিয়া রাজা প্রিয়ামের গৌরব-রবিকে চিররাহগ্রাসে নিক্ষেপ করিয়া চিরযশস্বী হইবে, দেবকুল তাহা তোমাদিগকে এই ইন্দ্রিতে দেখাইয়াছেন; কিন্তু ভিন্নমিস্ত নয় বৎসর কাল তোমাদিগকে হ্রস্ব রণক্রান্তি সহ্য করিতে হইবেক। এই কহিয়া অদিন্ম্যসু পুনরায় কহিতে লাগিলেন, হে বীরকুল! তোমরা সে দেবভেদভেদকের কথা কেন বিন্মৃত হইতেছ? দেখ, নবম বৎসর অতীত হইয়া দশম বৎসর উপস্থিত হইয়াছে।

এই বর্তমান বর্ষে যে আমরা কৃতকার্য হইব, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। তোমরা তবে এখন কি বিবেচনার পরিপক্ব শস্ত্রপূর্ণ ক্ষেত্রে অগ্নিশ্রদান করিতে চাহ। এ কি যুদ্ধভীরু কৰ্ম ?

বীরবরের এই উৎসাহদায়িনী বচনাবলী জ্ঞানদেবী আথেনীর মান্নাবলে জ্যোত্বনিকরের মনোদেশে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইল। এবং তাহারা যুক্তকণ্ঠে বীরবরের অভিজ্ঞতা ও বীরতার প্রশংসা করিতে লাগিল। অদিশ্যাসের এই বাক্যে প্রাচীন নেস্তর অনুমোদন করিলে রাজচক্রবর্তী আগেমেমন্‌নেভুদলকে যুদ্ধার্থে সুসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিলেন। যোধসকল স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশপূর্বক ভাবী কাল যুদ্ধ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্ত স্ব স্ব ইষ্টদেবের অর্চনা করিলেন।

সৈন্যদল রণসজ্জায় বাহির হইল। যেমন কোন গিরিশিরস্থ বনে দাবানল প্রবেশ করিলে, বিভাবসুর বিভায় চত্বাদক্ আলোকময় হয়, সেইরূপ বীরদলের বর্ষ-জ্যোতিতে রণক্ষেত্র জ্যোতির্ময় হইল। যেরূপ কালে সারসমালা বন্ধমালা হইয়া পবনপথ দিয়া ভীষণ স্বনে কোন তড়াগাভিমুখে গমন করে, সেইরূপ শূরদল শূরনির্নাদে রিপুসৈন্যভিমুখে যাত্রা করিল। প্রতিনেতারাও স্ব স্ব যোধদলকে বন্ধপরিকর হইয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্বক সমরে প্রবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন। যেমন যুদ্ধপতি যুদ্ধমধ্যে বিরাজমান হয়, সেইরূপ রাজচক্রবর্তী রাজা আগেমেমন্‌নেও সৈন্যদলমধ্যে শোভমান হইলেন। বীরপদভরে বসুমতী যেন কাঁপিয়া উঠিলেন।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ দিকে ট্রয় নগরস্থ রাজতোরণ হইতে বীরদল রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া ভাস্বরকিরীটা রিপুকুল-মর্দন বীরেন্দ্র হেক্টরকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিয়া ছহুঙ্কার ধ্বনিতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। পদধূলি-রাশি কুজ্বটিকারূপে আকাশমার্গে উখিত হইয়া রণস্থল যেন অন্ধকারময় করিল। দুই দল পরম্পর সন্মুখবর্তী হইয়া রণোদ্যোগ করিতেছে, এমত সময়ে দেবাকৃতি স্তম্ভর বীর স্তম্ভর, হস্তে বক্র ধনুঃ, পৃষ্ঠে তুণ, উরুদেশে লম্বমান অসি, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ কুস্ত্র আফালন করতঃ অগ্রসর হইয়া

বীরনাদে বিপক্ষ পক্ষের বীরকুলেরকে স্বয়ংসুখে আহ্বান করিলেন। যেমন কুখাতুর সিংহ দীর্ঘশ্রী কুরকী কিংবা অন্য কোন বনচর অসুখাদি গণ্ড সন্দর্শনে নিরতিশয় উল্লাস সহকারে যোগে তদন্তিমুখে ধাবমান হয়, সেইরূপ রণবিশারদ বীরকুলভিলক মানিল্যাস চিরস্থিত বৈরীকে দেখিয়া রথ হইতে ছুতলে লক্ষ প্রদান করিলেন। এবং এই মনে ভাবিলেন, যে দেবপ্রসাদে সেই চির-ঐন্দ্রিত সময় উপস্থিত হইয়াছে, যে সময়ে তিনি এই অকৃতজ্ঞ অতিথির যথাবিধি প্রতিবিধান করিতে পারিবেন। কিন্তু যেমন কোন পথিক সহসা পথপ্রান্তে গুল্মমধ্যে কালসর্পকে দর্শন করিয়া ত্রাসে পুরোগমনে বিরত হয়, সেইরূপ সুন্দর বীর কন্দর মানিল্যাসকে দেখিয়া ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া স্বসৈন্যমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

ভ্রাতার এতাদৃশী ভীকতা ও কাপুরুষতা সন্দর্শনে মহেষাস হেক্টর ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইয়া এইরূপে তাহাকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন,—  
 রে পামর! বিধাতা কি তোকে এ সুন্দর বীরাকৃতি কেবল জীগণের মনোমোহনার্থেই দিয়াছেন। হা ধিক্! তুই যদি ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র কালপ্রাসে পতিত হইতিসু, তাহা হইলে, তোর দ্বারা আমাদের এ অগদ্বিখ্যাত পিতৃকুল কখনই সকলঙ্ক হইতে পারিত না। তোর যুষ্টি দেখিলে, আপাততঃ বোধ হয়, যে তুই ট্রয় নগরস্থ একজন বীর পুরুষ। কিন্তু তোর ও হৃদয়ে সাহসের লেশ মাত্রও নাই। তোরে ধিক্! তুই জীলোক অপেক্ষাও অধম ও ভীক। তোর কি গুণে যে সেই কৃশোদরী রমণী বীরকুলেন্দ্রিতা বীরপত্নীর মন ভুলিল, তাহা বুঝিতে পারি না। তোর সেই সতত-বাদিত সুমধুর বীণা, যদ্বারা তুই প্রেমদেবীর প্রসাদে প্রেমদাকুলের মনঃ হরণ করিস, অতি স্বরায়ই নীরব হইবে। আর তোর এই নারীকুল-নিগড়-স্বরূপ চূর্ণকুস্তল ও তোর এই নারীকুল-নয়নরঞ্জন অবয়ব অচিরে ধূল্যয় ধূসরিত হইবে। এমন কি, যদি ট্রয় নগরস্থ জনগণের হৃদয় দয়ার্জ না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা এই দণ্ডেই প্রস্তর-নিষ্কপণে তোর কঙ্কালজাল চূর্ণ করিত। রে অধম! তোর সদৃশ স্বদেশের অহিতকারী ব্যক্তি কি আর ছুটি আছে।

সোদরের এইরূপ তিরস্বারে ও পরুষবচনে দেবাকৃতি সুন্দর বীর কন্দর অতি যুহুভাবে ও নতশিরে উত্তর করিলেন—হে ভ্রাতঃ হেক্টর! তোমার এ তিরস্বার দ্রাব্য! তন্নিমিত্তই আমি ইহা সজ্ঞ করিতেছি। বিধাতা



তোমাকে বলীকুলের কুলপ্রদীপ করিরাছেন বলিরা তুমি যে সৌন্দর্য্য প্রভৃতি নারীকুল-মনোহারিণী দেবদত্ত গুণার্থীকে অবহেলা কর, ইহা কি তোমার উচিত ? তবে তোমার, ভাই, যদি ইচ্ছা হয়, - তুমি উভয়দলমধ্যে এই ঘোষণা করিরা দাও, যে আমি নারীকুলোসুমা হেলেনী স্কন্দরীর নিমিত্ত মহেঘাস মানিল্যুসের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের দুই জনের মধ্যে যে জন জয়ী হইবে, সে জন সেই স্কন্দরী বামাকে জয়-পতাকা-স্বরূপ লাভ করিবে। আর তোমরা উভয় দলে চিরসন্ধি দ্বারা এ ছরস্ত রণাগ্নি নির্বাণপূর্ব্বক, যাহারা এদেশনিবাসী, তাহারা ট্রয় নগরে ও যাহারা ক্ষতগ-তুরগ-যোনি ও কুরজনয়না অজনা ময় হেলাসদেশ-নিবাসী, তাহারা সেই স্কন্দে প্রত্যাবর্তন করিও।

বীরব্রত হেক্টর ভ্রাতার এতাদৃশ বচনে পরমাছ্লাদে স্বকুস্তের মধ্যস্থল ধারণ করতঃ উভয় দলের মধ্যগত হইয়া স্ববলদলকে রণকার্য্য হইতে নিবারিলেন। গ্রীকযোধেরা অরিন্দম হেক্টরকে-সহায়হীন সন্দর্শনে আশ্চে ব্যস্তে শরাসনে শর যোজনা করিতে লাগিল। কেহ বা পাষণ ও লোষ্ট্র নিক্ষেপণার্থে উত্তত হইতেছে, এমত সময়ে রাজচক্রবর্তী সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা আগেমেম্নন্ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে যোধদল ! এক্ষণে তোমরা কাস্ত হও। তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ না, যে ভাস্বর-কিরীটী হেক্টর কোন বিশেষ প্রস্তাব করণাভিপ্রায়ে এ স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজার এই কথা শুনিবা মাত্র যোধদল অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া নিরস্ত হইল। হেক্টর উচ্চভাবে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ, আমার সহোদর দেবাকৃতি স্কন্দর বীর স্কন্দর, যিনি এই সাংগ্রামিককুলের নিমূলকারী এ সাংগ্রামের মূল কারণ, আমাদিগকে এই যুদ্ধকার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্ত এই প্রস্তাব করিতেছেন, যে স্কন্দপ্রিয় বীরেন্দ্র মানিল্যুস একাকী তাহার সহিত যুদ্ধ করুন, আর আমরা সকলে নিরস্ত হইয়া এই আহব-কৌতূহল সন্দর্শন করি। দৃশ্যবুদ্ধে যিনি জয়ী হইবেন, সেই ভাগ্যধর পুরুষ হেলেনী ললনাকে পুরস্কাররূপে পাইবেন।

ভাস্বর-কিরীটী শুরেন্দ্র হেক্টরের এইরূপ কথা শুনিয়া স্কন্দপ্রিয় বীরেন্দ্র মানিল্যুস কহিলেন, হে বীরবৃন্দ ! এ বীরবরের এ বীরপ্রস্তাব অপেক্ষা আর কি শাস্তি ও সন্তোষ-জনক প্রস্তাব হইতে পারে ? আমার কোন মতেই এমত ইচ্ছা নয়, যে আমার হিতের জন্ত প্রাণিসমূহ অকালে

শমন-ভবনে গমন করে ; কিন্তু জোসরা, যে পুরুষের পুত্রবী বহুদায়ী বসির নিমিত্ত একটি গুহ্র মেঘশাবক, সূর্য্যদেবের নিমিত্ত একটি কৃষ্ণবর্ণ মেঘশাবক, এবং দেবকুলপতির নিমিত্ত আর একটি মেঘশাবক; এই তিনটি মেঘশাবক আহরণ করিতে চেষ্টা পাও। আর বৃক-রাজ প্রিয়ামের আহ্বানার্থে দূত প্রেরণ কর ; কেন না, তাহার পুত্রেরা অতি অহঙ্কারী, ও অবিখ্যাতী, এবং বিস্ত্র জনেরাও বলিয়া থাকেন, যে যৌবনকালে যৌবনমদে যুবজনের মনস্থিরতা অতীব দুর্বল। কিন্তু প্রাচীন ব্যক্তিসমূহ কৃত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, এই তিন কাল বিলক্ষণ বিবেচনা না করিয়া কোন কৰ্ম্মই হস্তার্পণ করেন না।

বীরবরের এইরূপ কথা শ্রবণে উভয় দল আনন্দার্পণে মগ্ন হইল ; রথী রাখাসন, সাদী অখাসন পরিত্যাগ করতঃ কৃতলে নামিয়া বসিল। এবং অল্প শব্দ সকল রাশীকৃত করিয়া একত্রে রণক্ষেত্রোপরি রাখিল।

বীরবর হেক্টর দুই জন ক্রতগামী সূচকুর কৰ্ম্মদল দূতকে দুইটি মেঘশাবক আনিতে ও মহারাজের আহ্বানার্থে নগরান্তিমুখে প্রেরণ করিলেন। রাজচক্রবর্তী আগেমেমনন্ স্বদলস্থ এক জন দূতকে তৃতীয় মেঘশাবক আনিবার জন্ত স্বশিবিরে পাঠাইলেন।

দেবকুলালয় হইতে দেবকুলদূতী ঈরীবা সৌদামিনীগতিতে ঈন্ন নগরে আবিভূতা হইলেন, এবং রাজা প্রিয়ামের হৃহিত-কুলোত্তমা লঙ্কিকার রূপ ধারণ করিয়া দেবী হেলেনী সূন্দরীর সূন্দর মন্দিরে প্রবেশিয়া দেখিলেন, যে রূপসী সখীদলের মধ্যে শিল্প-কৰ্ম্মে নিযুক্তা আছেন। ছন্দবেশিনী পদ্মলোচনাকে ললিত বচনে কহিলেন, সখি হেলেনি। চল, আমরা দুজনে নগর-ভোরণ-চূড়ার আরোহণ করিয়া রণক্ষেত্রের অভূত ঘটনা অবলোকন করি। এক্ষণে উভয় দল রণক্ষেত্রে রণতরঙ্গ বহাইতে কান্ত পাইয়াছে ; রণনিদাদ শাস্ত হইয়াছে ; কেবল স্বন্দপ্রিয় মানিল্যাস এবং দেবাকৃতি সূন্দর বীর স্বন্দর, এই দুই বীর পরস্পর হ্রস্ব কুস্তযুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে। তুমি, সখি, বিজয়ী পুরুষের পুরস্কার।

দেবীর এইরূপ কথা শুনিয়া কৃশোদরী হেলেনীর পূৰ্ব্বকথা স্মৃতিপথে আনুত হইল। এবং তিনি পরিত্যক্ত পতি, পরিত্যক্ত দেশ, এবং পরিত্যক্ত জনক জননীকে স্মরণ করিয়া অক্ষয়লে অন্ধপ্রায় হইয়া উঠিলেন। কিঞ্চিৎ পরে শোক সহরণপূৰ্ব্বক এক গুহ্র ও সূক্ষ্ম অবগুষ্ঠিকা দ্বারা শিরোদেশ

আজ্ঞাপন করিয়া মনদিনী সন্ধিকার অঙ্গপারিনী হইলেন। স্নেহে অতী ও বরাননা ক্রিমেনী এই দুই জন পরিচারিকামাত্র পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। উভয়ে স্বিন্নান নামক নগর-ভোরণ-চূড়ার চড়িলেন। সে স্থলে বৃদ্ধ-রাজ প্রিয়াম্ বরসের আধিক্যপ্রযুক্ত রণকার্যাক্রম বৃদ্ধ মন্ত্রীদলের সহিত আসীন ছিলেন।

সচিববৃন্দ দূর হইতে হেলেনী সুন্দরীকে নিরীক্ষণ করিয়া পরম্পর কহিতে লাগিলেন; এতাদৃশী রূপসী রমণীর জন্ত যে বীর পুরুষেরা তীষণ রণে উন্মত্ত হইবে, এবং শোণিত-স্রোতে দেবী বসুমতীকে প্লাবিত করিবে, এ বড় বিচিত্র নহে। আহা! নরকূলে একরূপ বিশ্ববিমোহন রূপ, বোধ হয়, আর কুজাপি দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। তথাপি পরমপিতা পরমেশ্বরের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে, এ বিশ্বরমা বামা যেন এ নগর হইতে অতি দ্বরায় অস্ত্র চলিয়া যায়। মন্ত্রীদল অতি মুহূর্ত্তে বারম্বার এই কথা কহিতে লাগিলেন।

রাজা প্রিয়াম্ হেলেনী সুন্দরীকে সন্দোধিয়া সন্দেহ বচনে এই কথা কহিলেন, বৎসে! তুমি আমার নিকটে আইস। আর এই যে রণস্বরূপ বিপজ্জালে এ রাজবংশ পরিবেষ্টিত হইয়াছে, তুমি আপনাকে ইহার মূলকারণ বলিয়া ভাবিও না। এ হর্ষটনা আমারই ভাগ্যদোষে ঘটয়াছে। ইহাতে তোমার অপরাধ কি? তুমি নির্ভয় চিন্তে আমার নিকট আসিয়া গ্রীকদলস্থ প্রধান প্রধান নেতৃ-দলের পরিচয় প্রদানে আমাকে পরিচুষ্ট কর।

এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাণী হেলেনী রণক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ রাজকুলপতি বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্বের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে বীরপুরুষদলের পরিচয় দিতেছেন, এমনত সময়ে বীরবর হেক্টর-প্রেরিত দূতেরা তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, হে নরকুলপতি, হে বাহুবলেন্দ্র, আপনাকে একবার রণস্থলে শুভাগমন করিতে হইবেক। কেন না, উভয় দল এই স্থির করিয়াছে যে, তাহারা পরম্পর রণে প্রযুক্ত হইবে না। কেবল মহেষ্वास মানিল্যুস ও আপনার দেবাকৃতি পুত্র সুন্দর বীর স্বন্দর এই দুই জনে বন্দ রণ হইবে। আর এ রণীষয়ের মধ্যে যে রণী বাহুবলে বিজয়ী হইবেন, সেই রণী এ হেলেনী সুন্দরীকে লাভ করিবেন। এক্ষণে তাহাদের এই বাহা, যে আপনি এ সন্ধিকার প্রস্তুতাবে সন্মতি প্রদান

করেন। আর শপথপূর্বক এই বলেন, যে আপনি আপনার এ অঙ্গীকার রক্ষা করিবেন।

বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্ প্রিয়তম পুত্র-প্রেরিত দূতের এই কথা শুনিয়া চকিত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং রাজপথ সুসজ্জিত করিয়া বৃদ্ধকেন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করতঃ অতি স্বরায় তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজচক্রবর্তী আগেমেম্নন্ প্রথমে রাজা প্রিয়ামের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও সজ্জম প্রদর্শন করিয়া পরে যথাবিধি দেবপূজার আয়োজন করিলেন। এবং হস্ত তুলিয়া উচ্চৈঃশ্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দেবকুলেশ্বর! হে অসীমশক্তিশালী বিশ্বপিতঃ! হে সর্বদর্শী গ্রহেশ্বর রবি! হে নদকুল! হে মাতঃ বসুন্ধরে! হে পাতালকৃত-বসতি নরক-শাসক দেবদল! যাহারা পাপাশ্রাদিগকে যথাযোগ্য দণ্ড দিয়া থাকেন। হে দেবকুল! তোমরা সকলে সাক্ষী হও, আর আমার এই প্রার্থনা শুন, যে এ দ্বন্দ্ব রণ সম্পর্কে যাহারা কুটাচরণ করিবে, তোমরা পরকালে তাহাদিগকে প্রতারণা-রূপ পাপের যথোচিত দণ্ড দিবে।

রাজা এই কহিয়া অসিকোষ হইতে অসি নিক্ষেপ করিয়া পূজা সমাপনান্তে মেঘশাবক সকলকে যথাবিধি বলি প্রদান করিলেন। এইরূপে পূজা সমাপ্ত হইল। পরে বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্ রাজচক্রবর্তী আগেমেম্নন্কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রথীকুলশ্রেষ্ঠ! আপনি এ রণস্থলে আর বিলম্ব করিতে আমাকে অল্পরোধ করিবেন না। রণরঙ্গে বৃদ্ধ ও দুর্বল জনের কোনই মনোরজ্জ জন্মে না। এই কহিয়া রাজা স্বখানে আরোহণপূর্বক নগরাভিমুখে গমন করিলেন।

মহাবীর ভাস্কর-কিরীটা হেক্টর ও সুবিজ্ঞ অদিন্যাস্ এই দুই জন উভয় জনের রণ করণার্থে রজতুমিষ্মরূপ এক স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। মহাবাহু সুন্দর বীর সুন্দর এ কালাহবের নিমিত্ত সুসজ্জ হইলেন। তিনি প্রথমতঃ সুচারু উরুদ্রাণ রজত কুড়ুপে বন্ধন করিলেন, উরোদেশে হর্ষেস্ত উরুদ্রাণ ধরিলেন, কঙ্কদেশে ভীষণ রজতময়-মুষ্টি অসি স্থলিল। পৃষ্ঠদেশে প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড কলক শোভা পাইল। মস্তক প্রদেশে সুগঠিত কিরীটোপরি অশ্বকেশনির্মিত চূড়া উন্নতরূপে লড়িতে লাগিল। দক্ষিণ হস্তে নিশিত কুস্ত্র ধৃত হইল। রণপ্রিয় বীর-প্রবীর মানিল্যাসও ঐরূপে সুসজ্জ হইলেন। কে যে প্রথমে কুস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, এই বিষয়ে

গুটিকাপাতে প্রথম গুটিকা সুন্দর বীর স্বন্দরের নামে উঠিল। পরে বীরসিংহস্বর পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন। ভাবী কল প্রত্যাশায় উভয় দলের রসনাসমূহ নিরুদ্ধ হইল বটে; কিন্তু ভয়ানক নয়ন সকল উন্মীলিত হইয়া রহিল।

দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্বন্দর রিপুদেহ লক্ষ্য করিয়া হৃৎকার শব্দে ক্রুদ্ধ নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র উৎসর্গিতে চতুর্দিক আলোকময় করিয়া বায়ুপাথে চলিল; কিন্তু মানিল্যুসের ফলকপ্রতিঘাতে ব্যর্থ হইয়া কুতলে পড়িল। ফলকের দৃঢ়তায় ও কঠিনতায় অস্ত্রের অগ্রভাগ কুণ্ঠিত হইয়া গেল। পরে স্বন্দরপ্রিয় বীরকুলেশ্বর মানিল্যুস স্বকৃষ্ণ দৃঢ়রূপে ধারণ করতঃ মনে মনে এই ভাবিয়া দেবকুলপতির সন্নিধানে প্রার্থনা করিলেন যে, হে বিশ্বপতি! আপনি আমাকে এই প্রসাদ দান করুন যে, আমি যেন এই অধর্মাচারী রিপুকে রণস্থলে সংহার করিতে পারি; তাহা হইলে, হে ধর্মমূল, ভবিষ্যতে আর কখন কোন অধর্মাচারী অতিথি কোন ধর্মপ্রিয় আতিথের জনের অহুপকার করিতে সাহস করিবে না। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া বীরকেশরী দীর্ঘচ্ছায় স্বকৃষ্ণ নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র মহাবেগে প্রিয়াম্পুত্রের দীপ্তিশালী ফলকোপরি পড়িয়া স্ববলে সে ফলক ও তৎপরে বীরবরের উরুদ্বাণ ভেদ করিলে তিনি আশ্চর্য্যার্থে সহসা এক পার্শ্বে অপস্থত হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে মহেষ্वास মানিল্যুস সরোবে রিপুশিরে প্রচণ্ড খণ্ডাঘাত করিলেন। সুন্দর বীর স্বন্দর ভীমপ্রহারে ভূমিতলে পতিত হইলেন। কিন্তু রণমুকুটের কঠিনতায় খণ্ডা শত খণ্ড হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল। বীরশ্রেষ্ঠ পতিত রিপু র কিরীটচূড়া ধরিয়া মহাবলে এমত আকর্ষণ করিলেন, যে চিবুক-নিম্নে স্থানিষ্ঠিত কিরীটবন্ধন-চর্ম্ম গলদেশ নিস্পীড়ন করিতে লাগিল।

এইরূপে জিষ্ণু মানিল্যুস ভূপতিত রিপুকে আকর্ষণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া দেবী অপ্ৰোদীতী স্বর্গোরববর্ধক জনের কাতরতায় অতীব কাতরা হইয়া সেই বন্ধন মোচন করিলেন। স্তত্রাং মানিল্যুসের হস্তে কেবল শিরদ্বাণ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। বীরবর অতি ক্রোধভরে কিরীটটী দূরে নিক্ষেপ করিয়া কুস্তাঘাতে রিপুকে সমালয়ে প্রেরণার্থে ধাবমান হইলেন। দেবী অপ্ৰোদীতী প্রিয়পাত্রের এ বিষম বিপদ্ উপস্থিত দেখিবারাত্র তাহাকে এক ঘন মায়াঘনে পরিবেষ্টিত করতঃ বাহুদ্বয়ে ধারণপূর্বক

শূভমার্গে উঠিয়া সৌদামিনীগতিতে নগরমধ্যে স্ববর্ণ-নির্মিত হর্ষ্যে কুসুম-পরিমল-পূর্ণ শয়নাগারে শয্যোপরি প্রিয় বীরকে শয়ন করাইলেন।

এ দিকে ভুবনমোহিনী রাণী হেলেনী ভোরণচূড়ার দাঁড়াইয়া রণক্ষেত্রের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন, এমত সময়ে দেবী অপ্রোদীতী স্নেহের শাস্ত্রীর রূপ ধারণ করতঃ আপন হস্ত দ্বারা তাঁহার হস্ত স্পর্শিয়া কহিলেন, বৎসে! তোমার মনোমোহন সুন্দর বীর স্বন্দর তোমার বিরহে অধীর হইয়া তোমার কুসুমময় বাসর-ঘরে বরবেশে তোমার অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে তোমার এরূপ বোধ হইবে না, যে তিনি রণস্থল হইতে প্রত্যাবৃত্ত। বরঞ্চ তুমি ভাবিবে, যে তিনি যেন বিলাসীবেশে নৃত্যশালায় গমনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছেন।

হেলেনী সুন্দরী দেবীর এই কথা শুনিয়া চকিতভাবে কথিকার দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণ করিয়া তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্যের বৈলক্ষণ্যে বৃষ্টিতে পারিলেন, যে তিনি কে। পরে সসজ্জমে কহিলেন, দেবি, আপনি কি পুনরায় এ হতভাগিনীকে মায়ার মুক্ত করিয়া নব যজ্ঞা দিতে মন্ত্রণা করিয়াছেন। আনন্দময়ী অপ্রোদীতী ইন্দীবরাক্ষীর এইরূপ বাক্যে অদৃষ্টভাবে তাহাকে স্বন্দরের সুন্দর মন্দিরে উপনীত করিলেন। বীরবর কুসুমময় কোমল শয্যায় বিজ্রাম লাভ করিতেছেন, এমত সময়ে রাজ্ঞী হেলেনী তৎসন্নিধানে দেবদত্ত আসনে আসীন হইয়া মুখ ফিরাইয়া এই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন, হে বীরকুলকলঙ্ক! তুমি কেন যুদ্ধস্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছ? আমার রণপ্রিয় পূর্বপতি মহেঘাস মানিল্যুসের হস্তে তোমার মৃত্যু হইলে ভাল হইত। যখন প্রথমে আমাদের এই কুলক্ষণা শ্রীতির সঞ্চার হয়, তখন তুমি যে সব আশ্বস্তাধা করিতে, এখন তোমার সে সব আশ্বস্তাধা কোথায় গেল? এখন তুমি কি সে সব অহঙ্কারগর্ভ অজ্ঞীকার এইরূপে স্তম্ভিত করিতেছ? মহেঘাস মানিল্যুসের সহিত তোমার উপমা উপমের ভাব কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

সুন্দর বীর স্বন্দর প্রাণপ্রিয়াকে এইরূপ রোষপরবশ দেখিয়া সুমধুর ও প্রবোধবচনে কহিলেন, হে বিশ্ববিনোদিনী! তোমার সুধাকরস্বরূপ বদন হইতে কি এরূপ বিবরূপ গ্লানির উৎপত্তি হওয়া উচিত? হৃষ্ট মানিল্যুস এ শাস্ত্রীয় বাঁচিল বটে; কিন্তু শাস্ত্রান্তরে কোন না কোন কালে আমার হস্তে যে তাহার মৃত্যু হইবে, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই।

এই কহিয়া বীরবর সোহাগে ও সাদরে কৃশোদরীর কোমল করকমল নিজ করকমল দ্বারা গ্রহণ করিলেন ।

সমরান্তে হুরন্ত মানিল্যুস বিনষ্টাশন কুংকামকণ্ঠ বন-পশুর জায় রণস্থলে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতঃ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে বীরব্রজ ! তোমরা কি জান, যে চুপ্তমতি কাপুরুষ স্কন্দর কোন্ স্থানে লুপ্তাশিত আছে ? কিন্তু কেহই সেই রণস্থল-পরিভ্রাণীর কোন বার্তাই দিতে পারিল না । পরে রাজচক্রবর্তী আগেমেম্‌নন্ অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃশ্বরে কহিলেন, হে বীরদল ! তোমরা ত সকলেই স্বচক্ষে দেখিতেছ, যে স্কন্দপ্রিয় মানিল্যুস সমরবিজয়ী হইয়াছেন । অতএব এখন শপথামুসারে যুগাকী হেলেনী স্কন্দরীকে ফিরিয়া দেওয়া বিপক্ষ পক্ষের সর্বতোভাবে কর্তব্য কি না ? সৈন্যাদ্যক্ষের এই কথা শ্রবণমাত্র গ্রীকৃষোধদল অভিমাত্র উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল । মর্ষ্যে এইরূপ হইতে লাগিল ।

অমরাবতীতে দেব-দেবী-দল বেবেলের সুবর্ণ-অট্টালিকায় রত্নমণ্ডিত সভায় স্বর্ণাসনে বসিলেন । অনন্তর্যোবনা দেবী হীরী স্বর্ণপাত্রে করিয়া সকলকেই সুপেয় অমৃত যোগাইতে লাগিলেন । আনন্দময়ী সুধা পান করতঃ সকলেই ট্রয় নগরের দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে দেবকুলেশ্রাণী বিশালাক্ষী হীরীকে বিরক্ত করিবার মানসে দেবকুলেশ্র এই গ্নানিজনক উক্তি করিলেন, কি আশ্চর্য্য ! এই অমরাবতী-নিবাসিনী চুই জন দেবী যে বীরবর মানিল্যুসের সহকারিতা করিতেছেন, ইহা সর্বত্র বিদিত । কিন্তু আমি দেখিতেছি, যে দূর হইতে রণকৌতুহল দর্শন ভিন্ন তাঁহারা আর অণু কিছুই করিতেছেন না । কিন্তু দেখ, স্কন্দর বীর স্কন্দরের হিতৈষিণী পরিহাসপ্রিয়া দেবী অপ্রোদীতী আপনার আশ্রিত জনের হিতার্থে কি না করিতেছেন । হে দেব-দেবী-বৃন্দ ! তোমরা কি দেখিলে না যে, দেবী বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাহাকে রণক্ষেত্রে আসন্ন যুক্ত্য হইতে রক্ষা করিলেন ।

স্কন্দপ্রিয় রথীশ্বর মানিল্যুস যে রণে জয়লাভ করিয়াছেন, তাহার আর অণুমাত্রও সংশয় নাই । অতএব আইস, সপ্রতি আমরা এই বিষয় বিশেষ অল্পধাবন করিয়া দেখি, যে হেলেনী স্কন্দরীকে দিয়া এ রণাশি নির্বাণ করা উচিত, কি এ সন্ধি ভঙ্গ করাইয়া, সে রণাশি বাহাতে দ্বিগুণ প্রাঞ্জলিত হইয়া ট্রয় নগর অকস্মাৎ ভস্মসাৎ করে তাহাই করা কর্তব্য ।

উগ্রচণ্ডা দেবকুলেশ্রাণী হীরী এইরূপ প্রস্তাবে রোষদঙ্কপ্রায় হইয়া কহিলেন, হে দেবেশ্র ! তুমি এ কি কহিতেছ ? যে জঘন্ত নগর বিনষ্ট করিতে আমি এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি, তুমি কি তাহা রক্ষা করিতে চাহ ? মেঘশাস্তা দেবেশ্রও দেবেশ্রাণীর বাক্যে ক্রোধাধিত হইয়া উত্তর করিলেন, রে জিঘাংসাপ্রিয়ে, রাজা শ্রিয়াম্ ও তাহার পুত্রগণ তোমার নিকটে এত কি অপরাধ করিয়াছে, যে তুই তাহাদের নিধনসাধনে এত ব্যগ্র হইয়াছিস ? রে ছুটে, বোধ করি, রাজা শ্রিয়াম্, ও তাহার সম্ভ্রান সম্ভ্রতির রক্ত মাংস পাইলে তুই পরম পরিতুষ্টা হস্ । তুই কি জানিস্ না, যে ঐ ট্রয় নগর আমার রক্ষিত ? সে যাহা হউক, এ ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া তোমার সহিত আমার আর বিবাদ বিসম্বাদে প্রয়োজন নাই । তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর । কিন্তু যেন এই কথাটা তোমার মনে থাকে যে, যদি তোমার রক্ষিত কোন নগর আমি কোন না কোন কালে বিনষ্ট করিতে চাই, তখন তোমার তৎসম্পর্কীয় কোন আপত্তিই কখন ফলবতী হইবে না । গৌরাজী দেবমহিবী দেবেশ্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া অতি স্তম্ভুর স্বরে কহিলেন, দেবরাজ ! আমার অধীনস্থ যে কোন নগর যখন তুমি নষ্ট করিতে ইচ্ছা কর, করিও, আমি তদ্বিবয়ে কোন বাধা দিব না । কিন্তু তুমি এখন এইটা কর, যে যেন ট্রয় নগরের লোকেরা এই সন্ধি ভঙ্গ বিষয়ে প্রথমে হস্ত নিক্ষেপ করে ।

দেবপতি দেবকুলেশ্রীর অমুরোধে সুনীলকমলাক্ষী আধেনীকে হস্তবদনে কহিলেন, বৎসে ! তুমি রণস্থলে গিয়া দেবেশ্রাণীর মনস্কামনা সুসিদ্ধ কর । যেমন অগ্নিময়ী উকা বিফুলিজ উদ্‌গিরণ করতঃ পবনপথ হইতে অধোমুখে গমন করে, এবং সাগরগামী জনগণ ও রণোন্মত্ত সৈন্য-সমূহকে অমঙ্গল ঘটনারূপ বিভীষিকা প্রদর্শনপূর্বক ভূতলে পতিত হয়, দেবী সেইরূপ অভিবেগে ও ভয়জনক আগ্নেয় ভেঙ্গে রণস্থলে সহস্রা অবতীর্ণা হইলেন । উত্তর দল সভয়ে কাঁপিয়া উঠিল । কোলাহলপূর্ণ স্থলে সহস্রা যেন শাস্তিদেবীর আবির্ভাব হইল । রণরসনা সহস্রা স্বধর্ম ভুলিয়া গেল । দেবী রাজা শ্রিয়ামের পরম রূপবান্ পুত্র লক্ষকুশের রূপ ধারণ করিয়া ট্রয়দলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । এবং পঙ্ক নামক এক জন বীরবরের অধেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন, যে বীরেশ্বর কলকশালী কুম্ভহস্ত যোধদলে পরিবেষ্টিত হইয়া এক প্রান্তভাবে দাঁড়াইয়া



আছেন। ছদ্মবেশিনী দেবী कहিলেন, হে বীরর্ষভ পণ্ডর্শ, তোমার যদি অক্ষয় যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে তুমি স্বতুণ হইতে তীক্ষ্ণতম শর বাছিয়া লইয়া স্কন্দপ্রিয় মানিল্যাসকে বিদ্ধ কর।

ছদ্মবেশিনী এই কথা कहিয়া মায়াবলে পণ্ডর্শ বীরর্ষভের মনে এইরূপ ইচ্ছাবীজও রোপিত করিয়া দিলেন। পণ্ডর্শ প্রচণ্ড শরাসনে গুণযোজনপূর্বেক মানিল্যাসকে লক্ষ্য করিয়া এক মহাতেজস্কর শর পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু ছদ্মবেশিনী অদৃশ্যভাবে মানিল্যাসের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া, যেমন জননী করপদ্ম সঞ্চালন দ্বারা-সুপ্ত সুত হইতে মশক, কিম্বা অণু কোন বিরক্তিজনক মক্ষিকা নিবারণ করেন, সেইরূপ সেই গুরুস্বান্ বাণ দূরীকৃত করিলেন বটে; কিন্তু শরীরের নিম্নভাগে কিঞ্চিন্মাত্র আঘাত করিতে দিলেন। শোণিত-স্রোতঃ বহিল। রুধিরধারা বীরবরের গুত্র কায়ে সিন্দূর-মার্জিত দ্বিরদরদের স্রায় শোভা ধারণ করিল। এ অধর্ম্ম কর্ম্মে রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেমননের রোষাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষতবিক্ষত ভ্রাতাকে সুশিক্ষিত ও সুবিচক্ষণ রাজবৈদ্যের হস্তে শ্রুস্ত করিয়া পরে বীরদলকে মহাহবে প্রবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন। রাজযোধদল আশ্বে ব্যস্তে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পুরোভাগে অশ্ব ও রথারোহী জনসমূহ, পশ্চাতে পদাতিকবৃন্দ এই ত্রি-অঙ্গ সৈন্যদল সমভিব্যাহারে রাজসৈন্যাদ্যক্ষ মহোদয় রণত্রেতে ত্রভী হইলেন।

যেমন সাগরমূখে প্রবল বাত্যা বহিতে আরম্ভ করিলে কেনচূড় তরঙ্গনিকর পর্য্যায়ক্রমে গভীর নিনাদে সাগরতীর আক্রমণ করে, সেইরূপ ঐক্যোধবল লুহঙ্কার শব্দ করিয়া রণক্ষেত্রে রিপুদলকে আক্রমণ করিল। তুমুল রণ আরম্ভ হইল। ত্রাস, পলায়ন, কলহ, বধিরকর নিনাদ, দৃষ্টিরোধক ধূলারান্ধি, এই সকল একত্রীভূত হইয়া ভয়ানক হইয়া উঠিল। এক দিকে দেবকুলসেনানী স্কন্দ, অপর দিকে সুনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী বীর্য্যশালী বীরদলের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

রবিদেব নগরের উচ্চতম গৃহচূড়ায় দাঁড়াইয়া উৎসাহ প্রদানহেতু উঠে:স্বরে कहিতে লাগিলেন, হে অশ্বদমী ট্রয়নগরস্থ বীরগ্রাম! তোমরা স্বসাহসে নির্ভর করিয়া যুদ্ধ কর। ঐক্যোধগণের দেহ কিছু পাষণনির্ম্মিত নহে। আর ও দলের চূড়ামণি বীরকুলেশ্র আকেলিসও এ রণস্থলে

উপস্থিত নাই। সে সিক্তভাবে শিবির মধ্যে অতিমানে স্থিরভাবে আছে।  
তোমরা নিঃশব্দচিত্তে রণক্রিয়া সমাধা কর।

ত্রয়নগরস্থ বীরদল এইরূপে দেবোৎসাহে উৎসাহাধিত হইয়া বৈরিবর্গের  
সম্মুখীন হইলে ভীষণ রণ বাজিয়া উঠিল। কলকে কলকাঘাত, করবালে  
করবালাঘাত, হস্তা ও মুসুর্ জনের ছহকার ও আর্জনাদ, এই প্রকার ও  
অস্ত্রান্ত প্রকার নিনাদে রণভূমি পরিপূর্ণিত হইয়া উঠিল। যেমন বর্ষাকালে  
বহু উৎসর্গ হইতে বহু জলপ্রবাহ একত্রে মিলিত হইয়া গভীর গিরিগঙ্ধরে  
প্রবেশপূর্বক মহারবে দেশ পরিপূরণ করে, সেইরূপ ভৈরব রবে চতুর্দিক  
পরিপূর্ণ হইল। ভগবতী বনুমতী রক্তে প্রাবিত হইয়া উঠিলেন।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ত্রীকৈশিকদলের মধ্যে জোমিদ নামে এক মহাবীরপুরুষ ছিলেন।  
সুনীলকমলাক্ষী দেবী আশেনী সহসা তাঁহার স্তন্যে রণগৌরবের লাভেচ্ছা  
উৎপাদিত করিয়া দিলে বীরকেশরী ছহকার ধ্বনি করতঃ রিপুদলাভিসুখে  
ধাবমান হইলেন। যেমন গ্রীষ্মকালে লুক্ক নামক নক্ষত্র সাগরপ্রবাহে  
দেহ অবগাহন করিয়া আকাশমার্গে উদ্ভিত হইলে, তাহার ধক্ধক্  
কিরণজালে চতুর্দিক প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ জোমিদের শিরঃ, কলক, ও  
বর্ষসমুত্ত বিভাৱাশি অনিবার বহির্গত হইতে লাগিল।

এ দুর্ধর্ষ ধনুর্ধরকে যোধদলের কালস্বরূপ দেখিয়া দেব বিশ্বকর্মার  
দারেস নামক এক জন নিতান্ত ভক্তজনের দুই জন রণপ্রিয় পুত্র রথে  
আরোহণপূর্বক সিংহনাদে বাহির হইল। জ্যেষ্ঠ বীর রণদুর্মদ জোমিদকে  
লক্ষ্য করিয়া স্বদীর্ঘাকার শূল নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু অস্ত্র ব্যর্থ হইল।  
বীরব্রত জোমিদ আপন শূল দ্বারা বিপক্ষের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলে, বীরবর  
সে মহাঘাতে সহসা রথ হইতে ছুতলে পতিত হইয়া কালনিকেতনে  
আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এতাদৃশী দুর্ঘটনার  
নিতান্ত ভীত ও হতবুদ্ধি হইয়া সেই সূচারনির্মিত যান পরিত্যাগ পুরঃসর  
ছুতলে লক্ষ্য প্রদান করিয়া অতিক্রমে পলায়ন-পরায়ণ হইতেছেন, ইহা  
দেখিয়া জোমিদ তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ভীষণ নিনাদ করতঃ ধাবমান  
হইলেন।

দেব বিশ্বকর্মা ভক্তপুত্রের এই ছরবস্থা দ্রৌকরণার্থে তাহাকে এক মায়ামেঘে আবৃত করিলেন, সুতরাং সে আর কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িল না। ইত্যবসরে দেবী আথেনী, দেবকুলসেনানী আরেসকে ট্রয়সৈন্যদলের উৎসাহ বর্ধনার্থে ব্যগ্রতর দেখিয়া দেববোধবরকে সম্বোধিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, আরেস্ আরেস্, হে জনকুলনিধন! হে রক্তাক্তভাবিলাসি! হে নগর-প্রাচীর-প্রভঞ্জনক! এ রণক্ষেত্রে ভাই, আমাদের কি প্রয়োজন? চল, আমরা হুজনে এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। বিশ্বপতি দেবকুলেশ্বর, যে দলকে তাঁহার ইচ্ছা হয়, জয়ী করুন। এই কহিয়া দেবী দেববোধবরের হস্ত ধারণপূর্বক রণক্ষেত্র-নিকটস্থ কামন্দর নামক নদবয়ের দুর্বাদলস্তায় তটে বিক্রাম-লাভ-বাসনায় বসিলেন। রণস্থলে রণতরঙ্গ তৈরব রবে বহিতে লাগিল। রাজচক্রবর্তী আগেমেম্নন্ প্রভৃতি মহাবিক্রমশালী বীরপুরুষেরা বহুসংখ্যক রিপুকে পরাস্ত করিয়া অকালে বমালয়ে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রণহর্ষদ স্তোমিদ্ পরাক্রম ও বাহুবলে সর্ব্বোপরি বিরাজমান হইলেন।

যেমন কোন নদ পর্ব্বতজাত শ্রোতসমূহের সহকারে পুষ্টি-কার হইয়া প্রবল বলে দৃঢ়নিশ্চিত সেতুনিকর অধঃপাত করতঃ বহুবিধ কুসুম ও শস্তময় ক্ষেত্রের আবরণ শুদ্ধন করে, এবং সম্মুখ-পতিত বস্তু সকল স্থানান্তরিত করতঃ হুর্বার গতিতে সাগরমুখে বহিতে থাকে, সেইরূপ রণহর্ষদ স্তোমিদ্ মহাপরাক্রমশালী জনগণকে সমরশায়ী করিয়া বিপক্ষপক্ষের ব্যাধে আবার বলে প্রবেশ করিলেন। প্রচণ্ড ধ্বা পগুর্শ রণহর্ষদ স্তোমিদ্কে রণমদে প্রমত্ত দেখিয়া, এ হৃদাস্ত শূলীকে দাস্ত করিতে নিতান্ত উৎসুক হইলেন। এবং ভীষণ শরাসনে গুণ যোজনা করিয়া এক তীক্ষ্ণতর শর তদুদ্দেশে নিক্ষেপিলেন। ভীষণ অশনি-সদৃশ বাণ রণহর্ষদ স্তোমিদের কবচচ্ছেদন করতঃ দক্ষিণ কক্ষে প্রবিষ্ট হইলে, সহসা শোণিত নিঃসরণে জ্যোতির্হয় বর্ষ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। পগুর্শ সহর্ষে চীৎকার করিয়া কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! তোমরা উল্লসিত চিত্তে অগ্রসর হও; কেন না, আমি বোধ করি, গ্রীকৃদলের বলিচ্ছের্ত্ত যে শূর, সে আমার শরে অস্ত্র হতপ্রায় হইয়াছে। কিন্তু বীরর্ষভ পগুর্শের এ প্রগল্ভ-গর্ত্ত বাক্য পণ্ড হইল। দেবী আথেনীর কৃপায় রণহর্ষদ স্তোমিদ্ সে যাত্রায় নিস্তার পাইয়া পুনঃ যুদ্ধারম্ভ করিলেন। যেমন ক্ষুধাতুর সিংহ মেঘপালকের অত্রাঘাতে নিরস্ত না হইয়া ভীমনাদে লক্ষ্য দিয়া মেঘাঙ্গনে প্রবেশ করে, এবং সে স্থলস্থ, ভয়ে জড়ীভূত, অগণ্য

মেঘসমূহের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই বধ করে, সেইরূপ রণতুর্গদ জ্যোমিদ বৈরিদলকে নাশিতে লাগিলেন।

ঐয়নগরস্থ বীরকুলচূড়ামণি এনেশ সৈন্তমণ্ডলীকে লগুভগু দেখিয়া বীরেশ্বর পগুর্শকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে বীরকুলভিলক! তুমি আসিয়া অতি স্বরায় আমার এই রথে আরোহণ কর। চল, আমরা উভয়ে এই রণতুর্গদ জ্যোমিদকে রণে মর্দন করিয়া চিরযশস্বী হই। পরে বীরেশ্বর এক রথোপরি আরুঢ় হইলে, বীরেশ এনেশ অশ্বরশ্মি ধারণ করতঃ সারথ্যকার্য সমাধা করিতে লাগিলেন। বিচিত্র রথ অতিবেগে চলিল। রণতুর্গদ জ্যোমিদের স্থিনিল্যাস নামক এক প্রিয় সখা কহিলেন, সখে জ্যোমিদ! সাবধান হও। ঐ দেখ, হুই জন দৃঢ়কায়ী বীরবর এক যানে আরুঢ় হইয়া তোমার নিধন-সাধনার্থে আসিতেছেন। এক জনের নাম বীরকুলপতি পগুর্শ। অপর জন সুধম্ম বীর আঙ্কিশের ঔরসে হান্তপ্রিয়া দেবী অপ্ৰোদীতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া এনেশাখ্যায় বিখ্যাত হইয়াছেন। অতএব, হে সখে, তোমার এখন কি কর্তব্য, তাহা স্থির কর।

সখাবরের এই কথা শুনিয়া রণতুর্গদ জ্যোমিদ উত্তরিলেন, সখে, অস্ত্র আর কি কর্তব্য! বাহুবলে এ বীরদ্বয়কে শমনভবনের অতিথি করাই কর্তব্য।

বিচিত্র রথ নিকটবর্তী হইলে, পগুর্শ সিংহনাদে রণতুর্গদ জ্যোমিদকে কহিলেন, হে সাহসাকর রণপ্রিয় জ্যোমিদ! আমার বিহ্যৎপতি শর তোমাকে সমালয়ে প্রেরণ করিতে অক্ষম হইয়াছে বটে; কিন্তু দেখি, এক্ষণে আমার এ শূল তোমার কোন কুলক্ষণ ঘটাইতে পারে কি না? এই কহিয়া বীরসিংহ দীর্ঘ কুস্ত আফালন করতঃ তাহা নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র তুর্গদ জ্যোমিদের কলক ভেদ করিয়া কবচ পর্যাস্ত প্রবেশ করিল। ইহা দেখিয়া পগুর্শ কহিলেন, হে জ্যোমিদ! নিশ্চয় জানিও, যে এইবার তোমার আসন্ন কাল উপস্থিত। কেন না, আমার শূলে তোমার কলেবর ভিন্ন হইয়াছে। রণতুর্গদ জ্যোমিদ কহিলেন, হে সুধম্মি, এ তোমার ভ্রান্তিমাত্র। তোমার লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়াছে। এখন যদি তোমার কোন ক্ষমতা থাকে, তবে তুমি আমার এ শূলাখাত হইতে আশ্রয়-রক্ষা করিবার চেষ্টা পাও। এই কহিয়া বীরবর সুদীর্ঘ শূল পরিত্যাগ করিলেন।

দেবী আধেনীর মায়াবলে ভীষণ অস্ত্র প্রচণ্ড কোদণ্ডারী পগুর্শের

চক্ষুর নিম্নভাগ ভেদ করিয়া চক্ষুর নিমিষে বীরবরের প্রাণ হরণ করিল। বীরবর রথ হইতে ভূতলে পড়িলেন। বহুবিধ রঞ্জে রঞ্জিত তাহার জ্যোতির্ময় বর্ম ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। বীর সখা পশুর্শের এই ছরবস্থা সন্দর্শন করিয়া নরেশ্বর এনেশ তাহার মৃতদেহ রক্ষার্থে কলক ও শূল গ্রহণপূর্বক ভূতলে লক্ষ্য দিয়া পড়িলেন। রণতুর্মদ ত্যোমিদ্ এক প্রশস্ত প্রস্তরখণ্ড, যাহা অধুনা তন দুই জন বলীয়ান পুরুষেও স্থানান্তর করিতে পারে না, অতি সহজে উঠাইয়া এনেশকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। এনেশ বিষমাঘাতে ভগ্নোরু হইয়া রণক্ষেত্রে পড়িলেন। এনেশের শেষাবস্থা উপস্থিত হইবার উপক্রম হইতেছে, এমন সময়ে দেবী অপ্সোদীতী প্রিয়পুত্রের এতাদৃশী ছরবস্থা দর্শন করিয়া হাহাকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন, এবং আপনার সুকোমল সুখেত বাহুদ্বয় দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গনপূর্বক আপনার রশ্মিশালী পরিচ্ছদে তাহার দেহ আচ্ছাদিত করিয়া ক্ষত পুত্রকে রণভূমি হইতে দূরস্থ করিলেন।

রণতুর্মদ ত্যোমিদ্ দেবী আথেনীর বরে দিব্যচক্ষুঃ পাইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি কোমলাঙ্গী দেবী অপ্সোদীতীকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। এবং তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইয়া মহারোষভরে তাহার সুকোমল হস্ত তীক্ষ্ণাশ্র শূল দ্বারা বিদ্ধন করিলেন, এবং কহিলেন, হে দেবপতিহৃিতে! তুমি এ রণস্থলে কি নিমিত্ত আসিয়াছিলে? রণরঙ্গ তোমার রঙ্গ নহে। অবলা সরলা বালাকুলকে কুলের বাহির করাই তোমার উপযুক্ত রঙ্গ। অতএব তোমার এ স্থানে আশা ভাল হয় নাই। তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর।

বিষমাঘাতে ব্যথিত হইয়া দেবী পুত্রবরকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলে, বিত্তাবসু রবিদেব বীরেশ এনেশকে অসহায় দেখিয়া তাহার প্রাণ রক্ষার্থে তাহাকে এমত এক ঘন ঘন দ্বারা আবৃত করিলেন, যে কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না এবং কোন ক্রতগামী অস্বারোহী গ্রীক আসিয়াও তাহার প্রাণ বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইল না। ক্রতগামিনী দেবদুতী ঈরীশা দেবী অপ্সোদীতীর হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে সৈন্তদলের বাহিরে লইয়া গেলেন। সুর-সুন্দরীর নয়ন-রঞ্জন বর্ণ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। রণক্ষেত্রের সন্নিধানে দেবকুল-সেনানী আরেস স্বামন্দর নদ-তীরে আপন অশ্ব ও অস্ত্রজাল মায়া-অঙ্ককারে অঙ্ককারাবৃত করিয়া স্বয়ং সে সূদেশে

বসিরাহিলেন, কতারা দেবী অপ্ৰোধীতী তুতলে জাহ্নবর নিপাতিত করিয়া দেবসেনানীকে কাতর বচনে कहिलेन, हे जातः । यदि तूमि त्थोमार ए क्रिष्ठी भगिनोके त्थोमार ए क्रंतगति रथखानि दाओ, ताहा हईले से त्थंसहकारे अति वरार अमरावतीते उर्त्तोरु हईते पारे । देव, निर्छुर हर्दसु रणहर्दुद त्थोमिद् शुलाबाते आमाके विकला करिगाहे ।

देवसेनानी भगिनीर एतादृशी प्रार्थनार प्रार्थनाद हईले, देवदुती ईरीशा त्थेकणां आन्ते वान्ते कता देवी अप्प्रोदीतीके सद्दे लईरा उतये एक रथारोहणे अमरावतीते चलिलेन । तथार उपस्थित हईरा परिहासप्रिया अजननी देवी त्थोनौर पदतले कौदिगा कहिलेन, हे जननि । देखुन, रणहर्दुद त्थोमिद् आमाके कि यत्तणा ना दिगाहे । हाय, मातः ! आमि प्रियपुत्र एनेशेर रक्कार्थे कुक्कणे रणक्क्रे पदार्पण करिगाहिलाम, ताहा ना हईले आमाके ए क्लेशभोग करिते हईत ना । देवी त्थोनी छुहितार असह वेदनार उपशम करण मानसे नाना उपाय करिते लागिलेन ।

तदनन्तर देवकुलेस्त्र हेमाङ्गिनी अङ्गनाकुलाराध्याके सुहासु वदने कहिलेन, हे वंसे । एतादृश कर्म्म त्थोमार शोभा पाय ना । रणकर्म्म त्थोमार धर्म नहे । स्त्रीपुरुषके प्रेमशुभले आवह कर, एवं शुभ विबाहे दम्पतीदलके सुखसागरे मग्न कर, এই सकल क्रियाई त्थोमार प्रकृत क्रिया वटे । किन्तु क्रुर संग्राम-संक्रासु कर्म्मे त्थोमार ओ कोमल हस्तक्क्रेप कर कখনई उचित नहे । से सकल कर्म्मे सेनानी आरेस ओ रणप्रिया आधेनी निरुक्त थाकुक । अमरावतीते এইरूप कथोपकथन हईते लागिल । मर्ष्ये रणक्क्रे त्थोमिद् विभावसु रविदेवके अवहेला करिगा वीरेश एनेशुके मारिते चलिलेन । ईहा देखिगा दिनपति पुरुष वचने कहिलेन, रे मूढ ! त्थुई कि अमर मरके तुल्य जान करिसु ? रण-हर्दुद त्थोमिद् देववरके रोषपरवश देखिगा शङ्काकुलचित्ते पञ्चादगामी हईले, एहकुलेस्त्रे जानशुशु एनेशुके अनतिदुरे अमन्दिरे राधिलेन । तथार छुई जन देवी आविर्भूता हईरा वीरेशेर शुक्रवादि करिते लागिलेन । ए दिके रविदेव माराकुहके वीरेश एनेशेर रूप धारण करिगा रणशुले रणिते लागिलेन । सेनानी आरेसओ ट्रयनगरसु सेनादलके युद्धार्थे उंसाह प्रदानिते प्रवृत्त हईलेन ।

ইতিমধ্যে দেবীঘরের শুভাগমের বীরেশ্বর এনেশ কিঞ্চিৎ সূক্ষতা ও সত্বলতা লাভ করিয়া পুনরায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, এবং অনেকানেক বিপক্ষপক্ষ রথীন্দ্রকে ভূতলশায়ী করিলেন। বীরচূড়ামণি হেক্টর সর্গাদন নামক বীরের পরামর্শে রণস্থলে পুনঃ দৃশ্যমান হইলেন। ঈরনগরস্থ সেনা বীরঘরের শুভাগমের জেন পুনর্জীবন পাইয়া মহাকোলাহলে শক্রদলকে আক্রমণ করিল। গ্রীকদল রিপুদল-পাদোখিত ধূলায় ধূসরিত হইয়া উঠিল। বীরচূড়ামণি হেক্টর সিংহনাদ করতঃ সসৈন্তে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। সেনানী আরেস্ ও উগ্রচণ্ডা দেবী বেলোনা বীরঘরের সহায় হইলেন। সেনানী স্বন্দ কখন বা অরিন্দমের অগ্রে কখন বা পশ্চাতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রণচূর্মদ ত্যোমিদ বীরচূড়ামণি হেক্টরের পরাক্রমে ভয়াক্রান্ত হইয়া অপস্থত হইলেন। যেমন কোন পথিক তমোময়ী নিশাতে কোন অজ্ঞাত পথে যাইতে যাইতে সহসা ঞ্জত, বর্ষার প্রসাদে মহাকাশ, কোন নদপ্রোতের গম্ভীর নিশাদে ভীত হইয়া পুরোগতিতে বিরত হয়, ত্যোমিদেরও অবিকল সেই দশা ঘটিয়া উঠিল। তিনি বীরদলকে সন্মোখন করিয়া কহিলেন, হে বীরপুরুষগণ! আমার বোধ হয়, যে কোন দেব যেন বীরচূড়ামণি হেক্টরের সহকারিতা করিতেছেন, নতুবা বীরঘর রণে এরূপ চূর্মকার হইয়া উঠিবেন কেন? মরামরে সমর সাম্প্রত নহে। অতএব এই রণে ভঙ্গ দেওয়া আমাদের উচিত।

বীরঘরের এই বাক্য শ্রবণে এবং ভাষর-কিরীটী বীরেশ্বর হেক্টরের নখরাঘাতে বীরবৃন্দ রণরঙ্গে ভঙ্গ দিতে উত্তত হইতেছে, এমত সময়ে শ্বেতভূজা ইস্রাগী হীরী দেবী আথেনীকে সন্মোখিয়া কহিলেন, হে সখি! আমরা মহেঘাস মানিল্যুসের সকাশে কি বৃথা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছি। দেখ, শোণিত-প্রিয় দেব-সেনানী অরিন্দম হেক্টরের সহকারে কত শত গ্রীক বীরেশ্বকে চিরনিজায় নিজিত ও চির-অন্ধকারে অন্ধকারাবৃত করিতেছেন। হে সখি, চল, আমরা ছুজনে এই রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়া দেখি, যদি আমরা এ ছুরস্ত দেবসেনানীকে কোনপ্রকারে শাস্ত করিয়া এ নরাস্তক হেক্টরের বলের ক্রটি করিতে পারি।

এই কহিয়া আয়তলোচনা দেবী আপন আশুগতি বাজীরাজিকে স্বর্ণ-রণসজ্জায় সজ্জিত করিলেন। দেবকিঙ্করী হীরী হৈমময় দেবধান

যোজন্য করিয়া দিলেন। দেবীদ্বয় তত্পরি রণবেশে আরুঢ় হইলেন। অমরাবতীর হৈমদ্বার সুমধুর ধ্বনিতে খুলিল। বিমান নভঃস্থল হইতে আশুগতিতে ধরণীর দিকে আসিতে লাগিল। রণস্থলের নিকটবর্তী কোন এক নদতটে দেবদান মায়ামেঘে আবৃত করিয়া ভীমাকৃতি দেবীদ্বয় ভীম সিংহনাদে প্রচণ্ড খণ্ডা আক্ষালন করতঃ রণস্থলে প্রবেশ করিলেন। গ্রীকদলের সাহসান্বিত পুনর্বার যেন ছুর্বার হতাশন-তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। দেবেশ্রাণী হীরীও প্রবলভাবী প্রশস্তান্তঃকরণ স্তম্ভরনামক কোন এক জন বীরের প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হুহুকার ধ্বনিতে গ্রীকদলের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। সুনীলকমলাক্ষী দেবী আশেনী রণচূর্মদ ছোমিদেব সারথীকে অপদস্থ করিয়া তৎপদে স্বয়ং আরোহণ করিলেন। মহাভরে চক্রদ্বয় যেন আর্দ্রনাদস্বরূপ ঘোর ঘর্ঘরনাদে ঘুরিতে লাগিল। দেবী স্বয়ং অশ্বরঞ্জু ও কশা ধারণপূর্বক রক্তাক্ত সেনানীর দিকে অতি দ্রুতবেগে রথ পরিচালনা করিলেন। সুরসেনানী চূর্মদ ছোমিদকে আসিতে দেখিয়া আপন রথ ভীষণ বেগে পরিচালিত করতঃ ভীষণ শূল দ্বারা নর-রিপুকে শমনধামে প্রেরণ করিবার জন্তে বাহু প্রসারণ করিয়া ভীষণ শূল দৃঢ়তরুপে ধারণ করিলেন। কিন্তু মায়াময়ী দেবী আশেনী অদৃশ্যভাবে সে শূলের লক্ষ্য রূপমাত্রে অমোঘ করিয়া দিলেন। রণচূর্মদ ছোমিদ চূর্মদ আরেসকে আপন শূল দিয়া আক্রমণ করিলে, দেবী আশেনী স্ববলে ঐ অস্ত্র দ্বারা সুর-সেনানীর উদরতলে ভীমাঘাত করিলেন। দেব-বীরেন্দ্র বিষম যাতনায় গভীর আর্দ্রনাদ করিলেন। যেমন রণমদে প্রমত্ত নর কি দশ সহস্র রথীদল একত্রীভূত হইয়া হুহুকারিলে চতুর্দিক্ ঠৈরবারবে পরিপূর্ণ হয়, বীরেন্দ্রের আর্দ্রনাদে অবিকল সেইরূপ হইল।

শঙ্কা দেবী সহস্রা উত্তর দলের মধ্যে দর্শন দিলেন। যেমন গ্রীষ্মকালে বাত্য়ারম্ভে মেঘপ্রোমের একত্র সমাগমে আকাশমণ্ডল ঝটিতি অঙ্ককারময় হয়, সেইরূপ ভয়জনক মালিন্জে মলিনবদন হইয়া নিত্য রণপ্রিয় সুররথী অমরাবতীতে চলিলেন।

দেবেশ্রের সন্নিকানে উপস্থিত হইয়া দেব বীরকেশরী নিবেদিলেন, হে বিশ্বপিতঃ! দেখুন, আপনি কেমন একটা উন্নতা ও পাবাণস্রদয়া হুহিতার সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবী আশেনীর উৎসাহ সহকারে রণচূর্মদ ছোমিদ আমার কি ছরবস্থা না করিয়াছে? এই বাক্যে দেবপতি উত্তর করিলেন,



রে ছরস্ত নিত্যকলহপ্রিয় দেবকুলাদার ! তুই অশ্বেয় উপর কোন্ যুধ দিয়া অভিযোগ ও দোষারোপ করিস্ । তুই তোর গর্ভধারিণী হীরীর খর ও অনমনশীল স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিস্ । সে এত দূর অদমনীয়া, যে আমিও তাহাকে দমন করিতে অক্ষম । সে যাহা হউক, তুই আমার ঔরসজাত, নতুবা আমি উরাহুসপুত্র দৈত্যদলের সহিত তোকে এই যুহুর্ভেই চিরকালের নিমিস্ত কারাগারে আবদ্ধ করিতাম । এই কহিয়া দেবকুলপতি দেবধনুস্তরি পায়নুকে যথাবিধি ঔষধে ক্ষত সেনানীকে আরোগ্য করিতে আজ্ঞা দিলেন ।

রণস্থল হইতে দেবসেনানীকে পলায়মান দেখিয়া তন্জননী অতীব বীর্ষ্যবতী দেবী হীরী মহাবলবতী সহকারিণী দেবী আখনীর সহিত স্বর্গধামে পুনর্গমন করিলেন । তদনন্তর ক্রমে ক্রমে বীরকুলের পরাক্রমাগ্নি রণস্থলে যেন নিস্তেজ হইতে লাগিল । কিন্তু ইতস্ততঃ সে পরাক্রমাগ্নি যৎকিঞ্চিৎ প্রজ্জলিত রহিল ।

এমত সময়ে কোন এক ট্রয়স্থ বীরবর হুর্ভাগ্যক্রমে স্বন্দপ্রিয় বীরেশ মানিল্যুসের হস্তে পড়িলেন । ভাগ্যহীন বীরবরের অশুভয় সচকিতে রথ সহ ধাবমান হইলে পর, রথচক্রে পথস্থিত কোন এক বৃক্ষের আঘাতে ভগ্ন হইলে, বীরবর লক্ষ দিয়া ভূতলে পড়িলেন । এ ছরবস্থায় নিরস্ত্র হইয়া ভগ্নরথ রথী কালদণ্ডধারী কালের স্রায় প্রচণ্ড শূলী রণপ্রিয় বীরসিংহ মানিল্যুসকে সকাশে দণ্ডায়মান দেখিলেন, এবং সভয়ে তাঁহার জাহ্নুহয় গ্রহণ করতঃ বিনীত বচনে কহিলেন, হে বীরকুলহর্যাক্ষ ! আপনি আমাকে প্রাণ দান দিউন । আমি যে আপনার বন্দী হইয়া এ মানবলীলাস্থলে জীবিত আছি, আমার ধনাঢ্য পিতা এ স্নুসহ্বাদ পাইলে বহুবিধ ধনে আমার মোচনক্রিয়া সমাধা করিতে সক্ষম হইবেন । রিপুবরের এতাদৃশী কাতরতায় বীরকেশরী মানিল্যুসের হৃদয়ে করুণার সঞ্চারণ হইল । তিনি তাহার রক্ষার উপায় করিতেছেন, এমত সময়ে রাজচক্রবর্তী আগেমেমন্ আরক্তনয়নে অগ্রগামী হইয়া পরুষ বচনে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, হে কোমল-হৃদয় ! ট্রয়স্থ লোকদিগের হস্তে তুমি কি এত দূর পর্য্যস্ত উপকৃত হইয়াছ যে, তোমার অন্তঃকরণ এখনও তাহাদিগের প্রতি দয়ার্দ্র দেখে তাই ! আমার বিবেচনায় ও পাপনগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা, কি উদরস্থ শিশু, যাহাকে পাও, তাহাকেই যমালয়ে প্রেরণ করা তোমার পক্ষে

শ্রেয়ঃ। সহোদরের এই ব্যঙ্গরূপ নিদাঘে বীরবর মানিল্যুগের স্তম্ভবীরবর হু করণারূপ মুকুলিত কমল গুহ হইল। তিনি হতভাগা অক্রমসূক্রে ভ্রাতৃসন্নিধানে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলে, নির্ভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহার উদরদেশ ধর শূলে ভিন্ন করিলেন। অক্রমসু ভীমার্জনাতে ভূপতিত হইলেন। রাজচক্রবর্তী সৈন্যধ্যক্ষ মহোদয় তাহার বক্ষঃস্থলে পদ নিক্ষেপ করিয়া সবলে শূল টানিয়া বাহির করিলেন। ক্রীব বিভাবরী অভাগা অক্রমসুের নয়নরশ্মি চিরকালের নিমিত্ত অন্ধকারাবৃত করিল। এবং বীরবরের দেহাগার হইতে অকালমুক্ত আত্মা বিষণ্ণবদনে যমালয়ে চলিল। গ্রীক সৈন্যদলमध्ये যেন পুনরুজ্জ্বলিত অগ্নির স্থায় রণাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রণচূর্মদ স্তোমিদের পরাক্রমে ট্রয়দল রণপরানুধতার লক্ষণ প্রদর্শন করাইতে লাগিল। এতদর্শনে রাজকুলপতি প্রিয়ামের সুবিজ্ঞ দৈবজ্ঞ পুত্র হেলেনাস্ শাস্বর-কিরীটী বীরেশ্বর হেক্টর ও বীরেশ এনেশকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরদ্বয়, তোমরা রণপরানুধ সৈন্যদলকে পুনরুৎসাহাষিত কর। কেন না, তোমরা এ দলের বীরকুলজ্যেষ্ঠ। পরে বোধগণ দৃঢ়চিত্তে ও অধ্যবসায় সহকারে রণারম্ভ করিলে, তুমি, হে ভ্রাতঃ হেক্টর, নগরান্তরে প্রবেশ করতঃ আমাদিগের রাজ-জননী চরণতলে এই নিবেদন করিও, যে তিনি যেন অতি স্বরায় ট্রয়স্থ বৃদ্ধা কুলবধূদলের মধ্যে স্নেহেশিনী মহাদেবী আধেনীর চূর্ণশিরস্থিত মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বহুবিধ উপহারে তাঁহার আরাধনা করিয়া এই বর মাগেন যে, দেবকুলেশ্ব-বালা যেন এ রণচূর্মদ স্তোমিদের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। আমার বিবেচনায় এ রথীপতি দেবযোনি আকিলীসের অপেক্ষাও পরাক্রমশালী। ভ্রাতার এই হিতকর বাক্য-শ্রবণে শাস্বর-কিরীটী বীরেশ্বর হেক্টর রথ হইতে লক্ষ দিয়া ভূতলে পড়িলেন। এবং স্বীয় ভীষণ দীর্ঘ-হায় শক্র শূল আন্দোলন করতঃ হুহুকার ধ্বনিতে রণক্ষেত্র পরিপূর্ণ করিলেন। গ্রীক সৈন্যদল বীরবরের এতাদৃশী অকুতোভয়তা সন্দর্শনে পলায়ন-পরায়ণ হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, এ রথী কি মানবযোনি, না নরমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশ-মণ্ডল হইতে দেবাবতার ?

এ দিকে অরিন্দম ট্রয়কুলবীরেশ্ব আপনাদের স্বদলকে পুনরুৎসাহ প্রদানপূর্বক সুন্দর স্তম্ভনে আশ্রয়িত অথ বোজনা করিয়া নগরান্তিযুখে প্রয়াণ করিলেন। কতক্ষণ পরে বীরকেশরী কিরান্-নামক নগরভোরণ-

সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অমনি চতুর্দিক্ হইতে কুলবালা কুলবধু ও কুলজননীগণ বহির্গত হইয়া স্তম্ভুর স্বরে, কেহ বা ভ্রাতা, কেহ বা প্রণয়ী জন, কেহ বা স্বামী, কেহ বা পুত্র, এই সকলের কুললবার্তা অত্যন্ত বিকল স্বদয়ে জিহ্বাসিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরপতি তাহাদিগকে এই কহিয়া বিদায় করিলেন, যে তোমরা এ সকল প্রিয়পাত্রের মঙ্গলার্থে মঙ্গলকারী দেবদলের আরাধনা কর। কেন না, অনেকের দুর্ভাগ্য আসন্নপ্রায়, এই কহিয়া রাজপুত্র অতিক্রমগমনে রাজ-অট্টালিকার নিকটবর্তী হইলেন। রাজরাণী হেকাবী রাজা প্রিয়ামের রাজহর্ম্যা হইতে পুত্রকুলোত্তম বীরবর হেক্টরকে দর্শন করিয়া তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং স্নেহার্জ হইয়া তাহার কর গ্রহণপূর্বক কহিলেন, বৎস। তুই কি নিমিত্ত রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া নগরমধ্যে আসিয়াছিস্। তুই কি এ জঘন্য রিপুদলের জিহ্বাসায় দেবপিতা দেবেশ্বকে দুর্গস্থিত মন্দিরে বন্দিতে আসিয়াছিস্, তুই কিয়ৎকাল এখানে অবস্থিতি কর। এই দেখ, আমি স্বর্ণপাত্রে করিয়া প্রসন্নকারক দ্রাক্ষারস আনিয়াছি। তুই আপনি তার কিঞ্চিদংশ পান কর, কেন না, ক্লাস্ত জনের ক্লাস্তিহরণার্থে সুধারূপ সুরাই পরম ঔষধ। আর কিঞ্চিদংশ দেবকুলপতির তর্পণার্থে ভূমিতে ঢালিয়া দে। ভাস্বর-কিরীটী রণীকুলেশ্বর হেক্টর উত্তর করিলেন, হে জননি। তুমি আমাকে সুরাপান করিতে অস্বরোধ করিও না। কেন না, তাহার মানকতা শক্তি আছে, হয় ত, তাহার তেজে বাহুবলের অনেক অনিষ্ট হইতে পারিবে, আর আমি, হে ভগবতি। এ অপবিত্র রক্তাক্ত হস্ত দিয়া পাত্র গ্রহণ করতঃ দেবেশ্বের তর্পণার্থে সুরা ঢালিয়া দি, ইহা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। এই উদ্দেশ্যেই নগর প্রবেশ করি নাই। আমি তোমার নিকট এই যাচঞা করিতেছি, যে তুমি, হে রাজমাতঃ, অবিলম্বে ঐয়ং বৃদ্ধা অতি মাননীয় কুলবধুদলের সহিত দুর্গশিরস্থ স্নকেশিনী মহাদেবী আথেনীর মন্দিরে গিয়া নানাবিধ উপহারে দেবীর পূজা করিয়া এই বর প্রার্থনা কর, যে তিনি যেন রণদুর্গদ জোমিদের পরাক্রমায় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। আমি ইত্যবসরে একবার স্বন্দরের সুন্দর মন্দিরে যাউ, দেখি, যদি সে ভীক কাপুরুষের স্বদয়ে রণপ্রবৃত্তি জন্মাইতে পারি, হায়, মাতঃ। তুমি যখন এ কুলাকারকে প্রসব করিয়াছিলে, তখন বসুমতী দ্বিধা হইয়া কেন তাহাকে প্রাস করেন নাই। তাহা হইলে কখনই এ বিপুল রাজকুলের এতাদৃশী

হুর্গতি ঘটিত না। রাজকুলভিত্তিক এই কহিলে, দেবী হেকাবী ক্রতগতিতে আপন স্নগন্ধময় মন্দির হইতে বহুবিধ পূজোপহারের আয়োজন করিলেন। এবং দূতীদ্বারা বৃদ্ধা ও মায়া কুলবতীদলকে আহ্বান করতঃ মহাদেবীর মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। তেয়ানীনারী কিসীশনামক কোন এক মাননীয় ব্যক্তির ইন্দুনিভাননা ছহিতা, যিনি মহাদেবীর নিত্য সেবিকা ছিলেন, মন্দির-দ্বার উদঘাটন করিলে রমণীদল ক্রন্দনধ্বনিতে মন্দির পরিপূর্ণ করিলেন। এবং মনে মনে নানা মানসিক করিয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন, যে দেবকুলেশ্বরীবালা রণধ্বর্মদ জ্যোতিদের এবং অস্ফাশ্র গ্রীকৃযোধের বাহুবল দুর্বল করিয়া ট্রয়নগরস্থ কুলবধু ও শিশুকুলের মান ও প্রাণ রক্ষা করেন। কিন্তু হুর্ভাগ্যবশতঃ স্নকেশিনী মহাদেবী এ বর প্রদানে বিমুখ হইলেন।

এ দিকে অরিন্দম হেক্টর সুন্দর বীর স্কন্দরের বিচিত্র পাষণ-নির্মিত সুন্দর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যে বিলাসী আপন সূচাক বর্ম, ফলক, ও অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি রণপরিচ্ছদ সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতেছেন। বীরবর হেক্টর তাহাকে পরুষ বচনে ভৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, রে ছুরাচার দুর্ধতি! তোর নিমিত্ত শত শত লোক শোণিতপ্রবাহে রণভূমি প্রারিত করিতেছে। আর তুই এখানে একপ নিশ্চিন্ত অবস্থায় বিজ্ঞান লাভ করিতেছিস। হায়, তোরে ধিক্।

দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর জাতার এতাদৃশ বচনবিজ্ঞাসে উত্তরিলেন, হে জাতঃ! তোমার এ তিরস্কার-বাক্য অনপযুক্ত নহে। সে যাহা হউক, তুমি ক্ষণকাল এখানে অপেক্ষা কর, আমাকে রণসজ্জার সজ্জিত হইতে দাও। নতুবা তুমি অগ্রগামী হও। আমি অতি দ্বারায় তোমার অঙ্গসরণ করিব। এই কথায় বীরবর হেক্টর কোন উত্তর না করাতে হেলেনী রূপসী অতি স্নমধুর ভাবে কহিলেন, হে দেবর! এ অভাগিনীর কি কৃপণে জন্ম; দেখুন, আমি সতীধর্মে ও কুললজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া কেমন ভীকৃচিন্ত জনকে বরণ করিয়াছি। আমার কি হুর্ভাগ্য। কিন্তু ও আক্ষেপ এক্ষণে বৃথা। আপনি অভ্যস্তরে প্রবেশ করিয়া আসন পরিগ্রহ-পূর্বক কিয়ৎকালের নিমিত্ত বিজ্ঞান লাভ করুন। হেক্টর কহিলেন, হে ভদ্রে! আমার বিরহে দূর রণক্ষেত্রে রণীবৃন্দ অতীব কাতর, অতএব আমি এ স্থলে আর বিলম্ব করিতে পারি না। কেন না, আমার এই

ইচ্ছা, যে আমি পুনঃ রণযাত্রার অগ্রে একবার স্বগৃহে প্রবেশ করিয়া প্রিয়তমা পত্নী, শিশু-সন্তানটী ও তাহাদের সেবা-নিযুক্ত সেবক-সেবিকাদিগকে দেখিয়া যাই। কে জানে, যে আমি এই রণভূমি হইতে আর পুনরাবর্তন করিতে পারিব কি না। এই বলিয়া ভাস্কর-কিরীটী হেক্টর দ্রুতগতিতে স্বধামে চলিলেন। এবং গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে শ্বেতভূজা অঙ্কমোকী সে স্থলে অল্পপস্থিত, শুনিলেন, যে রণে গ্রীকদের জয়লাভ হইতেছে, এই সম্বাদে প্রিয়তমা আপন শিশু-সন্তানটী লইয়া তাহার সুবেশিনী দাসী সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্র-দর্শনাভিপ্রায়ে যাত্রা করিয়াছেন। এই বার্তা শ্রবণমাত্র বীরকেশরী ব্যগ্রচিত্তে তদভিমুখে বায়ুবেগে চলিলেন। অনতিদূরে অরিন্দম, চিরানন্দ ভার্ঘ্যার সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন, এবং দাসীর ক্রোড়ে আপনার শিশু-সন্তানটীকে দেখিয়া ওষ্ঠাধর স্নেহাঙ্কুরে স্নহাসাবৃত হইয়া উঠিল। কিন্তু অঙ্কমোকী স্বামীর স্বক্ষে মস্তক রাখিয়া রোদন করিতে করিতে গদগদস্বরে কহিতে লাগিলেন, হায় প্রাণনাথ! আমি দেখিতেছি, এই বীরবীর্ঘ্যই তোমার কাল হইবে, রণমদে উন্মত্ত হইলে এ অভাগিনী কিম্বা তোমার এ অনাথ শিশু-সন্তানটী, আমরা কেহই কি তোমার স্মরণপথে স্থান পাই না। হায়! তুমি কি জান না, যে আমাদের কুলরিপুদের যোধবর্গ তোমার নিধনসাধনে নিরবধি ব্যগ্র? আর যদি তাহাদের এতাদৃশ মনস্কামনা ফলবতী হয়, তবে আমাদের উভয়ের যৎপরোনাস্তি দুর্দশা ঘটবে। বরঞ্চ ভগবতী বসুমতী এই করুন যে, তিনি যেন এ বিষম বিপদ উপস্থিত হইবার পূর্বেই দ্বিধা হইয়া এ হতভাগিনীকে আশ্রয় দেন। হে নাথ! তোমার অভাবে এ ধরণীতলে এ অভাগিনীর ভাগ্যে কি কোন সুখভোগ সম্ভবে। তোমা ব্যতীত, হে প্রাণেশ্বর! আমার আর কে আছে? জনক, জননী, সহোদর, সকলেই এ হতভাগিনীর ভাগ্যদোষে কালক্রমে পতিত হইয়াছেন, হে নাথ! তোমা বিহনে আমি যথার্থই অনাথা কাল্জালিনী হইব। তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব! তুমি আমার প্রেমাকর। অতএব আমি তোমাকে এই মিনতি করিতেছি, যে তুমি তোমার এই শিশু-সন্তানটীকে পিতৃহীন, আর এ অভাগিনীকে ভর্তৃহীন করিও না। রিপুদের সহিত নগর-তোরণ-সম্মুখে যুদ্ধ কর, তাহা হইলে রণ-পরাজয়কালে পলায়ন করা অতি সহজ হইবে। ভাস্কর-কিরীটী

মহাবাহু হেক্টর উত্তরিলেন, প্রাণেশ্বর, তুমি কি ভাব, যে এ সকল হর্ভাবনায় আমারও হৃদয় বিদীর্ণ হয় না। কিন্তু কি করি, যদি আমি কোন ভীকৃত্যর লক্ষণ দেখাই, তাহা হইলে বিপক্ষদের আর আশ্পর্ক আর সীমা থাকিবে না। এবং আমাদেরও বিলক্ষণ ব্যাঘাতেরও সম্ভাবনা, তাহা হইলেই এই ঐয়ন পুরুষ ও সুবেশিনী স্ত্রীদের নিকট আমি আর কি করিয়া মুখ দেখাইব। বিশেষতঃ যদি আমি বিপদের সময়ে উপস্থিত না থাকি, তাহা হইলে আমাদের এ বিপুল কুলের গৌরব ও মান কিসে রক্ষা হইবে। প্রিয়ে, আমি বিলক্ষণ জানি, যে রিপুকুল রণজয়ী হইয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই এ উচ্চপ্রাচীর নগর ভস্মসাৎ করিবে, এবং রাজকুলভিত্তিক প্রিয়াম্ উহার রণবিশারদ জনগণের সহিত কালক্রমে পতিত হইবেন। কিন্তু রাজকুলেশ্র প্রিয়াম্ কি রাজকুলেশ্রাণী হেকুবা কিম্বা আমার বীরবীর্ঘ্য সহোদরাদিগণ এ সকলের আসন্ন বিপদে আমার মন যত উদ্ভিন্ন হয়, তোমার বিষয়ে, হে প্রেয়সি! আমার সে মন তদপেক্ষা সহস্রগুণ কাতর হইয়া উঠে। হায় প্রিয়ে! বিখ্যাতা কি তোমার কপালে এই লিখেছিলেন, যে অবশেষে তুমি আরগসু নগরীর কোন ভর্জীগীর আদেশে, অক্রম্ভলে আর্জা হইয়া নদ নদী হইতে জল বহিবে, এবং ভ্রষ্ট জনসমূহে ইঙ্গিত করিয়া এ উহাকে কহিবে, ওহে, ঐ যে স্ত্রীলোকটি দেখিতেছ, ও ঐয়নগরস্থ বীরদের অশ্বদমী হেক্টরের পত্নী ছিল। এই কথা কহিয়া বীরবর হস্ত প্রসারণপূর্বক শিশু-সন্তানটিকে দাসীর ক্রোড় হইতে লইতে চাহিলেন, কিন্তু জ্ঞানহীন শিশু কিরীটের বিহ্যতাকৃতি উজ্জলতায় এবং তদুপরিস্থ অশ্বকেশরের লড়নে ডরাইয়া ধাত্রীর বক্ষনোড়ে আক্রমণ লইল। বীরবর সহাস্ত বদনে মস্তক হইতে কিরীট খুলিয়া তুললে রাখিলেন, এবং প্রিয়তম সন্তানের মুখচূষন করিয়া কহিলেন, হে জগদীশ! এ শিশুটিকে ইহার পিতা অপেক্ষাও বীর্যবন্তর কর। এই কথা কহিয়া দাসীর হস্তে শিশুকে পুনরর্পণ করিয়া শিরোদেশে কিরীট পুনরায় দিয়া মুক্তক্ৰান্তিমুখে যাত্রার্থে প্রেয়সীর নিকট বিদায় লইলেন। সুন্দরী রাজ-অট্টালিকাস্তিমুখে চলিলেন বটে; কিন্তু মুহূর্হ পশ্চাত্তাপে চাহিয়া প্রিয়পতির প্রতি সতৃষ্ণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ মেদিনীকে অক্রবারিধারায় আর্জ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে স্তম্ভর বীর স্তম্ভর দেদীপ্যমান অস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, যেমন বন্ধন-রজ্জুমুক্ত অশ্ব গম্ভীর হেবারব করিয়া উচ্চপুচ্ছে মন্দুরা হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ নগরভোরণ হইতে বাহিরিলেন।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ\*

[ হেক্টর এবং স্তম্ভর বীর স্তম্ভর রণভূমে কিরিয়া আইলে ঐয়দলের মহানন্দ করিল। পরে হেক্টর গ্রীকসলহ বীরদিগকে বন্দবৃত্তার্থে আহ্বান করিলে আরাগনামক এক কেবান্দ্র বীরবর তাহার লহিত ঘোরতর রণ করিলেক, কিন্তু কাহারও পরাক্রম হইল না, উত্তর দলের অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইলে পরে সন্ধি করিয়া উত্তর সৈন্য স্ব স্ব শব্দ শোকবিগলিত নয়নাগারে পৌত করিয়া স্তম্ভর দ্বন্দ্বের সর্বপ্রাণী বৈখানন্দকে বলিদ্বরূপ প্রদান করিল। গ্রীকেরা শিবির সম্মুখে এক প্রাচীর রচিত করিয়া তৎসন্নিধানে এক গম্ভীর পরিখা খনন করিল। ]

রজনীযোগে লেমনস্ স্বীপ হইতে তত্রস্থ লোকপাল ঈশনপুত্র উনীস্-শ্রেণিত এক সুরাপূর্ণ পোত শিবিরসন্নিধানে সাগরতীরে আসিয়া উত্তরিলে, গ্রীকসোধেরা কেহ বা পিতল, কেহ বা উজ্জল লৌহ, কেহ বা পশুচর্শ্ব, কেহ বা বৃষভ, কেহ বা রণবন্দী, এই সকলের বিনিময়ে সুরা ক্রয় করিয়া সকলে আনন্দে পান করিতে লাগিল। ট্রয় নগরেও এইরূপ আনন্দোৎসব হইল। পরে দীর্ঘকেশী অশ্বদমী ট্রয়স্থ যোধসকল যে যাহার স্থানে বিক্রাম লাভ করিতে লাগিল। দেবকুলপতির ইচ্ছামত আকাশ-মণ্ডল সমস্ত রাত্রি উজ্জল হইয়া অশনিধনে চারি দিক্ প্রাতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

রজনী প্রভাত হইলে উষাদেবী পূর্বাশা হইতে ভগবতী বসুমতীর বরাজ যেন কুসুমময় পরিধানে পরিহিত করিলেন। অমরাবতীতে দেবসভা হইল। দেবকুলনাথ গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দেবদেবীবৃন্দ! তোমরা আমার দিকে মনোভিনিবেশ কর। আমার এ ইচ্ছা যে, কি দেবী কি দেব কেহই কি গ্রীক কি ট্রয় সৈন্যদলের এ রণক্রিয়ায় কোন সাহায্য না করেন। যিনি আমার এ আজ্ঞা অবজ্ঞা করিবেন, আমি তাঁহাকে বিস্তর শাস্তি দিব, আর তাঁহাকে এ আলোকময়

\* এ স্থলে ৭৮ পাতা হারাইয়া গিয়াছে, এক্ষণে সমঝাভাবে প্রেছকার পুনরায় সিদ্ধিতে সমর্থ হইলেন না।

স্বৰ্গ হইতে ভিমিরময় পাতালে আবদ্ধ করিয়া রাখিব, যদি তোমাদের মধ্যে কেহ আমার রণপরাক্রমের পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তবে আইস, এক সুবর্ণ-শৃঙ্খল ত্রিদিবে উদ্ধৃদ্ধন করিয়া তোমরা ত্রিদিবনিবাসী সকল এক দিক্ ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া দেখ, তোমাদিগের সর্বপ্রধান জ্যাস্কে স্থলযুক্ত করিতে পারক হও কি না। কিন্তু আমি মনে করিলে তোমাদিগকে সসাগরা সঙ্গীপা বসুমতীর সহিত উচ্ছে তুলিতে পারি। অতএব আমি তোমাদের মধ্যে বলজ্যেষ্ঠ। অস্ফা দেবেদেবীনিবাসী দেবেশ্বরের এই গভীর বাক্য সসঙ্গমে শ্রবণ করিয়া নীরবে রহিলেন। সুনীলকমলাকী দেবী আশ্রয়ী কহিলেন, হে দেবপিতঃ! হে পুরুষোত্তম! আমরা বিলক্ষণ জানি, যে তুমি পরাক্রমে ছর্ষবার। কিন্তু ঐক্দের হুঃখে আমার অন্তঃকরণ সদা চঞ্চল। তথাপি তোমার এ আজ্ঞা অবজ্ঞা করিতে কোন মতেই সাহস করিব না। রণকার্যে হস্ত নিক্ষেপ করিব না। কিন্তু এই মিনতি করি, যে তাহাদিগকে হিতকর পরামর্শ দিতে আপনি আমাকে অহুমতি দেন। মেঘ-বাহন সহাস বদনে উত্তর করিলেন, হে প্রিয় ছহিতে! তোমার এ মনোরথ সুলিঙ্গ কর, তাহাতে আমার কোন বাধা নাই।

এই কহিয়া দেবকুলপতি ব্যোমযানে আরোহণ করিলেন। এবং পিতলপদ, কুঙ্কিত-কাঞ্চন-কেশর-মণ্ডিত আশুগতি অশ্বসমূহে পৃথিবী ও তারাময় নভস্থলের মধ্য দিয়া অতিক্রমিত উৎসময়ী বনচরযোনি ঈড়ানামক গিরিশিখরে উত্তীর্ণ হইলেন। সে স্থলে গার্গর নামে দেবপতির এক সুরম্য উপবন ছিল। সেই স্থলে দেবনাথ ব্যোমযান মায়ামেঘে আবৃত করিয়া আপনি আসীন হইয়া রণক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

বিভাবরী প্রেভাতা হইলে দীর্ঘকেশী ঐক্গণ স্ব স্ব শিবিরে প্রাতঃক্রিয়াদি সমাধা করিয়া ভোজনান্তে রণসজ্জা গ্রহণ করিলেন। ও দিকে ট্রয় নগরের রাজভোরণ উদ্ঘাটিত হইলে, রণব্যগ্র রথারূঢ় পদাভিকগণ ছহঙ্কারে বহির্গত হইল। ছই সৈন্য পরম্পর নিকটবর্তী হইলে ফলকে ফলকাঘাতে কুস্তে কুস্তাঘাতে শৈরবারব উদ্ভবিত্তে লাগিল। কতক্ষণ পরে আর্দ্রনাদ ও প্রগল্ভতাসূচক নিনাদে চতুর্দিক্ পরিপূরিত হইল। এবং ক্ষণমাত্রেই ভূতলে শোণিত-স্রোতঃ বহিতে লাগিল। এইরূপে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত মহাহব হইতে লাগিল।

রবিদেব আকাশমণ্ডলের মধ্যবর্তী হইলে দেবকুলপতি সহস্র



ঈডাগিরিচূড়া হইতে ইরন্দশ্রোতঃ বায়ুপথে মুহুমূহ বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। ও বজ্রগর্জনে জগজ্জনের স্রংকম্প উপস্থিত হইল। পাণ্ডুগও শঙ্কা ঐক্দিগকে সহসা আক্রমণ করিল। এমন কি রাজকুলচক্রবর্তী আগেমেমনাদি বীরকুলচূড়ামণিরাও বীরবীর্যে জলাঞ্জলি দিয়া শিবিরান্তিমুখে ধাবমান হইলেন। কেবল বৃদ্ধ রথী নেন্তর রথের অর্থ সুন্দর বীর স্কন্দরনিকিণ্ড শরে গতিহীন হওয়াতে পলায়ন করিতে সক্ষম হইলেন না। দূরে সামর্থ্যাশালী রথী হেক্টরের ক্ষত রথ সৈন্তদল হইতে সহসা বহির্গত হইয়া রণক্ষেত্রান্তিমুখে ধাইতেছে, এই দেখিয়া রণবিশারদ জোমিদ্ বীরবর অদিশ্যাসুকে ভৈরবে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন, কি সর্বনাশ! হে বীরকেশরী, তুমিও কি এক জন ভীক জনের দ্বার পলায়নপরায়ণ হইলে। ঐ দেখ, কৃতান্তরূপে অরিন্দম হেক্টর এ দিকে আসিতেছে, আইস, আমরা এ বৃদ্ধ বীরকে আপনাদের বন্ধরূপ ফলকে আশ্রয় দিয়া এ বিপদ-শ্রোত হইতে রক্ষা করি।

বীরবরের এই বাক্য শুয়ঙ্কর কোলাহলে শ্রীলীন হওয়াতে বীরপ্রবর অদিশ্যাসের কর্ণগোচর হইতে পারিল না। বীরপ্রবীর শিবিরান্তিমুখে চলিতে লাগিলেন। এই দেখিয়া রণতুর্ন্দ জোমিদ্ বৃদ্ধ বীর নেন্তরের রথান্ত্রে উগ্রভাবে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং কহিলেন, হে নেন্তর, তোমার বাহুযুগলে কি আর যুবজনের বল আছে, যে তুমি ঐ আগন্তক রিপুকুলকৃতান্তকে দেখিয়া এখানে রহিয়াছ, তুমি শীঘ্র আমার রথে আরোহণ কর।

বৃদ্ধ বীরবর আপন রথ রণতুর্ন্দ জোমিদের সারথি দ্বারা সসারথি করিয়া জোমিদের রথে আরোহণপূর্বক রশ্মি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং সে বীরবরের সারথ্যক্রিয়া নির্বাহ করিতে লাগিলেন। রথ অতি শীঘ্র বীরকেশরী হেক্টরের রথের নিকট উপস্থিত হইল, এবং রণতুর্ন্দ জোমিদ্ কৃতান্তদণ্ডস্বরূপ দণ্ডাঘাতে ট্রয়রাজকুলের নিত্য ভরসাধরূপ ভাষর-কিরীটী হেক্টরের সারথিকে মরণপথের পথিক করিলেন। অতিদ্বরায় আর এক জন সারথি রাজকুমারের রথারোহণ করিলে, বীরকেশরী স্ক্র ও রোবাধিত চিন্তে জলদপ্রাতিম-স্বনে ঘোরনাদ করিয়া উঠিলেন। এবং তদন্তে কুলিশনিক্কেপী কুলিশী বজ্রাঘাতে রণকোবিদ জোমিদের অশ্বদলকে ভয়াতুর করিলেন। আগুগতি অশ্বদল সভয়ে ভূতলশায়ী হইল। এবং মহাতকে বৃদ্ধ সারথিবর এতাদৃশ বিহ্বলচিত্ত হইলেন, যে অশ্বরশ্মি তাঁহার হস্ত হইতে

চ্যুত হইল। তখন তিনি গদগদ বচনে কহিলেন, হে জ্যোতি! তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না, যে বিশ্বপিতা দেবেশ্র ঐ দুর্জয় ধর্মীকে অল্প সময়ে ছর্নিবার করিতে অসীম ইচ্ছুক। অতএব ইহার সহিত এ সময়ে রণরঙ্গে প্রযুক্তি মতিচ্ছন্ন মাত্র। জ্যোতি কহিলেন, হে ভাত, এ সত্য কথা বটে; কিন্তু পলায়ন সাধন দ্বারা এ দুঃস্বপ্ন হেক্টরের আশ্র-প্রাণা বৃদ্ধি করা কোন মতেই আমার মনোনীত নহে। বৃদ্ধবর উত্তর করিলেন, হে জ্যোতি! তোমার এ কি কথা! তোমার পরাক্রম পরকূলে সর্ববিদিত; কিন্তু হেক্টর তোমাকে ভীক ভাবিয়া হের জ্ঞান করে, তবে ঈশ নগরে তোমার হস্তে বীরবৃন্দের বিধবা গৃহিনীদলকে দেখিলে তাহার সে আশ্রি নুরীভূত হইবে।

এই কহিয়া বৃদ্ধ রথী শিবিরান্তিমুখে রথ পরিচালিত করিতে লাগিলেন। হেক্টর গভীর নিনাদে কহিলেন, হে জ্যোতি! তুমি কি এক জন ভীক কুলবালার দ্বায় বীরব্রতে ব্রতী হইতে চাহ না? হে বলীভ্যেষ্ঠ। এই কি তোমার রণব্রতের প্রতিষ্ঠা! বীরবরের এই কথা শুনিয়া রণদুর্জয় জ্যোতি রণেচ্ছুক হইয়া কিরিতে চাহিলেন; কিন্তু ঘন ঘনঘটার গর্জনে এবং সৌদামিনীর অবিরত সুরণে ভীত হইয়া সে আশা পরিত্যাগ করিলেন। বীরেশ্বর হেক্টর উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে ঈশ্বর বীরবৃন্দ। আইস। আমরা স্বলাহসে গ্রীকদের রচিত প্রাচীর আক্রমণ করি, আর বৃদ্ধদিগকে দেখাই, যে আমাদের ছর্নিবার্য বীরবীর্য ওরূপ অবরোধে রুদ্ধ হইবার নহে, আর আমাদের বানুপদ অশ্রাবলী ওরূপ পরিখা অতি সহজে লক্ষ দিয়া উল্লঙ্ঘন করিতে পারে। চল, আমরা স্বরায় যাই। আমার বড় ইচ্ছা যে ঐ স্বর্ণকলক, যাহার খ্যাতি রূগজ্ঞানবিদিতা, তাহা কাড়িয়া লই; ও রণদুর্জয় জ্যোতিদের বিশ্বকর্দার বিনির্মিত কবচও আশ্রমাৎ করি। হেক্টরের এই প্রলম্ব বাক্যে ভগবতী হীরী সরোবে যেন সিংহাসনোপরি কম্পমানা হইয়া উঠিলেন। মহাগিри অলিম্ভুৎসে সে আকস্মিক চালনার ধর ধর করিয়া অধীর হইয়া উঠিল। দেবরাণী সক্রোধে নীরেশ পঞ্চদনকে সন্ধান করিয়া কহিলেন, হে মহাকার কুকম্পকারী জলদলপতি। গ্রীকদের এ অবস্থা দেখিয়া তোমার কি দ্বার লেশমাত্র হয় না। জলরাজ বরুণ উত্তর করিলেন, হে কর্কশভাবিনী হীরী। তুমি ও কি কহিলে? আমি কি দেবকুলেশ্বরের সহিত দ্বন্দ্ব করিতে সক্ষম?

দেবদেবীতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে ঐরদলস্থ অশ্বাবলী ও কলকধারীদলে সেনানী স্বন্দরূপী অরিন্দম হেক্টর প্রাচীররূপ অবরোধ ভেদ করিয়া ঐক্সৈশ্চের শিবিরাবলীতে ও তন্নিকটস্থ সাগরধান-সমূহে হুহুকার নিনাদে অগ্নি প্রদান করিতে উত্তত হইলেন। এ হুর্ঘটনা দেখিয়া ঐক্সলহিঁভৈবনী বিশালনয়নী দেবী হীরী রাজচক্রবর্তী আগমেমন্নের হৃদয়ে সহসা সাহসাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। সৈন্তাধ্যক্ষ মহোদয় এক পোতের উচ্চ চূড়ার দাঁড়াইয়া নভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে ঐক্স বোধদল! এ কি লজ্জার বিষয়! তোমাদের বীরতা কি কেবল তোমাদের মধ্যেই দেদীপ্যমান। তোমরা কি হেক্টরকে একলা দেখিয়া, রণপরাজু হইতে চাহ। হে প্রজ্ঞাপতি দেবকুলেশ্ব! আপনার চিরসেবায় কি আমার এই কল লাভ হইল। এরূপ লজ্জারূপ ভিনিরে কোন দেশে কোন রাজার কোন কালে গৌরবরবি স্নান হইয়াছে। হে পিতা! তুমি অস্ত্র এ সেনাকে এ বিষম বিপদ হইতে মুক্ত কর। রাজচক্রবর্তীর এতাদৃশ করুণারসাধিত স্তুতিবাক্যে দেবকুলপতির হৃদয়ে করুণারসের সঞ্চার হইল। রাজহৃদয় শাস্তকরণ-বাসনার দেবরাজ পক্ষিলাজ গরুড়কে একটা মৃগশাবক ক্রম দ্বারা আক্রমণ করাইয়া খমুখে উড়াইলেন। এই সুলক্ষণ লক্ষ্য করিয়া ঐক্সবোধসকল বীরপরাজমে হুহুকার ধ্বনি করতঃ আক্রমিত রিপুদলের সহিত যুঝিতে আরম্ভ করিলেন। উত্তর দলের অনেকানেক বীর পুরুষ সমরশায়ী হইল। ভাষরকিরীটী বীরেশ্বরের বাহুবলে ঐক্সসৈন্তমণ্ডলী চতুর্দিকে লণ্ডলণ্ড হইতে লাগিল। বীরকেশরী সর্কভূকের স্তায় সর্কব্যাপী হইলেন।

খেতভূজা দেবী হীরী শ্রিয়পক্ষের এ হুর্ঘটিতে নিভাস্ত কান্তরা হইয়া দেবী আধেনীকে কহিতে লাগিলেন, হে সখি! হে দেবকুলেশ্বহুহিতে। আমরা কি ঐক্সদলকে এ বিপজ্জাল হইতে মুক্ত করিতে যথার্থই অশস্ত হইলাম। ঐ দেখ, রিপুকুলান্ত হুর্দাস্ত হেক্টর এক শরে অস্ত্র ঐক্সদের সর্কনাশ করিল। দেবী আধেনী উত্তরিলেন, এ ত বড় আশ্চর্যের বিষয়, যস্তপি আমার পিতা দেবপতি ও ছরাস্বার সহায় না হইতেন, তবে ও এতক্ষণ কোথায় থাকিত! কিন্তু আইস। তোমার রথে তোমার বাহুগতি অথ যোজনা কর। আমি ক্ষণমধ্যে দেবধামে প্রবেশ করিয়া রণবেশ ধারণ করিয়া আসি। দেখি, রণক্ষেত্রে আমাকে দেখিয়া

ভাস্করকিরীটী প্রিয়াম্পূজের জ্বদয়ে কি আনন্দভাবের আবির্ভাব হয়। ভগবতী হীরী মনোরমে স্বরিতগতিতে আপন তুরঙ্গম-অঙ্গ রণপরিচ্ছদে অচ্ছাদিত করিলেন।

দেবী আথেনী আপন নিত্য অতীব মনোরম বসন পরিত্যাগ করিয়া কবচাদি রণভূষণে বিভূষিত হইয়া আগ্নেয় রথে আরোহণ করিলেন। যে ভীষণ শূল দ্বারা দেবী রোষপরবশা হইয়া মহা মহা অকৌহিনীকে রণক্ষেত্রে এক মুহূর্ত্তে ক্ষত বিক্ষত করেন, সেই ভয়গর্ভ শূল দেবীর হস্তে শোভিতে লাগিল, খেতভূজা দেবী হীরী সারথ্যকার্যে নিযুক্ত হইলেন। অমরাবতীর কনক-তোরণ আপনা আপনি সহজে খুলিল। নভোমণ্ডলে ভীষণ স্বনে ব্যোমযান ভূতলাভিমুখে ধাইতেছে এমন সময়ে ঈড়া নামক শূঙ্গধরের তুঙ্গতম শূঙ্গ হইতে মহাদেব দেবীদ্বয়কে দেখিয়া অতিরোষে গুরুস্বামী দেবদূতী ঈরীষাকে কহিলেন, তুমি, হে হৈমবতী দেবদূতি। অতিশীঘ্র ঐ দুই দুষ্টা-কলহপ্রিয়া দেবীকে অমরাবতীতে ফিরিয়া বাইতে কহ। নচেৎ আমি এই দণ্ডে প্রচণ্ড আঘাতে উহাদিগের রথ চূর্ণ করিয়া দিব। এবং বাজীত্রজকে খঞ্জ করিয়া ফেলিব। দেবদূতী দেবাদেশে বাত্যাগতিতে চলিলেন। এবং দেবীদ্বয়কে অমরাবতীতে কিরাইয়া দিলেন। কতক্ষণ পরে দেবকুলেন্দ্রে আপন সূচক্রে ও স্তম্ভর স্তম্ভনে অলিম্পুষের শিরস্থিত নিত্যানন্দ ভবনে পুনরাগমন করিলেন। এবং আপনার উপ্রচণ্ডা পত্নী দেবী হীরীকে কহিলেন, যত দিন পর্য্যন্ত রাজচক্রবর্তী আগেমেমন্ বীরচক্রবর্তী আকিলোসের রোবাগ্নি নির্বাণ না করে, তত দিন ভাস্করকিরীটী হেক্টরের নাশক পরাক্রমে গ্রীক্‌দলের এই অনির্বাচনীয় দুর্ধটনা ঘটবে। অমরাবতীতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে দিননাথ জলনাথের নীল জলে যেন নিমগ্ন হইয়া আপন কাঞ্চন কিরণজাল-সংবরণ করিলেন। রজনী সমাগমে গ্রীক্‌দল আনন্দসাগরে ভাসিলেন। কিন্তু ত্রয়স্থ বীরবরেরা অসম্ভটচিত্তে রণকার্যে পরাশ্রু হইলেন। ভীমশূলপাণি হেক্টর উচ্চৈশ্বরে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ। ভাবিয়াছিলাম, যে অস্ত্র রণে গ্রীক্‌দলের গৌরবরথিকে চির রাজপ্রাসে নিপতিত করিব; কিন্তু হৃর্ভাগ্যক্রমে বিরামদায়িনী নিশাদেবী, দেখ, আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সুতরাং আমাদিগের এক্ষণে বিরামলাভেই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কিন্তু অস্ত্র এই স্থলেই আমাদের অবস্থিতি।

কেহ কেহ নগর হইতে সুখাচ্ছ পিষ্টকাদি জব্য ও সুপেয় সুরাদি পানীর জব্য আনয়ন কর, এবং নগরবাসী জনগণকে সাবধানে রজনীবোগে নগর রক্ষার্থে কহ, এবং বাজীরাজীর রথবন্ধন নিৰ্ব্বন্ধন কর, এবং তাহাদিগের খাচ্ছ জব্য সকল তাহাদিগকে প্রদান কর, দেখি, কোন গ্রীক্শোধ আগামী কল্য আমাদিগের পরাক্রম হইতে নিষ্কৃতি পায়।

বীরবরের এই বাক্যে ঠ্রয়স্থ যোধনিকর মহানন্দে সিংহনাদ করিল। এবং তাঁহার বাক্যানুসারে কৰ্ম করিল। অগ্নিকুণ্ড আলাইয়া রণীগণ রণসাজে জ্ঞেীবন্ধ হইয়া রণভূমিতে বসিল, যেমন অভ্রশূচ্ছ নভোমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডলী নক্ষত্ররাজের চতুর্পার্শ্বে দেদীপ্যমান হওতঃ তুঙ্গশূচ্ছ শৈলসকল ও দূরস্থিত বন উপবন আলোক বর্ষণে দৃশ্যমান করায়, এবং মেবপালদলের আনন্দ উৎপাদন করে, সেইরূপ গ্রীক্শিবির ও স্বন্দস্ নদস্ত্রোতের মধ্যস্থলে ঠ্রয়দলস্থ অগ্নিকুণ্ডসমূহ শোভিতে লাগিল। এক সহস্র অগ্নিকুণ্ড জ্বলিল। প্রতি কুণ্ডের চতুর্পার্শ্বে পঞ্চাশৎ রণবিশারদ রণী বিরাজ করিতে লাগিলেন। রণীযুধের সন্নিধানে অশ্বাবলী ধবল যব ভক্ষণ করিতে লাগিল, এইরূপে সকলে কনক-সিংহাসনাসীনা উষার অপেক্ষায় সে রণক্ষেত্রে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজকুলেস্ত্র বৃদ্ধ প্রিয়ামনন্দন অরিন্দম হেক্টর এইরূপ স্ববলদলে রণক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গ্রীক্শিবিরে এক মহাতঙ্ক উপস্থিত হইল। অনেকানেক বলীগণ সভয়ে পলায়ন-ভৎপর হইল। সৈন্তের একরূপ সাহসশূচ্ছতায় নেতা মহোদয়েরা ব্যাকুলচিত্ত হইয়া উঠিলেন। যেমন ছুই বিপরীত কোণ হইতে বেগবান্ বায়ু বহিতে আরম্ভ করিলে মকর ও মীনাকর সাগরে জলরাশি অশান্তভাবে স্ফুরিতে থাকে, গ্রীক্-সেনাপতিদলের মনও সেইরূপ বিকল ও বিহ্বল হইয়া উঠিল।

রাজচক্রবর্তী আগেমেমনন্ অতীব ব্যথিত হৃদয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এবং রাজবন্দীবৃন্দকে অতি মৃদুস্বরে নেতৃবৃন্দকে সতামণ্ডপে আহ্বান করিতে আজ্ঞা করিলেন। সভা হইল, রাজচক্রবর্তী জলপূর্ণ প্রস্তরবণের স্তায় অনর্গল অশ্রুবিন্দু নিপাত ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ

করতঃ কহিলেন, হে বাহুবল, হে শ্রীকুলনাশক, হে অধিপতিগণ। দেখ, নির্দয় দেবকুলপিতা অস্ত্র আমাকে কি বিপজ্জালে পরিবেষ্টিত করিয়াছেন। রাজ্যকালে তিনি আমাকে যে আশা ভরসা দিয়াছিলেন, তাহা কলবতী করিতে, বোধ হয়, তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক। হায়। আমরা কেবল বিকলে বহু প্রাণ হারাইবার জন্ত এ কুদেশে কুলয়ে আসিয়াছিলাম। এক্ষণে চল, আমরা দূর অন্ত-ভূমিতে কিরিয়া যাই। এ মহানগর ট্রয় পরাকৃত্ত করা আমাদের ভাগ্যে নাই। রাজচক্রবর্তীর এই বাক্যে শ্রীকুলনাম্বশোকে যেন অবাক্ হইয়া রহিল। কতক্ষণ পরে রণহর্ষদ জ্যোতি উঠিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজচক্রবর্তী সৈন্যাত্মক মহোদর। আমি বাহা কহিতে বাহা করি, সে লাঞ্ছনা-উক্তিভে আপনি বিরক্ত হইবেন না। দেবকুলপিতার ভয়ে আমরা সকলেই তোমার অধীন বটি; কিন্তু এরূপ পদপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির উপযুক্ত পরাক্রম তোমাতে নাই। তুমি এ কি কহিতেছ? বীরযোদি হেলাসের পুত্র গোত্র কি এতাদৃশ বীর্যবিহীন, যে তাহার স্বদেশে কিরিয়া যাইবে। যদি তোমার এমত ইচ্ছা হয়, তবে তুমি প্রস্থান কর। তোমার ঐ পথ তোমার সন্মুখে প্রতিবন্ধকবিহীন। আর কেহই এরূপ করিতে বাসনা করে না। আর কেহই জ্বাসে পরবশ হইয়া এরূপ বাসনা করে না। রণবিশারদ জ্যোতিদের এ কথায় সকলে প্রশংসা করিলেন। বিজ্ঞবর নেস্তর কহিলেন, হে জ্যোতি। তুমি যথার্থ কহিয়াছ। এ দেশ পরিত্যাগ করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। কিন্তু এ স্থলে এ বিষয়ের আন্দোলন করাও অসুচিত, অতএব হে রাজচক্রবর্তী। তুমি প্রধান প্রধান নেতা মহোদয়গণকে আপন শিবিরে আহ্বান কর, এবং তদগ্রে কতিপয় রণকোবিদ বাহুবলশালী বীরদলকে পরিখার সন্নিকটে এ শিবিরের রক্ষা কার্যে প্রেরণ কর। বিজ্ঞবরের এ আজ্ঞা রাজা শিরোধার্য করিলেন। রাজশিবিরে প্রথমে লোকনাথ দলের পরিতোষার্থে উপাদেয় ভোজন পান সামগ্রী দাসদলে আনয়ন করাইলেন। ভোজন পানে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারিত হইলে, বৃদ্ধ নেস্তর কহিতে লাগিলেন, হে রাজচক্রবর্তী। আমি বাহা কহিতেছি, আপনি তাহা বিশেষ মনোযোগ করিয়া শ্রবণ করুন। আমার বিবেচনার বীরকেশরী আকিলীসের সহিত কলহ করা আপনার অত্যন্ত অন্তঃকর হইয়াছে, কেন না, আপনি বিলক্ষণ জানিবেন যে, বীরকুলহর্ষ্যক্ষের বাহুবলস্বরূপ আবৃত্তি ব্যতীত এমন কোন

আবরণ নাই, যে তদ্বারা আপনি ঐ ভাষ্কর-কিরীটী হেক্টরের নাশক অক্রাঘাত হইতে এ সৈন্তের রক্ষা করিতে পারেন। বিজ্ঞবরের এই কথায় রাজচক্রবর্তী কহিলেন, হে ভগবন্! হে তাত! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা স্বার্থ। কিন্তু আমি রোষ-পরবশ হইয়া যে ছুর্কর্ম করিয়াছি, এই তাহার সমুচিত দণ্ড ঘটে। এক্ষণে ভগ্ন শ্রীতি-শৃঙ্খল পুনরুজ্জ্বল করিতে আমি সেই অম্পৃষ্টা কুমারী স্রীবীণা সুলক্ষীর সহিত তাহাকে বিবিধ মহার্হ ধন দিতে প্রস্তুত আছি, এমন কি, যতপি ভগবান্ দেবকুলপিতা আমাদিগকে রণজয়ী করেন, তাহা হইলে আমার রাজপুরে তিনটি পরম সুলক্ষী নন্দিনীর মধ্যে তাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহার সহিত বিনা পণে উহার পরিপূর্ণজিহ্না সমাধা করিব। আর বৌতুকরূপে জনসমাকীর্ণ সপ্তখানি গ্রাম দিব। যে ব্যক্তি সাধনা করিলে বশবর্তী না হয়, সকলে তাহাকে ঘৃণা করে, এমন কি, কৃতান্ত দেব দেবকুলোদ্ভব হইয়াও এই দোবে নিখিল জগৎগুলো ঘৃণা পদ হইয়াছেন। বীরকেশরীকে কহিও, যে এই সকল অব্যাক্রান্ত গ্রহণ করিয়া সে আমার পুনরায় আজ্ঞাকারী হউক। আমি এ সৈন্তদলের অধ্যক্ষ এবং বরসেও তাহার জ্যেষ্ঠ।

রাজবাক্যে বিজ্ঞবর নেস্তর মহা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে রাজকুলপতি! এই তোমার উপযুক্ত কর্ম ঘটে। অতএব এই নেতৃদলের মধ্য হইতে কতিপয় বিজ্ঞতম জনকে এ সুবর্তী বহনার্থে বীরকেশরীর শিবিরে প্রেরণ কর। আমার বিবেচনার, দেবপ্রিয় কেনিস্র, মহেঘাস আরাস ও অভিজ্ঞ অদিন্যাসের সহিত হহ্যস্ ও উরুবাভীস্ দূতদ্বয়কে এ কার্য সাধনার্থে প্রেরণ করিলে ভাল হয়। কিন্তু যাত্রায়ে শাস্তিজন উহাদের উপরি সেচন কর, আর তোমরা সকলে মঙ্গলার্থে মঙ্গলদাতা জ্যুসের সকাশে প্রার্থনা কর।

পরে পঞ্চ জন ধীরে ধীরে উচ্চ বীচিময় সাগরতটপথ দিয়া বীরকেশরী আকিলীসের শিবিরান্তিমুখে চলিলেন, এবং বসুধাপরিবেষ্টিত জলদলপাতিকে মঙ্গলার্থে স্তুতি করিতে লাগিলেন। বীরকেশরীর শিবির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তিনি এক সুনির্মিত মধুরক্ষনি বীণা সহকারে বীরকুলের কীর্ত্তি সংকীর্ণন করিয়া আপন চিত্তবিনোদন করিতেছেন। সখা পাত্রক্লুস্ নীরবে সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন। সর্ব্বাঙ্গে দেবোপম অদিন্যাস্ শিবিরদ্বারে উপনীত হইলেন। বীরকেশরী পঞ্চ

অনের সহসা সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া আসন পরিত্যাগ করতঃ তাহাদিগের হস্ত আপন হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া কহিলেন, হে বীরেন্দ্রবর ! আসিতে আজ্ঞা হউক। এই কহিয়া বীরকেশরী অতিথিবর্গকে সুন্দরাসনে বসাইলেন। এবং পাত্ররূপে কহিলেন, হে সখে। তুমি উত্তম পাত্র দ্বারা উত্তম সুরা শীত্র আনয়ন কর। কেন না, অস্ত্র আমার এ বাসস্থলে আমার পরমপ্রিয় মহোদয়গণ শুভাগমন করিয়াছেন। বীর অতিথিবর্গের আতিথ্য ক্রিয়া সুচারুরূপে সমাধা হইলে অদিশ্যসু কহিতে লাগিলেন, হে দেবপুট ধরী, আমরা যে কি হেতু তোমার এ শিবিরে আগমন করিয়াছি, তাহার কারণ প্রবণ কর। আমাদের জীবন মরণ অধুনা তোমারি হস্তে। কেন না, এ দলের সঙ্কটকারী হেক্টর স্বলে আমাদের শিবির-সন্নিকটে অবস্থিতি করিতেছে, এবং তাহার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, আমাদের পোত সকল উল্লস্যাৎ করিয়া আমাদের সমালয়ে প্রেরণ করিবে। অতএব তুমি মনোনিবৃত্তনকারী রোষ অস্ত্র করিয়া পুনরায় স্বকুন্তে আমাদের রক্ষা কর।

রাজচক্রবর্তী আগেমেমনু তোমার সহিত সন্ধি করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র। এবং তোমাকে ক্রশোদরী স্ত্রীদ্বারা সহিত বহুবিধ ধন দিতে প্রস্তুত। এবং তাহার তিন লাভণ্যবতী ছহিতার মধ্যে, যাহাকে তোমার ইচ্ছা, তাহার সহিত তোমার পরিণয় দিতে সন্মত আছেন, কিন্তু যতপি, হে রিপুসূদন, এ সকল বস্তু গ্রহণে তোমার রুচি না হয়, তখাচ রিপুপীড়িত ঐক্বোধ-দলের প্রতি তুমি দয়া কর। এবং তাহাদিগের প্রাণদানে তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ কর। আর এই সুযোগে নির্ভুর রিপু হেক্টরকেও ঘোর রণে বিনষ্ট করিয়া অক্ষয় যশঃ লাভ কর।

বীরকেশরী আকিলাসু উত্তর করিলেন, হে অদিশ্যসু, আমি তোমাদিগের নিকট আমার মনের কথা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিব। সে কপট ব্যক্তি নরকদ্বার তুল্য আমার নিকট স্থণিত; যে তাহার মনঃশেদবাক্য রসনাকে কহিতে দেয় না। এরূপ ব্যক্তি নরাধম। রাজচক্রবর্তী আগেমেমননের সহিত আমার ভগ্ন প্রণয়শৃঙ্খল আর কোন মতেই শৃঙ্খল হইতে পারে না।

দেখ। যেমন বিহঙ্গী পক্ষবিহীন ও আত্মরক্ষাক্রম শিশু শাবকগুলির পালনার্থে বহুবিধ আরাগ সঙ্ঘ করিয়া বহুবিধ খাত্ত্রব্য আনয়ন করে,



আপন জীবনাশার জলাঞ্জলি দিয়া তাহাদিগের রক্ষাবেক্ষণ করে, সেইরূপ আমি এ সেনার হিতার্থে কি না করিয়াছি; কত শত কৃতান্তসদৃশ রিপুকূলান্তক রিপু সহিত যোরতর' সমর করিয়াছি। কিন্তু ইহাতে আমার কি কল লাভ হইয়াছে। তোমরা সকলে স্বস্থানে কিরিয়া যাও। কল্য আমি সাগরপথে স্বল্পস্বত্বমিতে কিরিয়া যাইব।

বীরকেশরীর এই নিষ্ঠুর বাক্যে মুগ্ধচিত্ত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রবোধবাক্যে সাধিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের বদ্ব অকর্মণ্য ও বিকল হইল। বীরকেশরী আকিলীসের স্বদরকূণে প্রচণ্ড রোবাগ্নি পূর্ববৎ অলিত রছিল। দূত মহোদয়েরা বিব্রত্ব বননে রাজশিবিরে প্রত্যাগমন করিলে রাজচক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রশংসাতাজস অদিত্যাসু! হে ঐক্কুলের গৌরব! কি সংবাদ। তোমরা কি কৃতকার্য হইয়াছ। অদিত্যাসু উত্তর করিলেন, মহারাজ! বীরকেশরী আকিলীস এ সেনার হিতার্থে রণ করিতে নিতান্ত অনভিলাষুক। কল্য প্রত্যাগে তিনি সাগরপথে স্বদেশে কিরিয়া যাইবেন। এ কুসংবাদে রাজচক্রবর্তীকে নিতান্ত কাতর ও উদ্মনা দেখিয়া রণহর্ষদ ছোমিদু কহিলেন, মহারাজ, এ ছরস্ত প্রগল্ভী মুঢ়ের নিকট আপনার দূত প্রেরণ করা অতীব আশ্চর্য হইয়াছে। কেন না, আপনার বিনীতভাবে তাহার আশ্রয়লাভ শত গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার যাহা সে তাহাই করুক। হয় ত, কালে দেবতা তাহাকে রণোৎসুক করিবেন। এক্ষণে আমাদের সকলের বিক্রাম লাভ করা আবশ্যক। প্রত্যাগে হৈমবতী উবা সন্দর্শন দিলে তুমি আপনি পদাভিক ও বাজীরাজী ও রথগ্রামে পরিবেষ্টিত হইয়া সমরক্ষেত্রে বীরবীর্যে কার্য সমাধা কর। দেখ, ভাগ্যদেবী কি করেন। রণবিশারদ ছোমিদের এতাদৃশী মন্ত্রণা নেতৃগোত্রে প্রশংসনীয় হইল। পরে সকলে গাজ্রোখান করতঃ যে সাহার শিবিরে বিরাম লাভার্থে গমন করিলেন।

অস্ত্রান্ত নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব শিবিরে স্বচ্ছন্দে নিজাদেবীর উৎসর্গ প্রদেখে বিরাম লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিরামদায়িনী রাজচক্রবর্তী আগেমেম্বননের শিবিরে যেন অস্তিমান প্রবেশ করিলেন না, স্তম্ভরায় লোকপাল মহোদয় দেবীপ্রসাদে বঞ্চিত হইলেন। যেমন, স্নুকেশা দেবী হীরীর প্রাণেশ দেবকুলপতি যৎকালে আসার, কি শিলা, কি তুবান-বর্ষধেজুক হন, বাত্যান্তে আকাশমণ্ডল এক প্রকার ভৈরব রবে পরিপূর্ণ

হয়, অথবা যেমন, কোন দেশে রণরূপ রাক্ষস মহুদেব প্রাসাদিগণের আপন বিকট মুখ ব্যাধান করিবার আগে এক প্রকার ভ্রাবহ খবর সে দেশে সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ রাজ-শরনাগার মহারাজের হাহাকারপূর্বক আর্তনাদে ও দীর্ঘনিশ্বাসে পুরিয়া উঠিল। যত বার তিনি রণক্ষেত্রবর্তী বিপদ পক্ষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অগ্নিকুণ্ডমণ্ডলীর একত্র সংগৃহীত অংগুশি দর্শনে তাঁহার দর্শনেত্রিয় অন্ধ হইয়া উঠিল। অনিলানীত মুরলী ও বেণু প্রভৃতি অস্ত্রাস্ত্র বিবিধ সজীতবস্ত্রের সুমধুর বিপুল তানলয়ে মিশ্রিত কোলাহল ধ্বনিতে শ্রবণালয় যেন অবরুদ্ধ হইয়া উঠিল। যত বার তিনি স্বসৈন্তের প্রতি দৃষ্টি পরিচালনা করিলেন, তাহাদিগের নিরানন্দ অবস্থায় তিনি আপেক্ষ ও রোবে কেশ ছিঁড়িতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে যে শয্যাক্ষেত্র চূর্ভাবনারূপ কৃষাবল তীক্ষ্ণ কণ্টকময় করিয়াছিল, সে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ গাত্রোখান করিলেন।

প্রথমে বন্ধদেশ, সুবর্ণকবচে আবৃত করিলেন। পরে পদযুগে সুন্দর পাছকাছয় বাঁধিলেন। এবং পৃষ্ঠদেশে এক প্রশস্ত পিঙ্গলবর্ণ সিংহচর্ম ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে স্বীয় সুদীর্ঘ শূল লইলেন। স্বন্দপ্রিয় বীরকেশরী মানিল্যুসও স্বশিবিরে সৈন্তের হৃদ্বশাজনিত ব্যাকুলতায় নিজা পরিহরণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন, এবং রণের বেশ বিজ্ঞাস করিয়া স্বীয় রাজভ্রাতার শিবিরান্তিমুখে যাত্রা করিতেছেন, এমত সময়ে পশ্চিমধ্যে রথীন্দ্রের সমাগমন হইল। কনিষ্ঠ কহিলেন, হে বন্দনীর! আপনি কি নিমিত্ত এ সময়ে এ পরিচ্ছদে শয্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনার কি এই ইচ্ছা যে রিপুদলে কোন গুপ্তচরকে গুপ্তভাবে প্রেরণ করেন। এ ঘোর তিমিরময় রজনীযোগে এ অসাধ্য অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে কাহার সাধ্য হইবে।

রাজচক্রবর্তী উত্তর করিলেন, হে ভ্রাতঃ! আমি সুমন্ত্রণার্থে বিজ্ঞবর ভাত নেস্তরের শিবিরে যাত্রা করিতেছি। আমার বিলম্ব বোধ হইতেছে যে দেবকুলপতি প্রিয়াম্বন্দন অরিন্দম হেফটরের নিতান্ত পক্ষ হইয়াছেন। নতুবা কোন একেধর নরযোনি বলী এরূপ অদ্ভুত কর্ম করিতে পারে? মনে করিয়া দেখ, গত দিবসে এ হৃদ্বাস্ত্র অশাস্ত ব্যক্তি কি না করিয়াছিল। গ্রীক্সেনার স্মৃতিপথ হইতে ইহার অদ্বিতীয় পরাক্রমের উদ্ভাপ কি শীঘ্র দ্রবীকৃত হইবে। হে দেবপুট ভ্রাতঃ! রিপুকুলজ্ঞাস আয়াস ও অস্ত্রাস্ত্র

স্বপ্নময়কে গিন্না ডাকিয়া আন। আমি বিজ্ঞবর ভাত নেস্তরের সন্নিকটে যাই। মহারাজ এইরূপে প্রিয় জাতীর নিকট বিদায় লইয়া বিজ্ঞবর নেস্তরের শিবিরে প্রবেশপূর্বক দেখিলেন, প্রাচীন রণসিংহ কোমল শব্যশারী হইয়া রহিয়াছেন। একখানি কলক ছইটা শূল এবং ভাষ্যর শিরক, এই সকল বিচিত্র পরিচ্ছদ নিকটে শোভিতেছে। মহারাজের পদধ্বনিতে নিজা ভঙ্গ হইলে, বৃদ্ধ যোধপতি কহিলেন, তুমি, এ যৌর অঙ্ককার রাজিকালে নিজা পরিহার করিয়া, আমার এ শয়নমন্দিরে সহসা উপস্থিত হইলে কেন। কারণ কহ। নতুবা নীরবে আমার নিকটবর্তী হইলে তোমার আর নিস্তার থাকিবে না, তুমি কি চাহ। দেখ, যদি স্বরসংযোগে তোমাকে চিনিতে পারি। মহারাজ উত্তর করিলেন, হে তাত। হে গ্রীকবংশের অবতংস। আমি সেই হতভাগা আগেমেমুন। যাহাকে দেবরাজ ছত্তর বিপদার্ণবে মগ্ন করিয়াছেন। এ ছরবস্থা হইতে যে আমি কি প্রকারে নিষ্কৃতি পাই, এই সম্পর্কে তোমার পরামর্শাভিলাষে এরূপ স্থানে আসিয়াছি। আমি ছুর্ভাবনায় একেবারে যেন জীবমৃত ও হতজ্ঞান। হে তাত। দেখ, রণছর্বার হেক্টর স্ববলে আমাদের শিবিরঘারে খানা দিয়া রহিয়াছে। কে জানে, তাহার কৌশলে অণু নিশাকালে আমার কি অনিষ্ট ঘটে। বিজ্ঞবর সন্মুহ বচনে কহিলেন, বৎস। আগেমেমুন। আমার বিবেচনার ত্রিদশাধিপতি হেক্টরকে এত দূর আমাদের অপকার করিতে দিবেন না। কিন্তু চল, আমরা উত্তরে অশ্রাণ নেতুবৃন্দের সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ করিগে। আমরা যে বিষম বিপজ্জালে বেষ্টিত, তাহার কোনই সন্মুহ নাই। এই কহিয়া বৃদ্ধবর আশ্বে ব্যস্তে রণশত্রু ধারণ করিয়া রাজচক্রবর্তীর সহিত দেবোপম জ্ঞানী অদিশ্যুসের শিবিরে গমন করিলেন। অদিশ্যুস্ অতিশীঘ্র বীরঘয়ের আহ্বানে শিবিরের বহির্গত হইলেন। পরে তিন জনে একত্রে রণছর্মদ জোমিদের শিবির-সন্নিকটে দেখিলেন যে, বীরকেশরী রণসজ্জায় নিজা যাইতেছেন। তাঁহার চতুর্পার্শ্বে শূলীদলের চ্যুত শূলাত্রি বিছাডের শ্রায় চক্ৰমক্ করিতেছে। প্রাচীন রণসিংহ পদস্পর্শনে স্তম্ভ রথীর নিজাভঙ্গ করিয়া কহিলেন, হে জোমিদ। এ কাল নিশাকালে কি তোমার সদৃশ বীর পুরুষের এরূপ শয়ন উচিত। রণবিশারদ জোমিদ চকিত হইয়া গাজোখান করিয়া কহিলেন, হে বৃদ্ধ। তোমার সদৃশ ক্লাস্তিশূন জন কি

আর আছে। এ সৈন্তে কি কোন যুবক পুরুষ নাই, যে সে তোমাকে বিরাম সাধনে অবকাশ দান করে। এই कहিয়া চারি জন প্রহরীদিগের দিকে চলিলেন। যেমন বস্ত্র পশুময় বনের নিকটে মাসোহারী পশুগণের দৃষ্টিতে ঘোর মিনাদ শ্রবণে সতর্ক হইয়া মেঘপালদলেরা স্ব স্ব মেঘপালের রক্ষার্থে বিরামদায়িনী নিজার জলাঞ্জলি দিয়া অস্ত্র হস্তে আগিয়া থাকে, বীরবরেরা দেখিলেন, যে প্রহরীদল অবিফল সেইরূপ রহিয়াছে। বৃদ্ধবর সম্ভোবোক্তি ও সাহসোদ্ভেজক বচনে कहিলেন, হে বৎসবল! প্রহরী-কার্য সমাধা করিতে হইলে বীর বীর্যশালী জনগণের এইরূপই উচিত। অতএব তোমরাই ধন্ত। এই कहিয়া বীরবরেরা পরিখা পার হইয়া এক শব্দশূন্য স্থলে বসিয়া নিভৃতে নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

বিজ্ঞবর নেস্তর कहিলেন, আমাদের মধ্যে এমত সাহসিক ব্যক্তি কে আছে, যে সে গুপ্তচর-কার্যে কৃতকার্য হইতে পারে। রণবিশারদ ভোমিদ্ कहিলেন, আমার সাহসপূর্ণ হৃদয় এ কঠিন কর্মে আমাকে উৎসাহ প্রদান করে, তবে যদি আমি কোন একজন সঙ্গী পাই, তাহা হইলে, মনোরমের আরও বৃদ্ধি হয়। বীরবরের এই কথা শুনিয়া অনেকেই তাঁহার সঙ্গে বাইবার প্রসঙ্গ করিলেন, কিন্তু তিনি কেবল বিবিধ কৌশলী অদিশ্যাসুকে সহচর করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বীরব্বর ছদ্মবেশ ধরিলেন। এবং অতি ভীক্স অস্ত্র সকল দেহাচ্ছাদন-বস্ত্রে গোপনে সঙ্গে লইলেন। উত্তরে যাত্রা করিতেছেন, এমত সময়ে দেবী আধেনী বায়ুপথে একটা বক পক্ষী উড়াইলেন। স্তত্রাং ঘোর ভিমিরযোগে বীরযুগল সেই গুপ্ত শকুন দেখিতে পাইলেন না। তৎকাল পক্ষপরিচালনার শক্বে দেবীদত্ত সুলক্ষণ তাঁহাদিগের বোধগম্য হইল। মহাদেবীর বিবিধ স্তুতি করণান্তে সিংহব্বর সে ঘোর অন্ধকারময় রজনীযোগে শবরাশি, ভয় অস্ত্রভূপ ও কৃষ্ণবর্ণ শোণিতপ্রোত্তের মধ্য দিয়া নির্ভয় হৃদয়ে রিপুদলাভিমুখে নীরবে চলিলেন।

কতক্ষণ পরে দেবাকৃতি অদিশ্যাসু কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সহচরকে অতি যত্নবরে कहিলেন, সঙ্গে ভোমিদ্। বোধ হয়, যেন কোন একজন অরিপক্ষের শিবিরদেশ হইতে এ দিকে আসিতেছে। আমি এক আগন্তক জনের পূদক্ষনি শুনিতে পাইতেছি। কিন্তু এ কি কোন গুপ্তচর, না তব্বর যতদেহ হইতে বস্ত্রাদি চুরি করণাভিলাষে আসিতেছে, এ নির্ণয় করা হুকর। আইস। আমরা উহাকে আমাদেরিগের শিবিরান্তিমুখে বাইড়ে

দি। পরে পশ্চাত্তাগ হইতে উহার পলায়নের পথ রুদ্ধ অতি সহজ হইবে। এই কহিয়া বীরধর যুদ্ধদেহপূঞ্জমধ্যে ভূতলশারী হইলেন। অত্যাগা আগন্তক জন অকুতোভয়ে ওঁ জ্রুতগমনে ঐক্ শিবিরান্তিমুখে চলিতে লাগিল। অকস্মাৎ বীরধর গাত্রোখান করিয়া তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। যেমন ভীক্ষুদণ্ড স্তনকধর বনপথে আর্ডমিনাশী কুরঙ্গ কি শশকের পশ্চাতে ধাবমান হয়, বীরধর সেইরূপ পলায়নোন্মুখ চরের অতিমুখে উর্দ্ধ্বাসে প্রাণপণে দৌড়িলেন। মহাতড়ে অত্যাগা সহস্র গতিহীন হইল। এবং অকাতরে কহিল, “হে বীরধর! তোমরা আমার প্রাণদণ্ড করিও না। আমাকে রণবন্দী করিয়া রাখ, আমার নাম দোলন। আমার পিতা আমাকে মুক্ত করিতে অনেক অর্থ দিবেন, তাহার কোনই সন্দেহ নাই; কেন না, আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র।” প্রিয়বদ অদিশ্যাসু প্রিয়বচনে কহিলেন, “হে দোলন, তোমার ভয় নাই। তোমাকে বধ করিলে আমাদের কি ফল লাভ হইবে। কিন্তু তুমি আমাদের সহিত চাতুরি করিও না, করিলে প্রচুর দণ্ড পাইবে। হেক্টর কোথায়? এবং শিবিরের কোন পার্শ্বে সৈন্তদল নিতান্ত ক্লান্ত অবস্থায় নিজার বশীকৃত হইয়া রহিয়াছে?” দোলন রোদন করিতে করিতে কহিল, “হায়! হেক্টরই আমার এই বিপদের হেতু। সে আমাকে নানা লোভ দেখাইয়া এই পথের পথিক করিয়াছে। তাহার সহিত নেত্ৰবৃন্দ দেবযোনি ঈশ্যাসের সমাধিমন্দির-সন্নিধানে পরামর্শ করিতেছে। কোন বিচক্ষণ বীর শিবির রক্ষা কর্দে নিযুক্ত নাই। তখাচ স্থানে স্থানে বোধচর অস্ত্র ধারণ করন্তঃ অতি সতর্কে আছে, কিন্তু যদি তোমরা শিবিরে প্রবেশ করিতে চাহ, তবে যে দিকে ট্রাকীয়া দেশের নরপতি হ্রীশ্যাসু শয়ন করিতেছেন, সেই দিকে যাও। কেন না, নরেশ্ব কেবল অস্ত্র সায়ংকালে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার সঙ্গীবর্গ পথপ্রাস্ত হইয়া নিতান্ত অসাধানে নিজাদেবীর সেবা করিতেছে। রাজেশ্বর হ্রীশ্যাসের অধাবনী ত্রিভুবনে অতুল্য, তাঁহার রথ সুবর্ণরজতে নির্মিত, এবং তাঁহার হৈম বর্ম এতাদৃশ অল্পম যে তাহা কেবল দেবীর পুরুষেরই উপযুক্ত। হে রিপুবিশুকারী বীরধর! দেখ, আমি তোমাদের সম্মুখে সত্য ব্যতীত মিথ্যা কহি নাই, অতএব তোমরা আমাকে, হয় ত, রণবন্দী করিয়া শিবিরে প্রেরণ কর, নচেৎ এ স্থলে গাঢ় বন্ধনে বন্ধন করিয়া রাখিয়া যাও।” প্রাণভয়ে বিকলাস্মা দোলন এইরূপে

রিগুছয়ের নিকট কাকুতি মিনতি করিতেছেন, এমত সময়ে নির্দয়হৃদয় ছোমিদু সহসা তাহার গলদেশে প্রচণ্ড খড়্গাঘাত করিলেন। মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূতলে পড়িল।

তৎপরে বীরছয় অতি সাবধানে ট্রাকীয়া দেশস্থ সৈন্যাভিমুখে চলিলেন, এবং সহসা তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, অনেক বীর পুরুষ শমনাগারে চলিলেন। রাজেশ্বর হ্রীশ্যাসুও অকালে কালপ্রাসে পড়িলেন, রাজার অনুপমা অশ্বাবলী একত্রে বন্ধন করিয়া বীরছয় শিবিরভিমুখে অতি ক্রতবেগে চলিতে লাগিলেন। ট্রয়-সৈন্যে সহসা মহাকোলাহল ধ্বনি হইয়া উঠিল।

এ দিকে বীরছয় হ্রীশ্যাসু রাজেশ্বরের অসদৃশ অশ্বাবলী অপহরণ করিয়া আশুগতিতে স্বদলে রণভিমুখে চলিলেন। যে স্থলে রাজচক্রবর্তী আগেমেম্বনু ও বৃদ্ধ নেস্তরাদি পরিখার সন্নিকটে নিভৃতে বসিয়াছিলেন, সে স্থলে আগন্তুক বীরছয়ের পদধ্বনি শ্রুত হইলে রাজচক্রবর্তী ত্রস্ত ও সোৎকর্ষ ভাবে নেস্তরাদি সঙ্গী জনকে কহিলেন, “বোধ হয়, কতিপয় অশ্বারোহী জন পদাতিকদলে অভিক্রমিত গতিতে এ দিকে আসিতেছে। অতএব সকলে সাবধান,” এক জন কহিলেন, “এ বৈরী নহে, এ দেখে বিবিধ কৌশলশালী অদিশ্যাসু ও রিগুগর্ভধর্মকারী ছোমিদু করেকটা রণভুরঙ্গ সঙ্গে করিয়া আসিতেছে।” রাজা মিত্রছয়কে অমিত্রহলে দর্শন করিয়া পরমাহ্বাদে কহিলেন, “হে প্রীকুলগৌরব-রবি অদিশ্যাসু, তোমাকে কোন দেব এ চূর্ণিত প্রসাদ দান করিয়াছেন, তুমি কি এই অশ্বাবলী অংগুমালীর একচক্র রথ হইতে কৌশলচক্রে অপহরণ করিয়াছ, এরূপ অপরাধ অশ্বাবলী কি আর এ বিশ্বধণ্ডে আছে?”

মহেঘাস অদিশ্যাসু রাজপ্রবীর হ্রীশ্যাসুের নিধন ও বাজীরাজীর অপহরণ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিলে সকলে আনন্দচিত্তে শিবিরে গমন করিলেন, ক্লাস্ত বীরযুগল চলোপ্নি সাগরে রক্তার্জ দেহ অবগাহন করতঃ সুরভি তৈলে সুবাসিত করিলেন। পরে সুখাত্ত জব্যে ক্ষুধা নিবারণ করিয়া প্রথমে মহাদেবী আধেনীর তর্পণার্থে ভূতলে কিঞ্চিৎ সুরা সিঞ্চন করতঃ অবশিষ্ট ভাগ স্তম্ভদ্বয়ে পান করিতে লাগিলেন।

### বর্ষ পরিচ্ছেদ

হেমাঙ্গিনী দেবী উষা বরাক্রপতি অরুণের শয্যা পরিত্যাগ করিয়া মরামরকুলে আলোক বিতরণার্থে গাত্রোত্থান করিলেন। দেবকুলেশ্রে বিবাদদেবীনাগ্নী কলহকারিণী নিষ্কুপা দেবীকে রণোৎসাহ প্রদানার্থে ঐকৃশিবিরে প্রেরণ করিলেন। দেবী বিবিধ কৌশলকুশল মহেষ্টাস অদিশ্যুসের শিবিরদ্বারে দাঁড়াইয়া ভৈরবে হুহুকার ধ্বনি করিলেন; এবং স্বমায়ায় ঐকৃষোধবৃন্দকে রণানন্দপ্রিয় করিলেন। আর কেহই সাগরপথে জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করিতে তৎপর হইলেন না। রাজচক্রবর্তী উচ্চৈশ্বরে বীরনিকরকে সমরসজ্জা ধারণ করিতে অহুমতি দিলেন। এবং আপনি বিবিধ বিচিত্র রণপরিচ্ছদে স্বীয় মহাকায় সমাচ্ছাদন করিলেন। হেমবর্ষের বিভা নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত ভ্রাতিতে লাগিল। ঐকৃকুলহিতৈষিণী দেবকুলরাণী হীরী ও বিজয়কুলারাধ্যা দেবী আধেনী রাজসেনানীর উৎসাহার্থে আকাশে কুলিশনাদ করিলেন। বীররাজী রাজচক্রবর্তীর সহিত পদব্রজে শিবির হইতে রণক্ষেত্রান্তিমুখে বহির্গত হইলেন। সারথিবৃন্দ বাজীরাজীর সহিত স্তম্ভনবৃন্দ পশ্চাতে পশ্চাতে আনিতে লাগিল। চতুর্দিক্ বিভীষণ কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল।

ও দিকে এক প্রত্যস্তপর্বতের শিরোদেশে ট্রয়নগরীয় সেনা রণকার্যার্থে স্তম্ভ হইল। এনৈশাদি বীরবরেরা অমরাকৃতিতে বীরকেশরী হেক্টরের চতুর্পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। যেমন কোন কুলক্ষণ নক্ষত্র ঘনাক্ষর আকাশে উদয় হইয়া ক্ষণমাত্র স্বীয় অশুভ বিস্তার অমঙ্গল ঘটনার বিভীষিকায় দর্শক জনের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করতঃ পুনরায় মেঘাবৃত হয়, বীরকেশরী ট্রয়নগরীয় সৈন্তমধ্যে ঐকৃসৈন্তের দর্শনপথে সেইরূপ প্রতীকমান হইতে লাগিলেন; এবং তাঁহার বর্ষ হইতে যেন এক প্রকার কালাগ্নির তেজ বাহির হইতে লাগিল।

যেমন কোন ধনী জনের শস্তক্ষেত্রে কৃষীবলের অত্রাঘাতে শস্তশীঘ্র চতুর্দিকে পতিত থাকে, এইরূপ ছই পক্ষ হইতে বীরবৃন্দ ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। নিষ্কুপা কলহকারিণী বিবাদদেবী স্তম্ভয়ানন্দে উচ্চ চীৎকার প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু অশান্ত দেব দেবীরা স্বীয় স্বীয় স্তম্ভর মন্দির হইতে রণক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

যে সময়ে আটবিক জন অটবী প্রদেশে নানা বৃক্ষ কাটিতে কাটিতে ক্ষুধার্ত হইয়া ক্ষণকাল নিজ নিত্যক্রিয়ায় পরাশ্রয় হয়, ও আহারাদি ক্রিয়াতে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করে, সেই কাল উপস্থিত হইল। দিনকর আকাশমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজচক্রবর্তী সৈন্যধ্যক্ষ মহোদয় হর্ষ্যক্ষ-পরাক্রমে রিপুব্যূহে প্রবেশ করিলেন। অনেকানেক রথী জন অকালে শমনালয়ে গমন করিতে লাগিলেন। যেমন রক্তদন্ত শোণিতাক্ত ক্রমশালী পরাক্রমী মৃগরাজকে, শাবকবৃন্দ নাশ করিতে দেখিলেও কুরঙ্গ তাহাকে কোন বাধা দেয় না, বরঞ্চ কম্পিত হৃদয়ে উর্দ্ধ্বাসে গহন কাননপথ দিয়া পলায়ন করে, সেইরূপ ট্রয়-দলস্থ কোন নেতার এতাদৃশ সাহস হইল না যে, তিনি রাজচক্রবর্তীর সম্মুখবর্তী হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করেন। যেমন ঘোর দাবানল প্রবল বায়ুবলে ছুঁকার হইলে চতুর্দিকে বৃক্ষ ও বৃক্ষশাখাবলী তাহার শিখাজ্বাসে ভস্মমাৎ হইয়া যায়, সেইরূপ রাজচক্রবর্তীর অত্যাধাতে রিপুদল পড়িতে লাগিল। পদাতিক পদাতিকে ঘোর রণ হইল। সাদীদলের সিংহনিদাদ অশ্বাবলীর হেঁচা রবে মিশ্রিত হইয়া কোলাহলে রণক্ষেত্র পূর্ণ করিল। উভয় দলে অগণ্য রথীগণ আর্জুনাদে প্রাণত্যাগ করিল। এ সময়ে কুলিশ-নিরুপী দেবেন্দ্র অরিন্দম হেক্টরকে এ স্থল হইতে দূরে রাখিলেন। স্মৃতরাৎ তাহার বিহনে ট্রয়নগরস্থ সেনা রণরঙ্গে ভঙ্জাৎসাহ হইল, এবং রাজচক্রবর্তীর অনিবার্য বীরবীর্য সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া নগরাভিমুখে ধাবমান হইতে লাগিল। যেমন ক্ষুধাতুর কেশরী ভীষণ নিনাদে কোন মেঘ কিছা বৃষপাল আক্রমণ করিলে পশুকুল উর্দ্ধ্বাসে পলায়ন করে, এবং পশ্চাতে পড়িলে যে সে হৃদ্যস্ত রিপুর গ্রাসে পড়িবে এই আশঙ্কায় সকলেই পুরঃসর হইবার প্রয়াসে যথাসাধ্য বেগে ধাবমান হয়, এবং সকলেরই এই দৃঢ় অধ্যবসারে যুদ্ধমধ্যে এক মহা বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়, এবং এ উহার পদচাপনে ও শৃঙ্গাঘাতে গতিহীন হইয়া পড়ে, সেইরূপ ট্রয়স্থ সৈন্যদল রণক্ষেত্র হইতে পলায়নতৎপর হইল। যাহারা যাহারা হুর্ভাগ্যক্রমে সর্বপশ্চাতে পড়িল, কেশরীর জায় রাজচক্রবর্তী প্রচণ্ডাঘাতে তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিতে লাগিলেন। অনেকানেক রথীশূন্য রথ ঘোর বর্ষরে নগরাভিমুখে ধাইল। কিন্তু সে সকল রথের অলঙ্কারস্বরূপ বীরবরেরা ধরাডলে পড়িয়া গৃহানন্দ, প্রেমানন্দ, স্নেহানন্দ এ সকলে



জীবনানন্দের সহিত জলাঞ্জলি দিলেন। এইরূপে রাজচক্রবর্তী আর মগরতোরণ পর্য্যন্ত গমন করিলেন। ইহা দেখিয়া দেবকুলপিতা অমরাবতী হইতে উৎসফেনি ঈড়াশিরঃ প্রদেশে উপনীত হইলেন, এবং হৈমবতী দেবদুতী ঈরীষাকে কহিলেন, “হে হেমাঙ্গিনি! তুমি ক্ষতগতিতে বীরকেশরী হেক্টরকে গিয়া কহ, যে যতক্ষণ ঐক্সৈশ্চাধ্যক্ষ রাজচক্রবর্তী আগেমেমুন শূল বা শর নিক্ষেপণে ক্ষতাজ হইয়া রণে ভঙ্গ না দেন, ততক্ষণ প্রিয়াম্পুত্র যেন স্বয়ং রণে প্রবৃত্ত না হন, বরঞ্চ অশ্রাশ্র বীরপুঞ্জকে রণক্রিয়া সাধনার্থে উৎসাহ প্রদান করেন।” যেমন বায়ু-তরঙ্গ বায়ুপথে চলে, দেবদুতী সেই গতিতে যেন শৃগুদেশ ভেদ করিয়া বীরকেশরীর কর্ণকুহরে দেবাদেশ প্রকাশ করিল। বীরকেশরী রথ হইতে ভূতলে লক্ষ্য দিয়া ভয়বিহ্বল ষোধদলকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। বীরসিংহের সিংহনিদানে ও তাঁহার বীরাকৃতি সন্দর্শনে সে রণক্ষেত্রে ভীকৃত্যও যেন একেবারে আশ্চর্য্যভাব বিষ্মৃত হইয়া বীরকার্য্যোপযোগী হইয়া উঠিল। রাজচক্রবর্তীও অসামান্য পরাক্রমে রিপুদলকে দলিতে লাগিলেন।

ঈপীছন্ন নামক অস্ত্রনরের এক পুত্র বীরদর্পে রাজচক্রবর্তীর সম্মুখবর্তী হইল। কিন্তু রাজচক্রবর্তীর ভীষণ শূলাঘাতে ভূতলে পতিত হইয়া আপন নবপরিণীতা বনিতার অপরূপ রূপলাবণ্যাঙ্গি দর্শন আশায় চিরকালের নিমিত্ত জলাঞ্জলি দিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার এতাদৃশ ছন্নবস্থা অবলোকনে কয়ন নামে বীর পুরুষ মহা রুষ্টভাবে ভীকৃতম ক্রুদ্ধ হারা লোকান্ত রাজা আগেমেমুননের বাহু ভেদ করিলেন। তত্রাচ রাজচক্রবর্তী রণরঙ্গে বিরত না হইয়া ভীমপ্রহারী কয়নকে ভীম প্রহারে সমালয়ে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে মধ্যে যেমন গর্ত্তবতী রমণী সহসা প্রেসব-বেদনায় কাতরা হয়, এবং সে অসহ্য পীড়ায় তাহার কোমলাঙ্গ শিথিল ও অবশ হয়, রাজ-সার্বভৌমও সেইরূপ বিকল হওতঃ ক্ষতে রথারোহণ করিয়া সারথিকে শিবিরাভিমুখে রথ চালাইতে আজ্ঞা দিলেন। কশাঘাতে অশ্বাবলী এক্ষণ ক্ষত ধাবনে ষর্ষজনিত কেনায় আবৃত হইল। এইরূপে ঘোরতর রণ করিয়া অধিকারী মহোদয় যুদ্ধকর্মে ভঙ্গ দিলেন। তদর্শনে প্রিয়াম্পুত্রে কুলচূড়ামণি হেক্টরের স্মরণপথে দেবাদেশ আরুঢ় হইল। যেমন কোন ব্যাধি ওজ্রদস্ত স্তনকবৃন্দকে কোন বরাহ কিছা সিংহকে আক্রমণ করিতে সাহস প্রদান করে, সেইরূপ রিপুসুদন স্বন্দোপম অরিদ্যম হেক্টর স্ববলকে

অগ্রসর হইতে অসুস্থিত ছিলেন। এবং যেমন প্রচণ্ড বাত্যা আকাশমণ্ডল হইতে কোম কোম সময়ে নীলোন্মিময় সাগর আক্রমণ করে, আগনিও সেইরূপে রিপুদলে প্রবেশ করিলেন। ঘোরতর রণ হইল। অনেকানেক বীরবর ভুতলে শয়ন করিলেন। কি নেতা কি নীত ব্যক্তি কেহই তাহার শরসংঘাতে অব্যাহতি পাইল না। যেমন প্রবল বায়ুবলে জলদল আন্দোলিত হইলে তরঙ্গসমূহ হইতে আকাশপথে অগণ্য ফেনকণা উড়িয়া পড়িতে থাকে, সেইরূপ প্রচণ্ড বীরবরের প্রচণ্ড দণ্ডঘাতে মস্তকমণ্ডল চতুর্দিকে পতিত হইতে লাগিল। একরূপ ভয়াবহ ঘটনা দর্শনে কৌশল-শালী অদিন্যাস্ রণহর্ষদ জোমিদকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “সখে, আমরা কি সহসা বীরবীর্য্যরহিত হইলাম?” এই কহিয়া উভয়ে ট্রয়স্থ সৈন্যদল আক্রমণ করিলেন। যেমন ভীষণদস্ত বরাহদ্বয় আক্রমী খচক্রকে আক্রমিয়া লও ভও করে, বীরদ্বয় রিপুচয়কে সেইরূপ করিলেন। রিপুমর্দন হেক্টর-রিপুদ্বয়কে দূর হইতে দেখিয়া তাহাদের অভিমুখে ছহুকারে খাবমান হইলেন, সে কাল ছহুকার অবশ্যে রণবিশারদ জোমিদ শশকচিন্তে সূচতুর অদিন্যাস্কে কহিলেন, “সখে, ঐ দেখ, উন্নতর হেক্টর যেন নিধনতরঙ্গরূপে এ দিকে বহিতেছে, আইস, দেখি, আমাদের ভাগ্যে কি আছে;” এই কহিয়া রণহর্ষদ জোমিদ আপন শূল আগন্তক বীরহর্ষ্য্যকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। রিপুঘাতী অস্ত্র দেবদস্ত কীরোটে লাগিল।

এক পার্শ্ব হইতে বীর সুন্দর সুন্দর এক নিশিত শর শরাসনে যোজনা করিয়া রণহর্ষদ জোমিদের পদবিক্ষন করিয়া আনন্দরবে কহিলেন, “হে পরস্তপ জোমিদ! আমার শর চাপ হইতে বৃথা নিক্ষিপ্ত হয় না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে তোমার উন্নরদেশ ভিন্ন করিয়া তোমাকে চিররণবিরত করিতে পারে নাই।” অকুতোভয় জোমিদ উত্তর করিলেন, “রে ধর্ষী, রে প্রানিকারক, রে অলকালঙ্কত অজনা কুলপ্রিয় হর্ষতি! তোর অত্রাঘাতে আমার কি হইতে পারে? তোর অস্ত্র নিক্ষেপণ অবলা রমণী ও শিশুর স্থায়। তোর যদি রণম্পৃহা থাকে, তবে সম্মুখ-রণে বিমুখ হইস কেন?” বিখ্যাত শূলী সখা অদিন্যাস্ পরম বস্ত্রে ভীর কতস্থল হইতে টানিয়া বাহির করিলে জোমিদ বিবম যাতনায় অস্থির হইয়া রণস্থল হইতে শিবিরান্তিমুখে রথারোহণে চলিলেন। শূলকুশল অদিন্যাস্ একাকী

রণক্ষেত্রে রহিলেন, প্রাণ অপেক্ষা মান শ্রিয়তর বিবেচনার প্রাণপণে  
সুকিতে লাগিলেন। যেমন গুল্মায়ত বরাহকে আক্রমণার্থে কিরাভবন্দ  
শুনকবন্দ সহকারে গুল্মের চতুষ্পাশ্বে একত্রীভূত হইয়া অবস্থিতি করে,  
আর বখন সে রক্তদন্ত কৃতান্তদূত বাহির হয়, তখন সকলে সময়ে কেবল  
দূর হইতে অস্ত্রনিক্ষেপ করিতে থাকে, ঐরন্থ যোধেরা ঐক্‌বোধবরকে  
সেইরূপে আক্রমণ করিল।

সুকস নামক এক মহাবীর পুরুষ সরোবে অদিস্যুসের দৃঢ় ফলকে শূল  
নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র ছর্ভেষ্ঠ ফলক ভেদ করিয়া কবচ ছিন্ন ভিন্ন  
করতঃ চর্ম পর্য্যস্ত ভেদ করিল। কিন্তু সুনীলকমলাকী দেবী আধেনী এ  
প্রাণসংশয় অস্ত্র বীরেশ্বরের শরীরাত্যন্তরে প্রবেশ করিতে দিলেন না।  
যশস্বী অদিস্যুস বিষমাঘাতে ব্যথিত হইয়াও প্রহারকের প্রাণ সংহার  
করিলেন। পরে স্বহস্তে শূল টানিয়া বাহির করিলেন। লোহরঞ্জনে  
বীরদেহ যেন রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বীরবরের এই অবস্থা দেখিয়া ঐরন্থ  
বোধদল তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলে তিনি উচ্চে আর্তনাদ করতঃ অপন্থত  
হইতে লাগিলেন।

স্বন্দপ্রিয় মানিস্যুস রিপুকুলজাস আয়াসকে কহিলেন, “সখে, বোধ  
হইতেছে, যেন মহেশ্বাস সমরক্ষেত্রে আর্তনাদ করিতেছে, কে জানে,  
কৌশলীশ্রেষ্ঠ কি বিপঙ্কালে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছেন।” এই  
কহিয়া বীরদ্বয় ক্রতগতিতে স্বর লক্ষ্য করিয়া সমরক্ষেত্রের দিকে ধাবমান  
হইলেন। কতক দূর গিয়া দেখিলেন, যে যেমন কোন এক শাখাপ্রশাখাময়  
বিষাণ-বিশিষ্ট যুগ কিরাভের শরাঘাতে ব্যথিত হইয়া রণপথ রক্তাক্ত করতঃ  
পলায়ন করে, মহেশ্বাস অদিস্যুস সেইরূপ রক্তার্জ কলেবরে ধাবমান  
হইতেছেন, এবং যেমন সেই যুগের পশ্চাতে পিঙ্গল শৃগালজাল  
ভৎমাংসাভিলাষে দলবদ্ধ হইয়া তাহার অঙ্গসরণ করে, ঐরনগরন্থ বোধদল  
মহাযশাঃ অদিস্যুসের বিনাশার্থে সেইরূপ হৃহঙ্কার ধ্বনি করতঃ দলে দলে  
তাঁহার পশ্চাতে চলিতেছে, কিন্তু এতাদৃশ অবস্থায় দীর্ঘকেশর কেশরী  
সহসা নয়নাকাশে উদ্ভিত হইলে যেমন সে শৃগালদল ভয়ে জড়ীভূত হইয়া  
পলায়ন করে, সেইরূপ বলস্বস্তস্বরূপ রিপুজাস আয়াসকে দেখিয়া  
রিপুদলের সেই দশাই ঘটিল। এবং তাহারা প্রাণভয়ে দলভ্রষ্ট হইয়া, যে  
যে দিকে স্মরণ পাইল সে সেই দিকে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতে

লাগিল। কিন্তু যেমন বারিদ-প্রসাদে মহাকার নদশ্রোতঃ পৰ্বত হইতে গভীর নিম্নাদে বহির্গত হইয়া কি বৃক্ষ, কি গুহ, কি পাষণথও, বাহা অগ্রে পড়ে, তাহাই অনিবার্য বলে বহিরা গইয়া যায়, সেইরূপ স্তর্ভেত কলকধারী আয়াস অথ, পদাতিক, রথ, প্রচণ্ডাঘাতে লও তও করিতে লাগিলেন। অনেক সেনা কুতলশারী হইল, কিন্তু বীরবর হেক্টর এ ছর্ষটনার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না। কেন না তিনি সৈন্তের ব্যয়ভাগে কবক্ষ নদতটে রণব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন। যে সকল মহা মহা বীর সে স্থলে সাহস-ভরে যুঝিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিমুখ হইলেন, পরে ভাবর-কিরীটী রথী আয়াসের পরাক্রম প্রকাশে বীর রোষে তদভিমুখে রথ পরিচালিত করিলেন। শত শত যুতদেহ ও অস্ত্ররাশি রথচক্রে চূর্ণ হইয়া রথ ও রথবাহন বাজীরাজীকে রক্তপ্লাবিত করিল। অরিন্দ্রমের সম্মাগমে রিপুসুদ আয়াসের বীর-হৃদয়ে সহসা যেন ভয় সঞ্চার হইল, এবং তিনি আপন হর্ভেজ্ঞ ফলক কেলিয়া আরক্তনয়নে শক্রদলের প্রতি দৃষ্টিনিরূপ করতঃ শিবিরান্তিমুখে চলিলেন। যখন কোন ক্ষুধাতুর সিংহ যুষপরিপূর্ণ গোষ্ঠ আক্রমনার্থে দেখা দেয়, তখন সে গোষ্ঠ-পরিবেষ্টনকারী রক্ষকদল ভীক্ৰদস্ত শুনকবাহ সহকারে তাহাকে নিবারণ করিবার জ্ঞা শলাকাবৃষ্টি ও মুহুমুহু বৃহদাকার অলাতাবলী প্রোজ্জলিত করিলে, যেমন সে পশুরাজ কৃতকার্য না হইয়া বিকট কটাক্ষে নিবারকদলকে অবহেলা করিয়া নিশাবসানে স্বগহ্বরে ফিরিয়া যায় বীরেশ্বর আয়াস-সেইরূপ অনিচ্ছায় ও প্রাণভয়ে রণরঙ্গে ভঙ্গ দিলেন। রিপুত্রাস আয়াসকে এতদবস্থ দেখিয়া রিপুকুল ত্রাসে জলাঞ্জলি দিয়া তাহার অমুসরণ করিতে আরম্ভ করিলে উরিপ্লুস নামক যশস্বী রথী তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবাকৃতি রথী স্বন্দর ভীক্ৰতম শরে তাহার দেহ ক্ষত করাতে তিনিও রণে বিমুখ হইলেন। এইরূপে প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ রণানন্দে নিরানন্দ হওয়াতে রথ, পদাতিক, বাজীরাজী সকলে মহাকোলাহলে রণভূমি পরিত্যাগপূর্বক শিবিরান্তিমুখে দৌড়িয়া চলিল। সৈন্তদলের রণভঙ্গারব বীরকেশরী আকিলীসের শিবিরান্তিমুখে যেন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। বীরবর সচকিতে বিশেষ প্রিয়পাত্র পাত্ররূপে আহ্বান করিয়া উভয়ে একত্র বহির্গত হইয়া গ্রীক্ৰদলের দুয়বস্থা সন্দর্শনে সহাস্ত বদনে কহিলেন, “হে প্রিয়তম! গ্রীকেরা যে দিন আমার পদতলে

অকস্মত হইবে সে দিন আর অধিক, দূরবর্তী নহে। ঐ দেখ, হৃদ্যন্ত হেক্টরের কুস্তাকালনে কি কল হইয়াছে। আমা ব্যতীত দেখনরমোমি কোন যোদ্ধা প্রিয়াক্ষুত্রকে রণে নিবারণ করিতে পারে। আমারও এ ক্রমবাহার বীর্যে সমরে ভূমি ভূমি কাঁপিয়া উঠে। সে বাহা হউক, ভূমি এক্ষণে শিতা। নেশ্বরের নিকট হইতে রণবার্তা লইয়া আইস।" যাজ্ঞরুস্ অমনি দেবোপম সখার আজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

যুদ্ধরাজ নেশ্বর পাত্ররুস্কে স্নেহগর্ভ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তোমার ও দেবসদৃশ সখার মঙ্গল তো? দেখ তোমার সে প্রিয় বন্ধুর বিহনে আমরািগের কি চর্চটনা না ঘটিতেছে? ভূমি যদি পার, তবে তাহার রোষান্নি নির্বাণ করিয়া তাহাকে আমরািগের সহকারার্থ আন, নচেৎ স্বয়ং তাহার বীর-পরিচ্ছদে স্বদেহ আচ্ছাদন করিয়া রণক্ষেত্রে দেখা দেও। দেখি, যদি এ হলনায় রিপুকুল ভয়াকুল হইয়া আমরািগকে কণকাল ক্রান্তি দূরীকরণার্থে অবসর দেয়," যুদ্ধ মন্ত্রী এই কুমন্ত্রণায় আমূহীন পাত্ররুস্ সখার শিবিরান্তিমুখে ব্যগ্রপদে যাইতেছেন, এমত সময়ে কতকলেবর উরিগ্নুস্কে কতিপয় যোদ্ধা ফলকোপরি বহন করিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইল। সরল-হৃদয় পাত্ররুস্ রাজবীর উরিগ্নুস্কে এ হৃদয়কুস্তনী অবস্থার দেখিয়া তাহার শুষ্কবাক্রিয়ায় সযত্নে রত হইলেন। স্মৃতরাং তদগ্বে সখার শিবিরে যাইতে পারিলেন না।

রণক্ষেত্রে বিপক্ষদলে ঘোরতর রণ হইতে লাগিল। কিন্তু ট্রয়দল রিপুকুলবিনাশকারী হেক্টরের সহকারে নির্বাধে পরিখা পার হইতে লাগিল। যেমন ব্যাধদল শুনকদলে কোন ভীক্সদন্ত নির্ভীক বন-শুকর অথবা যুগরাজকে আক্রমণ করিলে বিক্রমশালী পশু কণ-নিকিণ্ড শলাকামালা অবহেলা করিয়া প্রহারক-দলকে সংহারার্থে ভীষণ গর্জন করতঃ তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হয়, বীরসিংহ হেক্টর সেইরূপ করিতে লাগিলেন, এবং যেমন যে দলের অস্তিমুখে সে পশু রোষতাপে তাপিতচিত্ত হইয়া ধায়, সে দল তদগ্বে প্রাণভয়ে পলায়নোন্মুখ হয়, সেইরূপে নিধন-তরঙ্গরূপ হেক্টরের চর্চার বাহুবলরূপ স্রোতে গ্রীক্সেনারা রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। ট্রয়নগরস্থ পদাতিক দল বীরকেশরীর সহিত সাহসে পরিখা পার হইল। কিন্তু রথারোহী বীরদলের পক্ষে সে পরিখাতরণে নানাবিধ বাধা দেখিয়া রিপুদমী পলিছন্ন উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,

“হে বীরসুন্দ ! আমার বিবেচনায় রথ ও অশ্বারোহণে এ পরিখাতরণক্রিয়া অতীব অবিবেচনীয় ; কেন না, ইহার পথের অপ্রশস্ততানিবন্ধন প্রত্যাবর্তনকালে রথ ও অশ্বসমূহের বর্তমানতায় এ অপ্রশস্ত পথ রুদ্ধ হইলে আমাদের বিষম বিপদের সম্ভাবনা।” বীরবরে এই হিতোপদেশ বাক্য সকলেরই মনোনীত হইল। এবং চতুরঙ্গদলে সকলেই রথ ও তুরঙ্গম হইতে ভূতলে লক্ষ্য দিয়া পদব্রজে ধাবমান হইলেন। প্রতি সৈন্তদলের পুরোভাগে সুন্দর বীর স্বন্দর মহেদ্বাস এনেশ, রিপুমর্দন সর্পাদন, রিপুবংশধ্বংস শ্লোকস প্রভৃতি নেতৃবর্গ হুহুকার মিনাদে পরিখা পার হইলেন। এবং এক এক দ্বার দিয়া শিবিরান্তিমুখে চলিলেন। যেমন হেমস্তান্তে বারিদপটলী তুষারকণা বৃষ্টি করে, সেইরূপ উত্তর দল হইতে চতুর্দিকে অল্পজাল পড়িতে লাগিল। এবং বীরকুলের শিরাজ্ঞাপ নিম্নিংশপুঞ্জে বাজিয়া বন্ বন্ স্বনে শিবিরদেশ পরিপূর্ণ করিল। দেবদেবী ঐকীদলের এ ছরবহ্নাঙ্গস্পর্শনে হৈমহর্ষ্যময়ী অমরাবতীতে পরম নিরানন্দ হইলেন। কিন্তু দেবকুলকান্তের জ্ঞাসে কেহই কিছু করিতে পারিলেন না। যে স্থলে রিপুকুলান্তক হেক্টর প্রিয় ভ্রাতা রিপুদমন পলিছায়ের সহকারে মহাহবে প্রবৃত্ত ছিলেন, সে স্থলে তাঁহার উভয়ে আকাশমার্গে এক অদ্ভুত শকুন দেখিতে পাইলেন। সহসা এক বিক্রমশালী পক্ষিরাজ রক্তাক্ত ক্রমে এক প্রকাণ্ডকলেবর বিষধর ধারণ করিয়া উড়িতেছে। তীব্র বেদনায় ভুঞ্জঙ্গের অঙ্গ আকুঞ্চিত হইতেছে, তথাচ সে বৈরিনির্বাণাতনার্থে তাহার ঐবাদেশে দংশন করিল। পক্ষিরাজ এ অসহনীয় দংশন-পীড়ার কাকোদরকে ছাড়িয়া দিলে সে ভূতলে সৈন্তমধ্যে পড়িল। পক্ষিরাজ শূন্য ক্রমে স্বনোড়ে উড়িয়া চলিল। পলিছায় বীর ভ্রাতাকে কহিলেন, “হে হেক্টর ! এ কি কুলক্ষণ দেখিলাম, এ প্রপঞ্চ ব্যর্থ নহে। আমি বিবেচনা করি, যে বিপক্ষ-দলকে রণক্ষেত্রে বিনষ্ট করা আমাদের ভাগ্যে নাই। এই ক্ষত ভুঞ্জঙ্গের দ্বার বিপক্ষচতুরঙ্গ দল আমাদের সৈন্তের ক্রমপরাক্রমে আক্রান্ত হইয়াও তাহার গলদেশ দংশন করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব হে ভ্রাতঃ ! আইস আমরা ঐ সকল সাগরবান ভ্রম্মমাং করিবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পরিখার অপর পারে বাই।” ভাষরকিরীটী হেক্টর ভ্রাতার এইরূপ বাক্যে বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “হে পলিছায় ! তুমি এ কি কহিতেছ ? স্বজন্মভূমির রক্ষাকাৰ্য্য এত দূর পর্য্যন্ত শুভ, ও কর্তব্য

কার্য, যে তাহা হইতে কোন কুলক্ষণ দর্শনে পরাধ্বু হওয়া উচিত নয়।" বীরস্বয় এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে দেবকুলপতির ঔরসজাত নরদেবাকৃতি রথী সর্পাদন অবলে সিংহনিদানে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। যেমন যুগেস্ত্র কোন পর্বতকন্দরে বহুদিন অনশনে উন্মত্তপ্রায় হইয়া আহার অশেষণে বাহির হইয়া বক্রশৃঙ্গ ব্যবপালকে দূর হইতে দেখিতে পাইলে পালকলের ভৈরব রব ও শলাকায়ুন্দে অবহেলা করিয়া ব্যবসমূহকে আক্রমণ করে এবং প্রাণান্তেও আহার লাভ লোভে বিরত হয় না, সেইরূপে রিপুকুলমর্দন সর্পাদন রিপুকুলকে আক্রমণ করিলেন, বীরদলের পদচালনে ধূলারানি আকাশমার্গে উঠিতে লাগিল।

দেবকুলপতি উৎসযোনি ঈড়া পর্বতশৃঙ্গ হইতে ঐকৃদলের প্রতিকূলে এক প্রবল বাত্যা বহাইলেন। অনেকানেক বীর অকালে সমরশায়ী হইলেন। মহাবশাঃ হেক্টর কালরাত্রিরূপে শক্রদলের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহার বর্ষ হইতে কালান্নিতেজ বাহির হইতে লাগিল। ঐকৃসেনা সময়ে পোতাভিমুখে ধাবমান হইল। \* \* \*

বর্ষ পরিস্বেদ সমাপ্ত।









